Peace বাংলাদেশে এই প্রথম

লা-তাহ্যান
হতাশ হবেন না
Don't Be Sad

ড. আইদ আল কারণী

লা-তাহযান
হতাশ হবেন না

মূল
ড. আয়িদ আল ক্বরনী

অনুবাদ
ডা. হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ নূর হোছাইন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মো: নূরুল ইসলাম মণি

বিষয়ভিত্তিক ২

লা-তাহ্‌যান
হতাশ হবেন না
Don't Be Sad

নাবী প্রকাশনী
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : ২৬ মার্চ, ২০১২ইং

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

ISBN 978-984-8885-24-6
9 779848 885001

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَرَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَعِتْرَتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

বিচার দিবসের মালিক, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলারই সকল প্রশংসা প্রাপ্য। সালাত (দরূদ) ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী-রাসূলের সর্দার, আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধর, সঙ্গী-সাথী, স্ত্রী-পরিবার-পরিজন, আহলে বাইত ও তাঁর সকল উম্মতের উপর।

অশান্ত পৃথিবী! কোথাও শান্তি নেই! চারিদিকে শুধু মারা-মারি, কাটা-কাটি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, (কল্পিত!) অভাব-অনটন, নাই নাই রব আর হাহাকার! চারিদিকে শুধু অশান্তির দাবানল দাউদাউ করে জ্বলছে।

মানুষের মনে আজ শান্তি নেই। ব্যর্থতা ও হতাশার গ্লানি তাদেরকে উন্মাদপ্রায় করে তুলেছে।

না! না! আর নির্ঘুম রাত কাটাতে হবে না। আর বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে না। হতাশা ও বিষন্নতায় আর পাগলপারা হয়ে থাকতে হবে না। শান্তিরবার্তা এসে গেছে। অশান্ত, বিভ্রান্ত, হতাশ, বিষন্ন, ভগ্নমনোরথ, ভগ্নহৃদয়, রোষানলে দগ্ধ, মানসিক যাতনায় উন্মাদ ও কাতর, পরশ্রী কাতর, হিংসুক, বিদ্বেষী, অভাবী, ধনবল ও জনবলের গর্বে গর্বিত, অহংকারী এবং

বাড়ি-গাড়ি-নারী, জনবল ও ক্ষমতার মোহে মোহাচ্ছন্ন ইত্যাদি সকল প্রকার মানসিক রোগীর সমাধান নিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলাম আজ মানবতার দুয়ারে হাজির।

সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীন যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তিনিই ভাল জানেন যে, তাঁর সৃষ্টির সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে। তাইতো তিনি শান্তির বাণী দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ নশ্বর ধরাধামে পাঠালেন।

ভয় নাই! ওরে ভয় নাই! নেই কোন ভয়! সব ভয় হবে জয়। শান্তির বার্তাবাহক, বিশ্বস্রষ্টার প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ .

"আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (হাদীস) এ দু'টি বিষয় রেখে গেলাম– যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে আকড়িয়ে ধরে থাকবে (এ দুটি বিষয় অনুসারে চলবে) ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।"

হ্যাঁ! অবশ্যই! শান্তির ধর্ম ইসলামের পথ-নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে আপনার সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এমনকি সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর শত্রুও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ জন্যই তো ইমাম জাজরী (রহ) বলেছেন–

اَلاَ قُوْلاً لِشَخْصٍ قَدْ تَقَوّٰى * عَلٰى ضَعْفِىْ وَلَمْ يَخْشٰى رَقِيْبَهْ .

خَبَئْتُ لَهٗ سِهَامًا فِى اللَّيَالِىْ * وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ مُصِيْبَهْ .

"আমার দুর্বলতার সুযোগে যে নাকি শক্তি সঞ্চয় করেছে অথচ তার প্রতি সতর্ক প্রহরীকে (আল্লাহকে) ভয় করল না– তাকে বলছি– সাবধান!

আমি রাত জেগে জেগে বহু তীর তৈরী করে তার জন্য লুকিয়ে রেখেছি। আশা করি এসব তীর তার বিপদের কারণ হবে।"

বলা বাহুল্য যে, এসব তীর হল সেসব দোয়া (প্রার্থনা বা আকুল আবেদন) যেগুলোকে বিশ্বনিয়ন্তা তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-কে শিখিয়ে দিয়েছেন ও তাঁর অনুসারীরা প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে বা বিপদাপদের ঘনকালো অমানিশাতে রচনা করেছেন।

হ্যাঁ! এমনই একজন প্রেমিক যিনি তাঁর প্রভুর প্রেমে পাগল, তাঁর প্রিয় নবী করীম-এর প্রেমে পাগল, যার নাম **আল্লামা আয়িদ আলক্বরনী**। তিনি ইসলামের এই শান্তির বাণীর কিয়দংশকে ব্যাখ্যা করে অশান্ত মানুষের নয়নের মণি স্বরূপ ও তাদের আত্মার (ব্যাধিনাশ কল্পে) প্রশান্তি স্বরূপ এবং মানসিক (যাতনায় কাতর) রোগীদের সমস্যা সমাধান (চিকিৎসা) স্বরূপ 'লা তাহ্‌যান' নামে আরবী ভাষায় একখানি কিতাব লিখেছেন। যার যৎপরোনাস্তি উপকারিতা দেখে এর ইংরেজী অনুবাদ করা হয় 'Don't Be Sad' নামে। এই 'লা তাহ্‌যান' নামক কিতাবের উপকারিতা বর্ণনা করে শেষ করা অসম্ভব প্রায়। স্বয়ং গ্রন্থার এ পুস্তকের প্রথম সংস্করণে এ পুস্তক সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন তাই যথেষ্ট হওয়া উচিৎ।

পিস পাবলিকেশনের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মাওলানা রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের এই অশান্ত পরিবেশের প্রেক্ষাপটে জাতির মানসিক শান্তির উপাদান স্বরূপ এই পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করেন এবং সেমতে তিনি এর অনুবাদ পুস্তক 'Don't Be Sad' কে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে এক প্রকার জোর জবরদস্তিমূলক তাগিদ দিতে থাকেন। তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান তাগিদের কারণেই আমি অধম আমার সর্বপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও এর অনুবাদের কাজে হাত দিই। **আল্লামা আয়িদ আল ক্বরনী** তাঁর 'লা-তাহ্‌যান' কিতাবের উপকারীতা সম্বন্ধে এর প্রথম সংস্করণে যা বলেছেন তা 'Don't Be Sad'-এর মধ্যে অনুবাদ করা হয়েছে এবং আমিও তা বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছে। 'লা তাহ্‌যান' কিতাবের যৎপরোনাস্তি উপকারিতার কারণে এর ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার পরিপেক্ষিতে কিতাবটির ২২ (বাইশ)তম সংস্করণ

বর্তমানে চলছে। এই {২২ (বাইশ)তম} সংস্করণে গ্রন্থকার আল্লামা আয়িদ আলকুরনী এই কিতাবের চমৎকারিত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন–

وَرَصَّعْتُ فِيْهِ الدُّرَّ حَتّٰى تَرَكْتُهُ * يُضِيْئُ بِلَاشَمْسٍ وَّيَسْرِىْ بِلَاقَمَرْ ـ

فَعَيْنَاهُ سِحْرٌ وَّالْجَبِيْنُ مُهَنَّدٌ * وَلِلّٰهِ دَرُّ الرِّمْشِ وَالْجِيْدِ وَالْحَوَرْ ـ

বাংলা কবিতায় অনুবাদ–

"খচিয়া দিনু তাহে মুক্তায়,
হেন, সে যেন দিনমণি বিনে প্রভা ছড়ায়,
যেন, রজনীকান্ত ব্যতিরেকে ধায়।

তার নয়নযুগল তাই, যেন যাদুময়,
আর কাপুরুষ ধারালো অসিবৎ নির্ভিক হয়।

কতইনা মনোহর আঁখিপল্লব হায়!
কী চমৎকার গ্রীবাদেশ আর রং তার গায়।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! গোটা বইখানি পাঠ করার পূর্বেই বইটি সম্বন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকারের পরিচিতি হতেই আপনারা ধারণা করতে পারবেন যে, এ পুস্তকখানি পাঠে আপনার দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, হতাশা, বিষণ্নতা, অস্থিরতা, কাতরতা, হয়রানি, পেরেশানি ও অশান্তি দূর হয়ে যাবে এবং ফলে আপনি স্বস্তি ও শান্তি পাবেন আর একারণেই এ পুস্তকের বাংলা নাম রাখা হল– "হতাশা হবেন না।"

মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে এ কিতাবের দ্বারা উপকৃত করেন এবং এ কিতাবখানিকে ও আমাদেরকে (লিখক, অনুবাদক, প্রকাশক, কম্পজিটর, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে) কবুল করে নেন। আমীন!

বিনীত অনুবাদক

মুহাম্মাদ নূর হুছাইন

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তা'য়ালারই প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উপর অবিরত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

আমার একান্ত কামনা এই যে, পাঠকবৃন্দ এ পুস্তক হতে উপকৃত হবেন। সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠ করার পূর্বেই শুধুমাত্র ভাসা ভাসা নজর বুলিয়েই পাঠক বইটি কী ধরনের তা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন। কিন্তু ওহী হতে সঠিক যুক্তি ও নীতি দ্বারা যেন সে বিচার করা হয়। এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, কোনো বিষয়ে না জেনে না শুনেই মন্তব্য করা অমার্জনীয় পাপ। তাই নিম্নে আমি এ পুস্তকের একটি রূপরেখা উপস্থাপন করছি। (যাতে করে এ পুস্তকটি সম্পর্কে আপনাদের একটি প্রাথমিক ধারণা জন্মে। –অনুবাদক)।

যিনি দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করছেন বা যিনি সঙ্কটাপন্ন, যার ফলে দুঃখিত ও বিষণ্ন এবং এমন অবস্থার কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন এ পুস্তকটি আমি তার জন্য লিখেছি। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কুরআন, সুন্নাহ, মর্মভেদী বাস্তব ঘটনা, কাব্য, শিক্ষাপ্রদ-কল্পকাহিনী ও সত্যগল্প ইত্যাদি থেকে ওষুধের মাত্রা সংগ্রহ করে এ পুস্তকের পাতাগুলো অলংকৃত করেছি।

এ পুস্তক বলে : আনন্দ কর ও সুখী হও; আশাবাদী হও এবং সুখে থাকো। প্রকৃতপক্ষে এ বইটি এ কথাও বলে– যেভাবে জীবন যাপন করা উচিত সেভাবে জীবন যাপন কর–অর্থাৎ সজীবভাবে, সুখে ও ফলপ্রসূভাবে। এ পুস্তক এমনসব ভুলসমূহ নির্ণয় করে যেগুলো সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ না করাতে আমরা ভুলে যেতে বাধ্য হয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্মে করে ফেলি। যে ভুলগুলো সেসব সহজ-সরল ও সাধারণ নীতির বিপরীত যে নীতিগুলো দ্বারা আমরা মানবজাতি পরিচালিত।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ যে বাস্তব জীবন পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন সে জীবনের বিপরীত বা বিরোধী পথে অটল থাকতে এ পুস্তক আপনাকে প্রতিরোধ করে এবং আপনাকে সুরক্ষিত দূর্গের বাহির থেকে বা বাহিরে আসতে আহ্বান করে না, বরং ভিতর থেকে বা ভিতরে আসতে আহ্বান করে, এটা আপনাকে এমন স্থান থেকে আহ্বান করে যা আপনার জানাই আছে। এটা আপনাকে বলে যে, আপনার প্রতিভাকে আপনার বিশ্বাস করা উচিত। আপনার প্রতিভাকে উন্নত করা আপনার কর্তব্য; আপনার উচিত একটি ইতিবাচক মনোভাবের দিকে মনোনিবেশ করে জীবনের সমস্যা ও উত্থান-পতনের কথা ভুলে থাকা। কেননা, ইতিবাচক মনোভাব আশাপ্রদ ও সৌভাগ্যের দিকে নিয়ে যায়।

এখন আমি এ বইটি সম্পর্কে কতিপয় বিচার্য বিষয়ের পরিষ্কার বর্ণনা দিতে চাই–

১. এ পুস্তকের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটা আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার কথা, আল্লাহর উপর অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপনের কথা, তকদীরে বিশ্বাস, বর্তমানকালের জীবন-যাপনের স্বরূপ এবং আল্লাহর অগণিত করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২. এ পুস্তকের মতামত ও চিকিৎসা পদ্ধতি দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, দুঃখ-বেদনা, ব্যর্থ মনোভাব এবং হতাশা দূরীকরণার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

৩. কুরআনের আয়াত, রাসূলের বাণী (তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক), গল্প, শিক্ষামূলক রূপক কাহিনী, কবিতা এবং বিজ্ঞজনদের প্রবাদ-প্রবচনাদি থেকে যা কিছু আমি এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেছি আমি তাই সংগ্রহ করেছি। এ পুস্তক শুধুমাত্র হিতোপদেশ, কষ্ট-কল্পনা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আমন্ত্রণ নয়; বরং এ বইটি আপনার সুখের দিকে এগিয়ে নেয়ার এক আন্তরিক আহ্বান।

৪. এ গ্রন্থ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই নয়; অধিকন্তু, এটা ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে সকল পাঠকের জন্যই উপযোগী। এ পুস্তকটি লিখার

সময় আমি প্রত্যেকের সাধারণ আবেগ ও অনুভূতির কথা বিবেচনা করেছি। তা সত্ত্বেও আমি এ পুস্তকটি সকলের সহজাত সত্য ধর্মের উপর ভিত্তি করেই লিখেছি (হয়তোবা আমরা জনসাধারণ এই স্বভাবজাত সত্যধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে গেছি অথবা হয়নি)।

৫. আপনি এ পুস্তকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখক ও দার্শনিকদের প্রবাদ-প্রবচন পাবেন। এ কারণে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি না; কেননা, প্রজ্ঞা প্রতিটি বিশ্বাসীরই কাম্য বস্তু; যেখানেই সে তা পাক না কেন সে এর খুবই যোগ্য।

৬. কোনোরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়াই গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করার জন্য বইটিতে আমি কোন পাদটীকা সংযোজন করিনি; এতে করে বইটি পাঠকের জন্য অধিকতর সহজ ও সাবলীল হয়েছে। উদ্ধৃতির উৎস পুস্তকের মূল পাঠের ভিতরেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. এই বিশেষ পুস্তকের জন্য অধিকতর ভালো মনে করে আমার পূর্বসূরীদের তথা কয়েক শতাব্দী পূর্বের ইসলামী লিখকদের অনুকরণ করে উৎসের আলোচ্য অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছি এবং অন্যান্য সময়ে উদ্ধৃতাংশের মূল কথাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।

৮. এ গ্রন্থটিকে আমি অধ্যায় অনুসারে বিন্যাস করিনি; বরঞ্চ পূর্বাপর বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে এমন আলোচনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পুস্তকের আলোচনাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছি। এ গ্রন্থটির পঠনকে অধিকতর উপভোগ্য করে তোলার জন্য মাঝে মাঝে আমি পূর্ববর্তী কোনো এক আলোচ্য বিষয়ে ফিরে গিয়েছি। এভাবে আমি এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে দ্রুত প্রবেশ করেছি।

৯. আমি আয়াত নম্বর উল্লেখ করেছি, তবে হাদীসের উৎস উল্লেখ করিনি। কোনো হাদীস দুর্বল হলে আমি তা নির্দেশ করে দিয়েছি। হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বা হাসান হলে হয়তো তা আমি উল্লেখ করেছি নয়তো নিরব থেকেছি। এ সবকিছু আমি সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই করেছি।

১০. প্রিয় পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করবেন যে, এ গ্রন্থের সর্বাংশে বিভিন্নভাবে কতিপয় উদ্দেশ্য ও আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা আমি ইচ্ছে করেই করেছি, যাতে করে কোনো প্রদত্ত উদ্দেশ্য পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পাঠকের মনে আপনা-আপনিই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। যে-ই ভেবে দেখে যে, কুরআনে কতই না পুনরাবৃত্তিমূলক বিষয়বস্তু পাওয়া যায়, তারই এ পদ্ধতি অনুসরণের উপকারিতা অনুধাবন করার কথা।

এ গ্রন্থটি পড়ার সময়ে আপনাকে এ দশটি কথা স্মরণ রাখতে হবে।

যা হোক, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পাঠক পঠিকাগণ সঠিক বিচার করবেন এবং এটাও আশা করি যে, সত্য ও সঠিক জ্ঞানের দিকে পাঠকের চিন্তা-চেতনা ধাবিত হবে।

পরিশেষে বলতে চাই যে, এ পুস্তকটি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য রচিত হয়নি; বরং এটা তার জন্য যে সুখী-সমৃদ্ধি জীবনযাপন করতে আগ্রহী।

আ'য়িদুবনু আব্দিল্লাহিল্ ক্বরনি

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

১. হে আল্লাহ!

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ـ

"আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রতি মুহূর্তে তিনি কাজে রত।" (৫৫—সূরা আর রাহ্‌মান : আয়াত-২৯)

(যেমন কাউকে সম্মান দান করা, কাউকে অপমানিত করা, নবসৃষ্টির মাধ্যমে কাউকে জীবন দান করা, কাউকেবা মৃত্যু দান করা ইত্যাদি কাজে রত)।

যখন বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা বায়ুতে সমুদ্র উত্তাল-তরঙ্গায়িত থাকে, তখন নৌকার আরোহীগণ আর্তনাদ করে বলে, "হে আল্লাহ!"

যখন মরুভূমিতে উট চালক ও কাফেলা পথ হারিয়ে ফেলে তখন তারা আর্তচিৎকার করে বলে, "হে আল্লাহ!"

যখন বিপর্যয় ও দুর্যোগ দেখা দেয় তখন দুর্দশাগ্রস্তরা বলে উঠে, "হে আল্লাহ!"

দরজা দিয়ে যখন কেউ প্রবেশ করতে চায় আর তার সামনেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং অভাবীদের সামনে যখন বাধার প্রাচীর নির্মাণ করা হয় তখন তারা চিৎকার দিয়ে বলে, "হে আল্লাহ!"

যখন সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, সকল আশা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং পথ সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন ডাক পড়ে, "হে আল্লাহ!"

বিশাল, বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী যখন আপনার কাছে সংকীর্ণ মনে হয়, নিজেকে সংকুচিত ভাবতে পরিস্থিতি বাধ্য করে তখন আপনি ডাক দিয়ে বলুন, "হে আল্লাহ!"

সকল ভালো কথা, একান্ত অনুনয়-বিনয়, নিরপরাধীর আঁখিজল এবং বিপদগ্রস্তের সাহায্য প্রার্থনা—সবই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে। অভাব-অনটন এবং বিপদাপদের সময় দু'হাত ও দু'চোখ তাঁর দিকেই প্রসারিত হয়। জিহ্বা

তাঁর নাম সুমধুর কণ্ঠে জপে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কতই না উত্তম ও উৎকৃষ্ট! কতই না মহান! যখন আমরা তাঁকে স্মরণ করি তখন হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে, আত্মা স্থিরতা লাভ করে, স্নায়ু বিশ্রাম নেয় আর বোধশক্তি জেগে উঠে।

"আল্লাহ নাম হলো সুন্দরতম নাম, বিশুদ্ধতম বর্ণ-সংযোজন এবং সর্বাধিক মূল্যবান শব্দ।

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ـ

"তুমি কি এমন কিছু জান বা চেন যা তাঁর অনুরূপ।"

(সূরা–১৯ মারইয়াম : আয়াত-৬৫)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ـ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

তার মতো কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

(৪২–সূরা– শূরা : আয়াত-১১)

যখন পরম সমৃদ্ধি, শক্তি সত্তা, মর্যাদা ও প্রজ্ঞার কথা মনে আসে তখন 'আল্লাহ' নাম মনে হয়।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ـ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ـ

"আজ রাজত্ব কার? (আল্লাহ্ নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিবেন)। আল্লাহর– যিনি একক, মহাপরাক্রমশালী!" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-১৬)

যখন দয়া, যত্ন, সাহায্য, স্নেহ-মমতা ও অনুকম্পার কথা মনে আসে তখন 'আল্লাহ' নাম মনে পড়ে।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ـ

"আর তোমাদের নিকট যত নি'য়ামত রয়েছে সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।"

(১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৫৩)

আল্লাহ্ হলেন মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও শক্তিমত্তায় অধিকারী।

হে আল্লাহ্! আরাম-আয়েশকে দুঃখ-কষ্টের স্থান দখল করতে দিন।

হে আল্লাহ্! ঈমানের শীতলতা দ্বারা হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করুন।

হে আমাদের প্রভু! বিনিদ্র রজনী যাপনকারীকে সুখনিদ্রা দান করুন এবং অসুখী আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক! বিভ্রান্তদেরকে আপনার আলোর এবং পথভ্রষ্টদেরকে আপনার হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন।

হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরসমূহ হতে কুমন্ত্রণা দূর করে দিন এবং আমাদের অন্তরসমূহকে আলো দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা ধ্বংস করে দিন এবং শয়তানের কুচক্রকে আপনার ফেরেশতা বাহিনী দিয়ে দুম্‌ড়ে-মুচ্‌ড়ে দিন।

হে আল্লাহ্! আমাদের থেকে দারিদ্র্যতা, ক্লেশ ও উদ্বেগ চিরতরে দূর করে দিন। আপনাকে ব্যতীত অন্যকে ভয় করা, আপনাকে ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা, আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা এবং আপনি ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি হলেন সর্বোৎকৃষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও পরমোৎকৃষ্ট পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা।

২. একটু ভেবে দেখুন এবং কৃতজ্ঞ হোন

আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার অসংখ্য করুণার কথা স্মরণ করুন, কীভাবে সে করুণাসমূহ আপনাকে আপাদমস্তক বেষ্টন করে রেখেছে–আসলে সর্বদিক দিয়েই ঐ করুণাসমূহ আপনাকে ঘিরে রেখেছে।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا .

"যদি তুমি আল্লাহ্‌র নি'য়ামতরাজিকে গণনা করতে চাও তবে তা তুমি কখনও গণনা করে শেষ করতে পারবে না।" (১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৪)

সুস্থতা, নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বায়ু ও পানি ইত্যাদি সবকিছুই দুনিয়াটাকে আপনার বলে ঘোষণা দিচ্ছে–তবুও আপনি বুঝতে পারছেন না।

জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় যা কিছু থাকতে হয় তার সবকিছুই আপনার আছে– তবুও আপনি অজ্ঞই থেকে গেলেন।

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ـ

"তিনি তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নি'য়ামতসমূহ পূর্ণ করে রেখেছেন।" (৩১–সূরা লুকমান : আয়াত-২০)

(প্রকাশ্য নি'য়ামত হল ইসলামী একত্ববাদ বা তাওহীদ এবং সুস্থতা, সৌন্দর্য ইত্যাদিসহ এ জগতের বৈধ যৌন আমোদপ্রমোদ। আর অপ্রকাশ্য বা গোপন নি'য়ামত হল আল্লাহ্র প্রতি কারো ঈমান, আমলে সালেহ্ বা সৎকাজের জন্য পথনির্দেশক, কুরআনের উপর ঈমান এবং আখেরাতে বেহেশতের আনন্দ-ফূর্তি ইত্যাদির প্রতি ঈমান।)

নিজের আয়ত্তে আপনার দু'টি আঁখি, একটি জিহ্বা, দু'টি ঠোঁট, দু'টি হাত আর দুটি পা আছে। (একটু ভেবে দেখুন ও কৃতজ্ঞ হোন –অনুবাদক)

فَبِأَيِّ الَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

"সুতরাং (হে জ্বীন ও ইনসান জাতি!) তোমরা উভয় জাতি তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি'য়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৫৫–সূরা আর রাহ্মান : আয়াত-১৩)

পা ছাড়া হাঁটার কথা কল্পনা করতে পারেন কি? আপনি কি এ বিষয়টি হাল্কা করে দেখবেন যে, আপনি সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, অথচ দুঃখ-যাতনা, দুর্দশা ও দুরাবস্থা বহুলোকের নিদ্রার অন্তরায় হয়ে আছে।

আপনি একথা কি ভুলে যাবেন যে, আপনি সুস্বাদু খাদ্য ও শীতল পানি উভয়টা দ্বারা নিজের উদর পূর্তি করছেন অথচ রোগ-বালাইয়ের কারণে কিছু লোকের পক্ষে সুখাদ্য ও সুপেয় পানীয়ের মজা উপভোগ করা অসম্ভব হয়ে আছে। আপনার শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তির কথা ভেবে দেখুন! আপনার সুস্থ ত্বকের দিকে তাকান এবং আপনি যে চর্মরোগ থেকে মুক্ত আছেন এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন। আপনার বিবেচনা শক্তির কথা গভীরভাবে ভেবে দেখুন ও যারা মানসিক রোগে ভুগছে তাদের কষ্টের কথা একটুখানি মনে করে দেখুন।

উহুদ পাহাড়সম স্বর্ণের বিনিময়ে আপনি কি আপনার শ্রম ও দর্শন ক্ষমতা বিক্রি করে দিবেন নাকি আপনার কথা বলার ক্ষমতা বিশাল বিশাল

অট্টালিকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিবেন? আপনাকে প্রচুর অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, তবুও আপনি না জানার ভান করছেন! টাটকা খাবার, শীতল পানি, সুখপ্রদ নিদ্রা এবং সুস্বাস্থ্য সত্ত্বেও আপনি হতাশ ও বিষণ্ন থাকছেন! আপনার যা নেই তা নিয়ে ভাবছেন এবং যা আপনাকে দান করা হয়েছে তার নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বরং অকৃতজ্ঞ হচ্ছেন! সম্পদের ক্ষতি নিয়ে আপনি বিব্রত, তথাপি অনেক কল্যাণের চাবিকাঠি আপনার হাতে ন্যস্ত। একটু ভেবে দেখুন এবং কৃতজ্ঞ হন।

وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ـ

"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (আমার নিদর্শন আছে), তাহলে তোমরা কি (তা) দেখতে পাও না?" (৫১–সূরা যারিয়াত : আয়াত-২১)

আপনার নিজের কথা, আপনার পরিবারের কথা, আপনার বন্ধু-বান্ধবের এবং আপনার চারপাশের গোটা দুনিয়ার কথা গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুন।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

"তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অনুধাবন করতে পারে, তবুও তা তারা অস্বীকার করে তাদের অধিকাংশই কাফের।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৮৩)

৩. অতীত চিরদিনের মতো চলে গেছে

কোনো ব্যক্তি অতীতের দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসে বসে চিন্তা-ভাবনা করে শুধু এক ধরনের পাগলামিই দেখাতে পারে– যে পাগলামি বর্তমান জীবন-যাপন করার বা উপস্থিত মুহূর্তে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্পকে ধ্বংস করে দেয়ার মতো এক ধরনের রোগ। যাদের দৃঢ় সংকল্প আছে তারা অতীতের ঘটনাবলিকে ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে ভুলে গিয়েছে। এ ঘটনাগুলো আর কখনও সত্যের পথে বাধা হয়ে দাড়াবে না।

কেননা, সেগুলো বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। অতীতের উপাখ্যান শেষ হয়ে গেছে; দুঃখ ওগুলোর ক্ষতিপূরণ করতে পারে না, বিষণ্নতা সেগুলোকে সংশোধন করতে পারে না, আর হতাশা কখনও অতীতকে

পুনরুজ্জীবন দান করতে পারবে না। কেননা, অতীত চিরকাল অতীত– তা অস্তিত্বহীন।

অতীতের দুঃস্বপ্ন দেখবেন না বা যা আপনি হারিয়েছেন তার মিছে আশা করবেন না। অতীতের ভূতের আবির্ভাব হতে নিজেকে রক্ষা করুন। আপনি কি মনে করেন যে, আপনি সূর্যকে তার উদয়স্থলে, শিশুকে তার মায়ের জঠরে, দুধকে পশুর ওলানে অথবা অশ্রুকে আঁখিতে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? অতীত ও অতীতের ঘটনাবলি নিয়ে অনবরত চিন্তা-ভাবনা করে আপনি নিজেকে এক অতি ভয়ংকর ও শোচনীয় মানসিক অবস্থায় উপনীত করবেন।

অতীত নিয়ে অতিরিক্ত গবেষণা বর্তমানের অপচয় মাত্র। পূর্ববর্তী জাতিদের কার্যকলাপ উল্লেখপূর্বক মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

"এটা ছিল এমনই এক জাতি যা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৩৪)

অতীতের দিনগুলো চলে গেছে ও শেষ হয়ে গেছে, আর ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে বা পিছন দিকে ঘুরিয়ে তাদের ময়না তদন্ত করে আপনার কোনো লাভ হবে না।

যে লোক অতীতের চিন্তায় বিভোর থাকে, সে তো ঐ লোকের মতো যে লোক কাঠের গুঁড়াকে করাত দিয়ে চেরাই করতে চায়। যে ব্যক্তি অতীত নিয়ে কান্না-কাটি, হা-হুতাশ ও দুঃখ করত এমন ব্যক্তিকে প্রাচীনকালে বলা হতো– "মৃতদেরকে তাদের কবর থেকে তুলিও না।"

আমাদের দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমরা বর্তমানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারি না; আমাদের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদকে অবহেলা করে আমরা ধ্বংস দালানকোঠার জন্য হাউ মাউ করে কান্না-কাটি করি। সকল জ্বীন ও ইনসান একত্রে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেও তারা অতি নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হবে। পৃথিবীর সবকিছুই সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে, একটি নতুন ঋতুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে–আপনাকেও তাই করতে হবে। (অর্থাৎ আপনাকেও একটি নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে ও সামনে এগিয়ে চলতে হবে। –অনুবাদক)

৪. মনে করুন আজই শেষ দিন

আপনি যখন প্রত্যুষে জেগে উঠেন তখন সন্ধ্যাকে প্রত্যক্ষ করার আশা করবেন না বরং এমনভাবে জীবনযাপন করুন যেন আজই আপনার শেষ সকাল। গতকাল ভালোয় আর মন্দে কেটে গেছে, আর আগামীকালতো এখনও আসেনি। আপনার জীবনকাল মাত্র একদিন, আপনি যেন আজই জন্মগ্রহণ করেছেন আর দিনের শেষে মারা যাবেন। এ মনোভাব থাকলে আপনি অতীতের সকল দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের সকল অনিশ্চিত আশার নেশায় ব্যস্ত হয়ে থাকবেন না। কেবল আজকের দিনটির জন্যই যেন বেঁচে থাকবেন; সারাটা দিন আপনার উচিত জাগ্রত হৃদয়ে প্রার্থনা করা, বুঝে- শুনে কুরআন তিলাওয়াত করা, মহান আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা। প্রতিটি দিনেই আপনার কাজকর্মে ভারসাম্যতা বজায় রাখা, তক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং আপনার স্বাস্থ্য ও বাহ্যাকৃতি তথা সাজসজ্জা, রূপচর্চা, বেশভূষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত।

নোট : যারা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় পান না তাদের জন্য একটি পরামর্শ হচ্ছে- পুরুষগণ প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত জামায়াতের কিছু সময় আগে মসজিদে চলে যান ও জামায়াতের পূর্বেকার অতিরিক্ত সময়টুকু কুরআন তিলাওয়াতে অতিবাহিত করুন আর মহিলারা প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর কিছু সময় সালাতের জায়গায় বসে কুরআন তিলাওয়াত করুন। -মোঃ রফিকুল ইসলাম।

দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে পরিচালিত করুন বা যথাযথভাবে কাজে লাগান, যাতে করে আপনি কয়েক মিনিটে কয়েক বছরের ফায়দা এবং কয়েক সেকেন্ডে কয়েক মাসের ফায়দা হাসিল করতে পারেন। আপনার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাঁর জিকির করুন, এ ধরাধাম (দুনিয়া) থেকে শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং অবশিষ্ট সময়টুকুতে সুখ-শান্তিতে বেঁচে থাকুন। আপনার রিযিক, আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তানাদি, আপনার কাজ, আপনার গৃহ এবং আপনার জীবনযাপনের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ .

"আমি আপনাকে যা দান করেছি তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৪৪)

আজকের দিনটি দুঃখ-বেদনা, বিরক্তি, ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অবস্থায় কাটান।

আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় একটি কথা সোনার হরফে খোদাই করে লিখে রাখুন, আর সেটা হচ্ছে- "আজই আমার একমাত্র দিন।"

আজ যদি আপনি টাটকা খাবার খেয়ে থাকেন তবে গতকালের বাসী খাবার ও আগামীকালের প্রত্যাশিত খাবারে তেমন কী আসে যায়?

আপনার নিজের উপর যদি আপনার আস্থা থেকে থাকে এবং আপনার যদি একটা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, অনড় ও স্থির সংকল্প থেকে থাকে তবে আপনি নিজেই সন্দেহাতীতভাবে পরবর্তী কথাটির উপর দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারবেন : (কথাটি হল) "আজই আমার জীবনের শেষ দিন।"

যখন আপনি এই মনোভাব অর্জন করতে পারবেন তখন আপনি আপনার ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে, আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে এবং আপনার কাজকর্মকে পরিশুদ্ধ করে আপনার দিনের প্রতিটি মুহূর্ত হতেই মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। তারপর আপনি মনে মনে বলুন-

আজ আমি আমার কথাবার্তাকে পরিশুদ্ধ করব এবং কোনোরূপ মন্দ ও অশ্লীল কথা উচ্চারণ থেকে বিরত থাকব। আমি কারো গীবতও করব না।

আজ আমি ঘর ও অফিস গুছাবো। সেগুলো অগোছালো ও এলোমেলো থাকবে না, বরং গোছালো ও ফিটফাট থাকবে।

আজ আমি আমার শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বাইরের ঠাঁট সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হব। আমি আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক হব এবং আমার চলাফেরা, কথাবার্তা ও কাজকর্মে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখব।

আজ আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত থাকতে, সম্ভাব্য সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে, অধিক নফল ইবাদত করতে, কুরআন

তিলাওয়াত করতে এবং উপকারী বই-পুস্তক ও ভালো কিতাবাদি পড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করব। আজ আমি আমার অন্তরে ভালো কাজের বীজ বপন করব এবং অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ভণ্ডামি, কপটতা ও মোনাফেকির মতো মন্দ কাজের মূলোৎপাটন করব।

আজ আমি অন্যদেরকে সাহায্য করার (তথা রোগী দেখতে যাবার, জানাযার সালাতে উপস্থিত হবার, পথহারাকে পথ দেখানোর এবং ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানোর) চেষ্টা করব। আজ আমি মজলুমের পাশে দাঁড়াব। আমি বিজ্ঞ জনকে (জ্ঞানীকে বা আলেমকে) সম্মান প্রদর্শন করব, দয়ার্দ্র হব আর বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

হে অতীত! তুমিতো বিদায় হয়ে চলে গিয়েছ, আমি তোমাকে নিয়ে কাঁদব না। তোমাকে স্মরণ করলে বা তোমার কথা মনে করলে তুমিতো আমাকে আর দেখতে আসবে না, এমননি এক মুহূর্তের জন্যও না, কেননা, তুমিতো আমাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো বিদায় হয়ে চলে গিয়েছ।

হে ভবিষ্যৎ! তুমিতো অজ্ঞাত, অজানা ও অদৃশ্য জগতে আছ, সুতরাং আমি তোমার কল্পনায় বিভোর হব না। আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে আগেভাগেই মাথা ঘামাব না। কেননা, ভবিষ্যৎ কিছুই না এবং এমনকি তা এখনও সৃষ্টিই হয়নি।

যারা পরিপূর্ণ জাঁকজমক ও চমৎকারভাবে জীবনযাপন করতে চায় তাদের জন্য সুখের অভিধানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল–

"আজই আমার শেষ দিন।"

৫. ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা পরিহার করুন

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ.

"আল্লাহর আদেশ আসবেই, সুতরাং তোমরা এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড় না।"

(সূরা–১৬ আন নাহল : আয়াত-১)

(আল্লাহর আদেশ বলতে কিয়ামত অথবা কাফের ও মুশরিকদের শাস্তি অথবা ইসলামী আইন বুঝায়।)

যা এখনো ঘটেনি তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবেন না, আপনি কি ফল পাকার আগেই তা ছিঁড়ে ফেলাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন? আজ আগামী দিনের কোনো বাস্তবতা নেই, তাই তা অস্তিত্বহীন। অতএব, আপনি তা নিয়ে ব্যস্ত হবেন কেন? ভবিষ্যৎ বিপর্যয় সম্বন্ধে কেন আপনার আশঙ্কা থাকতেই হবে? ভবিষ্যৎ দুর্বিপাকের দুর্ভাবনা নিয়ে আপনাকে কেন বিভোর থাকতেই হবে? বিশেষ করে যখন আপনি জানেন না যে, আপনি আগামী দিনের সুখটাই শুধু দেখতে পারবেন কিনা?

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে হবে তা এই যে, আগামী দিন অদৃশ্য জগতের এমন এক সেতু যা আমাদের সামনে না আসা পর্যন্ত আমরা তা অতিক্রম করতে পারি না। কে জানে, হয়তোবা আমরা কখনো সে সেতুর কাছে না-ও পৌঁছতে পারি, অথবা আমরা সেটার কাছে পৌঁছার পূর্বেই ওটা ধ্বসে যেতে পারে, অথবা আমরা হয়তো সে সেতুতে পৌঁছে তা নিরাপদে পার হব?

ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বিভোর হওয়া আমাদের পক্ষে ধর্মকে অবজ্ঞা করার মতো; কেননা, ঐ আশঙ্কা এ জগতের সাথে আমাদের এক দীর্ঘকালীন সম্পর্ক থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়, যে সম্পর্ককে একজন প্রকৃত মুমিন পরিহার করে।

এ পৃথিবীর বহু লোকই ভবিষ্যৎ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পীড়া ও দুর্যোগের ভয়ে অযৌক্তিকভাবে ভীত। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা শয়তানের ধোঁকা মাত্র।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۔

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও অশ্লীল কাজ করার আদেশ করে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ক্ষমা ও দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।" (২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬৮)

অনেকেই এমন আছে যে, তারা নিজেদেরকে আগামী দিনের বুভুক্ষু (ক্ষুধার্ত) ভেবে, একমাস পরের রোগী ভেবে অথবা একশত বছর পর পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে এই কল্পিত ভয়ে কান্না করে। যে ব্যক্তি জানেনা কখন সে মরবে (অথচ আমাদের সবাইকে মরতে হবে), যে ব্যক্তির কাছে তার মৃত্যুর সময়ের

কোনো ইঙ্গিত নেই– সে ব্যক্তির উচিৎ নয় নিজেকে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন রাখা।

যেহেতু আপনি আজকের কর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাই ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা পরিহার করুন। এ পৃথিবীর ভাবী কল্পিতদৃশ্য নিয়ে অযৌক্তিকভাবে ব্যাপৃত (নিয়োজিত) হওয়া থেকে সাবধান হন।

৬. তীব্র নিন্দা ও অপ্রীতিকর সমালোচনা যেভাবে নিবেন

যারা অজ্ঞ ও মূর্খ তারা সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌কেও গালি দিয়েছে, সুতরাং আমরা সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি? আমরাতো ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

আপনাকে সর্বদাই এমন তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার অসমাপনীয় ঝড়ের মুখে পড়তে হবে– যার তীব্র আক্রমণ অন্তহীন যুদ্ধের মতো।

যখন আপনি উন্নতি করবেন, নিজেকে প্রকাশিত করবেন, নিজেকে উদ্ভাসিত করবেন এবং অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন, তখনই অগ্রাহ্য, অবজ্ঞা ও নিন্দা আপনার ভাগ্যে বরাদ্দ হবে, যে পর্যন্ত না আপনি ভূ-গর্ভস্থ সুরঙ্গ পথে বা আকাশচুম্বী মইয়ে চড়ে জনগণ থেকে পালিয়ে যাবেন, সে পর্যন্ত তারা আপনার নিন্দা ও আপনার চরিত্রে দোষ-ত্রুটি খোঁজা থেকে বিরত না হবে। সে কারণেই, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মর্ত্যবাসী (অর্থাৎ যতদিন আপনি এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন), ততক্ষণ পর্যন্ত আহত হওয়ার, (অর্থাৎ মানসিক আঘাত পাওয়ার) অপমানিত হওয়ার ও নিন্দিত হওয়ার প্রত্যাশা করুন। একটি বিষয় আপনাকে গভীরভাবে দেখতে হবে, আর তাহল– মাটিতে বসে আছে এমন ব্যক্তি মাটিতে পড়ে যায় না। মানুষেরা মৃত কুকুরকে লাথি মারতে যায় না।

অতএব, ধার্মিকতায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, আচার-আচরণে ও ধন-সম্পদে উৎকর্ষতায় আপনি তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়াতেই আপনার প্রতি তাদের ক্রোধ। যদি না আপনি আপনার সকল প্রতিভাকে বিসর্জন দিয়ে এবং নিজেকে সকল প্রশংসা যোগ্য গুণ হতে বঞ্চিত করে– নির্বোধ, অথর্ব, তুচ্ছ, নগণ্য, মূল্যহীন ও তাদের নিকট নির্বিঘ্ন, অনুপকারী, অক্ষতিকর ও গোবেচারা

হয়ে যান তবে তাদের দৃষ্টিতে আপনি এমন এক সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপী–যার ভুলের ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না। তারা আপনার জন্য ঠিক এ সমাধানই আকাঙ্ক্ষা করে।

তাই তাদের অপমান ও নিন্দার মুখে ধৈর্যশীল হয়ে থাকুন। যদি আপনি তাদের কথায় মর্মাহত হন এবং তাদেরকে আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সুযোগ দেন, তবে আপনার জন্য তারা কী চায় তা আপনি বুঝতে পারবেন (তাদের কথায় আপনি আহত, বিব্রত ও রাগান্বিত হলে আপনারই ক্ষতি হবে। আর তারা এটাই চায় যে, আপনি ক্রুদ্ধ, রুষ্ট ও ব্যথিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হোন। –অনুবাদক)

তার বদলে (রাগান্বিত না হয়ে), তাদের প্রতি সবচেয়ে সুন্দর আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং তাদের ফন্দির (চক্রান্তের) কারণে যাতনাবোধ করবেন না। আপনার প্রতি তাদের অবজ্ঞা শুধুমাত্র আপনার মূল্য ও গুণই বৃদ্ধি করে।

আপনি অবশ্যই তাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না, কিন্তু তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের যা বলার আছে তা অগ্রাহ্য করে তাদের নিন্দা ও সমালোচনাকে আপনি কবর দিতে (স্মৃতির পাতা হতে মুছে ফেলতে বা ভুলে যেতে) পারবেন। কুরআনের ভাষায়–

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ .

"বলুন, তোমাদের আক্রোশে তোমরাই মর"।

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১৯)

প্রকৃতপক্ষে, আপনার গুণাবলিকে বাড়িয়ে এবং আপনার প্রতিভাকে উন্নত করে আপনি তাদের ক্রোধকে বর্ধিত করতে সক্ষম হবেন। (আপনি উন্নত হলে তারা ক্রুদ্ধ হবে, ফলে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে; আর এভাবেই–নিজেকে উন্নত করে তাদেরকে ক্রুদ্ধ পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত করে–আপনি তাদের প্রতিশোধ নিতে পারেন। –অনুবাদক)

আপনি যদি সকলের নিকট গৃহীত হতে চান ও সকলের ভালোবাসা পেতে চান, তবে আপনি এমন জিনিস পেতে চান যা পাওয়া অসম্ভব। (সকলের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেতে চাইলেও তা আপনি পাবেন না। –অনুবাদক)

৭. কারো ধন্যবাদ পাবার আশা করবেন না

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর জিকির (স্মরণ) করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্য রিযিক দিয়েছেন যে, তারা তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে। এতদসত্ত্বেও অনেকে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত করছে। অধিকাংশ লোকই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞশীল নয়, কেননা, মানবজাতির মধ্যে অকৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য খুবই জোরালো। অতএব, আপনি যখন দেখবেন যে, অন্যেরা আপনার করুণাসমূহকে ভুলে যাচ্ছে ও আপনার সদয় আচরণসমূহকে অবজ্ঞা করছে তখন হতাশ হবেন না। কিছু লোকতো আপনাকে এমনকি ঘৃণার সাথেও দেখতে পারে এবং আপনি যে তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন শুধুমাত্র একারণেই আপনাকে শত্রু ভাবতে পারে।

وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদেরকে নিজ গুণে সম্পদশালী করেছিলেন, শুধুমাত্র এ কারণ ছাড়া তারা আক্রোশ-পোষণ করার অন্য কোনো কারণ খুঁজে পায়নি।" (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৭৪)

ইতিহাসের পাতায় এরূপ যে ঘটনা সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটে তা হল পিতা-পুত্রের ঘটনা। পিতা-পুত্রকে বড় করে তোলে, প্রতিষ্ঠিত করে, পুত্রের মুখে খাবার তুলে দেয়, তার পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে এবং তাকে উত্তম শিক্ষা দেয়, পিতা রাতকে রাত বিনিদ্র অবস্থায় কাটায় যাতে করে তাঁর পুত্র আরামে ঘুমোতে পারে, পুত্রের খাবারের জন্য নিজে না খেয়ে থাকে এবং পুত্রের আরামের জন্য নিজে কঠোর পরিশ্রম করে। আর যখন ছেলে বড় হয় ও শক্তিশালী হয় তখন পিতাকে অবাধ্যতা, অসম্মান ও অবজ্ঞার মাধ্যমে পুরস্কৃত করে!

সুতরাং আপনি যে ভালো কাজ করেছেন তার বিনিময় যদি আপনাকে অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে দেয়া হয় তবে আপনি শান্ত থাকুন। একথা জেনে আনন্দিত হবেন যে, যার অধিকারে সীমাহীন সম্পদ আছে তিনিই আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

একথা বলবেন না যে, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা থেকে আপনার বিরত থাকা উচিত। বরং আসল কথা হল অকৃতজ্ঞতা পাবার জন্যই দান করুন। কেননা, এ মনোভাব থাকলেই আপনি নিশ্চিতভাবে সফল হবেন। অকৃতজ্ঞ লোকেরা আসলে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এজন্য আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন যে, সে লোক সীমালংঘনকারী আর আপনি অনুগত বান্দা। একথাও মনে রাখুন যে, দান গ্রহণকারীর চেয়ে দানকারী উত্তম।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلاَ شُكُوْرًا ـ

"আমরাতো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তোমাদেরকে খাদ্য খাওয়াই। আমরা তোমাদের নিকট না কোনো পুরস্কার আশা করি, আর না কোনো ধন্যবাদ।" (৭৬–সূরা আদ দাহর বা ইনসান : আয়াত-৯)

অনেকেই অন্যের অকৃতজ্ঞতায় মর্মাহত হন, যেন তারা কখনও (নিম্নোক্ত) এই আয়াত বা এমন অন্যান্য আয়াত দেখেনি, আর তা হল –

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ـ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّكَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ـ

"আর যখন মানুষকে কোনো মুসিবত (বিপদ) পেয়ে বসে তখন সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়ানো অবস্থায় আমার নিকট আকুল আবেদন করে, কিন্তু আমি যখন তার থেকে মুসিবত দূর করে দিই তখন সে এমনভাবে চলে যেন সে কখনও তার উপর আপতিত মুসিবতের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করেনি!"

(১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-১২)

এ কারণেই, যদি আপনি কাউকে উপহারস্বরূপ একটি কলম দেন আর সে এটাকে আপনার জন্য বিদ্রূপের বিষয় বানায় অথবা আপনি যদি কাউকে ভর দিয়ে হাঁটার জন্য একটি লাঠি দেন আর সে এ লাঠি দিয়ে আপনাকে প্রহার করে তবে আপনি রাগান্বিত হবেন না। অধিকাংশ মানুষই তাদের করে এটাই প্রতিপালকের প্রতিই অকৃতজ্ঞ। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম। সুতরাং আপনি ও আমি কী ধরনের আচরণ আশা করতে পারি?

৮. পরোপকারেই পরম আত্মতৃপ্তি

যে লোক কাউকে দান করে তার উপকার করে সে (দানকারী) নিজেই নিজের উপকার করে। নিজের মাঝে পরিবর্তন দেখে, নিজের আচরণে পরিবর্তন দেখে শান্তি লাভ করে এবং অন্যের মুখে হাসি দেখে পরোপকারী নিজেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

যদি আপনি নিজেকে সঙ্কটাপন্ন ও দুঃখে জর্জরিত দেখতে পান তবে অন্যের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন; তাহলে আপনি নিজেই প্রথমে শান্ত্বনা লাভ করবেন। অভাবীকে দান করুন, মজলুমকে রক্ষা করুন, যাতনাগ্রস্তদেরকে সাহায্য করুন আর রোগী দেখতে যান, তবেই আপনি দেখতে পাবেন যে, সুখ সবদিক থেকে আপনাকে ঘিরে রেখেছে। দানকর্ম প্রসাধনীর মতো এটা ব্যবহারকারী, বিক্রেতা ও ক্রেতাকে উপকার করে। (সুগন্ধি বা আতর যেমন যার সংস্পর্শেই আসে তাকেই সুবাসিত করে। –অনুবাদক)

অধিকন্তু, অন্যেকে সাহায্য করে কেউ যদি মানসিক উপকার লাভ করে তা সত্যিই মহান। যদি আপনি বিষণ্নতায় ভুগতে থাকেন তবে একটি দানকর্ম আপনার অসুস্থতার উপর সবচেয়ে ভালো ঔষুধের চেয়েও বেশি কার্যকর প্রভাব ফেলবে।

এমনকি আপনি যখন অন্যের সাথে সাক্ষাৎকালে প্রসন্ন হাসি দেন, (প্রকৃতপক্ষে) আপনি তখন দানই করেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন : কাউকে অকিঞ্চিৎকর (নগণ্য) ভেবে কোনরূপ দানকর্ম বন্ধ করে দিও না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও বন্ধ করিও না। কেননা, সে কাজটাও তোমার আমলনামায় নেকীর পাল্লায় খুবই ভারী হতে পারে।

অপরপক্ষে, অন্যের সাথে সাক্ষাৎকালে আপনি যখন ভ্রুকুটি করেন (ভুরু কোঁচকান) তখন আপনি শত্রুতার এমন এক ধরনের চিহ্ন প্রকাশ করেন যা ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য এতটাই ক্ষতিকর যে একমাত্র আল্লাহই জানেন যে, এর ক্ষতির পরিধি কত বেশি। নবী করীম ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এক বেশ্যা একবার এক কুকুরকে এক অঞ্জলি পানি পান করানোতে আল্লাহ তাকে এত বড় এক জান্নাত পুরস্কার হিসেবে দান করেন যে, তার প্রশস্ততা

সমগ্র আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের মতো। কেননা পুরস্কারদাতা হলেন ক্ষমাশীল, ধনী ও প্রশংসাযোগ্য।

হে দুর্দশার ভয়ে ভীতরা! অন্যের উপকারার্থেই ভয় ও বিষণ্ণতা আপনাদেরকে পেয়ে বসে। অন্যকে দান, আতিথেয়তা সহমর্মিতা ও সমর্থন ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সাহায্য করুন। আর এমন কাজ করেই আপনার কাঙ্ক্ষিত সকল সুখ পাবেন।

اَلَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى - وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى - اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى - وَلَسَوْفَ يَرْضٰى -

"যে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তার সম্পদ দান করে ও কারো কাছে প্রতিদান আশা করে না, শুধুমাত্র তার মহিমাময় প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সে দান করে। এবং অচিরেই সে (জান্নাতে প্রবেশ করে) সন্তুষ্ট হবে।"

(৯২–সূরা আল লাইল : আয়াত-১৮-২১)

৯. কাজের মাধ্যমে একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি দূর করুন

যাদের জীবনে কোন কাজ করতে হয় না তারাই গুজব ও মিথ্যা কথা ছড়ানোর মাধ্যমে তাদের অধিকাংশ সময় নষ্ট করে। বিশেষ করে কল্যাণ-চিন্তাহীন মানসিকতার কারণেই তারা এমনটি করে থাকে।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ -

"পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পারাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝতে পারে না।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৮৭)

যখন আপনি নিজকে অলস মনে করবেন তখন বিষণ্ণতা ও হতাশাবোধ করবেন। কেননা, অলসতা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যত সব মুসিবতের কথা ভাবার মাধ্যমই হয়। সুতরাং আপনার প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ

এই যে, অলস না থেকে ফলপ্রসূ কাজ সম্পাদন করুন। কেননা, অলসতা হল ধীর ও ছদ্মবেশী আত্মহত্যা। অর্থাৎ অলসতার কারণে ধীরে ধীরে ও অজান্তে আত্মহত্যার ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয়।

চীনদেশে কয়েদিদেরকে যে ধরনের ধীর অত্যাচার করা হয় বা শাস্তি দেয়া হয় অলসতা হল সে ধরনের নিপীড়ন (আর তা হল) :

তাদেরকে এমন এক টেপের (পানির কলের) নিচে রাখা হয় যে টেপ থেকে এক ঘণ্টা পর পর মাত্র এক ফোঁটা পানি পড়ে। কয়েক ফোঁটা পানির জন্য যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় ততক্ষণে অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যায় আর তাতে অনেকে পাগল হয়ে যায়।

অকর্মা হওয়া মানে নিজের দায়িত্বের অবহেলা প্রদর্শন করা। অলসতা এক দক্ষ চোর আর আপনার মন হল এর বলি বা শিকার। সুতরাং ক্ষণকাল বিলম্ব না করে এখনই উঠে পড়ুন ও প্রার্থনা করুন বা একটি ভালো বই পড়ুন, আপনার প্রভুর প্রশংসা করুন, লেখা-পড়া করুন। আপনার পাঠাগারকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখুন। আপনার বাড়িতে কোন কিছু এঁটে দিন, অথবা অন্যের উপকার করুন যাতে করে আপনি আপনার অকর্মণ্যতাকে শেষ করে দিতে পারেন বা কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমি আন্তরিকভাবে আপনার কল্যাণ কামনা করি বিধায় আমি একথা বলছি। কাজ করে করে একঘেঁয়েমি জনিত বিরক্তি বিনাশ করে দিন। আপনি যখন শুধুমাত্র এ সাধারণ নীতি কথাটাই মানবেন তখন আপনি কমপক্ষে পঞ্চাশভাগ সুখের পথ পাড়ি দিলেন। কৃষক, কাঠমিস্ত্রি ও রুটি প্রস্তুতকারীকে দেখুন এবং ভালোভাবে লক্ষ্য করুন তারা কাজের সময় কীভাবে পাখির মতো সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে যায়, কারণ তারা পরিতৃপ্ত। তারপরে নিজের অবস্থা ভালোভাবে বিবেচনা করুন যে, সর্বদা নিজেকে নিপীড়ন করে, সর্বদা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে চোখের পানি মুছতে মুছতে কীভাবে আপনার বিছানার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন।

১০. অনুকরণ পটু, নকলকারী, ভানকারী, ছলনাকারী ও কপট হবেন না

নিজেকে অন্য মানুষে রূপান্তরিত করবেন না, অন্যের অনুকরণ করবেন না। অনেকেই অন্যরা যেভাবে কাজ করে সেভাবে কাজ করার জন্য তাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর, চালচলন, আচার-আচারণ, স্বভাব ও অভ্যাসকে ভুলে যাওয়ার ভান করে। এর যে সমস্ত কুফল দেখা দেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– কৃত্রিমতা, অশান্তি ও নিজের স্বতন্ত্র সত্তার বিনাশ।

আদম (আ) থেকে সর্বশেষ জন্মগ্রহণকারী শিশু পর্যন্ত কোন দু'টি মানুষই দেখতে হুবহু একই রকম নয়। তবে কেন তাদেরকে অভ্যাস ও রুচিতে একই রকম হতে হবে?

আপনি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ– অতীতে কেউই আপনার মতো হয়নি আর ভবিষ্যতেও কেউই আপনার মতো হবেন না। যদু বা মধু থেকে আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সুতরাং অন্যকে অনুকরণ ও নকল করার প্রবণতা নিজের উপর জোর করে চাপিয়ে দিবেন না। নিজের স্বভাব ও ঝোঁক অনুসারেই সামনে এগিয়ে চলুন। (এখানে নিজের স্বভাব ও ঝোঁক বলতে নিজের সৎ স্বভাব ও ভালো ঝোঁকের কথাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুকরণ না করা বলতে অন্যের কৃত্রিম ও কপট আচরণ তথা যেগুলো স্বভাবজাত না হওয়ার কারণে অনুকরণ করতে কষ্ট হয় সেগুলো অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ জরুরী –অনুবাদক।)

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ.

"প্রতিটি (দলের) লোকই নিজ নিজ পানির ঘাট চিনে নিয়েছিল"।

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৬০)

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَمُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ.

"প্রত্যেক জাতিরই একটি কেবলা আছে, যে দিকে সে অভিমুখী হয়, সুতরাং সৎকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৪৮)

আপনাকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবেই থাকুন এবং আপনার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করবেন না অথবা আপনাকে বদলাবেন না। **কুরআন হাদীসে যা পাওয়া যায় তার অনুসরণ করে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করুন।**

অন্যদেরকে অনুকরণ করে ও নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকার বঞ্চিত করে নিজের অস্তিত্বকে শূন্য করে দিবেন না।

আপনার রুচি ও পছন্দ একান্ত আপনারই এবং আমরাও চাই যে আপনি যেমন আছেন তেমনই থাকুন, বিশেষ করে এজন্য যে, ওভাবেই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমরাও আপনাকে ওরকম বলেই জানি।

নবী করীম ﷺ বলেছেন : আর তোমাদের কেউ যেন অন্যের অনুকরণকারী না হয়।

চরিত্র, ধর্ম ও গুণের সংজ্ঞায় (পরিচয় দিতে গেলে) বলতে হয় যে, মানুষেরা গাছ-পালার মতো : টক-মিষ্টি, লম্বা-খাটো ইত্যাদি।

{অর্থাৎ গাছ-পালা যেমন কোনটি লম্বা হয় আবার কোনটি খাট হয়, মানুষও কেউ লম্বা হয় কেউ খাট হয়। গাছপালা (এর ফল-পাতা, ছাল-বাকল বা শিকড়) যেমন কোনটি মিষ্টি আবার কোনটি টক। মানুষও কেউ মিষ্টি পছন্দ করে আবার কেউ টক পছন্দ করে। সুতরাং আপনি খাট তাই লম্বা হওয়ার চেষ্টা করা অস্বাভাবিক ও তাই কষ্টকর। অনুরূপভাবে আপনি মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন কিন্তু অন্যের অনুকরণে টক খেতে অভ্যস্ত হতে চাওয়া অস্বাভাবিক ও আপনার জন্য কষ্টদায়ক। –অনুবাদ}

আপনার সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা আপনার স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখছে। (সুতরাং অন্যের অনুকরণ করে অন্যের মতো হতে চেয়ে এগুলোর বিকৃতি সাধন করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। –অনুবাদক।

আমাদের বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা, মেধা ও যোগ্যতা আমাদের শক্তিমান মহান স্রষ্টারই নিদর্শন; তাই ঐগুলোকে অস্বীকার করবেন না (অর্থাৎ ঐগুলোর স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে অন্যের মতো হওয়ার জন্য অন্যের অনুকরণ করে নিজের ক্ষতি করবেন না। –অনুবাদক)

১১. তক্বদীর বা ভাগ্য

পৃথিবীতে আর তোমাদের জীবনে যে বিপদ আসে তা আমি ঘটানোর পূর্বেই লিখে রেখেছি। (৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২২)

কলমের কালি শুকিয়ে গেছে, পাতাগুলো আরশে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে, যা কিছু ঘটবে তা সবই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা কিছু রেখেছেন তার অধিক কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না।

যা কিছু আপনার নিকট এসেছে (অর্থাৎ আপনার তক্বদীরে আছে) তা আপনাকে ফসকিয়ে যাবে না, আর যা কিছু আপনাকে ফসকিয়ে গিয়েছে (আপনার তক্বদীরে নেই) তা আপনার নিকট আসবে না। যদি এ বিশ্বাস আপনার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে তবে সব কষ্ট ও জটিলতা সহজ ও আরাম হয়ে যাবে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি নানান সংকট দ্বারা জর্জরিত করেন।

এ কারণেই যদি আপনি রোগাক্রান্ত, পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত বা সম্পদে ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে নিজেকে সমস্যায় জর্জরিত ভাববেন না। এ সমস্ত ঘটনা ঘটার জন্য আল্লাহ্ হুকুম করেছেন এবং সিদ্ধান্ত তাঁর একারই। যখন আমরা সত্যি সত্যিই এ বিশ্বাস করব তখন আমরা ভালোভাবে পুরস্কৃত হব ও আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে বা আমাদের গুনাহ্ মাফ হবে।

সে জন্যেই যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের জন্য সুসংবাদ অপেক্ষা করছে; সুতরাং আপনার প্রভুর প্রতি ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট থাকুন।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ -

"তিনি যা করেন তা সম্বন্ধে তাঁকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, অথচ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (২১ –সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-২৩)

আল্লাহ্ যে সবকিছু পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন একথা যদি আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস না করেন তবে কখনও আপনি পরিপূর্ণ শান্তি পাবেন না। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে তার সাথে আপনার যা কিছু ঘটবে তা সবই

লিখা হয়ে গেছে। তাই যা আপনার হাতে নেই তার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা করবেন না। একথা ভাববেন না যে আপনি বেড়াটিকে খসে পড়া থেকে, পানিকে প্রবাহিত হওয়া থেকে বা গ্লাসটিকে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারতেন। আপনি চাইলেও এগুলোকে রক্ষা করতে পারতেন না।

যা কিছু পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে তা ঘটবেই।

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

"সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরি অবলম্বন করুক।"
(১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৯)

আত্মসমর্পণ করুন (ইসলাম গ্রহণ করুন বা মুসলিম হন। –অনুবাদক)

ক্রোধ ও অনুশোচনার যাতনা আপনাকে পেয়ে বসার আগেই তক্বদীরে বিশ্বাস স্থাপন করুন বা তক্বদীরের প্রতি ঈমান আনুন। আপনার যতটুকু ক্ষমতা ছিল আপনি যদি তার সবটুকু করে থাকেন এবং আপনি যার বিরুদ্ধে (যা না ঘটার জন্য) আপ্রাণ চেষ্টা করতে ছিলেন যদি তাই ঘটে তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে এটাই ঘটার ছিল। একথা বলবেন না যে, "যদি আমি অমুক অমুক কাজ করতাম তবে অমুক অমুক ঘটনা ঘটত।" বরং বলুন, "এটাই আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তিনি যা চান তাই করেন।"

১২. দুঃখের সাথেই রয়েছে সুখ

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

"অবশ্যই দুঃখের সাথে সুখ আছে।" (৯৪–সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-৬)

আহার করার পর পুনরায় ক্ষুধা লাগে, পান করার পর পুনরায় পিপাসা জাগে। অস্থিরতার পর ঘুম আসে। অসুস্থতার পর সুস্থতা আসে, পথ হারার পর পথ খুঁজে পাবে আর রাতের পর দিন আসবে এটাই নিয়ম।

"সম্ভবত আল্লাহ্ বিজয় ঘটাবেন অথবা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত নিবেন।" (সূরা–৫ মায়িদা : আয়াত-৫২)

অন্ধকার রাত্রিতে এক আলোকিত সুপ্রভাতের আগমনের সংবাদ জানাও, যে প্রভাতের আলো পাহাড় ও উপত্যকাসমূহে ছড়িয়ে পড়বে। দুঃখ-পীড়িতদেরকে এমন ত্বরিত প্রশান্তির শুভসংবাদ দাও যা নাকি তাদের কাছে আলোর গতিতে বা একপলকে পৌঁছে যাবে, যদিও বা আপনি মরুভূমিকে মাইলকে মাইল বিস্তৃত দেখছেন, তবুও জেনে রাখুন যে, এই দূরত্বের পরেও পর্যাপ্ত পরিমাণ ছায়াঘেরা অনেক সবুজ অবারিত মাঠ রয়েছে।

আপনি যদি দেখেন যে, রশি শুধু কষছে আর কষছেই তবে জেনে রাখুন যে, এটা অচিরেই পট্ করে ছিঁড়ে যাবে। কান্নার পর হাসি, ভয়ের পর সান্ত্বনা এবং উদ্বিগ্নতার পর প্রশান্তি আসে। যখন ইব্রাহীম (আ)-কে আগুনে ফেলা হল তখন তার প্রভুর সাহায্য পাওয়ার কারণে তিনি আগুনের তাপ অনুভব করেননি।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ -

"আমি (আল্লাহ) বললাম : হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতলতা প্রদানকারী ও নিরাপত্তা দানকারী হয়ে যাও।"

(২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৬৯)

সাগরতো মূসা (আ)-কে ডুবাতে পারেনি; কেননা, তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ় ও সৎভাবে বলেছিলেন–

كَلَّاۤ - اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ -

"কখনও নয় : নিশ্চয় আমার সাথে আমার প্রভু আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।" (২৬–সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৬২)

নবী করীম ﷺ আবু বকর (রা)-কে গুহাতে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন, তারপর তাদের উপর শান্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়েছিল।

যারা দুর্দিনের শিকার তারাতো শুধু দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যই দেখে। এর কারণ এই যে, তারা কেবল ঘরের দেয়াল ও দরজাই দেখতে পায়, যখন নাকি তাদের সামনে যে বাঁধার প্রাচীরসমূহ আছে সেগুলোর বাইরে তাদের তাকানো উচিত।

অতএব, হতাশ হবেন না; অবস্থা একই রকম থাকা অসম্ভব। দিনগুলো ও বছরগুলো পালা করে ঘুরে ঘুরে আসে, ভবিষ্যৎ অদৃশ্য আর প্রতিদিনই আল্লাহ্ তায়ালার কিছু কাজ করার থাকে। আপনি তো এটা জানেন না, তবে এমনটা হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা পরবর্তীতে নতুন কিছু আনবেন। আর অবশ্যই, কষ্টের সাথে আরাম আছে।

১৩. টক লেবুকে মিষ্টি শরবত বানান

একজন মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তি ক্ষতি (লোকসান)-কে লাভে রূপান্তরিত করে, যেখানে নাকি একজন অদক্ষ লোক প্রায়ই এক মুসিবত থেকে আরেক মুসিবত সৃষ্টি করে নিজের দুর্দশাই কেবল বৃদ্ধি করে। নবী করীম ﷺ মক্কা ছাড়তে বাধ্য হলেন, কিন্তু তিনি তার দাওয়াতী কাজ বাদ না দিয়ে বরং মদীনাতে তিনি তা অনবরত চালিয়ে গেলেন। আর তাতে মদীনা বিদ্যুৎ গতিতে ইতিহাসে স্বীয় স্থান দখল করে নিল।

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-কে সাংঘাতিকভাবে অত্যাচার করা ও নিষ্পেষিত করা হয়েছে, তবুও তিনি সে অগ্নিপরীক্ষা থেকে বিজয়ী বেশে সুন্নাহের ইমাম হয়ে বেরিয়ে এলেন।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে জেলখানায় বন্দী করা হল, পরবর্তীতে তিনি এমনকি আগের চেয়েও আর বেশি সুদক্ষ পণ্ডিত (কামেল আলেম) হয়ে গেলেন।

৩. ইমাম ছারাখছিকে বন্দী করে একটি পরিত্যক্ত কূপের নিচে রাখা হল, সেখানে তিনি বিশ খণ্ড ইসলামী আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন।

৪. ইব্নুল আছির পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর হাদীস শাস্ত্রের দু'টি প্রসিদ্ধ কিতাব জামেউল উসূল ও নিহায়াহ লিখেছেন।

৫. ইমাম ইবনুল জাওযীকে বাগদাদ থেকে নির্বাসন করা হল। তারপর তার ভ্রমণকালে তিনি কুরআনের সাত ক্বেরাআতের প্রসিদ্ধ ইমাম হয়ে গেলেন।

৬. মালেক ইবনে রাইব মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তার প্রসিদ্ধতম ও সুন্দর সুন্দর কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলেন যেগুলো আজও মূল্যায়িত হয়।

৭. আবু জুয়াইব আল হাজালির ছেলেরা তার সামনেই মারা যাবার কালে তিনি তাদেরকে যে উচ্চ প্রশংসা সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করে শুনান তা বিশ্ববাসী শুনে তার যথাযথ মূল্যায়ন করেছে।

তাই যদি আপনি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হন তবে আলোর দিকে তাকান। কেউ যদি আপনাকে লেবু চিপে এক গ্লাস রস দেয় তাতে আপনি এক মুঠো চিনি মিশিয়ে দিন। আর যদি কেউ আপনাকে একটি সাপ উপহার হিসেবে দেয় তবে আপনি এর দামী চামড়াটাকে রেখে বাকি অংশটুকু ফেলে দিন।

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۔

"আর এটাও হতে পারে যে, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তাই তোমরা অপছন্দ করছ।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৬)

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্স দু'জন মেধাবী কবিকে বন্দি করে : একজন আশাবাদী ও অন্যজন নিরাশাবাদী। তারা উভয়ই জেলখানার জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে তাদের মাথা বের করেছিলেন। আশাবাদী কবি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, যখন কি-না নিরাশাবাদী কবি রাস্তার ময়লার দিকে তাকিয়ে কেঁদেছিলেন। বিষাদময় ঘটনার অপর দিকে তাকান– (তাকিয়ে দেখুন যে,) নির্ভেজাল মন্দ-পরিবেশ টিকে না এবং সব অবস্থাতেই একজন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কল্যাণ, লাভ ও পুরস্কার পেতে পারে।

১৪. কে উত্তম?

"(তোমার দেবতাগণ ভালো) নাকি যিনি দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন তিনি?" (২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

কার কাছে দুর্বল ও অত্যাচারিতরা বিজয় কামনা করে?

কার নিকট সকলে আকুল আবেদন করে? তিনি আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কারও উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই।

অতএব, আমার ও আপনার কর্তব্য হল স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায়ই তাকে আহ্বান করা, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, দুঃসময়ে তাঁর কাছে

আশ্রয় চাওয়া, অনুতপ্ত হয়ে কেঁদে কেটে তাঁর দরবারে আরাধনা করা; তাহলেই তাঁর সাহায্য দ্রুত আসবে।

"(তোমার দেবতাগণ ভালো) না কি যিনি দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন তিনি?" (২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

তিনি ডুবন্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, মজলুমকে বিজয় দান করেন, পথহারাকে পথ দেখান, অসুস্থকে সুস্থ করেন, আর দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য যোগান।

"যখন তারা জল জাহাজে (নৌযানে) চড়ে তখন তারা (আল্লাহর) দ্বীনের (ধর্মের) একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে তাঁকে (আল্লাহ্কে) বিনীতভাবে ডাকে।"

(২৯–সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৬৫)

মানুষেরা দুর্দশা দূর করার জন্য যেসব আবেদন করে থাকে, আমি আপনাকে তার জন্য সুন্নাহের কিতাবের কথা বলছি। সে সব কিতাবে আপনি নবী প্রদত্ত দোয়া (প্রার্থনা) দেখতে পাবেন (ও শিখে নিবেন), তা দিয়ে আপনি আল্লাহকে ডাকতে পারবেন, তাঁর নিকট আকুল আবেদন জানাতে পারবেন এবং তার সাহায্য চাইতে পারবেন এবং যদি আপনি তাঁর প্রতি আপনার ঈমান (বিশ্বাস) হারিয়ে ফেলেন তবে আপনি সব কিছু হারালেন। তাঁর নিকট আকুল আবেদন করে আপনি সর্বোচ্চ ইবাদত করছেন। আপনি নিয়মিতভাবে, বিরতিহীনভাবে ও একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করেন তবে আপনি দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তি লাভ করবেন। তাঁরটা ছাড়া সব রশিই কাটা, তাঁরটা ব্যতীত সকল দ্বারই রুদ্ধ। তিনি নিকটবর্তী, তিনি সবকিছুই শুনতে পান ও যারা তাঁর নিকট আকুল আবেদন করে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন।

اُدْعُوْنِىٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

"তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট আকুল আবেদন কর) তাহলেই আমি তোমাদের আবেদনে সাড়া দিব।" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৬০)

যদি আপনি দুঃখ-বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকেন তবে আল্লাহ্কে স্মরণ করুন, তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। সত্যিকার মুক্তি পাওয়ার জন্য সেজদাহ্ করে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন। দু'হাত তুলে নাছোড় বান্দা হয়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁর দরজায় ধরনা ধরুন, তাঁর সম্বন্ধে সুধারণা রাখুন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করুন– তাহলেই আপনি সত্যিকার সুখ ও সাফল্য লাভ করবেন।

১৫. আপনার গৃহই আপনার জন্য যথেষ্ট

নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা শব্দদ্বয় আমাদের জীবন বিধানে এক বিশেষ অর্থ বহন করে। আর তা হচ্ছে– কুকাজ ও বোকা লোকদের থেকে দূরে থাকা। যখন আপনি নিজেকে এভাবে নিঃসঙ্গ করে নিবেন তখন আপনি ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির চারণভূমিতে বিচরণ করার অবাধ সুযোগ পাবেন।

যে সব বিষয় (কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, লোকজন ইত্যাদি) আপনাকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে অমনোযোগী করে দেয়, আপনি যখন সেসব বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন (পৃথক, আলাদা) করে নেন, তখন আপনি এমন এক ঔষধ সেবন করছেন– যা নাকি হার্টের ডাক্তারগণ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আরোগ্যকর বলে পেয়েছেন। যখন আপনি নিজেকে নিঃসঙ্গ করে নেন তখন আপনার ব্রেন (মস্তিষ্ক) কার্যক্ষম হয় বা মাথা কাজ করতে পারে। ফলে সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান), তাঁর নিকট অনুশোচনা, অনুতাপ (তওবা) ও তাঁর স্মরণ (জিকির) বৃদ্ধি পায়।

যা হোক, কতিপয় লোকসমাগম শুধু প্রস্তাবিতই নয়, অধিকন্তু প্রয়োজনীয়ও বটে। যেমন জামায়াতে সালাত, শিক্ষার পরিবেশ-পরিমণ্ডল ও সকল পুণ্যকর্মের মজলিস। যে সব আসরে ছেলেমি ও হাল্কাপনাই বেশি সেসব আসর সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন। এ ধরনের জন সমাগম থেকে দ্রুত সরে পড়ুন, আপনার ভুল কাজের জন্য কান্নাকাটি করুন, নিজের জিহ্বাকে সংযত করুন ও আপনার গৃহের চৌহদ্দির মাঝেই সন্তুষ্ট থাকুন।

বোকা লোকদের সাথে মিশে আপনি আপনার মানসিক ভারসাম্যতাকে বিপদগ্রস্ত করবেন না, বাছ-বিচার না করে আপনি যে লোকদের সাথে মিশবেন তারা খুব সম্ভবত সময় নষ্ট করতে পটু, মিথ্যা কথা বলতে ও গুজব ছড়াতে সিদ্ধহস্ত এবং সমস্যা ও ক্ষতি উভয়টা বিস্তৃত করতে দক্ষ।

"যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তবে তারা বিভ্রান্তিই আরো বৃদ্ধি করত আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য ছুটাছুটি করত।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৭)

আপরার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেকে সুরক্ষিত, দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী করার জন্য আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি। এ উদ্দেশ্যে আপনি নিজেকে আপনার ঘরে (জনসাধারণ থেকে) আলাদা করে রাখুন। শুধুমাত্র ভালো কথা বলা ও ভালো কাজ করার জন্যই বের হবেন। যখন আপনি এ উপদেশ মান্য করবেন তখন দেখবেন যে, আপনার আত্মা আপনার মাঝে আবার ফিরে আসবে। (নব জীবন লাভ করবেন তথা শান্তির জীবন ফিরে পাবেন। –অনুবাদক)

সুতরাং, আপনার সময়ের সদ্ব্যবহার করুন এবং আপনার জীবনকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আপনার জিহ্বাকে গীবত (সমালোচনা) করা থেকে সংযত রাখুন, আপনার মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখুন এবং আপনার কর্ণদ্বয়কে ঈশ্বর, ধর্ম ও পবিত্র বস্তুসমূহের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা হতে সংরক্ষণ (হেফাজত) করুন।

১৬. আল্লাহর কাছে আপনার প্রাপ্তি রয়েছে

মহান আল্লাহ যখন আপনার কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেন, তখন যদি আপনি শুধুমাত্র ধৈর্য ধারণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে আপনার পুরস্কার প্রার্থনা করেন, তবে তিনি আপনাকে তার চেয়েও ভালো কোন কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে অথচ সে ধৈর্য ধরে, তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত (বেহেশত) দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।"

অন্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যদি কেহ এ জগত থেকে তার প্রিয় কাউকে হারিয়ে তার প্রভুর নিকট এর প্রতিদান প্রার্থনা (কামনা) করে তবে তাকে জান্নাত দিয়ে এর খেসারত দেয়া হবে।"

অতএব, কোন দুভাগ্যজনক ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখবোধ করবেন না। কারণ, যে মহান সত্তা এর হুকুম (আদেশ) দিয়েছেন তাঁর নিকট এর ক্ষতিপূরণ ও এক মহাপুরস্কার জান্নাত রয়েছে।

যারা এ পৃথিবীতে দুর্দশা কবলিত ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত তারা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে প্রশংসিত হবে।

"তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক; কেননা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে; চূড়ান্ত গৃহ কতই না চমৎকার।" (১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-২৪)

কষ্ট সহিষ্ণুতার কারণে কেউ যে পুরস্কার পায় আমাদেরকে অবশ্যই তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

"তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের ওপরেই কল্যাণ (অর্থাৎ তারাই ধন্য এবং তাদেরকে ক্ষমা করা হবে) ও তারাই তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে এবং তারাই সঠিকপথ প্রাপ্ত।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৫৭)

বাস্তবিক এ পার্থিব জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত ও এর ধন ভাণ্ডার খুবই নগণ্য। পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী এবং এ জগতে যে সমস্যা জর্জরিত পরজগতে সে তার পুরস্কার পাবে। এখানে (দুনিয়াতে) যে-ই কঠোর পরিশ্রম করবে সেখানে (আখিরাতে) সে–ই শান্তি পাবে। যারা এ জগতের প্রতি আসক্ত, যারা এর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে, যারা এর প্রেমে পড়েছে, তাদেরকে যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ভোগান্তি পোহাতে হবে তা হলো– তারা এ পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধ (শান্তি ও সম্পদ) হারাবে। তারা শুধুমাত্র ইহজীবনকেই উপভোগ করতে চায়। তাদের এ কামনার কারণেই তারা এ জগতের মুসিবতকে কঠিন ভাবে। তারা তাদের চারপাশে ইহজীবন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তারা দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও নগণ্যতা (তুচ্ছতা) দেখতে পায় না।

হে দুর্দশা কবলিতরা! যদি আপনারা ধৈর্য ধারণ করেন তবে আপনারা কোন কিছু হারাবেন না; আর আপনারা বুঝতে না পারলেও এতে আপনারা লাভবান হবেন। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির উচিত পরকালের ফলাফলকে ভেবে দেখা– যে ফলাফল ধৈর্যশীলদের জন্য নির্ধারিত।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ . بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ .

"অতঃপর উভয় দলের মাঝে একটি এক দরজাওয়ালা প্রাচীর খাড়া করা হবে। এর ভিতরে রহমত থাকবে আর এর বাইরে থাকবে আযাব (শাস্তি)।"
(৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-১৩)

১৭. বিশ্বাসই জীবন

ঈমান বা বিশ্বাস এর ধন-ভাণ্ডার হতে যারা রিক্তহস্ত তারাই প্রকৃত অর্থে হতভাগা। তারা সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত ও ক্রুদ্ধ।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا ـ

"যে লোক আমার স্মারক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (যে এ কুরআনে বিশ্বাসও করে না এবং কুরআনের বিধানানুযায়ী আমলও করে না তার জন্য এক কষ্টদায়ক জীবন রয়েছে আর আখিরাতে আমি তাকে অন্ধ করে তুলবো।"
(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

আত্মাকে পবিত্র করার, উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা দূর করার একমাত্র উপায় হল সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর উপর পুরোপুরি ঈমান রাখা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কারো ঈমান থাকে না তখন জীবনে কোন প্রকৃত অর্থ থাকতে পারে না।

একজন পাকা নাস্তিক যদি সে ঈমান না আনে তবে সে সর্বাপেক্ষা ভালো যে কাজটি করতে পারে তা হলো– সে আত্মহনন করতে পারে। এমনটি করে কমপক্ষে সে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও হতভাগা জীবন-যাপন করছে তার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। ঈমানহীন জীবন কতই না হীন ও তুচ্ছ!

আল্লাহর সীমা লঙ্ঘণকারীদের জীবন কতইনা চিরন্তনভাবে অভিশপ্ত!

"(হেদায়েত পথ হতে) আমি তাদের মনোভাবের (তাদের দৃষ্টিভঙ্গির) তেমনি পরিবর্তন করে দিব যেমনি তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি (তথা ঈমান আনেনি) এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিব।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১১০)

আল্লাহ ছাড়া কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই। এ প্রশ্নাতীত ঈমান (বিশ্বাস) রাখার সময় কি পৃথিবীতে আসেনি? মূর্তিতে বিশ্বাস যে হাস্যকর, নাস্তিকতা যে অযৌক্তিক, নবীগণ যে সত্যবাদী ছিলেন এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা যে একমাত্র আল্লাহরই শত শত বছর অভিজ্ঞতার পরেও কি মানবজাতিকে এ বাস্তবতার দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য এবং তিনি সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।

আপনার ঈমানের সবলতা বা দুর্বলতা ও দৃঢ়তা বা কোমলতার স্তর অনুপাতেই আপনি সুখী হবেন।

“খাঁটি ঈমানদার হয়ে তোমাদের মধ্য থেকে যে পুরুষ বা নারী নেক আমল সম্পাদন করে অবশ্যই তাকে আমি একটি পবিত্র জীবন দান করব। (অর্থাৎ এ দুনিয়ার সম্মান, পরিতৃপ্তি ও হালাল রিযিক দিব) এবং তারা যে উত্তম কাজ করত তদনুপাতে আমি তাদেরকে অবশ্যই পুরস্কার দিব।”

(১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

এ আয়াতে ‘পবিত্র জীবন’ বলতে আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও একটি অবিচল হৃদয় যা তাঁকে ভালোবাসে এর কথা বলা হচ্ছে। যে লোকেরা এ ‘পবিত্র জীবন’ যাপন করে তারা যখন সমস্যা কবলিত হয় তখন তাদের স্নায়ু (মন) শান্তও থাকে বটে। তাদের ওপর আপতিত সব কিছুর প্রতিই তারা সন্তুষ্ট থাকবে। কেননা, (তারা নিশ্চিত জানে যে) এটা তাদের জন্য (ভাগ্যে) লিখা ছিল। আরো এ কারণে যে, আল্লাহকে তারা তাদের প্রভু হিসেবে, ইসলামকে তাদের জীবন বিধান হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে তাদের নবী ও রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে।

১৮. মধু আহরণ কর কিন্তু মৌচাক ভেঙ্গ না

যাতে সৌম্যতা ও ভদ্রতা আছে তাই সুন্দর– আর যাতে তা নেই তাই খারাপ। কারো সাথে সাক্ষাৎকালে যখন আপনি সুন্দর হাসি দিবেন, একটি কোমল কথা বলবেন তখন আপনি একজন সত্যিকার সফল ব্যক্তির চরিত্র প্রদর্শন করবেন যে চরিত্র না কি একটি মৌমাছিও দেখায়।

যখন কোন মৌমাছি (ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ প্রয়োজনে) কোন ফুলে বসে তখন সে এটাকে ধ্বংস (নষ্ট) করে না, কেননা, আল্লাহ তা‘আলা কোমলতার বদৌলতে যা দান করেন কঠোরতার বিনিময়ে তা দান করেন না। কিছু লোক আছেন যাদের ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মতো আশেপাশের লোকদেরকে আকর্ষণ করে, শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা তাদের কোমল ও ভদ্র কথা, তাদের ভালো ব্যবহার এবং তাদের মহৎ কাজের জন্য তারা (ঐ লোকদের) ভালোবাসার পাত্র হন।

অন্যের বন্ধুত্বকে জয় করে নেয়ার কৌশল মহান ও ধার্মিকগণ জানেন; সর্বদা একদল লোক তাদেরকে ঘিরে থাকে। কোন সমাবেশে শুধুমাত্র তাদের উপস্থিতিটাই আশীর্বাদ, তারা অনুপস্থিত থাকলে তাদের অভাববোধ করা হয় এবং তাদের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।

এ ধন্য লোকদের একটি আচরণ সংহিতা আছে আর তা হল–

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ـ

"খারাপকে ভালো দিয়ে প্রতিহত কর, তাহলে তোমার আর যার মাঝে শত্রুতা আছে সে এমন হয়ে যাবে যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

(৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ্ : আয়াত-৩৪)

(মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করা বলতে বুঝায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বস্ত ঈমানদারদেরকে ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করতে এবং তাদের সাথে যারা মন্দ আচরণ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে আদেশ করেছেন।)

তারা তাদের সততা, ক্ষমা ও ভদ্রতা দিয়ে অন্যের ভিতর থেকে হিংসাকে বের করে ফেলেন। তাদের সাথে যে মন্দ আচরণ করা হয়েছে তারা তা ভুলে যান আর যে দয়া তারা পেয়েছেন তারা শুধু তাই মনে রাখেন। তাদেরকে কটু ও রুক্ষ কথা বলা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তারা তা শুনেন না, বরং চিরতরে পিছনে না ফিরে তারা তাদের পথে অনবরত সামনে চলতে থাকেন। তারা শান্ত ও সৌম্য অবস্থায় থাকেন। সাধারণ জনগণ বিশেষ করে মুসলমানগণ তাদের হাত থেকে নিরাপদ থাকেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ـ

"প্রকৃত মুসলিম সে যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকেন। আর প্রকৃত মু'মিন সে যাকে অন্য মানুষেরা তাদের রক্ত (জীবন) ও সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাস করে।"

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِىْ أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِى وَأَنْ أُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ ـ

"যারা আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার জন্য, যারা আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে বা আমাকে অত্যাচার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে এবং যারা আমাকে বঞ্চিত করেছে তাদেরকে দান করতে আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন।"

"নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন– (বিশেষত তাদেরকে) যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

এ ধরনের লোকদেরকে এ পৃথিবীতে শান্তি ও প্রশান্তির এক আসন্ন পুরস্কারের ঘোষণা দিন।

পরকালে জান্নাতে তাদের ক্ষমাশীল প্রভুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার এক মহা সুসংবাদও তাদেরকে দিন।

১৯. জেনে রাখুন! আল্লাহর জিকিরেই আত্মা শান্তি পায়

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ـ

"জেনে রাখ! আল্লাহর জিকির করেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।"

(১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-২৮)

সততা আল্লাহর প্রিয় এবং আত্মাকে পরিষ্কার করার সাবান। আর আল্লাহর জিকির ছাড়া এমন কোন কাজ নেই যা আত্মাকে এমন শান্তি দিতে পারে যার পুরস্কার এর চেয়ে বেশি।

فَاذْكُرُوْنِىْٓ أَذْكُرْكُمْ ـ

"অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৫২)

আল্লাহর জিকির (স্মরণ)-ই দুনিয়াতে তাঁর বেহেশত। আর এতে যে প্রবেশ করেনি সে আখেরাতের বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। জিকির শুধুমাত্র এ পৃথিবীর সমস্যা ও উদ্বিগ্নতা থেকে এক নিরাপদ স্বর্গই নয়; অধিকন্তু, চূড়ান্ত সাফল্য লাভের এক সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথও বটে। আল্লাহর জিকির সম্বন্ধে বিভিন্ন আয়াত পড়ে দেখুন তাহলেই আপনি এর উপকারিতা বুঝতে পারবেন।

যখন আপনি আল্লাহর জিকির করবেন তখন দুশ্চিন্তা ও ভয়ের কালোমেঘ দূরীভূত হয়ে যাবে ও আপনার সমস্যার পাহাড় সরে যাবে।

যারা আল্লাহর জিকির করেন তারা শান্তিতে আছেন বা থাকেন– একথা শুনে আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। যা সত্যিই আশ্চর্য তা হল অবহেলাকারীরা ও অমনোযোগীরা তাঁকে স্মরণ না করে কীভাবে বেঁচে থাকে।

"তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব আর তারা জানেনা কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-২১)

ওহে! যে নাকি বিনিদ্র রজনীর অভিযোগ করে ও তার দুর্দশার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, তাঁর পবিত্র নাম ধরে ডাকুন।

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

"তাঁর মতো কারো কথা কি তোমরা জান?" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৬৫)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۔

তাঁর মতো কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(৪২–সূরা শূরা : আয়াত-১১)

তুমি আল্লাহকে যে পরিমাণ স্মরণ করবে, তোমার আত্মা সে পরিমাণই শান্ত ও সন্তুষ্ট হবে। তাঁর জিকিরের অর্থই হলো তাঁর ওপর পূর্ণ নির্ভরতা, সাহায্যের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া, তাঁর সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিজয়ের অপেক্ষায় থাকা। সত্যিই যখন তাঁর কাছে আবেদন করা হয় তখন তিনি নিকটেই থাকেন; যখন তাঁকে ডাকা হয় তিনি তখন

শুনতে পান ও তাঁর নিকট আকুল আবেদন করা হলে তিনি সাড়া দেন। তাই তাঁর সামনে নিজেকে বিনীত কর ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর। বারবার তাঁর কল্যাণময় (বরকতময়) নামের তাসবীহ পাঠ কর ও তাঁর একমাত্র উপাস্য হওয়ার কথা উল্লেখ কর। তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর নিকট কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা কর ও তাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাও, তাহলেই ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহে তো) তুমি সুখ, শান্তি ও অন্তরে আলোকস্ফুরণ পাবে।

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

"তাই আল্লাহ তাদেরকে এ জগতের পুরস্কার ও পরকালের চমৎকার পুরস্কার দান করলেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৮)

২০. হিংসা হিংসুককে ধ্বংস করে

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

"নাকি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষদেরকে যা দান করেছেন সে বিষয়ে তারা তাদেরকে হিংসা করে।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৫৪)

হিংসা এমন এক ব্যাধি যা শুধুমাত্র মনেরই নয় দেহেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বলা হয় যে, হিংসুক লোকের কোন বিশ্রাম (ঘুম) নেই ও সে বন্ধুর লেবাসে একজন শত্রু। হিংসারোগ সম্বন্ধে ঠিকই বলা হয় যে, এটা কম পক্ষে একটা ভয়; কেননা, এটা হিংসুককেই প্রথমে হত্যা করে (অর্থাৎ হিংসা হিংসুককে তিলে তিলে ধ্বংস করে। –অনুবাদক)

আমি আমাকে ও আপনাকে উভয়কেই হিংসা করতে নিষেধ করছি; কেননা অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমে নিজেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। অন্যের প্রতি হিংসা করে আমাদের রক্তে মাংসে গড়া দেহখানাকে দুর্দশাগ্রস্ত করছি ও আমাদের গভীর ঘুমকে নষ্ট করছি।

হিংসুক ব্যক্তি (যেন) আগুন জ্বালিয়ে সে আগুনে নিজেই ঝাঁপ দেয়। হিংসা দুঃখ-বেদনা ও ভোগান্তি এনে এক সময়ের শান্তিপূর্ণ ও পূর্ণময় জীবনকে ধ্বংস সাধন করে।

হিংসুক ব্যক্তির অভিশাপ এই যে, সে ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং তার স্রষ্টাকে অবিবেচক মনে করে।

হিংসা কোন্ রোগের মতো? এটাতো অন্যান্য রোগের মতো নয়। হিংসুক ব্যক্তি এ রোগের কারণে পরকালে কোন পুরস্কার পাবে না। (অথচ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের রোগ ভোগ ও তাতে ধৈর্য ধরার কারণে পরকালে পুরস্কার পাবে। –অনুবাদক)

হিংসুক ব্যক্তি তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বা অন্যদের সৌভাগ্য তাদের থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে পুড়ে শেষ হতে থাকবে। হিংসুক ব্যক্তি ছাড়া সকলের সাথেই মীমাংসা করা সম্ভব। কেননা, তাঁর সাথে মীমাংসার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো– আপনি আপনার থেকে আল্লাহর সব কল্যাণ ও করুণা দূর করবেন বা আপনার সকল প্রতিভা ও সদগুণ পরিত্যাগ করবেন। যদি আপনি এরূপ করেন তবে হয়তোবা সে সুখী হবে। আল্লাহর নিকট আমরা হিংসুকের ক্ষতি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হিংসুক এমন এক বিষধর কালো সাপের মতো হয়ে যায়– যে সাপ একটি নির্দোষ দেহে এর বিষ ঢেলে না দেয়া পর্যন্ত কোন বিশ্রাম পায় না।

সুতরাং হিংসা থেকে বহু দূরে থাকুন এবং হিংসুক লোক থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কেননা, সে সর্বদা আপনাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করছে।

২১. জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন

জীবনের আনন্দ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায়ই তার পরে দুঃখ নেমে আসে। জীবনের অর্থই হলো দায়িত্ব, সতত পরিবর্তনশীল যাত্রা ও দুঃখ-কষ্টের অবিরাম নির্মম প্রচণ্ড আক্রমণ।

আপনি এমন একজন পিতা, স্ত্রী বা বন্ধু পাবেন না যিনি সমস্যামুক্ত। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন যে, এ পৃথিবীর দুটি করে বিপরীত জিনিস দিয়ে ভরপুর থাক। যেমন– ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ।

অতঃপর ভালোত্ব, সততা-সরলতা ও সুখ স্বর্গের (জান্নাতের) জন্য; মন্দকাজ, দুর্নীতি ও পাপকাজ এবং দুঃখ-দুর্দশা নরকের (জাহান্নামের) জন্য।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَافِيْهَا اِلاَّ ذِكْرُاللّٰهِ وَمَاوَالاَهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا ـ

"আল্লাহর জিকির ও জিকিরের ফলে যা আসে (যেমন ভালো কাজ, আল্লাহ যা ভালোবাসেন) তা এবং আলেম ও তালেবে এলম ছাড়া গোটা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।"

এক নিখুঁত, আদর্শ, দুশ্চিন্তা ও কষ্টহীন কল্পিত ইহজীবনের (কল্পিত ইহকালীন স্বর্গরাজ্যের) আশায় বৃথা ও কষ্ট কল্পনায় সর্বদা বিভোর না থেকে আপনার যা আছে তাই নিয়েই জীবন-যাপন করুন। জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন এবং তদানুপাতে সকল পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে (মানিয়ে) নিন। (সকল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অর্থ সকল মতাদর্শ মেনে নেয়া ও তদানুসারে কাজ করা নয়; বরং, নিজে শান্তির ধর্ম মেনে চলা ও অন্যকে তদানুসারে চলতে বলা, যদি তারা না মানে তবে অহেতুক মর্মযাতনাবোধ না করা। –অনুবাদক) নিন। এ দুনিয়াতে আপনি নিষ্কলঙ্ক সঙ্গী ও নিখুঁত পরিস্থিতি বলে কোন জিনিস পাবেন না; কেননা, নিষ্কলঙ্কতা ও নিখুঁত অবস্থা এমন দু'টি গুণের নাম যা এ জীবনে পরদেশী।

নিজেদেরকে সংশোধন করা, সহজটাকে গ্রহণ করা, কঠিনটাকে বর্জন করা এবং প্রায়ই অন্যের ভুল-ভ্রান্তিকে উপেক্ষা করা আমাদের জন্য জরুরি।

২২. দুর্দশাগ্রস্তদের কথা ভেবে সান্ত্বনা লাভ করুন

আপনার ডানে-বামে-চারপাশে তাকান। আপনি কি দুর্দশাগ্রস্ত ও হতভাগাদের দেখতে পান না? প্রতিটি ঘরেই শোক আছে, বিরহ আছে, কষ্ট আছে। প্রতিটি গাল বেয়েই চোখের পানি ঝরছে। কতই না মুসিবত আর কতই না ধৈর্যশীল লোকজন! আপনি একাই শুধু সমস্যাগ্রস্ত নন। অন্যের সাথে তুলনা করে দেখলে আপনার সমস্যা নেহায়েত কম বলেই মনে হবে।

কত রুগ্ন ব্যক্তিই তো রোগ শয্যায় শুয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে! কত লোক বন্দি হওয়ার কারণে বছরের পর বছর সূর্যের আলোর মুখ দেখেনি,

তারা জেলখানার চৌহদ্দি ছাড়া আর কোন কিছুই চেনে না! কত নারী-পুরুষ তাদের সন্তানদেরকে ভরা যৌবনে বা অকালে হারিয়েছে! কত লোকই না সমস্যাগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত ও নিপীড়িত!

যারা আপনার চেয়ে শোচনীয় অবস্থায় আছে, তাদের কথা মনে করে সান্ত্বনা লাভ করুন। জেনে রাখুন যে, এ দুনিয়া ঈমানদারদের জন্য জেলখানার মতোই একটি দুঃখ ও বিষণ্নতার ঘর। সকালবেলা প্রাসাদগুলো মানুষে ভরা থাকে, আর মুহূর্তেই দুর্বিপাকে পড়ে সেগুলো বিরান হয়ে যায়! কখনো জীবন শান্তিময়, দেহ সুস্থ, সম্পদ অঢেল, সন্তান সুস্থ-সবল হতে পারে, আবার কয়েকদিনের বা ক্ষণিকের মধ্যেই দারিদ্র্য, মৃত্যু, বিচ্ছেদ ও অসুস্থতাও ঘটতে পারে।

"আর তোমরা তাদের আবাসস্থলেই বসবাস করতে, যারা নিজের উপর অত্যাচার করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলাম তা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল। আর আমি তোমাদের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি।" (১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪৫)

অভিজ্ঞ উট যেমন একটি মাত্র পাথরের উপর হাঁটু গেড়ে বসতে পারে। প্রয়োজন হলে আপনাকেও এর মতো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে।

{বাইন মাছ যেমন কাদার মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে কাঁদা জড়িয়ে যায় না, আপনিও তেমনি মন্দ পরিবেশে থেকেও মন্দে জড়াবেন না। সেই সাথে অন্যেরা ভালো হয় না বিধায় দুঃখবোধ করে নিজেকেও ধ্বংস করে দিবেন না। এ প্রসঙ্গে দেখুন– (২৬–সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৩) –অনুবাদক।}

আপনাকে অবশ্যই আপনার সমস্যাবলিকে আপনার চারপাশের লোকদের সমস্যাবলির সাথে ও আপনার পূর্ববর্তী লোকদের সাথে তুলনা করেও দেখতে হবে। আপনার বুঝা উচিত যে, তাদের তুলনায় আপনি অনেক ভালো অবস্থাতেই আছেন এবং এটাও বুঝা উচিত যে, আপনি শুধু ছোটখাট কিছু সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার দয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। আপনার জন্য তিনি যা রেখে দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন, তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। তিনি যা ছিনিয়ে

নিয়েছেন তার জন্যে তাঁর নিকট পুরস্কার চান এবং দুর্দশাগ্রস্তদের কথা ভেবে সান্ত্বনা খোঁজ করুন।

নবী করীম ﷺ-এর মাঝে আপনার জন্য ধৈর্যের পরম উপমা রয়েছে। উটের নাড়িভুড়ি তাঁর মাথায় চাপানো হয়েছিল; তাঁর পা থেকে রক্ত ঝরেছিল; তায়েফবাসী তাকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করেছিল; তাঁর চেহারা ফেঁটে গিয়েছিল; তাঁকে গিরিপথে বন্দী করা হয়েছিল, সেখানে তিনি গাছের পাতা খেতেও বাধ্য হয়েছিলেন; মক্কা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছিল; যুদ্ধে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল; তাঁর নিষ্পাপ স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া হয়েছিল; তাঁর সত্তর জন সাহাবীকে হত্যা করা হয়েছিল; তিনি তাঁর ছেলের ও অধিকাংশ মেয়েদের মৃত্যুর শোক পেয়েছিলেন; ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করার জন্য তিনি তাঁর পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন এবং তাঁকে কবি, জাদুকর, গণক, পাগল হওয়ার অপবাদও দেয়া হয়েছিল। আর এসবকিছু একই সময়ে ঘটেছিল। এতসব ঘটনার পরও তিনি অটল ধৈর্যধারণ করেছিলেন। এতসব সাংঘাতিক অগ্নিপরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মাঝেও মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

নবী যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করা হয়েছিল, নবী মূসা (আ)-কে ভীষণ জ্বালাতন করা হয়েছিল; নবী ইব্রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং সকল হক্ব ইমামগণও একইভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন।

উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। অতীতের অনেক আলেমকে বন্দি ও অত্যাচার করা হয়েছিল।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا .

"নাকি তোমরা একথা ভেবে বসে আছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়নি? তারা অভাবগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত ও শিহরিত হয়েছিলেন।"

(২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৪)

২৩. সালাত ... সালাত

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৫৩)

আপনি যদি আতঙ্কগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, তবে এক্ষুণি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। দেখবেন, আপনি শান্তি ও সান্ত্বনা পাচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি একনিষ্ঠভাবে ও জাগ্রত হৃদয়ে সালাত আদায় করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত আপনার উপর এই প্রভাব ফেলবে।

নবী করীম ﷺ যখনই কোন কষ্টে পতিত হয়েছিলেন, তখনই তিনি বলতেন : "হে বিলাল! সালাতের আজান দিয়ে আমাদেরকে শান্তি দাও।" সালাত তাঁর আনন্দ ও খুশির উপায় ছিল। সালাত তাঁর চোখের মণি ছিল।

আমি অনেক ধার্মিক লোকের জীবনী পড়ে দেখেছি, তারা দুঃখ-কষ্টে পড়লেই সর্বদা সালাতে মনোযোগ দিতেন এবং যতক্ষণ তাদের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়প্রত্যয় ফিরে না আসত, ততক্ষণ তারা সালাত পড়তে থাকতেন।

সালাতুল খাওফ (ভয়কালীন সালাত, যা যুদ্ধের সময় পড়া হতো) অনুমোদন করা হয় যখন অঙ্গচ্ছেদ হয়, মাথার খুলি উড়ে যায় এবং দেহ থেকে আত্মা চলে যায় তখন পড়ার জন্য। এ সময়ে একমাত্র একাগ্রচিত্তে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই মনোবল ও দৃঢ় প্রত্যয় ফিরে পাওয়া যেত।

মানসিক রোগে আক্রান্ত এ জাতিকে অবশ্যই মসজিদে ফিরে গিয়ে সিজদা করতে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে। আমরা যদি এ কাজ না করি, তবে অশ্রু আমাদের চোখকে ভাসিয়ে রাখবে ও দুঃখ-বেদনা আমাদের স্নায়ুকে ধ্বংস করে দিবে।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একনিষ্ঠভাবে আদায় করে আমরা মহাকল্যাণ অর্জন করতে পারি। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি এবং আমাদের প্রতিপালকের দরবারে আমাদের মর্তবা (মর্যাদা) বৃদ্ধি করতে পারি। সালাত

আমাদের অসুস্থতার জন্য এক শক্তিশালী মহা ঔষধও বটে। কেননা, সালাত আমাদের অন্তরে ঈমান সঞ্চারিত করে। যারা মসজিদ ও সালাত থেকে দূরে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে অসুখ (দুঃখ), দুর্ভাগ্য ও বিষাদময় জীবন। "তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাদের আমলকে বাতিল করে দিবেন।" (৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-৮)

২৪. মহান আল্লাহ্ কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!"
(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩)

আল্লাহ্র নিকট আপনার কাজকে সোপর্দ করে, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে, তাঁর ওয়াদাকে বিশ্বাস করে, তাঁর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং তাঁর সাহায্যের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে আপনি ঈমানের কিছু মহাফল লাভ করতে পারবেন এবং ঈমানদারের অধিকতর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে পারবেন। যখন আপনি আপনার চরিত্রে এ গুণসমূহকে সংযুক্ত করে নিবেন, তখন আপনি আগামী দিনগুলোতে কোন দুশ্চিন্তা না করে বরং শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারবেন। ফলে আপনি নিজের প্রতি যত্ন, সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয় লাভ করবেন।

ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে ফেলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক!" ফলে আল্লাহ্ তায়ালা আগুনকে ইব্রাহীমের (আ)-এর জন্য শীতল, নিরাপদ ও শান্তিদায়ক বানিয়ে দিয়েছিলেন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে যখন আক্রমণের হুমকি দেয়া হয়েছিল, তখন তারা বলেছিলেন, "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩)

"ফলে তাঁরা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিলেন। কোন অনিষ্টই তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৪)

কোন লোকই দুর্ভাগ্যের স্রোতের বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করতে পারে না, দুর্বিপাক যখন আঘাত হানে, তখন সে এর আঘাতকে একাকী প্রতিহতও করতে পারে না। কারণ, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

যাহোক, সঙ্কটের সময়ে ঈমানদার ব্যক্তি যখন তাঁর প্রভুর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) ও ঈমান (বিশ্বাস) রাখে তখন সে জানে যে, সব সঙ্কট নিরসন সম্ভব।

"আর যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-২৫)

আপনারা যারা নিজেদের কল্যাণ করতে চান, তারা নিজেদের বিপর্যয় ও দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তিমান ও সর্বাপেক্ষা উত্তম অভিভাবক আল্লাহর উপর নির্ভর করুন এবং আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক!'–এ নীতিবাক্য অনুসারে জীবন যাপন করুন।

আপনি যদি ঋণগ্রস্ত থাকেন বা আপনি যদি কোন পার্থিব সঙ্কটে পতিত হন তবে ডাক দিয়ে বলুন, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক!!

আপনি যদি শত্রুর কবলে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন বা অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তবে উচ্চস্বরে বলুন, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক!"

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ـ

"আর তোমার প্রভুই পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।"

(২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৩১)

২৫. আবদ্ধ গৃহ ছেড়ে পৃথিবীতে ভ্রমণ করুন

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ -

"হে মুহাম্মদ ﷺ! বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।"

(৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১১)

এখানে উল্লেখযোগ্য একটি কাজ আছে। কেননা এটা আপনাকে আনন্দ দান ও আপনার মাথার উপরের কালো মেঘ দূর করা; উভয় কাজই করে। এ কাজটি হল পৃথিবী ভ্রমণ করা ও সৃষ্টির উন্মুক্ত রহস্যাবলি অবলোকন করে দেখা এবং এর সকল বিস্ময়াবলীকে উপলব্ধি করা। আপনার ভ্রমণকালে আপনি চমৎকার ও সুন্দর সবুজ মাঠের বাগ-বাগিচা দেখতে পাবেন। আপনার ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ুন ও আপনার চারপাশে যা আছে তা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন। পাহাড়-পর্বতে আরোহন করুন, মাঠের পর মাঠ পাড়ি দিন, এ গাছ থেকে ঐ গাছে চড়ুন এবং সুমিষ্ট, বিশুদ্ধ ঝর্ণার পানি পান করুন।

তাহলেই আপনি আপনার আত্মাকে পরমানন্দে গান গেয়ে গেয়ে আকাশে উড়ন্ত চলা পাখির মতোই স্বাধীন পাবেন। আপনার গৃহ ত্যাগ করুন, আপনার চোখের কালো চশমা খুলে ফেলুন। আর তারপর আল্লাহ্র জিকির ও তসবীহ্ পাঠ করে করে (আল্লাহর স্মরণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করে করে), তাঁর প্রশস্ত জমিনে ভ্রমণ করুন।

মারাত্মক ধ্বংসাত্মক অলসতায় সময় বৃথা নষ্ট করে নিজেকে আপন গৃহে বন্দি করে রেখে নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার ঘরটাই পৃথিবীতে একমাত্র স্থান নয় আর আপনিও এ পৃথিবীর একমাত্র বাসিন্দা নন। তবে কেন আপনি দুর্দশা ও নির্জনতার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন?

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا -

"(স্বাস্থ্যবান, যুবক ও সম্পদশালী হওয়ার কারণে) হাল্কা হলেও এবং (অসুস্থ, বৃদ্ধ ও দরিদ্র হওয়ার কারণে) ভারী হলেও তোমরা বেরিয়ে পড়।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪১)

আসুন, একটি পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে বসে বা পাখিরা যখন গান করে তখন তাদের আসরের পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করুন।

বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা এমন এক কাজ যা চিকিৎসকগণ বিশেষ করে সেসব রোগীদের জন্য প্রেসক্রিপশন করেন–যারা নিজেদের ঘরের সংকীর্ণতার কারণে নিজেদেরকে সংকুচিত মনে করে।

"যারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করে, (আর বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এ বিশ্বজগতকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১)

২৬. ধৈর্যের কঠিন পথকে অবলম্বন করুন

দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটনের সময় দৃঢ় মনোবল নিয়ে স্বাভাবিক থাকতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম।

একথা আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, যদি আমি বা আপনি ধৈর্য না ধরি তবে আমাদের অন্য কী করার আছে? একথা স্পষ্ট যে, আমাদের ধৈর্য ধরা ছাড়া অন্য কিছুই করার নেই। আপনার কাছে কি অন্য কোন সমাধান আছে? ধৈর্যের চেয়েও ভালো কোন পথের কথা কি আপনার জানা আছে?

যারা মাহাত্ম্য অর্জন করেন, তাদেরকে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করার পূর্বে দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার এক মহাসাগর পাড়ি দিতে হয়। জেনে রাখুন, এক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্রই আপনাকে আরেক সঙ্কটের মোকাবেলা করতে হবে। এই সার্বক্ষণিক সংঘর্ষের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ও আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এগুতে হবে।

এটাই মহামানবদের পথ; দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তাঁরা সঙ্কটের মুকাবিলা করে সকল দুঃখ-কষ্ট ও সঙ্কটকে তাঁরা ধরাশায়ী করে সফলতাকে অর্জন করেছেন।

অতএব, ধৈর্যশীল হোন ও জেনে রাখুন, আপনার ধৈর্য যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়। তার মতো ধৈর্য ধরুন, যে আসন্ন শান্তির বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী, যে জানে যে, এক শুভ পরিণতি আসবে। যে তার প্রভুর নিকট পুরস্কার চায়– এ আশায় যে, সমস্যা কবলিত হয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

ধৈর্য ধরুন, সমস্যা যাই হোক না কেন আর সামনের পথ যতই অন্ধকার মনে হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা, ধৈর্যের সাথে অবশ্যই বিজয় আসবে আর দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির পরেই নেমে আসবে অনাবিল শান্তি।

অতীতের কতিপয় সফল ব্যক্তির জীবনী পাঠ করে আমি তাদের প্রদর্শিত ধৈর্যের সীমা দেখে, পর্বতসম বিশাল সমস্যার বোঝা বহন করার ক্ষমতা দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি; এ বিশাল পর্বতসম সমস্যার বোঝা বহন করে তাঁরা শুধু অধিকতর শক্তিশালী মানব হিসেবেই পুনঃ প্রকাশিত হয়েছেন। কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টির দংশনের মতোই সংকট তাঁদের মাথার উপরে পতিত হয়েছে তবুও তাঁরা পাহাড়ের মতোই দৃঢ় ছিলেন। তারপর অল্প সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই তাঁরা তাঁদের ধৈর্যের কারণে সফলতার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

২৭. গোটা পৃথিবীর বোঝা নিজের ঘাড়ে নিবেন না

কিছু লোকের মাঝে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটতে থাকে, এ যুদ্ধ যুদ্ধের ময়দানে হয় না বরং তাদের শোয়ার ঘরে, অফিসে ও বাড়িতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে তাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার বা হাইব্লাড প্রেসার দেখা দেয়।

সবকিছুতেই এসব লোক হতাশ হয়ে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে এরা রাগান্বিত হয়ে যায়। বৃষ্টি হতে দেরি হলে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে, আর যখন তাদের মুদ্রার মানহ্রাস পেয়ে যায় তখন তারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। কারণ যাই হোক না কেন তারা সর্বদাই অস্থির, উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত।

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۔

"তারা যে কোন শোরগোলকে তাদেরই বিরুদ্ধে মনে করে।"

(৬৩–সূরা আল মুনাফিকূন : আয়াত-৪)

আপনার প্রতি আমার পরামর্শ হল, গোটা বিশ্বের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিবেন না। যা কিছু ঘটে তার বোঝা ভূমিকেই বহন করতে দিন। কিছু লোকের আত্মা সব ধরনের ধোঁকা, প্রতারণা ও ভ্রান্ত ধারণাকে স্থান দেয়; ফলে

সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ বিষয়েও সে কষ্ট পায়; এটা এমন আত্মা, যা তার অধিকারীকে ধ্বংস করবেই।

সুনীতিবান ও সৎপথে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ সঙ্কটে বিচলিত হয় না; বরং সঙ্কট তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও ঈমানকে আরো শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। কিন্তু দুর্বলচিত্তদের জন্য বিপরীত অবস্থাটাই সত্য। যখন তারা প্রতিকূল অবস্থা ও সঙ্কটের কবলে পড়ে, তখন শুধু তাদের ভয়ের মাত্রাই বৃদ্ধি পায়। বিপর্যয়ের সময় আপনার জন্য একটি সাহসী আত্মার চেয়ে বেশি উপকারী আর কোন কিছুই নেই। যার এমন আত্মা আছে সেই প্রশান্তমনা– তার দৃঢ় বিশ্বাস ও শীতল স্নায়ু (প্রশান্ত মন ও ঠাণ্ডা মাথা) আছে।

অপরপক্ষে কাপুরুষ ও ভীতরা কোন নির্দিষ্ট দিনের আসন্ন বিপদের আশঙ্কা ও পূর্বানুভূতিতে নিজেদেরকে কয়েক দফা জবাই করে। তাই, আপনি যদি আপনার জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন আশা করেন তবে সকল অবস্থাকে সাহস ও অধ্যবসায়ের সাথে মুকাবেলা করুন।

وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ -

"আর এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত না করে।"
(৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-৬০)

وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ -

"তাদের ষড়যন্ত্রে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।"(১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

আপনার পরিবেশের চেয়েও বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী হোন এবং দুর্বিপাকের ঝঞ্ঝা বায়ুর চেয়েও বেশি হিংস্র হোন। দুর্বলচিত্তধারীদেরকে আল্লাহ করুণা করুন। কেননা, এমন কতই না ঘটে যে, তারা সামান্যতম ভূ-কম্পনেও বিচলিত হয়ে যায়।

"আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সব মানুষের চেয়ে বেশি লোভী দেখতে পাবেন।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৯৬)

দৃঢ় প্রত্যয়ীদের সম্বন্ধে বলছি যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাহায্যপ্রাপ্ত হন ও তারা তাঁর প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

"তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।"

(৪৮–সূরা আল ফাত্হ : আয়াত-১৮)

২৮. তুচ্ছ জিনিসের চাপে ভেঙ্গে পড়বেন না

অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চাপে নয় বরং অতি তুচ্ছ ব্যাপারে অল্পতেই ভেঙ্গে পড়েন।

মুনাফিকদের বিষয়টা একটু ভেবে দেখুন– তারা তাদের সংকল্পে কতই না দুর্বল! আল কুরআন তাদের কিছু কথা আমাদের নিকট বর্ণনা করছে :

"যারা (তাবূকের যুদ্ধ থেকে) পিছনে থেকে গেল তারা আল্লাহর রাসূলের (বিরুদ্ধাচরণ করে) পিছনে বসে থাকাতেই আনন্দবোধ করল এবং তারা তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল : 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৮১)

"আমাকে (যুদ্ধ হতে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

"আর তাদের একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, 'আমাদের ঘর-বাড়িগুলো সত্যিই অরক্ষিত'। আসলে সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে তারা পালাতেই চেয়েছিল।" (৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-১৩)

نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ

"আমাদের আশঙ্কা হয় যে, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।"

(৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৫২)

"আর (তখনকার কথা স্মরণ করুন, যখন) মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি তারা বলছিল; 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

(৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-১২)

এমন লোকদের আত্মা কতই না হতভাগা!

পেট পূজা, গাড়ি-বাড়ি, দালান-কোঠাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা আদৌও কখনো একবারের জন্যেও আদর্শ ও পুণ্যবান লোকদের জীবনাদর্শের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েও দেখেনি। তাঁদের জ্ঞানের পরিধি হল দামী দামী গাড়ি,

পোশাক, জুতা ও খাবার, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, সন্তান বা আত্মীয়ের সাথে মনোমালিন্য, সমালোচনা বা তিরস্কার হজম করতে বাধ্য হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন সামান্য কারণে অনেকে দিন-রাত মর্মপীড়ায় ভোগেন বা মর্মপীড়াগ্রস্ত থাকেন। এমন সব বিষয়ই হল এসব লোকদের দুর্দশা, দুর্বিপাক বা মুসিবত। তাদের এমন কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে, তাদের জীবনে এমন কোন মহৎ আকাঙ্ক্ষাও নেই, যা অর্জনের জন্য তারা দিন-রাত চেষ্টা করবে।

প্রবাদ আছে, 'যখন কোন পাত্র পানি শূন্য হয় তখন তা বায়ুপূর্ণ হয়।' তাই যে বিষয় আপনাকে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করছে, তা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন ও নিজেকে প্রশ্ন করুন। এটা কি আপনার শক্তি নষ্ট করার ও আপনাকে কষ্টে ফেলার যোগ্যতা রাখে? এটা এক অপরিহার্য প্রশ্ন। কেননা, এটা যাই হোক না কেন– এটা আপনার উদ্বিগ্নতার কারণ। আপনার শরীর রক্ত-মাংসে গড়া। এ বিষয়টির জন্য শক্তি ও সময়ের অপচয় করছেন। যদি এটা (যে বিষয়টি আপনাকে উদ্বিগ্ন করছে তা) আপনার শক্তি ও সময় নষ্ট করার যোগ্যতা না রাখে তবে (এ নিয়ে ভেবে ভেবে) আপনি আপনার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সময়, জীবন, যৌবন ও ধন-সম্পদের এক বিশাল অংশ অপব্যয় করে ফেলবেন।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আপনাকে প্রতিটি জিনিসের যথাযথ মূল্যানুপাতে বিচার করতে হবে ও তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এর চেয়ে আরো বেশি সত্য হল মহান আল্লাহর বাণী–

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ـ

"অবশ্যই আল্লাহই প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" (৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-৩)

অতএব, প্রতিটি অবস্থাকে তার আকার, ওজন, পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে বিবেচনা করুন এবং অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকুন।

নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল গাছের নিচে বাইয়াত হয়ে (আনুগত্যের অঙ্গীকার করে) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাদের সাথে এমন এক লোক ছিল, যার লক্ষ্য

ছিল একটি হারানো উট আর এ চিন্তার বশীভূত হয়েই সে বাইয়াত থেকে বঞ্চিত থাকল। ফলে, অন্যেরা যে পুরস্কার পেল তা থেকেও সে বঞ্চিত থাকল।

সুতরাং, নগণ্য বিষয়ের চিন্তায় বিভোর হবেন না। যদি আপনি এ পরামর্শ মানেন তবে দেখবেন যে, আপনার অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে।

২৯. আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকুন

সম্পদ, চেহারা, সন্তানাদি, গৃহ ও মেধা আপনার ভাগে যা আছে তাতে আপনাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

"সুতরাং, আমি আপনাকে যা দান করেছি তা গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞ হোন।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৪৪)

ইসলামের প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ আলেম ও ধার্মিক মুসলিমগণ দরিদ্র ছিলেন; তাই তো একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাদের সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর বা গাড়ি ঘোড়া ছিল না। এমন অসুবিধা সত্ত্বেও তারা সফল জীবন যাপন করেছিলেন। কোন যাদু দিয়ে নয় বরং তাদের যা দান করা হয়েছিল তার যথাযথ প্রয়োগ করে, তাদের সময়কে সঠিক পথে ব্যয় করে তারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেছিলেন। এ কারণে তাঁদের জীবন, তাঁদের সময় ও তাঁদের মেধা বরকতময় ও কল্যাণকর হয়েছিল।

অপরপক্ষে, কিছু লোক আছে, যাদেরকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সব ধরনের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আবার এ নেয়ামতসমূহই তাদের দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ হয়েছে। তারা তাদের সহজাত প্রকৃতি যা বলত, তা থেকে অর্থাৎ একমাত্র পার্থিব জিনিসই যে সবকিছু নয়-এ কথা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। যারা বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে বহু উপাধি অর্জন করা সত্ত্বেও অখ্যাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য করুন। তাদের মেধা ও ক্ষমতা অকেজোই থাকছে। যখন নাকি অন্যরা যাদের জ্ঞান সীমিত- তাদের যা দান করা হয়েছে তা দিয়েই তাদের নিজেদের ও সমাজের উভয়ের পাহাড়সম উপকার করতে পেরেছেন।

আপনি সুখ সন্ধানী হয়ে থাকলে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে চেহারা সুরত দিয়েছেন, তাতে আপনার পারিবারিক অবস্থাতে, আপনার কণ্ঠস্বরে, আপনার বুঝ শক্তির স্তরে ও আপনার বেতনের পরিমাণের উপর পরিতৃপ্ত থাকুন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে আপনার যা আছে তার চেয়েও কমের উপরও (বা তার চেয়ে কম নিয়েও) নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করা উচিত।

আমাদের পূর্ববর্তী যে সব মুসলিমগণ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করে জীবনে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নে আপনাদের দেয়া হল :

আতা ইবনে রাবাহ : তিনি তাঁর সময়ে জগদ্বিখ্যাত একজন আলেম ছিলেন। তিনি শুধু মুক্ত ক্রীতদাস ও নাকবোঁচাই ছিলেন না, অধিকন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্তও ছিলেন।

আল আহ্নাফ ইবনে ক্বাইছ : তিনি আরবদের মাঝে তাঁর অনন্য ধৈর্যের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শীর্ণ, কুঁজো, পঙ্গু (খোঁড়া) ও দুর্বল-ভঙ্গুর দেহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আল আ-মাশ : তিনি তার সময়ের একজন অতি প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি এক আজাদ ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভালো ছিল না। তিনি ছিলেন দরিদ্র। তাঁর পোশাক ছিল ছেঁড়া-ফাঁটা। তাঁর বেশভূষা ছিল আলুথালু এবং তিনি দরিদ্র জীবন যাপন করতেন।

প্রত্যেক নবীই (আ) কোন না কোন সময় রাখাল ছিলেন। দাউদ (আ) কামার ছিলেন, যাকারিয়া (আ) কাঠমিস্ত্রি ছিলেন ও ইদ্রীস (আ) দর্জি ছিলেন; তবুও তারা শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন।

অতএব, আপনার দক্ষতা, সৎকাজ, আচার-আচরণ ও সমাজের প্রতি অবদানের ওপর আপনার মূল্য নির্ভর করে। তাই রূপ-লাবণ্য, সম্পদ বা পরিবার যাই আপনার জীবনে হারিয়েছেন তার জন্য দুঃখ করবেন না এবং আপনার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যা বরাদ্দ করেছেন, তাতে পরিতুষ্ট থাকুন।

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

"আমিই এ জগতে তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বণ্টন করি।"

(৪৩–সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৩২)

৩০. জান্নাতের কথা স্মরণ করুন

(এ শিরোনামটি ২২তম সংস্করণের আরবী পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। ইংরেজি পুস্তকে এ বাক্যটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আছে–আলাদা শিরোনামে নেই। তাই অধ্যায়টি দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর ছিল। এখন পৃথক শিরোনামে অধ্যায়টি ক্ষুদ্রতর ও সহজপাঠ্য করা হল। আশা করি এ বিষয়ে পাঠকবৃন্দ একমত হবেন। –অনুবাদক)

এ পৃথিবীতে আপনি যদি ক্ষুধার্ত, দুঃখিত, রুগ্ন ও অত্যাচারিত হন, তবে চিরস্থায়ী পরম স্বর্গসুখের কথা স্মরণ করুন। আপনি যদি এমনটি ভাবেন তবে আপনার লোকসান সত্যি সত্যিই লাভে পরিণত হবে ও আপনার দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন সত্যিই উপহারে পরিণত হবে।

পরকালের জন্য যারা আমল করে তারাই বিজ্ঞতম (সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী) ব্যক্তি। কেননা, পরকাল (আখেরাত) দুনিয়ার তুলনায় উত্তম ও চিরস্থায়ী। সবচেয়ে বোকা লোক তারাই যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে তাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল মনে করে। এতেই তাদের সব আশা-ভরসা। এরা যখন দুর্বিপাকে পড়ে তখন আপনি এদেরকে সবচেয়ে বেশি দুঃখিত দেখতে পাবেন। পার্থিব ক্ষতির কারণে তারা সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয় শুধু এ কারণে যে, তারা যে তুচ্ছ জীবনযাপন করে-এর বাইরে তারা কোন কিছুই দেখতে পায় না। তারা শুধু এই অস্থায়ী জীবনটাই দেখে ও শুধু এর কথাই ভাবে। তারা চায় না যে, কোন কিছু তাদের পরম সুখকে মাটি করে দিক। যদি তাদের চোখ থেকে মূর্খতার পর্দা সরানো হত তবে তারা চিরস্থায়ী আবাস, এর নেয়ামত, আনন্দ ও প্রাসাদসমূহের সাথে একাত্মবোধ করত ও কুরআন সুন্নাহের মাধ্যমে তাদেরকে আখেরাত সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তারা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত।

বাস্তবিকই, আমাদের উচিত আখেরাতের বাড়ির প্রতি মনোনিবেশ করা। ঐ বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য চেষ্টা-তদবীর করা, যাতে আমরা এর সর্বোত্তমটি (জান্নাতুল ফেরদাউস) অর্জন করতে পারি। বেহেশতবাসীদের বর্ণনা সম্বন্ধে আমরা কি বিস্তারিতভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখেছি? তাঁরা অসুস্থ হবে না,

দুঃখ তাঁদের কাছেও ঘেঁষবে না, তাঁরা মরবে না, তারা চিরকুমার থাকবে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে উত্তম, নিখুঁত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁরা সুন্দর গৃহে অবস্থান করবে। জান্নাতে এমন জিনিস পাওয়া যাবে, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি এবং মানব মন কখনো যার কল্পনাও করেনি। আরোহী ব্যক্তি একশত বছর একটি গাছের নিচে ভ্রমণ করেও এর শেষ সীমায় পৌঁছতে পারবে না। বেহেশতে একটি তাঁবুর দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। জান্নাতের নদীগুলো সদা প্রবাহিত, এর প্রাসাদগুলো বিশাল বিশাল এবং এর ফলগুলো শুধুমাত্র হাতের নাগালের মধ্যেই নয়; অধিকন্তু, অতি সহজেই তোলা যাবে (মন চাওয়া মাত্রই হাতে চলে আসবে। –অনুবাদক)

"সেখানে (বেহেশতে) প্রবাহমান ঝর্ণা থাকবে। সুউচ্চ আসন থাকবে। আর থাকবে হাতের কাছে প্রস্তুত পান পাত্র, সারি সারি গদি ও বিছানো গালিচা।"

(৮৮–সূরা আল গাশিয়াহ : আয়াত-১২-১৬)

জান্নাতের সুখ হবে অসীম। তবে কেন আমরা বিষয়টিকে গভীরভাবে ভেবে দেখছি না? স্বর্গই যদি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয় আর আমরা যদি আল্লাহর নিকট বেহেশতই চেয়ে থাকি–তবে এ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট যতটা দুর্বহ মনে হয় তার চেয়ে অনেক কম ভারী মনে হওয়ার কথা। অতএব, (এমনটি ভেবে) দুর্দশাগ্রস্তদের আত্মা শান্তি পাক।

ওহে, আপনারা যারা এ দরিদ্র জীবন যাপন করছেন বা দুর্বিপাকে পতিত সৎকর্ম (নেক আমল) করুন, তাহলেই আপনারা আল্লাহর জান্নাতে বাস করতে পারবেন।

سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

"তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে। চূড়ান্তগৃহ বাস্তবিক কতই না উত্তম!" (১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-২৪)

৩১. এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

"এরূপে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি।"

(২–সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৩)

আপনার বিবেক ও আপনার ধর্ম উভয়টিই দাবি করে যে, আপনি মধ্যপন্থী হোন। তার মানে আপনার চরমপন্থী ও নরমপন্থী কোনটাই হওয়া উচিত নয়। বাড়াবাড়ি করাও উচিত নয়, খুব কম করাও উচিত নয়। যে সুখ চায় তাকে মধ্যপন্থী বা ন্যায়ানুগ হতে হবে–সে রাগান্বিত, বিষণ্ন বা আনন্দিত যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই তাকে ন্যায়পরায়ণ বা মধ্যপন্থী হতেই হবে। –অনুবাদক)। অন্যের সাথে আমাদের আচরণে বাড়াবাড়ি গ্রহণযোগ্য নয়।

মধ্যমপন্থাই সর্বোত্তমপন্থা। যে তার প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে, কোন বিশেষ অবস্থার গুরুত্বকে বড় করে দেখারই কথা; এভাবে অকারণে সে বহুকিছু করে। সে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। যেহেতু সে বাড়াবাড়ি ও কল্পনার জগতে বাস করে তাই সে অন্য সবাইকে তার বিরুদ্ধবাদী বলে মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করে। এমনকি এতটা পরিমাণে যে, সে ভাবতে থাকে অন্যেরা তাকে ধ্বংস করার সর্বদা চক্রান্ত করছে। এ কারণে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অন্ধকার মেঘের নিচে বসবাস করে।

লোকশ্রুতি ও কুসংস্কার অনুযায়ী জীবন যাপন করা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ।

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ -

"তারা মনে করে প্রত্যেক শোরগোলই তাদের বিরুদ্ধে।"

(৬৩–সূরা মুনাফিকূন : আয়াত-৪)

প্রায়ই এমন হয় যে, আপনি যা ঘটবে বলে আশংকা করেন তা ঘটে না। এমন পরিস্থিতিতে আপনার কিছু একটা করা উচিত। আর তা হলো– যখন

আপনি কোন কিছুর ভয় করেন তখন কল্পনা করুন যে, সর্বাপেক্ষা অশুভ পরিণতি দেখা দিয়েছে এবং তারপর সে পরিণতিতে নিজেকে প্রস্তুত ও সন্তুষ্ট ভাবতে নিজেকে প্রশিক্ষণ দিন। যদি আপনি এ কাজ করেন তবে আপনি নিজেকে আতঙ্ক ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করতে পারবেন। অন্যথায় এই আতঙ্ক ও কুসংস্কার আপনার অনেক দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াবে।

প্রতিটি বিষয়ের প্রতি তার গুরুত্ব অনুসারে মনোযোগ দিন। কোন (নির্দিষ্ট) অবস্থাতেই তিলকে তাল করবেন না। বরং নিরপেক্ষ বিচার ও দৃঢ়তার কথা মনে রাখুন। অহেতুক সন্দেহ ও বৃথা আশার প্রতারণায় মোহের অন্ধ অনুসরণ করবেন না বা আলেয়ার আলোর পিছে ছুটবেন না। বরং ভারসাম্যপূর্ণ হোন। নবী করীম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ভালোবাসা ও ঘৃণার মাপকাঠির কথা শুনুন-

"তোমরা প্রিয়জনকে পরিমিত পরিমাণে ভালোবাস, কেননা এমন দিন আসতে পারে, যখন তুমি তাকে ঘৃণা করবে এবং যাকে তুমি ঘৃণা কর তাকে সংযত পরিমাণে ঘৃণা কর, কারণ এমন দিন আসতে পারে যখন তুমি তাকে ভালোবাসবে।"

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ وَّاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"সম্ভবত তোমাদের মাঝে ও যাদেরকে তোমরা শত্রু মনে কর তাদের মাঝে আল্লাহ বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিবেন। আর আল্লাহ (সবকিছুর উপর) ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"

(৬০-সূরা মুত্তাহিনা : আয়াত-৭)

৩২. আমাদের জীবন ব্যবস্থায় বিষণ্ন হওয়া অবাঞ্ছিত

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

যদি তোমরা ঈমানদার (মুমিন) হয়ে থাক তবে তোমরা (তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে) দুর্বল হয়ো না এবং দুশ্চিন্তাও করো না।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৯)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ـ

"এবং তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না ও তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।" (১৬–সূরা আন নাহ্ল : আয়াত-১২৭)

"বিষণ্ন হয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন।"

(৯–সূরা তাওবাহ্ : আয়াত-৪০)

সত্যিকারের ঈমানদারদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে,

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

"তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না।"

(২–সূরা বাকারা : আয়াত-৩৮)

বিষণ্নতা মনের কাজ করার ইচ্ছা শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে অকেজো বানিয়ে দেয়। বিষণ্নতা মানুষকে কাজ করতে বাধ্য না করে বরং কাজ না করতে বাধ্য করে। দুঃখবোধ করে আত্মার কোন লাভ হয় না। শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো ইবাদতগুজার ব্যক্তিকে বিষণ্ন করে দেয়া, যাতে সে ক্রমাগত ইবাদত না করতে পারে।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুমিনদেরকে বিষণ্ন করার জন্য শয়তানের পক্ষ থেকে গোপন পরামর্শ বা চক্রান্ত করা হয়ে থাকে।" (৫৮–সূরা আল মুজাদালা : আয়াত-১০)

নিম্নোক্ত হাদীসখানিতে নবী করীম ﷺ বলেছেন : "তিনজন সঙ্গীর মাঝ থেকে একজনকে বাদ দিয়ে অপর দু'জনের গোপন পরামর্শ করা নিষিদ্ধ। কেননা, এ কাজ তৃতীয় ব্যক্তির দুঃখের কারণ হবে।"

কিছু কিছু কঠোরমনা মানুষ যা বিশ্বাস করে তার বিপরীতে ঈমানদারদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। কারণ দুঃখবোধ এমন এক অবস্থা যা মন-মানসিকতার ক্ষতি করে। মুসলমানদেরকে অবশ্যই দুঃখ-বিষণ্নতা দূর করতে হবে এবং আমাদের জীবন ব্যবস্থায় বৈধ সকল পন্থায় এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

দুঃখ করাতে প্রকৃত কোন লাভই নেই। নবী করীম ﷺ নিচের দু'আতে এর থেকে পানাহ্ চেয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট (ভবিষ্যতের) দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা এবং (অতীতের) দুঃখ-বেদনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এ হাদীসে উদ্বিগ্নতার সাথে দুঃখ-বেদনাকে যোগ করা হয়েছে। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য হলো–যদি ভবিষ্যতে কী ঘটবে এ দুর্ভাবনা হয় তবে আপনি উদ্বিগ্নতা বোধ করছেন। আর যদি অতীতের ঘটনা নিয়ে মন খারাপ হয় তবে আপনি দুঃখবোধ করছেন। উভয়টাই মনকে দুর্বল করে, অক্ষমতা সৃষ্টি করে ও ইচ্ছা শক্তিকে দমন করে।

উপরে যা বলা হলো তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দুঃখবোধ অলঙ্ঘনীয় ও প্রয়োজনীয় হতে পারে। বেহেশতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ـ

"সব প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাদের থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-৩৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তারা ইহজীবনে তেমনি দুঃখগ্রস্ত ছিল, যেমন না-কি তারা অন্যান্য সমস্যা কবলিত হয়েছিল। উভয়টিই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। সুতরাং, যখন কেউ দুঃখপীড়িত হয় এবং এটাকে এড়ানোর কোন পথ থাকে না তখন সে পুরস্কৃত হয়। কেননা দুঃখ এক ধরনের কষ্ট এবং মু'মিন ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করার কারণে পুরস্কৃত হবে। তবুও মু'মিন ব্যক্তিকে অবশ্যই দু'আর মাধ্যমে ও অন্যান্য কার্যকর উপায়ে দুঃখবোধ দূর করতে হবে। যেমনটি মহান আল্লাহর বাণীতে বুঝতে পারা যায়–

"তাদের কোন অপরাধ নেই, যারা আপনার নিকট বাহনের জন্য এসেছিল এবং আপনি তাদের বলেছিলেন 'আমি তোমাদের জন্য কোন বাহন পাচ্ছি না।' তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যতার কারণে অশ্রু বিগলিত নয়নে ফিরে গেল।"

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৯২)

এখানে তাদের দুঃখের কারণে তাদের প্রশংসা করা হয়নি বরং দুঃখ সত্ত্বেও তাদের দৃঢ় ঈমানের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে একথার ইঙ্গিতও করা হলো যে, তারা দুঃখিত হতে বাধ্য হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল তখন, যখন তারা অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় রসদ যোগাড় করতে না পারায় মহানবী ﷺ-এর কোন এক যুদ্ধাভিযানে যোগ দিতে পারেনি।

এ আয়াতটি মুনাফিকদের স্বরূপও উদ্ঘাটিত করেছিল। কারণ, তারা যুদ্ধে যোগ না দেয়ার কারণে দুঃখিত হয়নি। (আরও একথা বুঝা গেল যে, সৎকাজ না করতে পারলে মু'মিনগণ দুঃখিত হতে বাধ্য হন এবং এর প্রয়োজনও রয়েছে। যেমনটি লেখক একটু আগেই বলেছেন। -অনুবাদক)

সুতরাং, শুভ দুঃখ হলো তা, যা সৎ কাজ করতে পারার কারণে বা পাপ করার কারণে উদ্ভূত হয়। যখন কেউ আল্লাহর হক্ব আদায় করার ব্যাপারে অবহেলা করার কারণে দুঃখবোধ করে তখন সে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত লোকদের বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করে। যেমনটি নিম্নের হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'মু'মিনদের ওপর উদ্বিগ্নতা, সংকট, অভাব-অনটন বা দুঃখকষ্ট নামে যা কিছুই আপতিত হোক না কেন, আল্লাহ্ তায়ালা এটাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের কারণ বানাবেন।'

একথা থেকে বুঝা যায় যে, মু'মিনগণ দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার দ্বারা জর্জরিত হয় এবং এর বিনিময়ে তাদের কিছু পাপ মাফ হয়। যা হোক, এতে একথা বুঝায় না যে, দুঃখবোধ কাঙ্ক্ষিত কোন কিছু; দুঃখবোধকে ইবাদত মনে করে দুঃখ করা মু'মিনদের উচিত নয়। দুঃখবোধ করা যদি প্রকৃত কথা হতো তবে নবী করীম ﷺ সর্বপ্রথম দুঃখিত হতেন। কিন্তু তিনি কখনও অভাব বোধ করতেন না, বরং তাঁর চেহারা মুবারক সদাহাস্য থাকত, তাঁর আত্মা থাকত পরিতৃপ্ত এবং তিনি সর্বদা হাসি-খুশি থাকতেন।

হিন্দের বর্ণিত হাদীস "রাসূল ﷺ সর্বদা বিষণ্ন থাকতেন" এ প্রসঙ্গে বলতে হয়–এটি মুহাদ্দিসগণ দ্বারা (হাদীসরূপে বা বিশুদ্ধ হাদীস হিসেবে) অপ্রমাণিত। কেননা, এর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি আছেন। এটা শুধু এর রাবীদের সনদের (বর্ণনাকারীদের ধারাক্রমের) দুর্বলতার কারণেই দুর্বল নয় বরং নবী করীম ﷺ প্রকৃতপক্ষে যেমন ছিলেন তার বিপরীত হওয়ার কারণেও দুর্বল।

আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা, যা তাওরাতে আছে বলে দাবি করা হয়। তবুও এতে অবশ্যই সঠিক ভাবার্থ আছে। কেননা, মুমিনগণ সত্যিই তাদের গুনাহের কারণে দুঃখবোধ করেন এবং পাপীরা সদা খেল-তামাসায় ব্যস্ত, চপল, হালকা ও আনন্দিত। অতএব, যদি ঈমানদারদের অন্তরে ব্যথা লাগে তবে তা নেক কাজ করার সুযোগ হারানো বা পাপ কাজ করার কারণেই। এটা পাপীদের বিষণ্নতার বিপরীত যাদের দুঃখের কারণ দৈহিক আনন্দ বা পার্থিব সুবিধা হারানো। তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা, উদ্বিগ্নতা ও বিষণ্নতা সবসময় এ উদ্দেশ্যেই এবং অন্য কোন কিছুর জন্যই নয়।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী ইসরাঈল (আ) {ইসরাঈল (আ) ইয়াকুব (আ)-এর আরেক নাম} সম্বন্ধে বলেন–

وَابْيَضَّتْ عَيْنَٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ .

"দুঃখে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল ও তিনি ছিলেন মর্মাহত।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৪)

তাঁর প্রিয় পুত্রকে হারানোর কারণে তাঁর দুঃখের কথা এখানে আমাদেরকে জানানো হলো। শুধু ঘটনা জানানোর কারণেই কোন কিছু অনুমোদিত বা অননুমোদিত হয়ে যায় না। আসল কথা হলো– আমাদেরকে দুঃখবোধ করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ করা হয়েছে। যেহেতু এটা (দুঃখবোধ) তার শিকারের মাথার উপর বিশাল মেঘখণ্ডের মতো ভেসে বেড়ায় ও (এটা এমন এক প্রাচীর যা) তাকে মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা প্রদান করে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিষণ্নতা একটা ফিতনা ও কষ্ট এবং কিছু রোগ-সদৃশ। যা হোক, বিষণ্নতা এমন কিছু নয়, যেটাকে ধার্মিকদেরকে কায়মনোবাক্যে কামনা করতে হবে বা চেষ্টা করে বর্জন করতে হবে।

আপনাকে নির্দেশ করা হয়েছে সুখ-শান্তির উপায় অন্বেষণ করতে। আপনার জন্য একটি শুভজীবন মঞ্জুর করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে, এমন শুভ জীবন যা আপনাকে একটি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন বিবেক ও একটি প্রশান্ত মন উপহার দিবে। এ সুখ অর্জন করা একটি প্রাথমিক পুরস্কার ও এমন একটি বিষয় যা কিছু কিছু লোকের কথায় নিম্নলিখিতভাবে (গুরুত্বপূর্ণ) করা হয়েছে। আর তা হলো : "এ পৃথিবীতে একটি স্বর্গ আছে, আর যে এ স্বর্গে প্রবেশ করবে না সে পরকালের স্বর্গেও প্রবেশ করতে পারবে না।"

(হাদীস শরীফে আছে 'দুনিয়া মুমিনদের জেলখানা।' সুতরাং এ দু'টি কথা পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। আসল কথা হলো, দুনিয়া কষ্টের জায়গা হওয়া সত্ত্বেও দুঃখবোধ না করে বরং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থেকে দুনিয়া নামক এই নরককে স্বর্গে পরিণত করা যায় ও তাই করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন এ পুস্তকের "কষ্টের পরেই আরাম আছে" অধ্যায়। –অনুবাদক)

আর আমরা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ের দ্বারকে ঈমানের আলোর দিকে খুলে দেন, তিনি যেন আমাদের আত্মাকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন এবং আমাদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত, শোচনীয় ও হতভাগা জীবন থেকে রক্ষা করেন।

৩৩. এক মুহূর্ত ভাবুন

আসুন, আমরা নিচের এই দোয়াগুলো আবৃত্তি করি–এ দোয়াগুলোর উদ্দেশ্য দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও অভাব-অনটন দূর করা।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ.

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ . اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ـ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِيْ،

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ .

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য (ইলাহ্) নেই, তিনি চিরধৈর্যশীল, অতি মহান। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি বিশাল আরশের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি আসমানসমূহের অধিপতি এবং পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহা আরশের প্রভু। হে চিরঞ্জীব! হে সব কিছুর ধারক, রক্ষক ও প্রতিপালক! আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য ও প্রভু) নেই। আমরা আপনার দয়ার দোহাই দিয়ে আপনার সাহায্য কামনা করি।"

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার করুণার আশা করি। তাই আমাকে আমার নিকট সোপর্দ করবেন না, এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও না। আর আমার সকল কাজকে বিশুদ্ধ করে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।"

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সবকিছুর প্রতিপালক, রক্ষক এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করছি (অনুতপ্ত হয়ে ফিরছি)।"

"আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; আপনি কতই না পবিত্র, উত্তম ও নিখুঁত। আমিতো অত্যাচারীদের একজন ছিলাম।"

"হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দা ও এক বান্দির সন্তান, আপনার হাতে আমার মালিকানা, আমার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই অবধারিত, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালাই সঠিক, যে সমস্ত নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন বা আপনার কিতাবে আপনার যেসব নাম অবতীর্ণ করেছেন বা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন, অথবা আপনার নিকটই 'ইলমে গাইবের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেসব নামের উসিলায় কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্তকাল, আমার অন্তরের আলো, আমার বিষণ্নতা দূরকারী ও আমার দুশ্চিন্তা মুক্তকারী বানানোর জন্য আমি আপনার নিকট আবেদন করছি।"

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা-কাপুরুষতা, ঋণগ্রস্ত হওয়া ও মানুষের নিকট পরাজিত হওয়া থেকে পানাহ্ চাই।"

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না চমৎকার অভিভাবক!"

৩৪. মৃদু হাসুন

মৃদু বা সংযত হাসি– হতাশা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা বা ঔষধ হিসেবে কাজ করতে পারে। মনকে হালকা ও অন্তরকে পরিষ্কার রাখার উপর মৃদু হাসির শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। আবু দারদা (রা) বলেছেন : "আমার আত্মাকে বিশ্রাম ও শান্তি দেয়ার জন্য আমি হাসার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করি। সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মানুষ মুহাম্মদ ﷺ মাঝে মাঝে এমনভাবে হাসতেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা যেত।"

শান্তি পাওয়ার এক কার্যকর পদ্ধতি হলো হাসা। তবে মনে রাখবেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মতোই আপনাকে (সংযত থাকতে হবে) অসংযত হওয়া চলবে না। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"অতিরিক্ত হেসো না, কেননা, অবশ্যই অতিরিক্ত হাসি আত্মাকে মেরে ফেলে বা অতিরিক্ত হাসিতে দিল মারা যায়।"

৩৫. যা কাঙ্ক্ষিত তাই মিতচার

وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

"যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসি দাও, তবে তুমি সদকা করার সওয়াব পাবে।"

"তাই সুলাইমান (আ) তার কথায় কৌতুকাবিষ্ট হয়ে মুচকি হাসলেন।"
(২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-১৯)

যখন আপনি হাসবেন তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাসি হাসবেন না। "যখন তিনি তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ নিয়ে এল অমনিই তারা (বিদ্রূপের হাসি) হাসতে লাগল।" (৪৩-সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৪৭)

৩৬. জান্নাতের আনন্দসমূহের মধ্যে হাসিও থাকবে

"কিন্তু সে দিন (কেয়ামতের দিন) মুমিনগণ কাফিরদের প্রতি (বিদ্রূপের হাসি) হাসবে।" (সূরা-৮৩ আল মুতাফফিফীন : আয়াত-৩৪)

যে ব্যক্তি আরবদের মাঝে তার হাসির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল আরবরা তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করত। তারা এ হাসিকে উদার ও মহান ব্যক্তিত্ব, মহৎ মানসিকতা ও পরিষ্কার মনের লক্ষণ বলে বিশ্বাস করত।

সত্যকথা হলো যে, ইসলামের মূলনীতি মিতাচার ও সুপরিমিতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ঈমান, ইবাদত, চাল-চলন বা আচার-ব্যবহারের বিষয় বা যাই হোক না কেন। ইসলাম ভ্রূকুঞ্চিত ও গোমরামুখ সহ্য করে না আবার সর্বদা লীলাপরায়ণ ইন্দ্রিয় বিলাসিতাও সহ্য করে না। বরং ইসলাম যা প্রবর্তন করে তা হলো, প্রয়োজনে গাম্ভীর্য এবং প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত মাত্রায় হাসি-খুশি।

"তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও গোমরা মুখে তাকাল।"
(৭৪-সূরা আল মুদদাছছির : আয়াত-২২)

وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ـ

নবী করীম ﷺ বলেছেন : যতই সামান্য হোক না কেন কোন নেক আমলকে তুচ্ছ ভাববে না, এমনকি তা যদি তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্ন মুখভাব নিয়ে (হাসিমুখে) সাক্ষাৎ করাও হয়।"

আহমদ আমীন তার 'ফয়যুল খাতির' নামক পুস্তকে বলেছেন : "যারা সদা হাসি-খুশি তারা তাদের নিজের জীবনকে শুধু অধিকতর আনন্দময়ই করে তোলে না, অধিকন্তু তারা তাদের কাজে অধিকতর উৎপাদনশীল এবং তাদের দায়িত্ব পালনে তাদের অধিকতর সক্ষমতা রয়েছে। সমস্যার মুকাবিলা করতে এবং তাদের জন্য সুবিধাজনক সমাধান খুঁজে বের করতে তারা অধিকতর উপযোগী। তারা অতি উর্বর ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনকারী এমন কর্মচারী যারা নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে লাভবান করে।"

আমাকে যদি সামাজিক মর্যাদা ও প্রচুর অর্থকড়ি এবং সুখী, আলোকিত ও হাসি-খুশি ব্যক্তিত্ব এতদুভয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হতো তবে আমি পরেরটিকে বেছে নিতাম। কারণ, প্রচুর সম্পদ যদি দুঃখ-কষ্টের সূত্রপাত করে, তবে তা কিসের সম্পদ? উচ্চ মর্যাদা যদি সদা বিষণ্নতা বয়ে আনে, তবে তা কিসের উচ্চ মর্যাদা? পরমা সুন্দরী নারী যদি তার ঘরকে জ্বলন্ত নরকে রূপান্তরিত করে, তবে সে কিসের ভালো? যে স্ত্রী ঐ রূপসী নারীর মতো সৌন্দর্যের অনুপম পরাকাষ্ঠায় পৌছেনি তবুও তার গৃহকে এক ধরনের স্বর্গে পরিণত করেছে সে ঐ অনুপম রূপসী নারীর চেয়ে বহুগুণে, কম করে হলেও হাজারগুণ ভালো।

নিম্নোক্ত কল্পিত দৃশ্যাবলীর কথা একটু ভেবে দেখুন। এক হিসেবে গোলাপ হাসছে আর বনও হাসছে। সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, আকাশ, তারকারাজি আর পাখ-পাখালি সবই হাসছে। অনুরূপভাবে মানব জাতিও তার প্রকৃতি অনুসারেই এক হাসি-খুশি সত্তা- যদি এই প্রাকৃতিক প্রবণতাকে বাধাদানকারী জিনিসগুলো না থাকত যেমন লোভ, স্বার্থপরতা ও এমন সব মন্দকাজ, যা ভ্রূকুটি ঘটায়। এ হিসেবে মানুষ অস্বাভাবিক ও তার চারপাশের সবকিছুর প্রাকৃতিক ঐকতানের সাথে বিরোধপূর্ণ।

সুতরাং যে ব্যক্তির আত্মা কলঙ্কিত সে বস্তুসমূহের প্রকৃতরূপ দেখতে পায় না। প্রতিটি ব্যক্তিই পৃথিবীকে তার নিজের সমগ্র সত্তার ভিতরে, তার কাজ-কর্মে,

তার চিন্তা-ভাবনা ও তার প্রেরণা ও উদ্দেশ্যের মাঝে দেখে। আমাদের কাজ-কর্ম যদি মহৎ হয়, আমাদের চিন্তা-ভাবনা যদি বিশুদ্ধ হয় আর আমাদের চেতনা ও উদ্দেশ্য যদি সম্মানজনক হয় তবে যে চশমা (দৃষ্টিভঙ্গি) দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি তা পরিষ্কার হবে এবং পৃথিবী আসলে যেমন একটি সুন্দর সৃষ্টি তেমনি (সুন্দর) দেখা যাবে। চশমা যদি ময়লাযুক্ত ও দাগযুক্ত হয় তবে সবকিছুই কালো ও রুগ্ন দেখাবে।

কিছু মন আছে যারা সবকিছুকেই দুঃখ-কষ্টে রূপান্তরিত করতে পারে, যখন নাকি এমন কিছু মন আছে, যারা জটিলতম-কঠিনতম পরিস্থিতিতেও সুখের সন্ধান করে নিতে পারে। নারীজাতি তো আছেই। তাদের চোখ তো ভুল ছাড়া অন্য কিছুর উপর পড়েই না! (তারা বলে) আজকের দিনটি অশুভ, কারণ (আজ) একটি সুন্দর চীনামাটির প্লেট ভেঙ্গে গেছে বা বাবুর্চি (আজ) খাবারে অনেক বেশি লবণ দিয়েছে। তাই সে রাগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে বাড়ির সবাইকে অভিশাপ বা গালাগাল দিতে থাকে।

সুতরাং মানুষেরাই তাদের নিজেদের উপর দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে এবং তাদের স্বভাবের কারণে একই সমস্যা অন্যদের উপরও পুঞ্জীভূত করে। যে শব্দই সে শুনতে পায় সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা মন্দভাবে তার অর্থ করে। নগণ্যতম যে ঘটনা তাকে নিয়ে ঘটে, তাতেই সে গুরুতরভাবে ভেঙ্গে পড়ে। প্রত্যাশিত মুনাফা না হলেই তারা দুঃখ-কষ্টে পড়ে। তার দৃষ্টিতে গোটা দুনিয়াটাই কালো এবং তাই সে তার চারপাশের সবার জন্যই পৃথিবীটাকে কালো বানায়।

তাদের যা কিছু ঘটে, তাতেই তারা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার ক্ষমতা রাখে। তারা তিলকে তাল করে। তাদের ভালো কাজ করার ক্ষমতা অবহেলিত এবং তাদের যা আছে যদিও তা প্রচুর পরিমাণে আছে–তাতে তারা কখনও সুখী বা পরিতৃপ্ত নয়। তাদের বিত্তবিভব-সহায় সম্পদ যতই বিশাল হোক না কেন তারা কখনও তাতে কোনরূপ রহমতের কথা বুঝতে পারে না।

জীবন তো একটি শিল্পকলা বা বিজ্ঞানের মতোই। এই শিল্পকলা বা বিজ্ঞানকে শিখতে হয় এবং চর্চা করতে হয়। পকেটে বা একাউন্টে সহজে টাকা আসার পথকে পরিষ্কার করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে টাকা বাড়ানোর চেয়ে জীবনের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপন করা অনেক বেশি

ভালো। চারিত্রিক সৌন্দর্য, মহিমা-গৌরব ও স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা চর্চার প্রতি কোনরূপ চেষ্টা–তদবীর না করে যখন জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে শুধুমাত্র সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তখন জীবনের কী মূল্য আছে?

অধিকাংশ লোকই জীবনের সৌন্দর্যের প্রতি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে না। শুধু সোনা-রূপার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা আরামপ্রদ ও বিলাসবহুল বাগান, সুন্দর ফুলশয্যা, বহমান নদী বা গানেরত পাখির ঝাঁকের মাঝেই তাদের জীবন অতিবাহিত করে। তবে এসব দৃশ্য দেখেও তাদের অন্তর আত্মা কেঁপে উঠে না। তাদের অন্তর শিহরিত হয় না। তাদের মনে সাড়া জাগে না।

তাদের পকেটে টাকা আসা আর যাওয়াই শুধু তাদের মনকে দোলা দেয় বা নাড়া দেয়। টাকা সুখী জীবনের একটি উপায় মাত্র, তারা এ সত্যকে উল্টে-পাল্টে দিয়েছে। তাদের সুখী জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং টাকাকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়েছে। সৌন্দর্যকে দেখার জন্য আমাদের দেহখানিকে নয়নযুগল দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে, তবুও আমরা নেত্রদ্বয়কে শুধুমাত্র টাকার দিকেই তাক করেছি।

নৈরাশ্যের চেয়ে অধিকবার ও অধিক গভীরভাবে ভ্রূকুটি করতে অন্য কিছুই পারে না। আপনি যদি একজন হাসি-খুশি ব্যক্তি হতে চান তবে নৈরাশ্য ও হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনার ও অন্যদের জন্যে সুযোগের দরজা যেমন সর্বদা খোলা আছে, সাফল্যের দ্বারও তেমনি খোলা আছে। সুতরাং, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির আশা দিয়ে আপনার মনকে প্রলুব্ধ, উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত, জাগরিত বা চেতনাপ্রাপ্ত করুন।

আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি অকিঞ্চিতকর, তুচ্ছ বা নগণ্য এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তবে আপনার জীবনের সাফল্য বা কৃতিত্ব কখনও এই প্রাথমিক লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যাবে না। আর যদি আপনি মনে করেন, আপনার জীবনের কর্মই হলো বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করা তবে আপনি আপনার মাঝে এমন এক দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব টের পাবেন, যা সকল বাধার প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে। এ কথাটিকে নিম্নোক্তভাবে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

যে লোক একশত মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করে, সে দৌড় শেষ করার পর মুহূর্তেই ক্লান্তিবোধ করবে। পক্ষান্তরে কেউ চারশত মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে সে একশত মিটার বা দুইশত মিটার চিহ্ন অতিক্রম করার পর ক্লান্তিবোধ করবে না। সুতরাং মনই দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি জুগিয়ে দেয় এবং আপনার লক্ষ্যের অনুপাতে শক্তি যোগায়। এ কারণে আপনাকে অবশ্যই আপানার লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং তা হতে হবে উচ্চ (লক্ষ্য)। যতদিন পর্যন্ত সে লক্ষ্যে পৌছার পথে আপনি প্রতিদিনই একটি নতুন পদক্ষেপ ফেলবেন ততদিন পর্যন্ত কখনই হতাশাবোধ করবেন না। কিসে আত্মাকে ভ্রূকুটি করে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে এর অগ্রগতিরোধ করে? উত্তর হলো– নৈরাশ্য, হতাশা, সবকিছুকেই মন্দ ভাবা, অন্যের দোষ অন্বেষণ করা এবং সবসময় পৃথিবীর দোষ বর্ণনা করা।

ধন্য সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তির প্রাকৃতিক দক্ষতা ও গুণকে উন্নত করার জন্য এবং তার (জ্ঞান ও গুণের) পরিমণ্ডলসমূহকে প্রশস্ত করার জন্য একজন সাহায্যকারী শিক্ষক আছে। সর্বোত্তম শিক্ষক তিনিই, যিনি তার ছাত্রের মাঝে দয়া ও উদারতা ধীরে ধীরে সঞ্চার করেন। মানুষ যে সর্বোত্তম কাজের জন্য চেষ্টা করতে পারে তা শিক্ষা দেন আর তা হল, সাধ্যানুসারে অন্যের উপকার করা। আত্মাকে সূর্যের মতো আলো বিকিরণকারী ও আশাপ্রদ হতে হবে। আত্মাকে কোমলতা, পূণ্য বা সদগুণ, বদান্যতা এবং যারা কল্যাণ পেতে চায় তাদের নিকট কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ হতে হবে।

হাসি-খুশি লোকে সমস্যা দেখলে তা কাটিয়ে উঠতে ভালোবাসে। তিনি সমস্যা দেখলে হাসেন, সেগুলোর সমাধান করার সুযোগে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। ভ্রূকুটিকারী ব্যক্তি যখন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে সমস্যাকে বড় করে দেখে এবং এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে করে সময় নষ্টের মাধ্যমে নিজের দৃঢ় প্রত্যয়কে খর্ব করে। সে জীবনে সফলতা চায়, তবে এর মূল্য দিতে (পরিশ্রম করতে) রাজি নয়, সে সব পথে দাঁত বের করা সিংহ দেখতে পায়। সে শুধু আকাশ থেকে স্বর্ণ বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে বা জমিন ফেঁটে কোন গুপ্তধন বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষা করে।

জীবনে জটিল-কঠিন জিনিস তো আপেক্ষিক বিষয় মাত্র। কারণ, সাধারণ লোকের কাছে সবকিছুই কঠিন। অপরদিকে উল্লেখযোগ্য লোকের জন্য ভীষণ জটিলতা বলতে কিছুই নেই। যখন স্মরণীয় ব্যক্তিরা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে নিজেদের মূল্য বৃদ্ধি করে, তখন দুর্বল ব্যক্তি সমস্যার ভয়ে পালিয়ে নিজের হীনতা বৃদ্ধি করে। সমস্যা হলো পাজি কুকুরের মতো। এটা আপনাকে ভীতু বা পলায়নকারী দেখতে পেলে ঘেউ ঘেউ করে এবং আপনার পিছু নেয়। অবশ্য, এটা আপনার অবজ্ঞা, নিরুদ্বিগ্নতা ও এটার দিকে আপনার চোখ রাঙানো দেখলে রণেভঙ্গ দিয়ে পিছু হটে যায়।

এতদ্ব্যতীত হীনমন্যতাবোধের চেয়ে বেশি মারাত্মক আর কোন কিছুই নেই। এটা এমনই অনুভূতি, যা হীনমন্য ব্যক্তিকে তার চেষ্টার চূড়ান্ত পর্যায় সকল বিশ্বাস হারাতে বাধ্য করে। তাই, যখনই সে কোন প্রকল্প শুরু করে তখনই সে এটাকে সমাপ্ত করার ব্যাপারে বা সফলতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং এই সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে তদানুপাতে কাজ করে (অর্থাৎ প্রকল্প বাদ দেয়)। এভাবে সে ব্যর্থ হয়, আত্মবিশ্বাস থাকা এক মহৎ গুণ এবং এটা জীবনে সফলতার ভিত্তি।

এটা লক্ষ্য করা জরুরি যে, আত্মগরিমা ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। আত্মগর্ব বলতে বুঝায় প্রবঞ্চণাময় কল্পনার উপর এবং মিথ্যা গর্বের উপর নির্ভর করা। আর আত্মবিশ্বাস বলতে বুঝায়, সত্যিকার দক্ষতার উপর নির্ভর করা; এর অর্থ দায়িত্ব সম্পন্নকরণ, মেধা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাসমূহের উন্নতি সাধন।

একটি হাসি, একটি হাসি-খুশি মুখ, সহজ রীতিনীতি–আচার-আচরণ এবং একটি ভদ্র, উদার আত্মা আমাদের সত্যিই কতই না অভাব!

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

“অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমাদের (এতটা) বিনীত হওয়া উচিত, যাতে একে অপরের উপর অত্যাচার না করে, একে অপরের উপর গর্ব না করে।”

৩৭. হাসুন-একটু ভাবুন

গতকাল যখন আপনি বিষণ্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তখন আপনার দুঃখিত হওয়ার কারণে আপনার অবস্থা একটুও ভালো হয়নি। আপনার ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে আর আপনি বিষণ্ণ হয়ে গেছেন। তবুও কি আপনার বিষণ্ণতা সে যে ফেল করেছে– এ সত্য কথা বদলে দিতে পেরেছে? আপনার পিতা মারা গেছেন আর আপনি ভগ্ন হৃদয় হয়ে গেছেন। তবুও কি তা (আপনার মনমরা ভাব) তার জীবন ফিরিয়ে দিতে পেরেছে? আপনার ব্যবসাতে লোকসান হয়েছে আর আপনি বিষণ্ণ হয়ে আছেন। আপনার বিষণ্ণতা কি আপনার লোকসানকে লাভে পরিণত করে আপনার অবস্থাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে?

বিষণ্ণ হবেন না : কোন দুর্যোগের কারণে আপনি মনমরা হয়ে গেলেন। এমনটি করে আপনি অতিরিক্ত দুর্বিপাকের সৃষ্টি করলেন। আপনি দরিদ্রতার কারণে হতাশ হয়ে গেলেন আর এতে শুধু আপনার অবস্থার তিক্ততাই বাড়বে। আপনাকে লক্ষ্য করে আপনার শত্রুরা যা বলেছে, তাতে আপনি বেজার হয়ে গেলেন। এই মানসিক অবস্থায় পৌঁছে আপনি অজ্ঞাতভাবে আপনাকে আক্রমণ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করলেন। একটি বিশেষ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করার কারণে আপনি গোমরামুখ হয়ে গেলেন, অথচ কখনও তা নাও ঘটতে পারে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না : সত্যি বলতে কি, একটি বিশাল অট্টালিকা আপনাকে হতাশার কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি একজন সুন্দরী স্ত্রীও না, প্রচুর সম্পদও না এবং মেধাবী সন্তান-সন্ততিরাও না।

দুঃখিত হবেন না : বিষণ্ণতা ও হতাশার কারণে আপনি বিশুদ্ধ পানিকে বিষ, গোলাপকে ফনীমনসা, বিলাসবহুল বাগানকে ঊষর মরুভূমি এবং বিশাল পৃথিবীতে বাস করা সত্ত্বেও আপনি এক দুঃসহ জেলখানায় আছেন ভাবতে বাধ্য হবেন।

হতাশ হবেন না : আপনার দু'টি কান, দু'টি চোখ, দু'টি হাত, দু'টি পা, একটি জিহ্বা, একটি হৃদয়, শান্তি, নিরাপত্তা ও একটি স্বাস্থ্যবান শরীর আছে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۔

"অতএব, হে জ্বীন ও ইনসান জাতি, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?" (৫৫–সূরা আর রাহ্মান : আয়াত-১৩)

ব্যথিত হবেন না : নির্ভর করার মতো আপনার একটি ধর্ম আছে। বসত বাড়ি, খাদ্য পানীয়, পোশাক ও যার কাছে সান্ত্বনা পাবেন এমন একজন স্ত্রী আছে, তবে কেন বিষণ্নতা?

৩৮. ব্যথার দান

দুঃখ-বেদনা সর্বদাই ঋণাত্মক শক্তি নয় এবং এমন কিছু নয় যাকে সর্বদা আপনার ঘৃণা করা উচিত। কখনো কখনো মানুষ ব্যথাবোধ করে উপকৃত হয়।

আপনি স্মরণ করতে পারেন যে, কখনও কখনও আপনি দুঃখবোধ করলে আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছেন ও তাঁকে স্মরণ করেছেন। ছাত্র থাকাকালে প্রায়ই বিরাট বোঝার বেদনা (আতঙ্ক) বোধ করে। মাঝে মাঝে সম্ভবত একঘেঁয়েমির বোঝার আতঙ্কে ভোগে, তবুও অবশেষে সে ছাত্র জীবনের এ স্তর শেষ করে। শুরুতে সে ব্যথা-ভারাক্রান্তবোধ করে। কিন্তু শেষে সে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রচণ্ড আবেগের ব্যথা-বেদনা, দারিদ্র; অন্যের অবজ্ঞা, ঘৃণা, অবিচার পেয়ে অত্যাচারিত হয়ে হতাশা ও ক্রোধ এসব কিছুই কবিকে সাবলীল ও বিমোহিতকারী কবিতার চরণ লিখতে বাধ্য করে। কারণ, সে তার হৃদয়ে, তার স্নায়ুতে যাতনা বোধ করে, ফলে তার কাজের (কবিতার) মাধ্যমে সে একই আবেগ অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়। উত্তম লেখকদের কতই না বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে– যে সব অভিজ্ঞতা চমৎকার কাজের (কবিতার, গল্পের, উপন্যাস ইত্যাদির) অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে–যেসব কাজ থেকে আজও উত্তর পুরুষেরা অনবরত আনন্দ ও উপকার লাভ করছে।

যে ছাত্র আরাম-আয়েশের জীবন কাটায় ও কষ্টভোগ করেনি বা যে ছাত্র কখনও দুর্দশাগ্রস্ত হয়নি সে অনুৎপাদী, অলস ও নিশ্চেষ্ট হবে।

বাস্তবিক, যে কবি কোন দুঃখ-বেদনার কথা জানে না, কখনও আশা ভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করেনি, সে অতি অবশ্যই সস্তা শব্দের গাদাগাদা স্তূপ রচনা করবে। এটা এ কারণে যে, তার শব্দাবলী তার মুখ থেকে বেরোয়– তার আবেগ-অনুভূতি থেকে নিঃসৃত হয় না এবং যা সে লিখেছে, যদিও সে তা বুঝে তবুও তার দেহ– মন জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করেনি।

প্রাথমিক যুগের মুমিনদের জীবন পূর্বোল্লিখিত উদাহরণসমূহের সাথে অধিকতর উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত। তারা কুরআন অবতীর্ণকালে জীবন যাপন করছিলেন এবং মানবজাতি চিরকালের দৃষ্ট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, পরবর্তীদের তুলনায় তাদের অধিকতর বেশি ঈমান, মহত্তর আত্মা, অধিকতর সত্যবাদী জবান এবং গভীরতর জ্ঞান ছিল– তাঁদের এসব থাকার কারণ হলো–তাঁরা দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তির মধ্য দিয়ে বেঁচে ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তি এতদুভয়ই মহাবিপ্লবের প্রয়োজনীয় সহগামী। ক্ষুধা, দারিদ্র, প্রত্যাখ্যান, গালি-গালাজ, বাড়ি-ঘর ও স্বদেশ থেকে বিতাড়ন, সকল আনন্দ বিসর্জন, আঘাত, অত্যাচার ও মৃত্যু যন্ত্রণা তাঁরা ভোগ করেছিলেন। সত্যিই তাঁরা বাছাইকৃত, মানবজাতির সর্বাধিক অভিজাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁরা বিশুদ্ধতা, মহত্ত্ব ও উৎসর্গের নমুনা ছিলেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"কারণ আল্লাহর পথে তাঁদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি, ক্ষুধায় কাতর হওয়া, কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া তাদের আমলনামায় সৎকর্মরূপে লিখিত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের কর্মফল নষ্ট করেন না।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১২০)

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা তাদের মহত্তম কর্ম (রচনা) দুঃখকষ্ট ও ভোগান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করার কারণেই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আরবী বিখ্যাত কবি মুতানাব্বি যখন সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল তখন তিনি তার কিছু উত্তম কাব্য রচনা করেছিলেন। নুমান ইবনে মুনযির যখন আন্নাবিগাহকে মৃত্যু ভয় দেখিয়েছিলেন, তখনই নাবিগাহ তার কিছু সর্বোত্তম কাব্য রচনা করেছিলেন। যে প্রসিদ্ধ পংক্তিটি তিনি বলেছিলেন তা হলো–

فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَّ الْمُلُوْكُ كَوَاكِبُ * إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ .

ভাবানুবাদ : আপনি হলেন সূর্য আর সব রাজারা তারকা,

উদিত হলে সূর্য, দেখা যায় না একটিও তারকা।

বাস্তবিক, যাতনার অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলে যারা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে তাদের অনেক উদাহরণ আছে।

সুতরাং, যখন আপনি যাতনার কথা ভাবেন, তখন অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে যাবেন না। এমনটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই হতে পারে যে, দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তির মধ্য দিয়ে আপনি আরো শক্তিশালী হবেন। তাছাড়া আপনার জন্য দংশিত, জ্বলন্ত ও আবেগপ্রবণ আত্মা নিয়ে বেঁচে থাকা শীতল আত্মা ও অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত লোকের উদাসীন অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে অধিকতর পবিত্র ও মহৎ।

"কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযানে প্রেরিত হওয়াকে অপছন্দ করলেন। তাই তাদেরকে পিছনে বসিয়ে রাখলেন এবং তাদেরকে বলা হলো, 'যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৬)

আবেগে ভরপুর ওয়াজ-নসিহতের শব্দাবলি সাধারণত এই কারণে অন্তরের অন্ত:স্থলে পৌঁছে যেতে পারে যে, নসিহতকারী নিজেই দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

"তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনেছেন ও তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।"

(৪৮–সূরা আল ফাতহ : আয়াত-১৮)

আমি বহু কাব্যগ্রন্থ পড়েছি এবং তাদের অধিকাংশই আবেগহীন, প্রাণহীন বা প্রেরণাহীন। এর কারণ হলো যে, এসব গ্রন্থের রচয়িতারা কখনও কষ্টভোগ করেননি এবং এ কারণে যে ঐ পুস্তকগুলো আরামদায়ক পরিবেশে সৃজন করা হয়েছে। এ কারণেই এ ধরনের লেখকদের লেখা বরফ খণ্ডের মতো ঠাণ্ডা।

ওয়াজ-নসিহতে ভরা এমন অনেক কিতাব আমি পড়েছি যেগুলো শ্রোতার শরীরের একটি পশমেও শিহরণ জাগাতে পারে না এবং সেগুলোর এক অণুর ওজনও নেই। বক্তা (যার ওয়াজ ছাপানো হয়েছে) আবেগ-অনুভূতি নিয়ে অন্য কথায় ব্যথা-বেদনাসহ কথা বলছেন না (তাই এমনটি হচ্ছে)।

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ -

"তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখে বলে।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৭)

আপনি যদি আপনার কথা, কাব্য অথবা কাজ দ্বারাও অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে চান, তবে প্রথমে আপনার অন্তরের আবেগকে অনুভব করুন। অন্যকে আপনি যা জানাতে চাচ্ছেন, তা দিয়ে আপনার নিজেকে অবশ্যই শিহরিত হতে হবে। কেবলমমাত্র তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি অন্যদের উপর প্রভাব ফেলছেন।

"কিন্তু, যখন আমি এর উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, তখন এটা নড়ে-চড়ে, ফুলে-ফেঁপে উদ্গাত হলো।" (২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৫)

৩৯. জ্ঞানের কল্যাণ

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ . وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا .

"আপনি যা জানতেন না, আল্লাহ্ আপনাকে তা শিখিয়েছেন। আর আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ চির মহান।" (সূরা–৪ আন নিসা : আয়াত-১১৩)

মূর্খতা মানুষের বিবেক ও আত্মাকে হত্যা করে।

اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ .

"আমি আপনাকে সতর্ক করছি, আপনি যেন একজন মূর্খ না হন।"
(১১-সূরা হূদ : আয়াত-৪৬)

জ্ঞান এমন এক আলো, যা প্রজ্ঞার দিকে নিয়ে যায়। এটি মানুষের আত্মার প্রাণ ও চরিত্রের ইন্ধন।

"যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি ও মানুষের মধ্যে চলার জন্য একটি আলো দিয়েছি, সে কি তার মতো, যে অন্ধকারে আছে এবং সেখান থেকে সে কখনও বের হয়ে আসতে পারবে না?"
(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-১২২)

সুখ ও মনের তেজ শিক্ষার মাধ্যমে আসে। (২২তম সংস্করণের মূল আরবী কিতাবে আছে : আনন্দ ও প্রফুল্লতা জ্ঞানের মাধ্যমে আসে।) কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তাঁর উদ্দেশ্য পুরো করতে পারে এবং পূর্বে তার থেকে যা গোপন করা হয়েছিল, তা আবিষ্কার করতে পারে। আত্মা স্বভাবগতভাবেই মনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।

মূর্খতা হলো বিরক্তি ও বিষণ্নতা। কেননা মূর্খ ব্যক্তি এমন জীবন যাপন করে, যা কখনও নতুন বা মন-উত্তেজক কিছু উৎসর্গ করে না। গতকাল আজকের মতোই, আজও পালাক্রমে আগামীকালের মতোই। (অর্থাৎ মূর্খদের সময় জ্ঞান নেই, তাদের কাছে সময়ের মূল্য নেই। তারা মূর্খতার কারণে অতীতকে যেভাবে নষ্ট করেছে, বর্তমানকেও সেভাবে নষ্ট করে ও একইভাবে ভবিষ্যৎকেও নষ্ট করবে -অনুবাদক)।

আপনি যদি সুখ চান তবে জ্ঞান ও শিক্ষার সন্ধান করুন, তাহলেই দেখবেন, দুশ্চিন্তা, হতাশা ও দুঃখ-বেদনা আপনাকে ছেড়ে পালাবে।

"এবং বলুন : 'প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।" (সূরা-২০ ত্বাহা : আয়াত-১১৪)

"তোমার প্রভু- যিনি (তোমাকে এবং সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন, তোমার সে (মহান) প্রভুর নামে পড়।" (৯৬-সূরা আল আলাক্ব : আয়াত-১)

নবী করীম ﷺ বলেছেন : "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"

অতএব, কেহ মূর্খ হলে সে যেন তার সম্পদ ও তার সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বড়াই না করে : তার জীবন অর্থহীন এবং তার কৃতিত্ব শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ।

"আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য বলে যে জানে তবে কি সে তার মতো যে অন্ধ?"

(১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-১৯)

কুরআনের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির আল্লামা যামাখশারী (রহ) কবিতাকারে বলেছেন–

١. سَهَرِىْ لِتَنْقِيْحِ الْعُلُوْمِ اَلَذُّ لِىْ * مِنْ وَّصْلِ غَانِيَةٍ وَّطِيْبِ عِنَاقٍ .

٢. وَتَمَايُلُنِىْ طَرَبًا لِّحَلِّ عَوِيْصَةٍ * اَشْهٰى وَاَحْلٰى مِنْ مُّدَامَةِ سَاقِىْ .

٣. وَصَرِيْرُ اَقْلَامِىْ عَلٰى اَوْرَاقِهَا * اَحْلٰى مِنَ الدَّوْكَاءِ وَالْعَشَّاقِ .

٤. وَاَلَذُّ مِنْ نَقْرِ الْفَتَاةِ لِدُفِّهَا * نَقْرِىْ لِاُلْقِىَ الرَّمْلَ عَنْ اَوْرَاقِىْ .

٥. يَا مَنْ يُّحَاوِلُ بِالْاَمَانِىْ رُتْبَتِىْ * كَمْ بَيْنَ مُسْتَغْلٍ وَّاٰخَرَرَاقِىْ .

٦. اَبِيْتُ سَهْرَانَ الدُّجٰى وَتَبِيْتُهٗ * نَوْمًا وَّتَبْغِىْ بَعْدَ ذَاكَ لَحَاقِىْ .

১. "ইলম শিক্ষায় আমি যে বিনিদ্র রজনী যাপন করি তা আমার কাছে সম্মোহনকারিনী রমণীর সঙ্গ বা আলিঙ্গনের চেয়েও বেশি প্রিয়।

২. কোন জটিল বিষয় বুঝার সময় আমার হৃদয়ের গভীরে আনন্দ-উল্লাস হয় তা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা চমৎকার পানীয়ের চেয়েও বেশি সুস্বাদু।

৩. কাগজের উপরে (লিখার সময়ে) আমার কলমে যে খস্‌খস্ শব্দ হয় তা প্রেমিক-প্রেমিকার (আলিঙ্গনের শব্দের) চেয়েও বেশি মজাদার।

৪. কাগজের ধুলি ঝাড়ার সময় আমার হাতে যে শব্দ হয় তা ঢোল বাজানোর সময় নারীর হাতে যে শব্দ হয় তার চেয়েও বেশি আনন্দদায়ক।

৫. ওহে! যে শুধু বৃথা আশার মাধ্যমে আমার সমান মর্যাদা পাওয়ার চেষ্টা করে, অনেক বেশি উচ্চ বলে যে চড়তে কষ্ট পায় তার মাঝে আর অন্যজন যে চড়ে ও চূড়ায় পৌঁছে তার মাঝে কতইনা বেশি পার্থক্য!

৬. আমি রাতভর জেগে থাকি আর তুমি তখন ঘুমিয়ে থাক, অথচ তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যেতে চাও! শিক্ষা কতই না মহৎ! আর এর মাধ্যমে আত্মা কতই না সুখী হয়!"

"যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর আছে সে কি তার মত, যার জন্য তার মন্দ কাজকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে আর যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে?"

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-১৪)

৪০. সুখের শিল্পকলা

একটি শান্ত, দৃঢ় ও সুখী মনই হলো সবচেয়ে বড় নেয়ামত। কেননা, সুখের মাঝে মন থাকে পরিচ্ছন্ন, সুখ মানুষকে উৎপাদনশীল ব্যক্তি হতে শক্তি যোগায়। বলা হয়েছে যে, সুখ এমন একটি কলা (শিল্প) যা শিক্ষা করা দরকার। যদি আপনি এটা শিখেন তবে আপনি ইহজীবনে ধন্য হবেন। কিন্তু কীভাবে এটা শেখা যায়? সুখ লাভের মূলনীতি হলো, পরিস্থিতিকে সহ্য করার ও তাকে সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকা। সুতরাং জটিল পরিস্থিতিতে আপনাকে টলমলে হওয়া চলবে না, এর শিকার হওয়াও চলবে না আর তুচ্ছ বিষয়ে বিরক্ত হওয়াও চলবে না। আত্মার বিশুদ্ধতা ও একে মহৎ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে মানুষ জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আপনি যখন নিজেকে ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দিবেন, তখন দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটন ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক-দুর্ঘটনা সহ্য করা আপনার জন্য সহজ হবে। পরিতৃপ্ত হওয়ার বিপরীত হলো অদূরদর্শী হওয়া, স্বার্থপর হওয়া এবং পৃথিবীকেও এর সবকিছুকে ভুলে থাকা। আল্লাহ তার শত্রুদের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন–

"(অন্যদেরকে ও নবীকে ﷺ রক্ষা করার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদেরকে কীভাবে রক্ষা করা যায় এ চিন্তায়) তারা নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৪)

বিষয়টি এমন যে, এ ধরনের লোকেরা যেন নিজেদেরকে গোটা বিশ্ব মনে করে বা কমপক্ষে এর কেন্দ্রবিন্দু মনে করে। তারা অন্যদের কথা চিন্তাও করে না, নিজেদের ছাড়া অন্যদের জন্য বেঁচে থাকে না। শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের জন্য চিন্তা না করে বরং অন্যদেরকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় বের করা এবং আমাদের আঘাত ও ক্ষতের কথা ভুলে থাকার জন্য নিজেদের সমস্যাবলী থেকে আমাদেরকে মাঝে মাঝে দূরে রাখা আমার আপনার সবারই দায়িত্ব। এ কাজ করে আমরা দু'টি জিনিস অর্জন করতে পারি–

১. আমরা আমাদেরকে সুখী করতে পারি,

২. এবং আমরা অন্যদেরকে আনন্দ দিতে পারি।

৪১. সুখ-শিল্পের মূলকথা

আমাদের চিন্তাসমূহকে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াতে, বিপথে যেতে, মুক্ত হতে ও বন্য-হন্যে হতে না দিয়ে ওগুলোকে লাগাম পড়ানো ও নিয়ন্ত্রণে রাখা। কারণ, যদি আপনি আপনার চিন্তাগুলোকে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন তবে ওগুলো বন্য হয়ে গিয়ে আপনাকেই নিয়ন্ত্রণ করবে। ওগুলো আপনার অতীত দুঃখ-দুর্বিপাকের সুবিন্যস্ত তালিকা খুলে বসবে। আপনার মা আপনাকে যেদিন জন্ম দিয়েছিলেন সেদিন থেকে শুরু করে আপনার দুঃখ দুর্দশার ইতিহাস এগুলো আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।

যদি আপনার চিন্তা-ভাবনাসমূহকে পায়চারী করার বা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানার জন্য ছেড়ে দেয়া হয় তবে এগুলো আপনার সামনে আপনার অতীত দুঃখ-কষ্টের চিত্র ও একটি ভয়ংকর ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরবে। এসব চিন্তা-ভাবনা স্বয়ং আপনাকেই বিচলিত-শিহরিত করে তুলবে। আপনার অনুভূতিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে বাধ্য করবে। অতএব, যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় ফলপ্রদ ও উপকারী কাজ হয়, সে ধরনের কেন্দ্রীভূত চিন্তা-চর্চার দিকে অভিমুখী করে ওগুলোকে (আপনার চিন্তাসমূহকে) লাগাম পড়ান ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

"এবং সে চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর করুন, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৮)

সুখ-শাস্ত্রের একটি মূলনীতি হলো পার্থিব জীবনকে এর সত্যিকার গুণ ও মূল্যানুযায়ী মূল্যায়ন করা। এ জীবন তুচ্ছ এবং এটা আপনার নিকট শুধু এতটুকু দাবি রাখে যে, আপনি এর থেকে পালিয়ে যান। এ জীবন দুর্বিপাক, দুর্দশা, দুর্ঘটনা, ব্যথা-বেদনা ও আঘাতে ভরা, এই যদি হয় এ জীবনের বিবরণ। তাহলে মানুষ কিভাবে এর নগণ্য দুর্ঘটনা-দুর্বিপাকে অযৌক্তিকভাবে বিচলিত হয় এবং কী করে তার ঘটে যাওয়া এমন সব পার্থিব বিষয়ের উপর দুঃখ করতে পারে? জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তগুলো কলঙ্কিত, এর ভবিষ্যৎ অঙ্গীকারসমূহ শুধু মরীচিকা, এর সফল ব্যক্তিদেরকে হিংসা করা হয়, ধন্যরা সদা হুমকিপ্রাপ্ত, আর প্রেমিকরা কোনও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ধরাশায়ী হয়।

হাদীসে আছে "নিশ্চয়, জ্ঞান-চর্চার মাধ্যমেই কেবল জ্ঞান অর্জিত হয় এবং ধৈর্য-চর্চার মাধ্যমেই সহনশীলতা অর্জিত হয়।"

আলোচ্য বিষয়ের এ হাদীসের অর্থের উপর কেউ যদি আমল করতে চায় বা এর অর্থকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয় তবে তিনি আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলতে পারেন যে, (সুখে থাকার) অনুমান করেই সুখ লাভ করা যায়। সদা হাসি-খুশি থেকে, যা আপনাকে সুখী করে তার সন্ধান করে এবং যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, নিজের ভিতরে জোর করে সুখ-বোধ সঞ্চারিত করে সুখ অর্জন করা যায়। সুখ দ্বিতীয় প্রকৃতি বা স্বভাব না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে এ কাজগুলো করে যেতে হবে।

আসল ব্যাপার হলো দুঃখ-বেদনার সকল স্মৃতি আপনার থেকে আপনি দূর করে ফেলতে পারবেন না। এর কারণ হলো জীবনকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ.

"অবশ্যই, আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে (জীবন-যাপনকারী হিসেবে) সৃষ্টি করেছি।" (৯০–সূরা আল বালাদ : আয়াত-৪)

"যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম।"

(১১-সূরা হূদ : আয়াত-৭)

কিন্তু আমি আপনাদের নিকট যে সংবাদ পৌঁছে দিতে চাই, তা হলো আপনার উচিত আপনার দুঃখের পরিমাণ ও প্রাবল্য যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা। সম্পূর্ণরূপে দুঃখমুক্ত হওয়া তো পরকালে জান্নাতবাসীদের জন্য (নির্ধারিত)। এ কারণে জান্নাতবাসীরা বলবে–

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-৩৪)

সুতরাং, যখন কেউ এ দুনিয়ার প্রকৃতি ও গুণাগুণ জানতে পারে, তখন সে বুঝতে পারে, এ দুনিয়া নিরস, প্রবঞ্চণাময় ও মূল্যহীন এবং সে পুরোপুরি বুঝতে পারে, ওটাই হলো দুনিয়ার প্রকৃতি ও পরিচয়।

আরবের একজন কবি বলেন–

"তুমি তো আমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ না করার শপথ করেছ।"

আমি যেমনটি বর্ণনা করেছি দুনিয়ার পরিচয় যদি তেমনই হয়, তবে বুদ্ধিমান লোকদের উচিত নয় এর আক্রমণে সাহায্য করা এবং হতাশা ও দুশ্চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করা। আমাদের যা করা উচিত তা হলো, আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে এমন সব আবেগ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করা। (এভাবে আত্মরক্ষা করে) আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা অবশ্যই আমাদেরকে এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

"এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ। এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে ভীত করবে।"

(৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৬০)

"আল্লাহর পথে তাদের যা ঘটেছিল, তাতে তারা নিরুৎসাহিত হয়নি, দুর্বল এবং নতও হয়নি।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৬)

৪২. সুখ-কলা : একটু ভাবুন

দুঃখ করবেন না। আপনি যদি গরীব হয়ে থাকেন, তবে কেউ না কেউ ঋণে জর্জরিত হয়ে আছে (তার কথা ভেবে দেখুন)। আপনার যদি যাতায়াত ভাড়া না থাকে তবে অন্য কারো তো পা-ই নেই। রোগ-যন্ত্রণার অভিযোগ করার যুক্তি বা কারণ যদি আপনার থেকেও থাকে তবে অন্য কেউ তো বছরের পর বছর রোগ-শয্যায় পড়ে আছে। আপনি যদি একটি সন্তান হারিয়ে থাকেন তবে অন্য কেউ তো সামান্য গাড়ি দুর্ঘটনায় কয়েক সন্তান হারিয়েছে।

দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি তো এমন একজন মুসলমান, যিনি আল্লাহতে, তাঁর নবী-রাসূলগণে, তাঁর ফেরেশতাকুলে, আখেরাতে এবং তক্বদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করেন।

যখন নাকি আপনি সর্বোত্তম দৌলত ঈমানের বদৌলতে ধন্য, তখন অন্যরা আল্লাহতে অবিশ্বাস, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার, কিতাব সম্বন্ধে নিজেদের মাঝে মতভেদ ও আখেরাতকে অস্বীকার করেছে এবং ঐশী পূর্বনির্ধারণী বা এলাহী তক্বদীরকে ভুল বুঝেছে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, যদি হন, তবে আপনি আপনার মন-মানসিকতার ক্ষতি করবেন এবং আপনার ঘুম বিনষ্ট করবেন।

একজন আরব কবি বলেছেন–

وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ لِهَا الْفَتٰى * ذَرْعًا وَّعِنْدَ اللّٰهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ

عَظُمَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ حَلْقَاتُهَا * فُرِجَتْ وَكَانَ يَظُنُّهَا لَاتُفْرَجُ

"যুবকরা কতইনা মসিবতে পড়ে নাজেহাল হয়, অথচ আল্লাহর নিকট এর পরিত্রাণের উপায় আছে।"

"অবস্থা অসহ্যকর হয়ে যায় তারপর যখন রশি শক্তভাবে কষে তখন রশি ছিঁড়ে যায়, অথচ তারা ভাবতো যে রশি ছিঁড়বে না।"

৪৩. আবেগ নিয়ন্ত্রণ

মনের আগুন জ্বলে উঠে দু'কারণে– হয়তো আনন্দে নয়তো অন্তর্যাতনায়।

নবী করীম ﷺ এক হাদীসে বলেন–

"অবশ্য আমাকে দু'টি (তার একটি) বোকামীপ্রসূত (হায়! শব্দ) ও (অপরটি) পাপব্যঞ্জক (হুররে!) শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার একটি (পাপব্যঞ্জক-হুররে) শব্দ বলা হয় নেয়ামত পেলে আর অপরটি (বোকামীপ্রসূত হায়! শব্দ) উচ্চারণ করা বিপদের সময়।"

মহান আল্লাহ বলেন–

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اٰتٰكُمْ .

"যা আপনি পাননি, তার জন্য দুঃখ করবেন না। আর যা আপনাকে দেয়া হয়েছে তার জন্য ফুর্তি করবেন না।" (সূরা–৫৭ আল হাদীদ : আয়াত-২৩)

এ কারণেই নবী করীম ﷺ বলেন–

"অবশ্যই প্রথম আঘাতের সময়ই ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।"

সুতরাং, আনন্দময় ও বিপদমুক্ত উভয় ঘটনার সময়ই যে লোক তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারই শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, আরাম ও নিজের উপর বিজয়ের স্বাদ অর্জন করার কথা। আল্লাহ তায়ালা মানুষের পরিচয় দিয়েছেন যে, তারা বিজয়োল্লাসিত, দাম্ভিক, খিটখিটে, ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা তাদের খারাপ কিছু হলে অসন্তুষ্ট এবং তাদের কোন কল্যাণ হলে তারা কৃপণোচিত হয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, ব্যতিক্রম হলো তারা, যারা সদা সালাতে নিয়োজিত। কেননা, তারা আনন্দ-বেদনা উভয় সময়েই মধ্যপন্থী। তারা সচ্ছলতার সময় কৃতজ্ঞ এবং অসচ্ছলতার সময় ধৈর্যশীল।

লাগামহীন আবেগ মর্মবেদনা ও অনিদ্রা সৃষ্টি করে মানুষকে শেষ করে দিতে পারে। কেউ যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন সে রাগে আগুন হয়ে যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং ধৈর্যহারা ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে,

যদি সে সুখী হয়, তবে সে পরোল্লসিত ও বন্য হয়ে যায়। আনন্দের ঘোরে সে আত্মভোলা হয়ে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে। সে যখন অন্যদের সঙ্গ ত্যাগ করে তখন সে তাদেরকে অবজ্ঞা করে, তাদের গুণাবলিকে ভুলে গিয়ে তাদের সৎগুণাবলিকে পদদলিত করে। অপরপক্ষে, সে অন্যদেরকে যখন ভালোবাসে তখন সে তাদেরকে পরম নিষ্কলঙ্ক কল্পনা করে। তাদেরকে সর্বপ্রকার সম্মান করতে কোনরূপ ত্রুটি করে না।

নবী করীম ﷺ বলেন–

"যাকে তুমি ভালোবাস তাকে তুমি সংযত পরিমাণে ভালোবাস। কারণ, এমন দিন আসতে পারে যখন তুমি তাকে ঘৃণা করবে। আর যাকে তুমি ঘৃণা কর তাকে সংযত পরিমাণে ঘৃণা কর। কেননা, এমন দিন আসতে পারে তখন তুমি তাকে ভালোবাসবে।"

অন্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন–

"(হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট ক্রুদ্ধ ও সন্তুষ্ট উভয়ই অবস্থায়ই মধ্যপন্থা কামনা করি।"

কেউ যখন তার আবেগের মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়, তখন সে তার মনকে দমন করতে পারে এবং যখন সে প্রতিটি বিষয়কে এর গুরুত্বানুসারে মেনে নেয় তখন সে প্রজ্ঞা ও সঠিক বুঝের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মহান আল্লাহ বলেন–

"অবশ্যই আমি আমার নবী-রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীজান (ন্যায়নীতি) অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষেরা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।" (সূরা–৫৭ আল হাদীদ : আয়াত-২৫)

বাস্তবিক, ইসলাম নীতি ও আচার-আচরণে এতটাই ভারসাম্যতা এনেছে, যতটা সে এনেছে জীবনের সরল, পবিত্র ও সত্য পথে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .

"এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি।"

(সূরা–২ বাক্বারা : আয়াত-১৪৩)

আমাদের আচার-আচরণ ও বিচার-আচার উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়পরায়ণ হওয়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম সকল বিষয়ে সত্য ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ন্যায়নীতি বিচারকার্যে, কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে ও আচার-আচরণে, যা আমরা অবতীর্ণ কিতাব (কুরআন) থেকে শিখতে পারি।

মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۔

"এবং তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ন্যায়নীতিতে ভরপুর।"

(সূরা–৬ আল আন'আম : আয়াত-১১৫)

৪৪. নবীর সঙ্গী-সাথীদের সৌভাগ্য

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ সকল মানুষের নিকট জান্নাতী পয়গাম নিয়ে আগমন করেছেন। তিনি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হতেন না। ব্যয় করার জন্য তার কোন ধন-ভাণ্ডার ছিল না। খাবার জন্য চমৎকার কোন (খেজুর) বাগান ছিল না; আর বসবাস করার জন্য কোন সুন্দর প্রাসাদ ও ছিল না। এতসব সত্ত্বেও তাঁর প্রিয় অনুসারীরা তার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার দিয়েছেন, অবিচল থেকেছেন। সমস্যা-সঙ্কুল এক কঠিন জীবন সহ্য করেছেন। তারা ছিলেন গুটি কয়েকজন ও দুর্বল, তাদের প্রতিবেশীদের দ্বারা সমূলে বিনাশ হয়ে যাবার ভয়ে ভীত, তবুও তাঁরা নবী করীম ﷺ-কে পুরোপুরি ভালোবাসতেন।

তাদেরকে গিরিপথে বন্দি করা হয়েছিল। আর সে সময়ে তাদের নিকট অল্প খাদ্য ছিল বা কোন খাদ্য ছিল না। তাদের সুখ্যাতি আক্রান্ত হয়েছিল; তাদের নিজেদের আত্মীয়রাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল, তবুও নবী করীম ﷺ-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিল নিষ্কলুষ।

তাদের কাউকে মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর ফেলে হেঁচড়ানো হয়েছিল, কিছু লোককে বন্দী করা হয়েছিল আর অন্যরা নতুন নতুন ও অদ্ভুত অদ্ভুত শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। এসব শাস্তিই তাদেরকে কাফেররা দিয়েছিল।

তাঁরা ঐসব শাস্তি সহ্য করতে বাধ্য হয়েও তাঁকে সর্বান্তঃকরণে মন খুলে ভালোবেসেছিলেন।

তাঁরা ঘর-বাড়ি, স্বদেশ, পরিবার ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাদের বাল্যকালের খেলার মাঠ ও বসত বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এসব ভোগান্তি সত্ত্বেও তাঁকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ভালোবেসেছেন তাঁরা।

তাঁর (নবুয়তের) সংবাদের কারণেই ঈমানদারগণ অগ্নিপরীক্ষার শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের পদতলের ভূমি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠেছিল। তবুও তাঁর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা অনবরত বাড়ছিলই।

তাঁদের যৌবনের বসন্ত ঋতুর শিরোপরি সদা বিপজ্জনকভাবে তরবারি ঝুলন্ত ছিল। তাঁরা শুধুমাত্র তাঁকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসত বলেই এমন মৃদুভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে (যুদ্ধের ময়দানে) মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন, যেন তারা প্রমোদ ভ্রমণে বা অবসর যাপনে ছিলেন।

একজন সাহাবীকে নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়াতের সংবাদ বিদেশে এক রাজার নিকট নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো। অথচ তিনি জানতেন যে, এটা এমন এক কাজ যা থেকে তিনি ফিরে আসবেন না। আরেকজন সাহাবীকে এক কাজে পাঠানো হলো। তিনি জানতেন যে, এটা তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে, তবুও তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সে কাজে গেলেন। কারণ, তিনি নবী করীম ﷺ-কে নিরঙ্কুশ ভালোবাসতেন।

কিন্তু কেন তাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন এবং কেন তাঁরা তাঁর নবুওয়তে এত সন্তুষ্ট ও তাঁর আদর্শে এত পরিতুষ্ট ছিলেন? কেন তারা তাঁকে অনুসরণ করাতে যে দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তি হয়েছে তা ভুলে গিয়েছেন?

এক কথায় বা সহজভাবে এর কারণ বলতে হয় যে, তিনি বদান্যতার ও ধার্মিকতার সর্বোচ্চ শিখর অধিকার করেছিলেন। তাঁরা তাঁর মাঝে সত্য ও বিশুদ্ধতার সব লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। যাঁরা মহত্তর জিনিসের সন্ধান করেছিলেন, তিনি তাদের জন্য নমুনা ছিলেন। তিনি তাঁর কোমলতার দ্বারা মানুষের মনের হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও তিক্ততা শীতল করে দিয়েছিলেন। সত্য বাণী দিয়ে তিনি তাদের অন্তরকে শান্ত করে দিয়েছিলেন ও তাঁর রিসালাত দ্বারা তিনি তাঁদের অন্তরসমূহকে শান্তিতে ভরে নিয়েছিলেন।

তিনি তাঁদের অন্তরে এত শান্তি ঢেলে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁর পাশে থাকার কারণে যে যাতনা ভোগ করেছিলেন, তা তাঁরা তুচ্ছ মনে করেছিলেন। তিনি তাঁদের অন্তরে এমন ঈমান বা বিশ্বাস সঞ্চার করেছিলেন যে, তাঁরা যে আঘাত ও প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের ভিতরকে হিদায়াতের আলো দ্বারা ঘষেমেঝে চকচকে করে দিয়েছিলেন ও তাঁদের চক্ষুসমূহকে তাঁর নূরে নূরান্বিত বা তাঁর আলোতে আলোকিত করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের থেকে মূর্খতার বোঝা, মূর্তিপূজার বিকৃত রুচি এবং বহু-ঈশ্বরবাদের কুফল দূর করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁদের অন্তরে ঈমানের পানি ঢেলে দিয়েছেন। এভাবে তাঁদের দেহমন প্রশান্ত হয়েছিল ও তাঁদের আত্মা শান্তি পেয়েছিল।

তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে থেকে জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁরা তাঁর সাহচার্যে পুলক বোধ করেছিলেন বা আনন্দ পেয়েছিলেন।

তাঁরা তাঁর পাশে থেকে সুখ এবং তাঁর অনুসরণে নিরাপত্তা, মুক্তি ও আত্মসমৃদ্ধি পেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন–

"এবং আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ) সারা বিশ্বের জন্য রহমত বা করুণাস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (২১–সূরা : আল আম্বিয়া : আয়াত-১০৭)

"এবং অবশ্যই তুমি (মানবজাতিকে) সরল পথ দেখাচ্ছ।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৫২)

"এবং তিনি (গ্রন্থকার 'তিনি' বলতে মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝিয়েছেন; কিন্তু কুরআনের ঐ আয়াত দ্বারা 'তিনি' বলতে স্পষ্টরূপে 'আল্লাহকেই' বুঝা যায়। –অনুবাদক।) স্বেচ্ছায় তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে (নিয়ে যান)।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-১৬)

"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে (কুফুরি ও শিরক থেকে) পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং নিশ্চয় তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল।

(৬২–সূরা আল জুমুআ : আয়াত-২)

"তাদের উপরে যে বোঝা ও শৃঙ্খল ছিল, তিনি তাদের থেকে তা সরিয়ে দেন।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৫৭)

"যখন তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের প্রাণ সঞ্চার করে তখন তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বান সাড়া দিও।"

(৮-সূরা আনফাল : আয়াত-২৪)

তাঁরা তাঁদের নেতার সাথে থেকে সত্যিই সুখী ছিলেন এবং তাঁরা যথার্থই সুখী হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

হে আল্লাহ্! বিপথ গমনের শৃঙ্খল হতে আত্মার মুক্তিদাতা ও মিথ্যার অভিশাপ থেকে আত্মার উদ্ধারকারী মুহাম্মাদের উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং তাঁর মহান সাহাবীদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার প্রতিদানস্বরূপ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

৪৫. আপনার জীবন থেকে ক্লান্তি ও বিরক্তি দূর করুন

একই কাজ বারবার করতে হয় এমন নিয়ম মাফিক বা রুটিন অনুসারে যারা জীবনযাপন করেন, তারা প্রায় অলঙ্ঘনীয়ভাবে বিরক্তি ও ক্লান্তির শিকার হয়ে পড়বেন। বিশেষ করে এ কারণে যে, পরিবর্তনের অভাবে স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে বিভিন্ন স্থান-কাল, খাদ্য-পানীয়, সৃষ্টি-বৈচিত্র, যেমন- দিন-রাত, পাহাড়-সমভূমি, সাদা-কালো, ঠাণ্ডা-গরম, আলো-ছায়া ও টক-মিষ্টি দান করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে এই বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেন-

"তাদের (মৌমাছিদের) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের (মধুর) পানীয় বেরোয়।"

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-৬৯)

"তারা একই মূলে একাধিক বা এক মাথাওয়ালা খেজুর গাছ।"

(১৩-সূরা রা'আদ : আয়াত-৪)

"আর বিভিন্ন স্বাদের শস্য, যয়তুন ও ডালিম (বর্ণে, আকারে ও স্বাদে) সদৃশ ও বিসদৃশ।" (৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৪১)

"আর পাহাড়ের মাঝে আছে সাদা-লাল বিচিত্র বর্ণের পথ।"

(৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-২৭)

"আর আমি মানুষের মাঝে এদিনগুলোকে পর্যায়ক্রমে আবর্তন করি।"
(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪০)

বনী ইসরাঈলদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয়েছিল তা সর্বোত্তম খাদ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধু একমাত্র খাদ্য হওয়ার কারণেই তাদের তা খেতে ভালো লাগছিল না। (এবং তারা বলেছিল :)

"আমরা একই রকম খাদ্য সহ্য করতে পারব না।" (২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-৬১)

আল-মামুন একবার দাঁড়িয়ে, একবার বসে ও একবার হাঁটতে হাঁটতে (আরবী ২২তম সংস্করণের মূল পুস্তক থেকে এ অংশটুকুর অনুবাদ করা হল। -অনুবাদক) এভাবে পালাবদল করে করে পাঠ করতেন এবং বলতেন : 'আত্মা সদাই ক্লান্তিকর।'

"যারা (সর্বদা এবং সালাতে) দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে শুয়ে আল্লাহ্‌র জিকির করে...।" (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১)

ইসলামে যে সব ইবাদতের বিধান জারি বা প্রণয়ন করা হয়েছে তা নিয়ে আপনার গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। কলবের আমল, জিহ্বার আমল, ঠোঁটের আমল ও সৎ কাজে সম্পদ ব্যয় করার আমল বা সম্পদের আমল। সালাত, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হলো ইবাদতের কয়েকটি উদাহরণ। সালাতে দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা ও বসা (ইত্যাদি অবস্থা) আছে। আপনি যদি বিশ্রাম, সজীবতা ও বিরামহীন উপাদানের আশা করেন তবে আপনার কাজের ধরন, পড়ার ধরন ও জীবন-যাপন প্রণালীতে পরিবর্তন আনুন।

উদাহরণস্বরূপ পড়ার ব্যাপারে বলছি- যখন পড়বেন তখন বিষয় পরিবর্তন করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করুন-যেমন একবার নবী (আ) এদের জীবনী, একবার সাহাবীদের জীবনী, একবার হাদীস, একবার ফিক্‌হ, আরেকবার ইতিহাস, ক্ষণিক পরে সাহিত্য, তারপরে সাধারণ জ্ঞানের বই ও এভাবে পালাক্রমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ুন। এর সর্বোত্তম উদাহরণ ও ব্যাখ্যা হলো কুরআন মাজিদ। (কারণ, কুরআনে এভাবে এসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে-বঙ্গানুবাদক) আপনার সময়কে ইবাদত, বৈধ আমোদ-আহ্লাদ, বন্ধুদের দেখতে যাওয়া, অতিথি আপ্যায়ন, খেলা-ধুলা বা প্রমোদ ভ্রমণের মাঝে ভাগ করে নিন; তবেই আপনি নিজেকে প্রাণবন্ত, সজীব ও উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপে পাবেন; কেননা, আত্মা বিভিন্নতা ও নতুন নতুন জিনিসে আনন্দ পায়।

৪৬. দুশ্চিন্তা পরিহার করুন

দুঃখিত হবেন না, কেননা আপনার প্রতিপালক বলেন–

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ .

"(হে মুহাম্মদ), আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি?" (৯৪–সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-১)

এ আয়াতের সংবাদ যারা হক্বপন্থী, যারা নূরের পথে চলে এবং যারা হিদায়াতের পথে চলে তাদের সবার জন্য প্রযোজ্য।

"যার অন্তর আল্লাহ্ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন, ফলে সে তাঁর প্রভুর নূরের পথে চলে তবে কি সে ব্যক্তি (কাফেরের মতো)? অতএব, সে সব কঠোর আত্মার লোকেরা অভিশপ্ত–যারা আল্লাহ্র জিকিরে বিমুখ।"

(৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-২২)

সুতরাং, এমন সত্য বিষয় আছে, যা অন্তরকে প্রশস্ত করে এবং এমন অসত্য বিষয় আছে, যা অন্তরকে কঠোর করে।

"আর আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার অন্তরকে তিনি ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১২৫)

অতএব, এ ধর্ম গ্রহণ করা ও এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এক কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত বিষয়, যা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও ধন্য লোক ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না।

"দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ভয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

"যে সব (ঈমানদার) লোকদেরকে (কাফের) লোকেরা বলেছিল, অবশ্যই (কাফের) লোকেরা তোমাদের (বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার) জন্য জমায়েত হয়েছে, অতএব, (তোমরা মুমিনগণ) সেই (কাফের) লোকদেরকে ভয় কর। এতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩)

আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকত্ব ও করুণাতে যাদের ঈমান বা বিশ্বাস আছে তারা (উপরোক্ত) এই আয়াতের এই কথা (আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!) বলে।

আমাদের পক্ষে তাঁর যথেষ্ট হওয়া আমাদেরকে অন্যদের উপর নির্ভর করা থেকে মুক্তি দেয় এবং তাঁর অভিভাবকত্ব আমাদেরকে রক্ষা করে।

"হে নবী (মুহাম্মদ), আপনার জন্য এবং যেসব মুমিন আপনাকে অনুসরণ-অনুকরণ করে ও আপনাদের আনুগত্য করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৬৪)

"এবং সেই চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর (তাওয়াক্কুল) কর, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৮)

"এবং (হে মুহাম্মদ) ধৈর্য ধরুন, আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনার ধৈর্য ধরা সম্ভব নয় এবং তাদের নিয়ে দুঃখ করবেন না। আর তারা যে চক্রান্ত করে তাতে কষ্ট পাবেন না। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকী এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭-১২৮)

এ আয়াতে 'আল্লাহ তাদের সাথে আছেন' এ কথা দ্বারা তাঁর অনুগত বান্দাদের রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন, সমর্থন ও অভিভাবকত্বের এক বিশেষ রহমতের কথা বুঝানো হয়েছে। আর তাদের ঈমান, আমল ও চেষ্টার পরিমাণ মাফিকই তারা এই কল্যাণ লাভ করবে।

"অতএব, তোমরা (শত্রুদের বিরুদ্ধে) দুর্বল হয়ো না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয়ো না। আর তোমরাই (বিজয়ী হয়ে) শ্রেষ্ঠ হবে– যদি তোমরা (সত্যিকার) মুমিন হয়ে থাক।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৯)

"সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর তাদেরকে কোনও সাহায্য করা হবে না।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১১)

"আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অবশ্যই আমি এবং আমার রাসূলগণই বিজয়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশীল।"

(৫৮–সূরা আল মুজাদালা : আয়াত-২১)

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে আর মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনে এবং যে দিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব।"

(৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৫১)

"আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তাই আল্লাহ্ তাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন।" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৪৪-৪৫)

"এবং আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ নির্ভর করেন।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১২২)

৪৭. দুশ্চিন্তা করবেন না

আজই যেন আপনার শেষ দিন এভাবে আজকের দিনটি কাটান। এ ধরনের মানসিকতা ও জীবন সম্বন্ধে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকে তবে রাগ-দুঃখকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনার সামান্য যে সময়টুকু আছে তা নষ্ট করার কোন যুক্তি নেই। এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন–

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ

"সকাল বেলা সন্ধ্যাবেলা দেখার আশা করো না। আর সন্ধ্যাকালে সকাল বেলা দেখার আশা করো না।"

অন্য কথায় অতীত নিয়ে না ভেবে ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে আত্মা-দেহ-মন নিয়ে জীবন শুধু আজকের জন্যই।

একজন আরব কবি বলেন–

"যা অতীত হয়ে গেছে তা চিরদিনের জন্য চলে গেছে আর যা আশা করা হয় তাতো অজানা –অজ্ঞাত।"

আর তোমার যা আছে তা হলো বর্তমান মুহূর্তটি।"

অতীতের চিন্তায়-বিভোর হওয়া এবং অতীতের দুঃখ-কষ্টকে বর্তমানে টেনে আনা অস্থির ও অসুস্থ মনের লক্ষণ।

চীনা (চীন দেশীয়) প্রবাদে বলা হয়-

"সেতুতে পৌঁছার আগেই সেতু পার হয়ো না।"

অন্য কথায়, ঘটনা ঘটার আগেই তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।

আমাদের একজন ধার্মিক পূর্বসূরী বলেছেন-

"হে আদম সন্তান! নিশ্চয় তোমাদের দিন মাত্র তিনটি। গতকাল আর এটা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আগামীকাল যা এখনও আসেনি এবং আজ। সুতরাং আজকের দিনে আল্লাহকে ভয় কর, তাঁকে মান্য কর।"

যে নাকি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উদ্বেগ নিয়ে বেড়ায় সে কিভাবে বাঁচতে পারে? তা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে সর্বদা তার কথা মনে করে করে মানুষ কিভাবে শান্তি পেতে পারে? যে অতীতের দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে করে, সে শুধু ব্যথাই পায়, এতে তার কোন লাভ হয় না।

"সকালে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না ও সন্ধ্যায় সকাল পর্যন্ত বাঁচার আশা করো না।"

এ কথার অর্থ হল এ পৃথিবীর জন্য আমাদের বড় ধরনের ও দীর্ঘ-কালীন আশা থাকা উচিত নয়। মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করুন। নেক আমল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। আপনার উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে আজকের দিনের সীমা পেরিয়ে যেতে দেবেন না। এ নীতি আপনাকে মনোযোগী হতে এবং প্রতিদিন উৎপাদনশীল হওয়ার জন্য আপনার সমস্ত শক্তিকে ব্যয় করতে সাহায্য করবে। দক্ষতার সাথে সময়কে কাজে লাগান এবং আপনার আচার-আচরণ, চাল-চলনের উন্নতি করে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়ে ও অন্যের সাথে আপনার সম্পর্ক দৃঢ় করে আজ কোন কিছু অর্জন করার জন্য আপনার সকল প্রচেষ্টাকে কাজে লাগান।

৪৮. উদ্বিগ্নতা দূর করুন–একটু ভাবুন

দুঃখিত হবেন না, কেননা যা তক্বদীরে আছে তা তো সিদ্ধান্ত করা হয়ে গেছে এবং আপনি পছন্দ না করলেও তা ঘটবে। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে, কাগজ গুটিয়ে নেয়া হয়েছে এবং সবকিছু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই আপনার দুঃখ বাস্তবতাকে একটুও পাল্টাতে পারবে না।

দুঃখ করবেন না, কারণ আপনার বিষণ্ণতার দ্বারা আপনি সময়ের গতিরোধ করতে চান, সূর্যকে তার উদয়স্থলে থামিয়ে দিতে চান, ঘড়ির কাঁটাকে স্থির-নিশ্চল করে দিতে চান, পেছনের দিকে হাঁটতে চান এবং নদীকে তার উৎসের দিকে উল্টো বহাতে বা প্রবাহিত করতে চান যা সবই অসম্ভব। (অর্থাৎ আপনার বিষণ্ণতার কারণে এগুলোর পরিবর্তন যেমন সম্ভব নয়, তেমনই আপনার ভাগ্যের পরিবর্তনও সম্ভব নয়; সুতরাং বিষণ্ণ হয়ে কোন লাভ নেই–এ কথাই লেখক এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন। –বঙ্গানুবাদক)

বিষণ্ণ হবেন না, কারণ বিষণ্ণতা ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঢেউগুলোকে ভয়ংকরভাবে আছড়ায়। পরিবেশকে নষ্ট করে বা বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করে এবং সমৃদ্ধ বাগানের ফুটন্ত ফুলগুলোকে ধ্বংস করে।

বিষণ্ণ হবেন না, কেননা বিষণ্ণ ব্যক্তি তার মতো, যে নাকি তলায় ছিদ্রযুক্ত বালতিতে পানি ঢালে। যে লেখক নিজের আঙুল দিয়ে পানিতে লিখতে চায় সে (অর্থাৎ বিষণ্ণ ব্যক্তি) তার মতো।

দুঃখিত হবেন না, কারণ প্রকৃত জীবন কাল মাপা হয় দিনের সংখ্যা দিয়ে–যে দিন আপনি কাটাচ্ছেন। সুতরাং আপনার দিনগুলোকে দুঃখ করে করে শেষ করবেন না। আপনার রাতগুলোকে দুঃখ করে নষ্ট করবেন না এবং আপনার সময়ের অপচয় করবেন না। কারণ, সত্যসত্যই আল্লাহ্ অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।

দুশ্চিন্তা করবেন না, কেননা সত্যিই আপনার প্রভু পাপ মার্জনা করেন ও অনুতাপ-অনুশোচনা গ্রহণ করেন (অর্থাৎ গুনাহ্ মাফ করেন ও তওবা কবুল করেন)।

"বলুন : "হে আমার সেসব বান্দারা! যারা (গুনাহ্ করে) নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়

আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়। (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-৫৩)

যখন আপনি এ আয়াতখানি পড়েন তখন কি আপনার আত্মা শান্তি পায় না? আপনার উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা কি দূর হয় না? এবং আপনার সমগ্র সত্তার মধ্য দিয়ে কি সুখের প্রবাহ বয়ে যায় না?

তাদের আত্মাকে পোষ মানাতে তিনি তাদেরকে 'হে আমার বান্দারা!' বলে আহ্বান করেছেন। তিনি বিশেষ করে সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে এ কারণে উল্লেখ করেছেন, কারণ তারা অন্যদের তুলনায় অনবরত গুনাহ্ করতে বেশি অভ্যস্ত। তাহলে অন্যদের জন্য আল্লাহর করুণা কতই না বেশি হবে! এভাবে তিনি তাদেরকে হতাশ হওয়া থেকে এবং ক্ষমা পাওয়ার আশাহত হওয়া থেকে বারণ করেছেন। এবং তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যে তওবা করবে তার ছোট-বড়, সাংঘাতিক বা তুচ্ছ সব গুনাহই তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ـ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে অমনিই আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর নিকট তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জেনে শুনে তারা যে (পাপ) করেছে তা করতে থাকেন না (তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন)। আর আল্লাহ্ ছাড়া কে আছে যে পাপ ক্ষমা করতে পারবে?" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৫)

"আর যে মন্দ কাজ করে বা নিজের প্রতি অত্যাচার করে তারপর আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করে বা গুনাহ্ মাফ চায়, সে আল্লাহকে মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১১০)

"তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা তার মধ্য হতে বড় বড় গুনাহ্ এড়িয়ে চল, তবে আমি তোমাদের (ছোট ছোট) পাপ ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থান বেহেশতে প্রবেশ করাব।"

(৪–সূরা নিসা : আয়াত-৩১)

"আর যদি তারা নিজেদের প্রতি অবিচার করে আপনার নিকট এসে আল্লাহ্র কাছে পাপ ক্ষমা চায় এবং তাদের জন্য রাসূলও ক্ষমা চান তবে তারা আল্লাহকে অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৪)

"আর যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনে ও আমলে সালেহ্ করে, অতঃপর হিদায়েতের পথে চলে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই আমি ক্ষমা করে দিব।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৮২)

তবে কি আপনি এসব (উপরোক্ত পাঁচটি) আয়াতসমূহ পড়তে আনন্দ পান না?

মূসা (আ) যখন একজন লোককে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুলক্রমে) হত্যা করে ফেলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন–

"হে আমার প্রভু! আমি অবশ্যই আমার প্রতি জুলুম করেছি, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন। তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-১৫)

দাউদ (আ) যখন অনুতপ্ত হলেন তখন আল্লাহ্ বলেন–

"অতঃপর আমি তার সে ভুল ক্ষমা করেছিলাম এবং তার জন্য আমার নিকট নৈকট্য ও শুভ পরিণাম রয়েছে।" (৩৮–সূরা ছোয়াদ : আয়াত-২৫)

আল্লাহ্ কতই না উৎকৃষ্ট, করুণাময় ও উদার! এমনকি যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে তারাও যদি তওবা করে, তবে তিনি তাদেরকেও তাঁর করুণা ও ক্ষমার প্রস্তাব করেছেন।

"তারা অবশ্যই কুফুরি করে যারা বলে যে, 'আল্লাহ্ তিনজনের মধ্যে তৃতীয় (একজন)'; অথচ একমাত্র ইলাহ্ (আল্লাহ্) ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তারা যা বলে তা হতে তারা বিরত না হলে তাদের মধ্য হতে যারা কুফুরি করেছে তাদের উপর অবশ্যই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। তবে কি তারা আল্লাহ্র নিকট তওবা ও ইসতিগফার করবে না? আল্লাহ্ তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম মেহেরবান।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৭৩-৭৪)

একখানি নির্ভরযোগ্য (সহীহ) হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন–
"আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তুমি যখন আমার নিকট প্রার্থনা করবে ও আমার নিকট আশা করবে তখন তোমার আশা, একনিষ্ঠতা ও বিশ্বাস অনুসারে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব আর এতে আমি কিছু মনে করব না (বা কারো পরওয়া করব না); হে বনী আদম! যদি তোমার গুনাহের পরিমাণ আকাশের চূড়ার সমানও হয়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। এবং তাতে আমি কিছু মনে করব না (বা এতে আমি কারো পরওয়া করব না)। হে বনী আদম সন্তান! যদি তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে পৃথিবীর সমপরিমাণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আস তারপর আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তবে আমিও তোমার নিকট পৃথিবীর সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আসব।"

ইমাম বুখারী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন–
"দিনের বেলা যারা পাপ করেছে তাদেরকে মাফ করার জন্য নিশ্চয় আল্লাহ রাত্রিবেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন। এবং রাত্রিবেলা যারা গুনাহ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য দিনের বেলা তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। এবং সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এরূপ করতে থাকবেন।" আরেকটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন–
"হে আমার বান্দারা! তোমরা অবশ্যই দিন-রাত গুনাহ কর, আর আমি সব পাপ মাফ করে দেই। অতএব, তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও। তাহলেই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব।"

আরেকটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ .

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, যদি তোমরা গুনাহ না করতে (এবং এর কারণে অহংকার বশত: ক্ষমা না চাইতে) তবে আল্লাহ তোমাদেরকে দূর করে অবশ্যই অন্য জাতিকে আনতেন যারা পাপ করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতো ফলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।" (এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ক্ষমা চাওয়াকে পছন্দ করেন। –বঙ্গানুবাদক)

এবং নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন–

"যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ; যদি তোমরা পাপ না করতে তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে এমন কিছুর ভয় করতাম যা গুনাহের চেয়েও বেশি ভয়ংকর আর তা হলো আত্মগরিমা।"

অন্য একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

كُلُّكُمْ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

"তোমরা সবাই পাপী আর সর্বোত্তম পাপী তাঁরাই যারা তওবাকারী।"

নিম্নের এই নির্ভরযোগ্য হাদীসখানিতে নবী করীম ﷺ আরো বলেন–

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবাতে তোমাদের সে ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন, যে নাকি তার সওয়ারী বা বাহনের উপর ছিল, এর উপর তার খাদ্য-পানীয়ও ছিল তারপর বাহনটি তার কাছ থেকে মরুভূমিতে হারিয়ে গেল, তারপর সে এটাকে খুঁজতে খুঁজতে না পেয়ে হতাশ হয়ে গেল, এরপর ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ঘুম থেকে জেগেই দেখে বাহনখানি তাঁর মাথার কাছে। ফলে সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ভুলে বলে ফেলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু', ভীষণ খুশির চোটেই সে ভুল করে ফেলল।"

নির্ভরযোগ্যভাবে আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ বলেছেন :

"নিশ্চয় এক বান্দা গুনাহ্ করে বলল, 'হে আল্লাহ্! আমার পাপ ক্ষমা করে দিন, কেননা, আপনি ছাড়া কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।' তারপর আবারও পাপ করে বলল, 'হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ মাফ করে দিন, কেননা, আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।' এরপর আবারও গুনাহ্ করে বলল, হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন। কারণ, আপনি ব্যতীত কেউই গুনাহ মার্জনা করতে পারবে না।' অতপর মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমার বান্দা জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন যিনি কাউকে পাপের কারণে পাকড়াও করবেন এবং কাউকে ক্ষমা করে দিবেন। অতএব আমার বান্দা যা ইচ্ছা করুক। অর্থাৎ (এভাবে গুনাহ্ হয়ে গেলে তওবা করতে থাক এবং) যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুতপ্ত হতে থাকবে, অনুশোচনা ও তওবা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা করতে থাকব।"

৪১. দুঃখিত হবেন না– সব কিছুই ভাগ্যানুসারে ঘটবে

তক্বদীর অনুপাতে ও যা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সে অনুসারেই সব কিছু ঘটে। মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত মুসলিমদের ধর্ম-বিশ্বাস এমনই। আল্লাহর ইলমের বাইরে, তাঁর অনুমতি ছাড়া এবং ঐশী পরিকল্পনা ছাড়া এ বিশ্ব জগতে কোন কিছুই ঘটে না।

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۔

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের মাঝে যে বিপর্যয় আসে তা আমি ঘটানোর পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, নিশ্চয় সে কাজ আল্লাহর পক্ষে সহজ।"

(৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২২)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ۔

"নিশ্চয় আমি প্রতিটি জিনিসকেই তার পূর্বনির্ধারণী অনুসারেই সৃষ্টি করি।"

(৫৪–সূরা আল ক্বামার : আয়াত-৪৯)

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষতি ইত্যাদি কতিপয় জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করব এবং (হে নবী মুহাম্মাদ!) আপনি ধৈর্যশীলদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দিন।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৫৫)

একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"মুমিনের কাজ বড়ই আশ্চর্যজনক! নিশ্চয় তাঁর সব কাজই তাঁর জন্য কল্যাণকর। যখন তাঁর কোন কল্যাণ হয় তখন শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তাঁর আরো কল্যাণকর হয়ে যায়। আর যখন তাঁর কোন ক্ষতি হয় তখন সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে সে ক্ষতিও তাঁর জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর এমনটি মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্যই হয় না।"

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন তুমি তা আল্লাহর নিকটে চাও, আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন তুমি আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাও। আর

জেনে রাখ যে, সব মানুষও যদি কোন বিষয়ে তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবুও তারা তা করতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যলিপিতে যেটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু উপকার করতে পারবে। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করার জন্যও একত্রিত হয় তবুও তারা তা করতে পারবে না, তবে তোমার ভাগ্যলিপিতে আল্লাহ্ যেটুকু লিখে রেখেছেন–সেটুকু ক্ষতি তারা করতে পারবে। কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং (কালিতে লিখিত) পৃষ্ঠাসমূহ শুকিয়ে গেছে।"

নবী করীম (তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক) আরো বলেছেন–

"এবং জেনে রাখ যে, যা তোমার নিকট এসেছে তা তোমার নিকট না আসার ছিল না এবং যা তোমার নিকট আসেনি তা তোমার নিকট আসার ছিল না।"

অন্য একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যা তোমার উপকার করবে তার জন্য চেষ্টা কর, আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাও, দুর্বল হয়ো না ও এ কথা বলো না যে, আমি অমুক অমুক কাজ করলে অবস্থা এমন এমন হতো। বরং একথা বল যে, আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন এবং তিনি যা চান তা তিনি করেন।"

আরো একখানি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"বান্দার জন্য আল্লাহ্ যে ফয়সালা করেন তা তাঁর জন্য কল্যাণকর।"

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকে পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কি কারো জন্য উপকারী? তিনি বললেন! "হ্যাঁ, তবে এ শর্তে যে, পাপের পর লজ্জিত, অনুতপ্ত, ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও মানসিকভাবে চরম অনুতপ্ত হতে হবে।"

মহান আল্লাহ্ বলেন–

"এবং এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৬)

৫০. দুঃখিত হবেন না– একটি সুখদায়ক পরিণতির জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন

নিচের হাদীসখানি তিরমিযী শরীফে পাওয়া যায়–

"সর্বোত্তম ইবাদত হলো (ধৈর্য সহকারে) স্বস্তির জন্য অপেক্ষা করা।"

اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ . "প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়"?

(১১–সূরা হূদ : আয়াত-৮১)

দুর্দশাগ্রস্তদের প্রভাত আবির্ভূত হচ্ছে, সুতরাং এর জন্য অপেক্ষা করুন। একটি আরবী প্রবাদ আছে, "রশি যদি বেশি কষে তবে তা ছিঁড়ে যায়।"

অন্য কথায়, যদি কোন অবস্থা সংকটজনক স্তরে পৌঁছে যায় তবে আলো ও খোলা পথের প্রত্যাশা কর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

"আর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে তবে আল্লাহ্ তাঁর পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দিবেন।"

(৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-৫)

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে – আল্লাহ্ তাঁর কাজ সহজ করে দেন।"

(৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-৪)

একখানি নির্ভরযোগ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ আল্লাহর এ কথা বলেন–

"আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি (তার প্রতি) সেরূপই (আচরণ করি); সুতরাং, সে যেরূপ ইচ্ছা আমার প্রতি সেরূপই ধারণা পোষণ করুক।"

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন–

"অবশেষে যখন রাসূলগণ হতাশ হয়ে গেলেন আর মানুষেরা ধারণা করল, তাদেরকে (অর্থাৎ রাসূলদেরকে) মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে বা (নবীগণ ভাবলেন,) মানুষেরা তাদেরকে মিথ্যুক ভাবছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল। অতএব, আমি যাকে ইচ্ছা করি সে মুক্তি পায়।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-১১০)

জেনে রাখুন যে, কষ্টের সাথে অবশ্যই স্বস্তি আছে। কোন কোন মুফাস্সির বা কুরআনের ব্যাখ্যাকার বলেন, "একটি সঙ্কট দু'টি আরামকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।" এবং এ কথাকে তারা হাদীস মনে করেন।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"জেনে রাখ যে ধৈর্যের মাধ্যমে বিজয় আসে এবং কষ্টের মাধ্যমে আরাম আসে।"

একজন আরবী কবি বলেছেন–

"যখন নাকি কিছু চোখ ঘুমিয়ে আছে তখন কিছু আঁখি আছে বিশ্রামহীন,
কী ঘটবে আর কী ঘটবে না তা নিয়ে গভীর ধ্যানেমগ্ন;
অতএব, যথাসম্ভব দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর;
কেননা, দুশ্চিন্তার বোঝা বহন করা পাগলামি।
তোমার প্রভু আছেন, যিনি তোমার গতকার্লের সমস্যা সমাধান করেছেন,
তিনিই আগামীকালও তোমার যা সমস্যা হবে তা সমাধান করবেন।"

আরেক আরবী কবি বলেছেন–

١. دَعِ الْمَقَادِيْرَ تَجْرِيْ فِيْ أَعِنَّتِهَا * وَلَا تَبِيْتَنَّ إِلَّا خَالِيَ الْبَالِ

٢. مَا بَيْنَ غَمْضَةِ عَيْنٍ وَانْتِبَاهَتِهَا * يُغَيِّرُ اللّٰهُ مِنْ حَالٍ إِلٰى حَالِ

১. "ঘটনা প্রবাহকে তার পূর্বনির্ধারিত পথে চলতে দাও, আর দুশ্চিন্তামুক্ত মন নিয়ে ঘুমাও।

২. কেননা, আল্লাহ্ এক পলকের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন করে দেন।

৫১. সুফলের জন্য ধৈর্যসহ অপেক্ষা করুন

পাতালকুঠুরিতে আপনার যে সম্পদ জমা করে রাখা আছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহর প্রতি আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে তবে উচ্চ প্রাসাদ ও সবুজ বাগানসমূহ আপনাকে শুধু দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা ও হতাশাই বয়ে এনে দিবে।

বিষন্ন হবেন না

এমনকি আপনার চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ও তাঁর ঔষুধও আপনাকে সুখী করতে পারবে না যদি আপনি বিষণ্নতাকে আপনার অন্তরে বাস করতে দিয়ে আপনার আবেগ ও অস্তিত্বে প্রবাহিত হতে দেন বা আপনি যদি বিষণ্নতা আপনার আবেগ ও অস্তিত্বে প্রবাহিত হতে দিয়ে আপনার অন্তরে বাস করতে দেন।

দুঃখ করবেন না

কারণ, আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন করার ক্ষমতা এবং রাজাধিরাজের দরবারে একান্ত বিনীত হওয়ার ক্ষমতা তো আপনার আছে। আল্লাহর নিকট সনির্বন্ধ আবেদন করার জন্য এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় গিয়ে জমিনে আপনার মাথা ঠেকানোর জন্য বরকতময় শেষ রাত্রি তো আছেই।

দুঃখিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবী ও এতে যা কিছু আছে তা সবই আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি সুন্দর সুন্দর বাগান সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো (সে বাগানগুলো) নানান গাছে ও ফুলে ভরা, আর ওগুলো (সে গাছ ও ফুলগুলো) নারী-পুরুষ এই উভয় যুগলে সৃষ্ট। আর তিনি লম্বালম্বা তালগাছ, ঝলমলে তারকা, বন-বনানী, নদ-নদী ও বহু ঝর্ণা ধারা সৃষ্টি করেছেন–তবুও আপনি বেজার!

দুঃখিত হবেন না

কারণ আপনি বিশুদ্ধ পানি পান করছেন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করছেন, সুস্থ শরীরে আপনার দু'পায়ে ভর করে হাঁটছেন এবং আপনি রাত্রিতে শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন।

৫২. দুশ্চিন্তা করবেন না : আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা, আপনার প্রভু অতি ক্ষমাশীল

"নূহ (আ) তাঁর জাতিকে বললেন, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা সৃষ্টি করবেন।" (৭১–সূরা আন নূহ : আয়াত-১০-১২)

সুতরাং, আল্লাহর নিকট অতি ঘনঘন ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাহলেই আপনি এ কাজের ফল পাবেন– আর তা হলো, মনের শান্তি, হালাল রিযিক, ধার্মিক সন্তান-সন্ততি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত।

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ইসতিগফার ও তওবা কর, তা'হলে তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উত্তম সম্পদ ভোগ করতে দিবেন এবং প্রত্যেক গুণী ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিবেন।"

(১১–সূরা হূদ : আয়াত-৩)

এখানে 'গুণী ব্যক্তি' বলতে তাকে বুঝানো হয়েছে, যে নাকি সশরীরে, শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে, তাঁর সম্পদ দিয়ে এবং এমনকি দু'টি ভালো কথা বলেও অভাবী (পীড়িত ইত্যাদি) লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রায়ই ইসতিগফার করে আল্লাহ তাঁর প্রতিটি দুশ্চিন্তাকে স্বস্তিজনক করে দেন এবং প্রতিটি সমস্যা থেকে তাকে উদ্ধার করেন।"

বুখারী শরীফে একটি হাদীস আছে, যা 'সায়্যেদুল ইসতিগফার' নামে প্রসিদ্ধ।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ . اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا

صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

"(আর তা হলো) হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, এবং আমি আপনার বান্দা, আমি যথাসম্ভব আপনার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর আছি। আমি যে মন্দ কাজ করেছি তার জন্য আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা আমি আপনার নিকট স্বীকার করছি এবং আমার পাপের কথাও স্বীকার করছি; সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন; কেননা, আপনি ছাড়া অন্য কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।"

৫৩. দুশ্চিন্তা করবেন না–সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করুন

জিকির সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

"নিশ্চয়, আল্লাহর জিকিরেই আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।"

(১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-২৮)

"সুতরাং (প্রার্থনা, প্রশংসা ইত্যাদির মাধ্যমে) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৫২)

"এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রেখেছেন।" (৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৫)

"হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি করে আল্লাহর জিকির কর এবং সকাল-বিকাল (ফজরের সময় ও আসরের সময়) তাঁর তসবীহ্ বা প্রশংসা পাঠ কর।"

(৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-৪১-৪২)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির হতে অমনোযোগী করে না দেয়।"

(৬৩–সূরা আল মুনাফিকূন : আয়াত-৯)

"এবং যখন তুমি ভুলে যাও তখন তুমি তোমার প্রভুকে স্মরণ করবে।"
(১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৪)

"এবং যখন তুমি ঘুম থেকে উঠ তখন তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে এবং তারকা অস্তগমনের পরেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" (৫২–সূরা আত্ তূর : আয়াত-৪৮-৪৯)

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা কর তখন বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"
(৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৪৫)

একখানি সহীহ্ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যে তাঁর প্রভুর জিকির করে আর যে তার প্রভুর জিকির করে না এদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের মতো।"

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন–

سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالُوْا : مَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ.

"অনন্য ব্যক্তিবর্গ অন্যদেরকে ছাড়িয়ে গেছে।" সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কারা অনন্য ব্যক্তিবর্গ?" নবী করীম ﷺ বললেন, "আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকরে এমন নারী এবং পুরুষগণ।"

আরেকটি বিশুদ্ধ হাদীসে নবী করীম বলেছেন–

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : ذِكْرُ اللّٰهِ.

"তোমাদের প্রভুর নিকট তোমাদের যে কাজ সর্বোত্তম ও পবিত্রতম, যা (সৎ কাজে) তোমাদের সোনারূপা ব্যয় করার চেয়েও ভালো এবং যা (জেহাদের সময়) তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলা করে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া ও তারা তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার চেয়েও উত্তম তার সংবাদ আমি কি তোমাদেরকে দেব না?" সাহাবীগণ বললেন, "অবশ্যই! হে আল্লাহ্‌র রাসূল!" নবী করীম বললেন, "আল্লাহ্‌র জিকির।"

একখানি সহীহ্ হাদীসে আছে–

"নবী করীম ﷺ-এর কাছে একজন লোক এসে বলল : "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পক্ষে ইসলামের বিধানসমূহ অনেক বেশি হয়ে গেছে, অথচ আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, তাই আমাকে এমন (একটি সহজ) আমলের কথা জানিয়ে দিন– যা আমি সর্বদা করতে পারব।" নবী করীম ﷺ বললেন, "তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ্‌র জিকিরে সর্বদা (মশগুল থাকার ফলে) সিক্ত থাকে (তথা তাজা থাকে বা ব্যস্ত থাকে)।"

৫৪. বিষাদগ্রস্ত হবেন না– কখনও আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হতে নিরাশ হবেন না

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ -

"কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ্ রহ্‌মত হতে অন্য কেউ নিরাশ হয় না।
(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৭)

"অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হয়ে গেল এবং ভাবল যে লোকেরা তাদেরকে মিথ্যুক ভাবছে বা লোকেরা ভাবল যে তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-১১০)

"এবং আমি তাকে দুশ্চিন্তা হতে নাজাত বা মুক্তি দিলাম; এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করি।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৮৮)

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মনে মনে অনেক সন্দেহ পোষণ করছিলে। সেখানে মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।" (৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-১০-১১)

অন্যেরা আপনাকে যে (মানসিক) আঘাত দিয়েছে তা নিয়ে দুঃখ করবেন না বরং যারা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

হিংসা-বিদ্বেষের মূল্য বিরাট, অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের বিনিময়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তিকে এ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সে তার মন ও রক্ত মাংসের বিনিময়ে এ মূল্য পরিশোধ করে। প্রতিশোধ গ্রহণের মজা পেতে চাওয়া এবং অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে সে তার শান্তি, তার আরাম-আয়েশ ও তার সুখকে বিসর্জন দেয়।

হিংসা-বিদ্বেষও এমন এক রোগ যার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা চিকিৎসা ও অষুধ দিয়েছেন–

"এবং (তাঁরাই মুত্তাকী) যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

"ক্ষমা প্রদর্শন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন।" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৯৯)

"(মন্দকে) ভালো দ্বারা দূর করুন। তাহলেই আপনার ও যার মাঝে শত্রুতা আছে (সে এমন হয়ে যাবে) যেন সে অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

(৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-৩৪)

এ আয়াতের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ মু'মিনদেরকে ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করতে এবং তাঁদের সাথে যারা দুর্বব্যবহার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে আদেশ করেছেন।

আপনার জীবনে যা অতীত হয়ে গেছে তা নিয়ে দুঃখ করবেন না; কেননা, প্রকৃতপক্ষে আপনি অনেক অনুগ্রহ-ধন্য।

যে বহু অনুগ্রহ ও দানে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ভূষিত করেছেন সেগুলোর কথা গভীরভাবে ভেবে দেখুন এবং সেগুলোর জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। মহান আল্লাহর অসংখ্য করুণার কথা স্মরণ করুন; কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

"এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করতে চাও, তবে কখনও তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (১৬–সূরা নাহল : আয়াত-১৮)

"আর তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন। (৩১–সূরা লোক্বমান : আয়াত-২০)

প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় ইসলামী একত্ববাদ বা তাওহীদ এবং বৈধ আনন্দ যেমন ভালো স্বাস্থ্য, ভালো বই এবং বৈধ যৌন জীবন পরিচালনা ইত্যাদি, আর অপ্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস বা তাওহীদের প্রতি ঈমান, ইলম বা জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা হিকমত, নেক আমল করার জন্য হেদায়াত এবং আখেরাতে বেহেশতের আনন্দ ও পরমোল্লাস ইত্যাদি।

"এবং তোমাদের নিকট যে নেয়ামত আছে তা (সবই) আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অত:পর তোমাদের যখন কোন ক্ষতি হয় তখন তোমরা তাঁর নিকট সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাক।" (৩১–সূরা লোক্বমান : আয়াত-২০)

আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত প্রতিষ্ঠিত করার পর বলেছেন–

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ـ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ـ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ـ

"আমি কি তার জন্য দু'খানি আঁখি, একটি জিহ্বা এবং দু'খানি ঠোঁট বানিয়ে দেইনি? আর আমি কি তাকে (ভালো ও মন্দ এ) দু'টি পথ দেখাইনি?

(৯০–সূরা আল বালাদ : আয়াত-৮-১০)

জীবন, স্বাস্থ্য, শ্রবণ ও দর্শন শক্তি, দু'হাত, দু'পা, পানি, বায়ু, খাদ্য– এগুলো হলো এ পৃথিবীর দর্শনসাধ্য ও দৃশ্যমান নেয়ামত। কিন্তু, সর্বোত্তম নেয়ামত হল ইসলাম ও হিদায়াত। যে ব্যক্তি আপনার আঁখিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয় ও আপনার হৃদয়ের বদলে (আপনাকে) প্রচুর টাকা দিতে চায় তাকে আপনি কি বলবেন? বাস্তবে আপনার সম্পদের কতটা মাহাত্ম্য আছে? কৃতজ্ঞ না হয়ে আপনি আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ, দান, করুণা ও নেয়ামতের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করছেন না।

৫৫. তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দুঃখ করবেন না

তুচ্ছ বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন থেকে আপনি এমন এক গুণ প্রদর্শন করবেন যা আপনাকে সুখ বয়ে এনে দিবে; কেননা, যার উদ্দেশ্য মহৎ তিনি শুধু পরকাল নিয়েই বিভোর হয়ে থাকেন।

আমাদের একজন ধার্মিক পূর্বসূরী তাঁর এক ভাইকে নিচের কথাগুলো দ্বারা উপদেশ দিয়েছিলেন–

"শুধুমাত্র একটি বিষয়ে উদ্বিগ্ন হও– (আর তা হলো) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে। তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়ে এবং পরকালের বিষয়ে।"

"সেদিন তোমাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হবে এবং সেদিন তোমাদের কোন গোপন বিষয় গোপন থাকবে না।"

(৭৯–সূরা আন নাযি'আত : আয়াত-১৮)

পরকালের উদ্বিগ্নতার সাথে তুলনা করলে সব উদ্বিগ্নতাই দূর হয়ে যায়। এ জীবনের দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও উদ্বিগ্নতাসমূহ কী? সেগুলো হলো মান-মর্যাদা, নাম-ডাক-যশ– খ্যাতি, আয়-রোজগার, ধন-সম্পদ, দালান-কোঠা ও সন্তান-সন্তুতি। আল্লাহ্ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার সাথে তুলনা করা হলে এগুলো কিছুই না।

মহান আল্লাহ্ তাঁর শত্রু মুনাফিকদের বিবরণ এভাবে দিয়েছেন–

"আরেক দল (অন্যদেরকে ও নবী ﷺ-কে বাঁচানোর চিন্তা না করে নিজেদের কিভাবে বাঁচানো যায় সে বিষয়ে) নিজেদের চিন্তায় মগ্ন ছিল এবং আল্লাহর ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছিল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

তাদের চিন্তা শুধু নিজেদের জন্যই– তাদের পেটপূজা নিয়ে এবং তাদের কাম চরিতার্থ নিয়ে; তারা উচ্চতর কোন অভিপ্রায়ের কথা জানে না।

সাহাবীগণ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গাছের নিচে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল তখন একজন মুনাফিক তার লাল উটের জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে গেল যেটা হারিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল :

"তোমাদের বাইয়াতের অনুষ্ঠানের চেয়ে আমার উট খুঁজে বের করা আমার কাছে বেশি প্রিয়।"

একজন মুনাফিক যে নিজেকে নিয়েই উদ্বিগ্ন সে সঙ্গীদেরকে তাবুক অভিযান সম্বন্ধে বলেছিল। গরমে অভিযানে বের হয়ো না।"

মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ـ

"বলুন! (এই তাপের চেয়ে) জাহান্নামের আগুনের তাপে অধিকতর প্রচণ্ড।"
(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৮১)

আরেকজন মুনাফিক বলেছিল–

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّىْ وَلَاتَفْتِنِّىْ ـ اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ـ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ـ

এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, "আমাকে (যুদ্ধ করা থেকে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলবেন না। সাবধান! তারাই ফিতনাতে পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করেই আছে।"
(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"নিশ্চয়ই তারা অগ্নি পরীক্ষায় পড়েছে।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

যখন অন্যরাও সমস্যায় পড়েছিল এবং শুধু নিজেদের ধন-সম্পদ ও পরিবার নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিল (তখন আল্লাহ তাদের কথা এভাবে বলেন)–

"আমাদের ধন-সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে সুতরাং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

যারা নিজেরাই তুচ্ছ ও নগণ্য তারা ছাড়া অন্য কারোই এসব তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা মহান সাহাবীগণ আল্লাহর রহমত কামনা করতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা করতেন।

৫৬. বিষণ্ণ হবেন না– দুশ্চিন্তা দূর করুন

অলসতা ধ্বংসাত্মক এবং যারা উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভোগে তাদের অধিকাংশই অলস এবং অকর্মা। যারা অর্থবহ ও সফল কাজ হতে রিক্তহস্ত গুজব আর গল্পই তাদের একমাত্র পুঁজি।

নিজেকে কোন কাজে নিয়োজিত করুন এবং সে কাজে কঠোর প্রচেষ্টা চালান। পড়ুন, আবৃত্তি (তেলাওয়াত) করুন এবং আপনার প্রতিপালকের (সপ্রশংস মহিমা কীর্তন) করুন। লিখুন, বন্ধুদের দেখতে যান এবং নিজের সময়কে কাজে লাগান। সংক্ষেপে, এক মিনিট সময়ও অলসতায় নষ্ট করবেন না। আপনার জীবনের প্রতিটি দিনেই (যে দিনটি আপনি কাটাচ্ছেন তাতেই) দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দেখা দিবে। কুসংস্কার ও কুমন্ত্রণা আপনার অন্তরে ঢুকে আপনাকে শয়তানের খেলার মাঠ হতে দিবে।

যে লোককে আপনি একদা কোন উপকার করেছেন কিন্তু সে উপকারের কথা বেমালুম ভুলে যায় বা অস্বীকার করে এমন লোকের ব্যাপারে দুঃখ করবেন না; কেননা, একমাত্র আল্লাহর পুরস্কারের জন্যই আপনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত।

আমলে সালেহ বিশুদ্ধভাবে ও একনিষ্ঠ হয়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করুন এবং কারো অভিবাদন বা ধন্যবাদ পাবার আশায় করবেন না। আপনি যদি কারো কোন উপকার করে থাকেন আর সে যদি এর মূল্যায়ন না করে অকৃতজ্ঞ হয় তবে মনে ব্যথা পাবেন না। আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার পুরস্কার চান। মহান আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের সম্বন্ধে বলেন–

"তাঁরা আল্লাহর দান ও সন্তুষ্টি কামনা করে।" (৫৯–সূরা আল হাশর : আয়াত-৮)

"বলুন, "এজন্য আমি তোমাদের নিকট কোন পারিতোষিক বা বকশিস চাই না।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৭; ৩৪ : ৪৭; ৩৮ : ৮৬)

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا .

"আমরাতো তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই খাওয়াই; তোমাদের কাছ থেকে আমরা কোন প্রতিদান বা ধন্যবাদ আশা করি না।"

(৭৬–সূরা আদ দাহর বা ইনসান : আয়াত-৯)

অতএব, আপনার লেনদেন শুধুমাত্র আল্লাহ্র সাথেই করুন। যেহেতু, তিনিই পুর্ণকর্মের বা আমলে সালেহের প্রতিদান দেন, যারা সৎকাজ বা নেক আমল করে তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং যারা পাপ কাজ বা মন্দ আমল করে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন।

শহীদদেরকে যখন কান্দাহারে হত্যা করা হয় তখন উমর (রা) তাঁর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে নিহত হলো?" তাঁরা তাঁর কাছে কতিপয় নাম বললেন এবং তারপর বললেন : "এবং এমন কিছু লোক যাদেরকে আপনি চিনেন না।" ওমরের আঁখিদ্বয় অশ্রুতে টলটলে হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, "কিন্তু আল্লাহ্ তো তাদেরকে চিনেন।" (অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ্ প্রতিদান দিবেন, তাদেরকে আমরা না চিনলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালোভাবেই চিনেন।)

একজন ধার্মিক ব্যক্তি এক অন্ধ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর খাবার খাওয়াল। তাঁর স্ত্রী বলল, "এ অন্ধ লোকটিতো জানেনা যে সে কী খাচ্ছে (সুতরাং তাঁকে নিম্নমানের কিছু খেতে দিন)" তিনি উত্তর দিলেন। "কিন্তু আল্লাহ্ তো জানেন।"

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কাজ (অর্থাৎ আপনি যা করেন তা) জানেন, আপনি যে ভালো কাজ করেন এবং অন্যদেরকে যে সাহায্য করেন তা (তিনি) জানেন, সেহেতু মানুষ কী ভাবছে সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন, দুশ্চিন্তাহীন ও প্রশান্ত থাকুন।

৫৭. অন্যদের দোষারোপ ও অবজ্ঞায় দুঃখ করবেন না

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ـ

"সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।"

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১১)

"তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেন না।"

(১৬-সূরা আন নাহল : ১২৭)

"এবং তাদেরকে কষ্ট দিবেন না (বা তাদের কষ্টকে উপেক্ষা করুন) এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। (৩৩-সূরা আল আহ্যাব : ৪৮)

"অতপর আল্লাহ তাঁকে [অর্থাৎ মূসা (আ)-কে] তাদের অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন।" (৩৩-সূরা আল আহ্যাব : ৬৯)

একজন আরবদেশী কবি বলেছেন-

"বালকেরা যখন বিশাল সাগরে পাথরের নুড়ি নিক্ষেপ করে তখন এ বিশাল সাগরের কোন ক্ষতি হয় না।"

একখানি হাসান হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

"আমার নিকট আমার সাহাবীদের দোষ বর্ণনা কর না, আমি প্রশান্ত চিত্তে তোমাদেরকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাই।"

৫৮. গরীব হওয়াতে দুঃখ করবেন না

দেহ যতই ভোগ করে আত্মা ততই কলঙ্কিত হয় এবং অল্প থাকার মধ্যে নিরাপত্তা আছে। এ পৃথিবীতে প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করা (বা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করা) এমন এক আসন্ন শান্তি যা সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দান করেন।

"নিশ্চয় পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানা আমারই।"

(১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৪০)

একজন কবি বলেছেন-

مَــاءٌ وَخُــبْــزٌ وَظِــلٌّ * ذَاكَ الــنَّــعِــيْــمُ الْاَجَــلّ ـ

كَــفَــرْتُ نِــعْــمَــةَ رَبِّــىْ * اِنْ قُــلْــتُ اِنِّــىْ مُــقِــلّ ـ

"পানি, রুটি ও ছায়া এগুলো হলো মহা নেয়ামত। যদি আমি বলি যে, 'আমি অভাবী', তবে আমি তো আমার প্রভুর নেয়ামতকে অস্বীকার করি।"

এ দুনিয়াতে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শুধু ঠাণ্ডা পানি, গরম রুটি বা টাটকা খাবার এবং পর্যাপ্ত ছায়া।

৫৯. কী ঘটবে সে ভয়ে বিষণ্ন হবেন না

তাওরাত শরীফে নিচের কথাখানি বর্ণিত আছে–

"যা ঘটবে বলে ভয় করা হয় তার অধিকাংশই কখনো ঘটে না।" এর অর্থ হলো যে, অধিকাংশ আসন্ন সমস্যার আশংকা ও ভয় বাস্তবরূপ নিতে ব্যর্থ হয়। জীবনে বাস্তবিক পক্ষে যা ঘটে তার চেয়ে মনের অনুমান বা ধারণা সংখ্যায় ও আকারে অনেক বেশি।

একজন আরবী কবি বলেন–

"আমার মন যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল তখন আমি তাকে বলেছিলাম–

"সুখে থাক, কারণ অধিকাংশ ভয়ই অমূলক।"

এতে বুঝা যায় যে, যদি আপনি কোন আসন্ন দুর্বিপাক ও দুর্দশার কথা শুনেন তবে অতিরিক্ত ভীত হবেন না, বিশেষ করে, অধিকাংশ আসন্ন বিপদের ভবিষৎবাণীই মিথ্যা হয়ে থাকে।

"এবং আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতএব, আল্লাহ্ তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করলেন।" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৪৪-৪৫)

৬০. হিংসুক ও দুর্বলমনা লোকদের সমালোচনায় দুঃখিত হবেন না

যদি আপনি তাদের সমালোচনায় এবং তাদের অসংগত, অশিষ্ট ও ধৃষ্ট মন্তব্যে ধৈর্য প্রর্দশন করতে পারেন তবে আপনি পুরস্কৃত হবেন। তারা যতই আপনার সমালোচনা করবে ততই আপনার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ, যে ব্যক্তি অকৌশলী ও অদক্ষ তার কোন হিংসুক নেই। আরবী প্রবাদ অনুসারে বলতে গেলে বলতে হয় : "লোকেরা মৃত কুকুরকে লথি মারে না।"

একজন কবি বলেন–

"তাদেরকে যে উৎকর্ষতায় ছাড়িয়ে গেছে তাঁকে তারা হিংসা করে, লোকেরা তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা করে, ঠিক হিংসুটে রমণীদের মতো যারা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে সুন্দরী কুমারীর সম্বন্ধে বলে যে, সে হীন চরিত্রের।"

যুহাইর বলেছেন–

"সে নেয়ামতে ধন্য হয়েছে তা নিয়ে তারা হিংসা করে, আল্লাহ্ তাঁর থেকে তাদের অসন্তোষের কারণ (নেয়ামত) ছিনিয়ে নিবেন না।"

আরেকজন কবি বলেছেন–

"তারা আমার মৃত্যুতেও হিংসা করবে, এটা কতই না হতভাগ্যের বিষয় যে, এমনকি আমার মৃত্যুতেও আমি তাদের হিংসা থেকে বাদ পড়ব না।"

আরো একজন কবি বলেছেন–

"গল্প-বাগীশ ও গুজব রটনাকারীদের অবিচার সম্বন্ধে আমি অভিযোগ করলাম, তুমি এমন কোন সম্মানিত ও সফল ব্যক্তি পাবে না যে নাকি হিংসার ছোবল থেকে বাঁচতে পেরেছে।

হে সম্মানিত ও যোগ্য বন্ধু! তুমিও এর শিকার,

তবে গোবেচারা ও হতভাগ্যদের কেউ হিংসা করে না।"

অন্য একটি কবিতায় আছে–

"কেউ যদি তাঁর মাহাত্ম্যে আকাশে পৌঁছে যায়, তবে আকাশের তারার সমান সংখ্যায় তার শত্রু হবে, সর্বপ্রকার অত্যাচার সম্বলিত ধনুক দিয়ে তাঁর প্রতি (অত্যাচারের তীর) নিক্ষেপ করবে।

তবুও তাদের অপব্যবহার ও গালাগালি কখনও তাদেরকে তাঁর মাহাত্ম্যের স্তরে পৌঁছাতে পারবে না।"

নবী মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে বলেছিলেন যে, লোকদেরকে তাঁকে গালাগালি করা থেকে বিরত রাখতে। আল্লাহ্ বলেন, "হে মূসা! আমি আমার জন্যও এ কাজ করিনি। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ও তাদেরকে রিজিক দিয়েছি অথচ তারা আমাকে গালি দেয়।"

নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "আল্লাহ্ বলেন, "আদম সন্তান আমাকে গালিগালাজ করে, অথচ তার এ কাজ করার অধিকার নেই। সে যে যুগকে গালি দেয় এতেই আমাকে গালি দেয়া হয়, কেননা, আমিই যুগ অর্থাৎ আমিই যুগকে পরিবর্তন ও আবর্তন করি। আমিই যেভাবে ইচ্ছা দিন-রাতের আবর্তন ঘটাই। তারা যে বলে আমার

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে– এতেই আমাকে গালি দেয়া হয়, কারণ, আমার কোন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই।"

আপনার মান-মর্যাদাকে আক্রমণ করা থেকে আপনি জনগণকে বিরত রাখতে সক্ষম নাও হতে পাবেন, কিন্তু, আপনি ভালো কাজ করতে পারেন এবং পরিণামে তাদের নিন্দা ও বিদ্বেষকে অবজ্ঞা করতে পারেন।

আরেকজন কবি বলেছেন–

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى السَّفِيْهِ يَسُبُّنِيْ * فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِيْنِيْ .

"আমাকে গালি দেয় এমন এক বোকার পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম,

"সে আমাকে গালি দিচ্ছে না।" একথা (মনে মনে) বলে আমি সে স্থান অতিক্রম করে গেলাম।"

আরোও একজন কবি বলেন–
"বোকার কথার জবাব দিও না,

কেননা, তার কথার জবাব দেয়ার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।"'

যারা সমৃদ্ধ, যারা মহৎ এবং যারা প্রতিভা দেখায় তাঁদের কাজে মূর্খ ও বোকারা স্পষ্টভাবে অপমান বোধ করতে পারে।

"আমার চারিত্রিক সৌন্দর্যই যদি আমার পাপ হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহ করে বলুন কিভাবে আমি তার ক্ষতিপূরণ করব।"

"প্রত্যেক সামনে ও পিছনে সমালোচনাকারীদের জন্য ধ্বংস! যে সম্পদ জমা করে বারবার গণনা করে রেখেছে।

সে মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে চিরঞ্জীব করে রাখবে। কখনও নহে! অবশ্যই সে দাউদাউ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।"

(১০৪–সূরা হুমাজাহ : আয়াত-৩-৪)

একজন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য লেখক বলেছেন–

"Do what is right, and then turn your back to every vulgar criticism."

"যা সঠিক তা কর এবং প্রত্যেক অমার্জিত নিন্দাবাদকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।"

আপনাকে লক্ষ্য করে যে ক্ষতিকর মন্তব্য করা হয় তার জবাব দিবেন না। সহনশীলতা আপনার দোষ ক্রটিকে ঢেকে রাখবে। সহনশীলতা হলো মহত্তর গুণ। নীরবতা শত্রুকে জয় করে। ক্ষমা এমন এক সম্মান যার জন্য আপনি পুরস্কৃত হবেন। আপনার সম্বন্ধে যদি কোন মানহানিকর মন্তব্য ছাপানো হয় তবে আপনি জেনে রাখুন যে, অর্ধেক পাঠক তা ভুলে যাবে আর বাকি অর্ধেকে প্রধানত: তা পড়ার প্রতি অনাগ্রহী থাকবে। অতএব, যা বলা হয়েছে তা রদ করতে যেয়ে বাড়তি গণ্ডগোল সৃষ্টি করবেন না।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন–

"জনতা আপনার আমার কথা ভুলে তাদের রুটির জন্যই বা রোজগারের জন্যই ব্যস্ত। তাদের কেউ যদি পিপাসার্ত থাকে তবে তো সে আপনার আমার মৃত্যুর কথাও ভুলে যাবে।"

একজন কবি বলেছেন–

"তোমার পাশে বসা সঙ্গীদের নিকট তোমার বিষয় প্রচার করিও না।

কেননা, তারা হিংসুটে এবং তোমার দুর্দশায় তারা আনন্দ করবে।"

যে গৃহ নানা প্রকার মূল্যবান খাদ্যে ভরপুর হওয়া সত্ত্বেও তা সমস্যা ও অশান্তির জায়গা সে ঘরের চেয়ে যে গৃহে শান্তি ও প্রয়োজনীয় খাবার আছে সে ঘর ভালো।

৬১. একটু ভাবুন

বিষণ্ন হবেন না : কারণ, অসুস্থতা জীবের সাময়িক অবস্থা মাত্র; পাপ মাফ করা হবে; ঋণ পরিশোধ (করা) হবে; বন্দী মুক্তি পাবে; আপনার প্রিয় প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে আসবে; পাপী অনুতপ্ত হবে এবং গরীবরা ধনী হবে।

দুঃখিত হবেন না : এজন্য যে, আপনি কি দেখতে পান না যে, কিভাবে কালো মেঘ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু কিভাবে প্রশমিত হয়ে যায়? আপনার কষ্টের পরেই শান্তি আসবে এবং আপনার ভবিষৎ উজ্জ্বল হবে।

দুশ্চিন্তা করবেন না : কারণ সূর্যের উষ্ণ কিরণ প্রচুর ছায়ায় দূর হয়ে যাবে, দুপুর-রোদের তৃষ্ণা শীতল পানিতে মিটে যাবে, ক্ষুধার জ্বালা উষ্ণ খাবারে

মিটে যাবে এবং নিদ্রাহীনের উদ্বিগ্নতা গভীর ঘুমে দূর হয়ে যাবে বা উদ্বিগ্ন ব্যক্তির অনিদ্রার পর গভীর ঘুম আসবে। স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের পর অসুস্থ ব্যক্তি যাতনার কথা শীঘ্রই ভুলে যাবে। আপনার কর্তব্য শুধু অল্প সময়ের জন্য সহ্য করা এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য ধৈর্যশীল হয়ে থাকা।

আলী ইবনে জাবলা বলেছেন–

সম্ভবত : একটি উদ্ধারের পথ পাওয়া যাবে,

সম্ভবত : আমরা সম্ভাবনার দ্বারা সান্ত্বনা পাব।

সুতরাং তোমার মনকে দমন করে যে দুশ্চিন্তা তার মোকাবেলায় তুমি হতাশ হয়ে যেয়ো না, কারণ, মানুষ যখন সব আশা হারিয়ে ফেলে তখন সবচেয়ে নিকটবর্তী সত্তা (আল্লাহ্) উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসবেন।"

আল্লাহ্ আপনার জন্য যা পছন্দ করেছেন আপনিও আপনার জন্য তা পছন্দ করুন।

তিনি যদি আপনাকে দাঁড়াতে বলে তবে আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন এবং তিনি যদি আপনাকে বসতে বলে তবে আপনি বসে থাকুন। তিনি যদি আপনাকে দরিদ্র বানিয়ে থাকেন, তবে ধৈর্য প্রদর্শন করুন। আর তিনি যদি আপনাকে ধনী বানিয়ে থাকেন তবে কৃতজ্ঞ হোন। একথাগুলো বুঝে আসে একথার দ্বারা যে–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً .

"প্রভু হিসেবে আল্লাহকে, ধর্ম হিসেবে ইসলামকে এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মেনে নিয়েছি।"

এবং একজন আরব কবি বলেছেন–

لَا تُدَبِّرْ لَكَ اَمْرًا * فَاُولُوا التَّدْبِيْرِ هَلْكٰى .

وَارْضَ عَنَّا اِنْ حَكَمْنَا * نَحْنُ اَوْلٰى بِكَ مِنْكَا .

"তোমার জন্য কোন পরিকল্পনা করিও না, কেননা, পরিকল্পনাকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত; আর আমার হুকুমে রাজি হয়ে যাও। আমি পরিকল্পনার জন্য তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য।"

মন:ক্ষুণ্ন হবেন না : অন্যের কাজ কর্মকে উপেক্ষা করুন। তারা ক্ষতি করার, উপকার করার, জীবন-মৃত্যু, পুরস্কার বা শক্তি কোন কিছুই দেয়ার দাবি করতে পারে না।

ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বলেছেন-

"আমরা যে (ইবাদতের মধ্যে পরমানন্দের) জীবন যাপন করি তা যদি রাজা-বাদশাগণ জানতেন তবে তারা এ বিষয়ে আমাদের সাথে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করতেন।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রা) বলেছেন-

"মাঝে মাঝে (মনের এমন অবস্থা হয় যে, তখন) আমি বলি, বেহেশতবাসীরা যদি এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারত তবে বাস্তবিকই তাদের জীবন চমৎকার হতো।"

তিনি অন্য (ঘটনার) সময় বলেছেন-

"আল্লাহর জিকিরের ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুভূতির পরমানন্দে আত্মা মাঝে মাঝে নেচে উঠে।"

জেলখানার প্রবেশকালে প্রহরীরা যখন তাঁর সামনের দরজা বন্ধ করছিল তখন তিনি আরোও বলেছেন-

"অতএব তাদের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া করা হবে, তার একটি দরজা থাকবে। এর ভিতরে থাকবে রহমত এবং এর বাহিরে থাকবে শাস্তি।"

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-১৩)

জেলখানায় থাকাকালে তিনি বলেছিলেন-

"আমার শত্রুরা আমার কী করতে পারবে। আমার অন্তরেই আমার বেহেশত আছে; আমি যেখানেই যাই আমার জান্নাত আমার সাথেই থাকে। আমার শত্রুরা যদি আমাকে হত্যা করে। তবে আমি শহীদ হব। যদি তারা আমাকে আমার দেশ ত্যাগে বাধ্য করে তবে আমি পর্যটক হিসেবে বিদেশে যাব, আর যদি আমাকে বন্দী করে তারা আমাকে (আল্লাহর ইবাদত করার জন্য) নিরিবিলি পরিবেশের বন্দোবস্ত করে দেয়।"

একদা এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন–

"যে আল্লাহকে হারিয়েছে সে কী পেয়েছে? আর যে আল্লাহকে পেয়েছে সে কিসের সন্ধান পেয়েছে? তারা কখনও সমান হতে পারে না। যে আল্লাহকে পেয়েছে সে সবকিছুই পেয়েছে আর যে আল্লাহকে হারিয়েছে সে সবকিছুই হারিয়েছে।"

অন্ধভাবে দুঃখ করবেন না, বরং আপনি যে জিনিসের জন্য দুঃখ করছেন অতি অবশ্যই তার মূল্য আপনাকে জানতে হবে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

لِاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

"আমার নিকট "আল্লাহ্ কতই না পবিত্র: সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য: তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।" একথা বলা সূর্য যেসব জিনিসের উপর উদিত হয় তার চেয়েও বেশি প্রিয়।"

ধনী লোকদের অট্টালিকা-দালান-কোঠা-ঘর-বাড়ি এবং তাদের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের এক পূর্বসূরী বলেন, আমরা খাদ্য খাই তারাও খাদ্য খায়। আমরা পান করি তারাও পান করে। আমরা দর্শন করি তারাও দর্শন করে। আমাদেরকে হিসাব বা জবাব দেয়ার জন্য ডাকা হবে না তাদের মত করে। যেমন তাদেরকে কৈফিয়ত দেয়ার জন্য ডাকা হবে (কীভাবে তারা সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কীভাবে এগুলো খরচ করেছে?)

কবির ভাষায়–

"কবরে প্রথম রাত কবরবাসীকে খসরুর রাজ প্রসাদ ও সীজারের স্বর্ণ-ভাণ্ডারের কথা ভুলিয়ে দিবে।"

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

"তোমরাতো (সম্পদ, সঙ্গী ও অন্য সবকিছু ছাড়া) ঠিক তেমনি একাকী আমার নিকটই এসেছ, যেমনি তোমাদেরকে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।" (৬–সূরা আল আন'আম : ৯৪)

মু'মিনগণ বলেন–

"ইহা তো তাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ সত্যই বলেছিলেন।"

(৩৩–সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-২২)

মুনাফিকরা বলে–

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।" (৩৩–সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-১২)

আপনার জীবন আপনার চিন্তারই ফসল। আপনি মনে মনে যা ভাবেন তা আপনার জীবনে এক অমোচনীর প্রভাব ফেলবে– তা এবার সুখপ্রদ চিন্তা হোক বা হতাশাব্যঞ্জক চিন্তাই হোক (অর্থাৎ– সুচিন্তায় সুপ্রভাব ও কুচিন্তায় কুপ্রভাব পড়বে। –বঙ্গানুবাদক)

একজন কবি বলেছেন–

لَا يَمْلَأُ الْهَوْلُ قَلْبِىْ قَبْلَ وَقْعَتِهِ * وَلَا اَضِيْقُ بِهِ ذَرْعًا اِذَا وَقَعَا .

"দুর্ঘটনা ঘটার আগেই আমার মন দুশ্চিন্তায় ভরে যায় না এবং যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি না।"

৬২. মনমরা হবেন না- পরোপকার করুন

অন্যদের নিকট কাজের হওয়া সুখের দিকে নিয়ে যায়। একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে আছে : নবী করীম ﷺ বলেছেন –

"আল্লাহ তা'য়ালা যখন বিচার দিবসে তাঁর বান্দার বিচার করবেন তখন তিনি নিশ্চয় তাঁর বান্দাকে বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম অথচ তুমি আমাকে খাওয়াওনি।" সে উত্তর দিবে, যখন নাকি আপনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক তখন আমি আপনাকে কীভাবে খাওয়াতে পারি? তিনি বলবেন, "তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুকের পুত্র অমুক ক্ষুধার্ত ছিল কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। হায়! তুমি যদি তাকে খেতে দিতে তবে তুমি তা (অর্থাৎ তার পুরস্কার) আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম অথচ তুমি আমাকে কিছু পান করতে দাওনি।"

সে বলবে, আপনি হলেন সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আপনাকে আমি কীভাবে পান করতে দিতে পারি? তিনি বলবেন, "তুমি কি জানতে না যে আমার বান্দা অমুকের পুত্র অমুক পিপাসার্ত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করতে কিছু দাওনি। হায়! যদি তুমি তাকে পান করাতে হবে তার পুরস্কার আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি।" সে বলবে, "আমি আপনাকে কীভাবে দেখতে আসতে পারি? আপনিতো সারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" তিনি বলবেন, "তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুকের পুত্র অমুক অসুস্থ ছিল, কিন্তু, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। হায়! যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তবে তুমি আমাকে তার নিকট পেতে।"

এখানে একটি মজার বিষয় হলো যে, হাদীসটির শেষ তৃতীয়াংশে "তুমি তার নিকট আমাকে পেতে।" কথাটি আছে। একথাটি হাদীসটির প্রথম দু'অংশের মতো নয়। সেসব স্থানে আছে –

"তুমি তা (অর্থাৎ খাদ্য খেতে দেয়ার ও পানীয় পান করতে দেয়ার পুরস্কার) আমার নিকট পেতে।"

পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন যাদের মন দুর্দশাগ্রস্ত, যেমনটি অসুস্থ ব্যক্তির মন। এবং আরেকটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"প্রতিটি তাজা কলিজাতে পুরস্কার আছে (অর্থাৎ যে কোন জীবিত সৃষ্টির বা জীবের সেবাতেই পুরস্কার পাওয়া যাবে।)"

আরো জেনে রাখুন যে, একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে বনী ইসরাঈলের এক বেশ্যা মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং যে অন্য মানুষদেরকে খাদ্য দিয়ে, পানি দিয়ে এবং তাদের কষ্ট ক্লেশ অভাব-অনটন দূর করে তাদের সেবা করে তাঁর (পুরস্কারের) বিষয়টি কতই না সুন্দর হবে!

একখানি সহীহ হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন এর থেকে যার কোন পাথেয় নেই তাকে দেয়। এবং যার একটি অতিরিক্ত বাহন আছে সে যেন তা তাকে দেয় যার কোন বাহন নেই।"

হাতেমতাই তাঁর চাকরকে মেহ্মান তালাশের আদেশ দিয়ে তাঁর সুন্দর এক কবিতার কয়েকটি পঙক্তিতে বলেছেন–

"আগুন জ্বালাও, কেননা রাত্রিটি অবশ্যই ঠাণ্ডা, তুমি যদি আমাকে একজন মেহ্মান এনে দিতে পার তবে তুমি মুক্ত।" এবং তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন–

"যখন তুমি খাদ্য প্রস্তুত করবে তখন একজন ক্ষুধার্তের তালাশ করিও, কেননা, আমি একাকী খাই না।"

ইবনে মুবারক (রা)-এর প্রতিবেশী একজন ইহুদী ছিল। তিনি নিজের সন্তানদেরকে খাওয়ানোর পূর্বেই সর্বদা সে ইহুদীকে খাওয়াতেন এবং প্রথমে তাকে কাপড় দেয়ার পর তাঁর সন্তানদেরকে কাপড়-চোপড় দিতেন। এক সময় কিছু লোক ইহুদীকে বলেছিল যে, "আমাদের নিকট তোমার বাড়িটি বিক্রি করে দাও।" সে উত্তর করল যে, "আমার বাড়ির দাম দু'হাজার দিনার, এক হাজার বাড়ির মূল্য আরেক হাজার ইবনে মুবারক (রা) প্রতিবেশী হওয়ার কারণে।" আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা) একথা শুনে পরমানন্দে চিৎকার দিয়ে বলেন, "হে আল্লাহ! তাকে ইসলামের পথ দেখান।" তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছিল।

আরেক বার আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক হজ্জ্ব কাফেলার সাথে মক্কায় হজ্জ্ব করতে যাচ্ছিলেন। তিনি কাফেলার এক মহিলাকে নোংরা আবর্জনার স্থান থেকে একটি মরা কাক তুলে নিতে দেখলেন। তিনি তাঁর খাদেমকে এ বিষয়ের তত্ত্ব-তালাশ করার জন্য পাঠালেন। সে যখন মহিলাটিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল তখন মহিলাটি উত্তর দিল, "তিনদিন যাবৎ আমাদের কিছুই নেই তাই বাধ্য হয়ে একাজ করেছি।" আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক যখন একথা শুনলেন তাঁর নয়ন যুগল তখন অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি তাঁর সব পাথেয়কে সকল সদস্যের মাঝে বন্টন করে দিতে আদেশ দিলেন এবং যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার মতো কোন পাথেয় না থাকায় তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন এবং সে বছরের জন্য হজ্জ্ব মুলতবি রাখলেন। পরে তিনি দেখলেন যে, কেউ একজন বলছে, "তোমার হজ্জ্ব কবুল হয়েছে, যেমনটি হয়েছে তোমার অন্যান্য নেক আমলও এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

মহান আল্লাহ বলেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

"সে সব জিনিসের অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়।" (৫৯–সূরা আল হাশর : আয়াত-৯)

একজন কবি বলেছেন–

"আমি যদি এমন ব্যক্তি হই যে তার বন্ধু থেকে বহুদূরে থাকে, তবুও তাকে আমার সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব করি এবং তার কষ্ট লাঘব করার ইচ্ছা রাখি।

যদি সে চমৎকার নতুন পোশাকে সাজসজ্জা করে তবে আমি বলব না যে, "হায়! সে যে পোশাক পরে আছে তা পরে আমি যদি ধন্য হতাম।" আল্লাহর কসম! কতইনা উত্তম আচরণ এবং কতইনা উদার হৃদয়।

ভালো কাজে বাড়াবাড়ি করলেও কেউ অনুতপ্ত হয় না। অনুতাপ অনুশোচনা শুধু ভুলের জন্য এবং অন্যায় কৃতকর্মের জন্যই, এমনকি সে অন্যায় যদি ছোট খাট অন্যায়ও হয় তবুও।

৬৩. হিংসা নতুন কিছু নয়

আপনি যদি আপনার কানে কিছু রুষ্ট কথা-বার্তার শব্দ বাজতে শুনতে পান তবে এতে উদ্বিগ্ন হবেন না– কেননা, হিংসা নতুন কিছু নয়। যেমনটি একজন কবি বলেছেন–

"মহৎ গুণাবলি অর্জন করতে মনোযোগ দাও এবং প্রচেষ্টা কর, যে ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে তার হিংসার জ্বালা ঠাণ্ডা করে তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।

জেনে রাখ যে, জীবনটা নেক আমল করার মওসুম; আর মৃত্যুর পর সব হিংসা বন্ধ হয়ে থাকে।"

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন–

"অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিরা যখন নিন্দা ও অন্যায় তিরস্কারের কবলে পড়ে তখন তাদেরকে অবশ্যই তাদের স্নায়ুসমূহে কিছু পরিমাণ শীতলতা জোর করে

ঢেলে দিতে হবে।" অর্থাৎ জোর করে হলেও তাদের মন-মস্তিস্ক ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

আরেকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন–
"কাপুরুষ মরে বারবার আর সাহসী মানুষ মরে একবার।" আল্লাহ্ যদি তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চান তবে তিনি তাকে নিরাপত্তা হিসেবে তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করে নেন। যেমনটি ঘটেছিল তালহা (রা)-এর উহুদ যুদ্ধের পূর্বে। যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগে কাফেররা যখন মানসিক আশংকায় অপেক্ষা করছিল তখন তিনি তন্দ্রালু হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর হাত থেকে কয়েকবার তরবারি পড়ে গিয়েছিল তিনি এতটাই প্রশান্তি বোধ করেছিলেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ـ

"বল" তোমরা কি আমাদের জন্য (শাহাদত বা বিজয় এই) দু'টি কল্যাণের একটির প্রতীক্ষা করছ? অথচ আমরা তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট শাস্তি প্রেরণ করবেন অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫২)

"আল্লাহ্র অনুমতি এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কেউ কখনও মারা যেতে পারে না।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৫)

আলী (রা) বলেছেন–
"মৃত্যুর দু'টি দিবসের কোনটিকে আমি ভয় করি? যেদিন আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট নয় সেদিনকে না-কি যেদিন আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট সেদিনকে? যেদিন আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট সেদিনকে আমি ভয় করি না; কিন্তু, যেদিন মৃত্যু নির্দিষ্ট সেদিন সতর্ক ব্যক্তিরাও বাঁচতে পারবে না।

আবু বকর (রা) বলেছেন–
"মৃত্যুকে তালাশ কর (অর্থাৎ সাহসী হও) তবেই তোমাদের জীবন দান করা হবে।"

৬৪. একটু ভাবুন

দুঃখিত হবেন না : কেননা, আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করছেন এবং ফেরেশতারা আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। মুমিনগণ প্রতি সালাতে তাদের দোয়ায় আপনাকে অংশীদার করছে (অর্থাৎ আপনার জন্য দোয়া করছে)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবে[illegible]আন মজীদ ভালো ভালো উপদেশে ভরা, সর্বোপরি পরম করুণাময়ের দয়াতো আছেই।

বিষন্ন হবেন না : নেক আমলকে দশগুণ এমননি সাতশতগুণ বা তারও বেশি বর্ধিত করা হবে। অপরপক্ষে যখন নাকি বদ আমলকে বর্ধিত করা বা গুণ করা হবে না এবং আপনার প্রভু তা ক্ষমা করেও দিতে পারেন। কতবারইনা আমরা আল্লাহর মহানুভবতা লক্ষ্য করেছি। এ মহানুভবতা, উদারতা ও দয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয়। অন্য কারোও বদান্যতা তাঁর বদান্যতার এমনকি নিকটেও পৌছতে পারে না।

যদি আপনি আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করেন, আপনি সত্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন বা দ্বীনে হক্কের উপর ঈমান রাখেন, আপনি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসেন তবে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। যদি আপনি আপনার মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করেন এবং সওয়াবের কাজ করার পর যদি আপনার খুশি লাগে তাহলে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার সাথে অনেক কল্যাণ আছে যা আপনি বুঝতে পারেন না।

নিচের হাদীসে যেমনটি আছে তেমনভাবে যদি আপনি আপনার জীবনের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারেন তাহলে আপনার কোন ভয় নেই।

মুমিনের অবস্থা কতইনা চমৎকার! তাঁর সকল কাজই তাঁর জন্য কল্যাণকর। ঈমানদার ছাড়া অন্য কারো জন্য এমনটি নয়। যদি সুখী হওয়ার মতো কিছু ঘটে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়। আর এটা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তিনি সমস্যা বা অভাব-অনটনে পড়েন তবে তিনি ধৈর্য ধরেন এবং এটা তাঁর জন্য উপকারী।"

মন:ক্ষুণ্ন হবেন না : দু:খ যাতনার সময় ধৈর্য ধারণ হলো সফলতা ও সুখের উপায়।

"এবং ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনার ধৈর্য ধরা সম্ভব নয়।"

(১৬-সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

"অতএব, ধৈর্য ধরাই ভাল। আর তারা যা বলছে এর বিরুদ্ধে আল্লাহই সহায়ক।" (১২-সূরা ইউসুফ : আয়াত-১৮)

সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর উত্তম ধৈর্য।" (৭০-সূরা আল মা'আরিজ : আয়াত-৫)

"তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ।"

(১৩-সূরা রা'আদ : আয়াত-২৪)

"তোমার উপর যে বালা মুসিবত এসেছে বা আসবে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং করিও।" (৩১-সূরা লোক্বমান : আয়াত-২৭)

"তোমরা ধৈর্য ধর এবং (তোমাদের শত্রুদের সাথে) ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর (অর্থাৎ তাদের চেয়েও বেশি ধৈর্য ধর) এবং যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাক বা যেখান থেকে শত্রু বাহিনী আক্রমণ করতে পারে সেখানে সৈন্য-বাহিনী স্থাপন করে তোমাদের অঞ্চলকে রক্ষা কর।"

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-২০০)

ওমর (রা) বলেন : "ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা সুন্দর জীবন লাভ করেছি।" আহ্লে সুন্নতের বা সুন্নতের অনুসারী লোকদের বালা-মুসিবতের মুকাবিলার তিনটি উপায় আছে : ধৈর্য, দোয়া ও শুভ পরিণতির জন্য অপেক্ষা।

একজন কবি বলেছেন-

"আমরা তাদেরকে এক গ্লাস পানীয় পান করালাম, অনুরূপভাবে তারাও আমাদেরকে একগ্লাস পানীয় পান করাল।

কিন্তু মৃত্যুমুখে আমরাই বেশি ধৈর্যশীল ছিলাম।

একটি সহীহ হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

"মন্দ কথা শুনার পরে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল অন্য কেহ নেই। তারা দাবি করে যে, আল্লাহর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখছেন ও রিযিক দিচ্ছেন।"

নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন–

"আল্লাহ মূসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। (আমি যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি) তিনি এর চেয়েও বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।"

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন–

"যে ধৈর্য ধরে আল্লাহ তাঁকে অনবরত ধৈর্য ধরার জন্য অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করবেন।"

একজন কবি বলেছেন–

"মর্যাদার পথে আমি হামাগুড়ি দিয়ে চললাম আর যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তারা এতে পৌছে গেছে।

কঠোর পরিশ্রম করে, চেষ্টার সামান্য ত্রুটিও না করে অনেকে সেখানে পৌছার চেষ্টা করেছে, আর অধিকাংশরাই যাত্রা পথে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর তাঁরা প্রকৃত মর্যাদার সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং তারা ধৈর্যশীল। তুমি যে আপেল খাও মর্যাদাকে তা মনে করিওনা (অর্থাৎ মর্যাদা অর্জন করা আপেলের মত মজাদার বা সহজ নয়, বরং তা কষ্টাসাধ্য। –অনুবাদক)

ধৈর্য দ্বারা সমস্যাকে জয় করতে না পারলে তুমি মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না।"

উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্বপ্ন ও কল্পনার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; একমাত্র ত্যাগ ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে।

মানুষেরা আপনার সাথে কতটা খারাপ আচরণ করল তাতে দুঃখ করবেন না। বরং তারা আল্লাহর সাথে কতটা খারাপ আচরণ করে। (আর আল্লাহ কতটা ধৈর্য ধরছেন) তা পর্যবেক্ষণ করে (ধৈর্য ধারণ করে) শিক্ষা গ্রহণ করুন।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর 'কিতাবুয যুহদ' বা 'যুহদ' নামক পুস্তকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন–

নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন–

"হে আদম সন্তান! তুমি বড়ই অদ্ভুত! আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত কর এবং আমি তোমাকে রিযিক

দিলাম অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রশংসা কর। তোমাকে আমি নেয়ামত দিয়ে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাই অথচ তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি পাপ করে আমার অবাধ্যচারিতা করছ অথচ তুমি আমার নিকট ফকীর, অভাবী ও মুখাপেক্ষী! আমার কল্যাণ তোমার নিকট অবতীর্ণ হচ্ছে অথচ তোমার পাপ ও মন্দকার্য আমার দিকে উঠে আসছে।"

ঈসা (আ)-এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় ত্রিশটি রোগী ও অনেক অন্ধ লোককে আরোগ্য করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা তাঁর (বিরুদ্ধে) শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

৬৫. রিযিকের অভাবে বিষণ্ন হবেন না

যিনি রিযিক যোগান তিনি অবশ্যই আল্লাহ। তিনি নিজের উপর এটা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যে রিজিক লিখে রেখেছেন তা তিনি তাঁদের নিকট পৌঁছে দিবেন।

"এবং আকাশে আছে তোমাদের রিযিক ও যা কিছু তোমাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে তাও।" (৫১–সূরা আয যারিয়াত : আয়াত-২২)

সৃষ্টির রিযিক আল্লাহই যদি যোগিয়ে থাকেন তবে কেন মানুষকে তোষামোদ করা? তবে কেন অন্যের থেকে নিজের রিযিক পাওয়ার আশায় তার সামনে নিজেকে নীচু করতে হবে?

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا .

"এবং পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।"
(১১–সূরা হূদ : আয়াত-৬)

"আল্লাহ মানুষের জন্য যে দয়ার ভাণ্ডার খুলে দেন তা কেউ রদ বা বন্ধ করতে পারবে না, আর যা তিনি (পাঠানো) বন্ধ করে দেন তারপর কেউ তা পাঠাতে পারবে না।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-২)

দুশ্চিন্তা করবেন না : দুর্বিপাক সহ্য করাকে সহজ করার উপায় আছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. মহান আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কার ও প্রতিদান আশা করা : "শুধুমাত্র ধৈর্যশীলদেরকে তাঁদের পুরস্কার বেহিসাবে (অধিক পরিমাণে) দেয়া হবে।" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-১০)

২. যারা দুর্দশাগ্রস্ত এবং একটু শান্ত্বনা পাবার আশায় আছে তাদেরকে দেখতে যাওয়া। এ হিসেবে আপনি অন্যান্য অনেকের চেয়ে অনেক ভালো আছেন।

একজন কবি বলেছেন–

"আমার চারিদিকে বহু বিলাপকারীরা যদি না থাকত যারা তাদের ভাইদের জন্য কান্না করে, তবে আমার নিজের জীবনটাই আমি ছিনিয়ে নিতাম।"

অতএব, আপনার চারদিকে যারা আছে তাদর দিকে লক্ষ্য করুন। এমন একজনও পাবেন না যাকে দুঃখ-অভাব-অনটন বা দুর্দশায় পেয়ে বসেনি।

৬৬. অন্যদের তুলনায় আপনার পরীক্ষা সহজই

আপনি যদি একথা জেনে থাকেন যে, আপনার পরীক্ষা আপনার ধর্মীয় বিষয়ে নহে, বরং আপনার পার্থিব ব্যাপারে তবে সন্তুষ্ট থাকুন। যা ইতোমধ্যে ঘটে গেছে তা রদ করার জন্য কোন ছল-চাতুরীই কাজে লাগান যেতে পারে না। একজন কবি বলেছেন–

فَاتْرُكِ الْحِيْلَةَ فِىْ تَحْوِيْلِهَا * اِنَّمَا الْحِيْلَةُ فِىْ تَرْكِ الْحِيَلِ .

"পরিস্থিতি বদলানোর জন্য কোন কৌশলই অবলম্বন করো না, কেননা, সব কৌশল ত্যাগ করাই হলো আসল কৌশল।" একথা বুঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার জন্য কি ভালো আর কি ভালো না তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আল্লাহরই–

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .

"এমনও হতে পারে যে, তোমাদের যা কল্যাণকর তাই তোমরা অপছন্দ করছ।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৬)

৩৭. অন্যদের ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করবেন না

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ـ

"প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি দিক আছে যেদিকে সে মুখ করে। অতএব, তোমরা নেক কাজে প্রতিযোগিতা কর।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৪৮)

"এবং তিনিই তোমাদেরকে (একের পর এক আগমনকারী, একের স্থলে অন্যকে স্থাপন করে) পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে মর্যাদায় অন্যের উপরে স্থান দিয়েছেন।"

(৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৬৫)

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ـ

"প্রতিটি (দল) লোকই তাদের পানির ঘাট চিনে নিয়েছিল।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৬০)

"প্রতিটি লোকেরই তার নিজস্ব মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও পছন্দ-অপছন্দ আছে। নবী করীম ﷺ-এর চরিত্রের একটি দিক ছিল তাঁর পরিচালনা করার যোগ্যতা; তিনি সাহাবীদেরকে প্রত্যেকের মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে কাজে লাগাতেন। আলী (রা) সৎ ও বিজ্ঞ ছিলেন; তাই নবী করীম ﷺ তাঁকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ মুয়ায (রা)-কে ইলমের জন্য, উবাই (রা)-কে কুরআনের জন্য, যায়িদ (রা)-কে ফরায়েযের জন্য, খালিদ (রা)-কে জিহাদের জন্য, হাসসান (রা)-কে কবিতার জন্য এবং কায়েস ইবনে সাবিত (রা)-কে জনসমক্ষে বক্তৃতা দেয়ার জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

যে কোন কারণেই হোক, অন্যের ব্যক্তিত্বে নিজেকে বিলীন করে দেয়া আত্ম হত্যার শামিল। অন্যের প্রাকৃতিক স্বভাবকে অনুকরণ করা নিজেকে মৃত্যুর আঘাত হানার শামিল। আল্লাহর যে সমস্ত নিদর্শনাবলিতে সকলের বিস্মিত হওয়া উচিত তার মধ্যে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্টাবলি অন্যতম যেমন তাদের মেধা, তারা যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে তা এবং তাদের বিভিন্ন রং। উদাহরণস্বরূপ, আবু বকর (রা) তাঁর ভদ্রতা ও উদারতার মাধ্যমে ইসলাম ও

মুসলিম জাতির অনেক উপকার করেছেন। অপর পক্ষে, ওমর (রা) তাঁর দৃঢ় আচরণ, কঠোর আত্মসংযম ও অনাড়ম্বতার দ্বারা ইসলাম ও এর অনুসারীদেরকে সাহায্য করেছেন। তাই আপনার সহজাত প্রতিভা ও অক্ষমতাতে সন্তুষ্ট থাকুন। সেগুলোকে উন্নত করুন। সেগুলোকে প্রসারিত করুন এবং সেগুলো হতে উপকৃত হোন।

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ـ

"আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না।"

(২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৮৬)

৬৮. নির্জনতা ও নির্জন বাসের উপকারিতা

সঠিকভাবে বুঝে কাজে লাগাতে পারলে নি:সঙ্গতা খুবই উপকারী। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন-

"ইবাদত, সালাত, দোয়া, জিকির, কুরআন তেলাওয়াত এবং নিজেকে এবং নিজের আমলের মূল্যায়ন করার জন্য ইবাদতগুজার বান্দার মাঝে মাঝে নি:সঙ্গ হওয়া বা নির্জনবাস করা উচিত। প্রার্থনা করতে, গুনাহ্ মাফ চাইতে, পাপ কাজ হতে দূরে থাকতে ও ইত্যাদি নেক আমল করতেও একাকীত্ব বান্দাকে সাহায্য করে।"

ইমাম ইবনুল জাওজী তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'সাইদুল খাতির'-এর তিনটি অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "আমি এমন কিছু দেখিনি বা এমন কোন কিছুর কথা শুনিনি যা নির্জনতার সমান শান্তি, সম্মান ও মর্যাদা এনে দিতে পারে। এটা বান্দাকে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে, এটা তাঁর সম্মান রক্ষা করে, এবং এটা সময় বাঁচায়। নির্জনতা আপনাকে হিংসুকদের থেকে দূরে রাখবে এবং যারা আপনার বিপদে খুশি হয় তাদের থেকেও আপনাকে দূরে রাখবে। এটা আখেরাতের স্মরণকে বর্দ্ধিত করে এবং এটা বান্দাকে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের কথা ভাবায়। নির্জনবাসের সময় বান্দার চিন্তা যা উপকারী এবং যাতে হেকমত বা প্রজ্ঞা আছে তাতে ঘুরে বেড়াতে পারে।"

নির্জনতার পুরো উপকারিতা একমাত্র আল্লাহই জানেন; কেননা, নির্জন বাসে বান্দার মন উন্নত হয়, দৃষ্টিভঙ্গি পরিপক্ক হয়, আত্মা শান্তি পায় এবং বান্দা নিজেকে ইবাদতের আদর্শ পরিবেশে দেখতে পায়। মাঝে মাঝে একাকী থেকে বান্দা নিজেকে ফেতনা-ফাসাদ থেকে, যে লোক প্রশংসার যোগ্য নয় তার তোষামোদ করা থেকে এবং হিংসুকের চোখ বা নজর থেকে দূরে রাখতে পারে। এভাবে সে অহংকারীদের ঔদ্ধত্য ও বোকাদের পাপ কাজসমূহ থেকে দূরে থাকতে পারে। নি:সঙ্গতায় ভুল-ভ্রান্তি, কাজ-কারবার এবং কথা-বার্তা সব কিছুই একটি পর্দার আড়ালে নি:সঙ্গ হয়ে থাকে।

নি:সঙ্গ সময় যাপনকালে ধ্যান-ধারণা ও মতবাদের সাগরের গভীরে ডুব দেয়া যায়। এমন সময়ে মন তার মতামত গ্রহণের মতো মুক্ত ও স্বাধীন থাকে। অন্যদের সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা পরমানন্দ লাভ করতে এবং উদ্দীপক চিন্তা-ভাবনা তালাশ করতে মুক্তি পায়। একাকী থাকাকালে মানুষ কোন কিছুই দেখানোর জন্য বা জাঁক দেখানোর জন্য অথবা বড়াই করার জন্য করে না; কেননা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে দেখে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর কথা শুনতে পায় না।

প্রতিভাবান, বড় মাথা ওয়ালা (অর্থাৎ মেধাবী) অথবা মানব জাতির প্রতিভার মহান স্বাক্ষর আছে এমন প্রতিটি ব্যক্তিই নির্জনতার কূপের (পানি) দ্বারা তাঁর মহত্ত্বের বীজকে সিক্ত করেছিল। তারপর সে বীজ থেকে চারা গাছ, অবশেষে সে চারা বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

কাযী জুরযানি (রা) বলেছেন–
"গৃহ ও পুস্তকের সঙ্গী হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারিনি। জ্ঞানের চেয়ে বেশি সম্মানজনক আর কিছুই নেই, তাই আমি অন্য কিছুতে সঙ্গী খুঁজি না, আসলে জনগণের সাথে মাখামাখি করলেই মানহানি ঘটে।

অতএব তাদেরকে ত্যাগ কর এবং মহৎভাবে ও মর্যাদান্বিতভাবে জীবন যাপন কর।"

আরেকজন বলেন–
"আমি নি:সঙ্গতার মাঝে সঙ্গী খুঁজে পেয়েছি এবং পরম আগ্রহের সাথে আমার গৃহেই অবস্থান করেছি।

তাই আমার সুখ স্থায়ী হয় এবং আমার সুখ বৃদ্ধি পায়। আমি মানবসঙ্গ ত্যাগ করেছি এবং আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি যে, সেনাবাহিনী আগে বেড়ে গেল না-কি বাদশাহ আমাদেরকে পরিদর্শন করতে এসেছেন।"

আহমদ ইবনে খলীল হাম্বলী বলেছেন

"যে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর আশা থেকে মর্যাদা ও শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, সে যেন মানুষ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং অল্পে তুষ্ট থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতিকর জীবন-জাপন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত,; প্রতারকদের মাঝে থেকে প্রতারিত হয়ে, আত্মম্ভরী বা অহংকারীদেরকে তোষামোদ করে, হিংসুকের হিংসার আগুন সহ্য করে, এবং কৃপণ ও বদমেজাজীদেরকে সহ্য করে কীভাবে সে জীবনে আনন্দ পেতে পারে? মানুষ, তাদের নানান পথ ও তাদের বোকামির সাথে পরিচিত হওয়া ধ্বংসের শামিল!"

ইবনে ফারিস বলেছেন

"তারা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কেমন আছি সে কথা, আর আমি বলেছিলাম, ভালো আছি, তোমাদেরকে ধন্যবাদ; একটি অভাব পূর্ণ হয়েছে আরেকটি অবহেলিত হয়ে আছে, যাতনা যখন এমনই তখন আমার আত্মা সংকুচিত হয়ে যায়, আমি বলি একদিন হয়ত কোন সাহায্য আসবে। আমার সঙ্গী হলো আমার বিড়াল এবং আমার আত্মার সঙ্গী হলো আমার কিতাবাদি। আর আমার ভালোবাসার বস্তু হলো আমার যামিনী-দীপ (বা রাতের বাতি)।"

৬৯. সংকটে বিচলিত হবেন না

অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আপনার আত্মাকে শক্তিশালী বা আপনার মনকে শক্ত করবে, এতে আপনার পাপ মাফ হবে এবং এটা আপনার অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে দমন করতে সাহায্য করবে। আপনার স্মরণ হতে পারে যে, সঙ্কটের সময় আপনি বাজে কথা বাদ দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। যখন আপনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন, অন্যেরা তখন আপনার দিকে ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আপনি ধার্মিকদের দোয়ার বরকতে ধন্য হয়েছেন। এমন সময়ে আপনি স্বেচ্ছায় এবং বিনীতভাবে নিজেকে তাঁর ইচ্ছা ও আদেশের কাছে আত্মসর্মপণ করেছেন।

দুঃখ-কষ্ট সতর্কতা বয়ে আনে এবং সঙ্কট কেবলি ব্যক্তিকে শয়তানের পথ অনুসরণ করার বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতা যোগায়। যার উপর বিপদ এসেছে অথচ ধৈর্যের সাথে সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে; তাঁর অবস্থা তার মতো নয়– যে না-কি পার্থিব আমোদে মত্ত আছে, বরং তার অবস্থা তাঁকে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সহায়তা করে। তিনি নিরপেক্ষভাবে এ দুনিয়াকে বিচার করে দেখতে সক্ষম এবং এভাবে তিনি জানতে পারেন যে, এটা এমন কিছু নয় যার দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে বা যার লোভ করতে হবে। মাঝে মাঝে সঙ্কটের মোকাবেলায় প্রজ্ঞা ও কল্যাণ লাভ করা যায়। যদিও আমরা তা না বুঝতে পারি বা যদি তা আমাদের বুঝে নাও আসতে পারে তবুও তা নিশ্চিতভাবেই আছে এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তা জানা আছে।

৭০. সংকট নিয়ে একটু ভেবে দেখুন

বিষণ্ন হবেন না, কারণ, বিষণ্নতা আপনার ইচ্ছা শক্তিকে দুর্বল করে দিবে এবং আপনার ইবাদতের মানও কমিয়ে দিবে। বিষণ্নতার অতিরিক্ত আরো কিছু ক্ষতি হলো যে এটা মানুষকে প্রায়ই নিরাশাবাদী করে তোলে এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষী করে তোলে। এমনকি তা আল্লাহর দোষ ধরতেও বাধ্য করে, নাউযুবিল্লাহ!

বিষণ্ন হবেন না, কারণ, বিষণ্নতা, দুঃখ-বেদনা, উদ্বিগ্নতা ও মানসিক সমস্যার মূল এবং যাতনার উৎস।

দুঃখিত হবেন না, কেননা, আপনার নিকটে তো কুরআন, দোয়া, জিকির ও সালাত আছে। আপনি অন্যকে দান করে, সৎকাজ করে এবং উৎপাদনশীল হয়ে আপনার দুশ্চিন্তার বোঝা হালকা করতে পারেন।

বিষণ্ন হবেন না এবং অলসতার ও অকর্মন্যতার পথ গ্রহণ করে বিষণ্নতার কাছে আত্মসর্পণ করবেন না; বরং প্রার্থনা করুন, আপনার প্রভুর মহিমা ঘোষণা করুন বা তাঁর তসবীহ পাঠ করুন, পড়া লেখা করুন, কাজ করুন, আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যান এবং নীরবে নির্জনে ধ্যান করুন।

"সাহায্যের জন্য আমাকে মিনতিপূর্ণভাবে আহ্বান কর, তাহলেই আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৬০)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ط اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ .

"তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনীতভাবে ও গোপনে ডাক। তিনি সীমালঙ্ঘণকারীদের ভালোবাসেন না।" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৫৫)

"অতএব, তোমরা আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ট হয়ে তাঁকে ডাক; যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-১৪)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامًّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

"বলুন, তোমরা "আল্লাহ" নামে ডাক অথবা "আর রহমান তথা পরম করুণাময়" নামে ডাক (তাতে কিছু যায় আসে না) কেননা, সকল সুন্দর নামসমূহইতো তাঁর।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১১০)

৭১. দুঃখিত হবেন না– সুখের মূলনীতি

১. জেনে রাখুন আপনি যদি আজকের সীমার মধ্যে বসবাস না করেন, তবে আপনার চিন্তা-ভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, আপনার কাজ কর্ম তালগোল পাকিয়ে ফেলবে এবং আপনার দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে। একথাটি নিম্নোক্ত হাদীসটিকে ব্যাখ্যা করে–

   "সকাল বেলা সন্ধ্যাকে দেখার আশা করিও না এবং সন্ধ্যাকালে সকালকে দেখার আশা করিও না।"

২. অতীত ও অতীতের সব ঘটনাকে ভুলে যান। গত জিনিসের চিন্তায় বিভোর হওয়া হলো নেহায়েত পাগলামি।

৩. ভবিষ্যৎ নিয়ে আগাম দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না। কেননা, ভবিষ্যৎতো অজ্ঞাত ও অদৃশ্য জগতে আছে; এটা আগমন করার আগেই যেন এটা আপনাকে কষ্ট না দেয়।

৪. নিন্দা ও সমালোচনায় বিচলিত হবেন না; বরং শক্ত হোন আর জেনে রাখুন যে, আপনার যোগ্যতার মানানুসারেই সমালোচনার ঝড় উঠে।
৫. আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আমলে সালেহ এ দু'টিই জীবনকে উত্তম ও সুখী করার মূল উপাদান।
৬. যে ব্যক্তিই শান্তি, প্রশান্তি ও সুখ চায় সে ব্যক্তিই এসব কিছু আল্লাহর জিকিরের মাঝে খুঁজে পেতে পারে।
৭. আপনার নিশ্চিতরূপে একথা জানা উচিত যে, যা কিছু ঘটে তা এক স্বর্গীয় বিধি অর্থাৎ তকদীর অনুসারেই ঘটে।
৮. অন্যের থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাওয়ার আশা করবেন না।
৯. সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত হতে নিজেকে তালিম, প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং দিন।
১০. যা ঘটেছে সম্ভবত তা আপনার জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারী (যদিও আপনি বুঝতে পারে না যে, তা কীভাবে হলো)।
১১. মুসলমানের তকদীরে যা আছে তা তাঁর জন্য কল্যাণকর।
১২. আল্লাহর অনুগ্রহ, করুণা, দয়া ও নেয়ামতসমূহকে গণনা করার চেষ্টা করুন এবং সেগুলোর জন্য শুকরিয়া আদায় করুন।
১৩. অন্য অনেকের চেয়েও আপনি ভালো আছেন।
১৪. প্রতি মুহূর্তেই (আল্লাহর) সাহায্য আসে।
১৫. সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই দোয়া করা ও সালাত পড়া উচিত।
১৬. দুর্বিপাক আপনার মনকে শক্ত করবেই এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টিয়ে দিবে।
১৭. অবশ্যই প্রতিটি দুঃখের পরেই সুখ আছে।
১৮. তুচ্ছ বিষয় যেন আপনার ধ্বংসের কারণ না হয়।
১৯. নিশ্চয় আপনার প্রভু মহা ক্ষমাশীল।
২০. ক্রুদ্ধ হবেন না, রাগান্বিত হবেন না, রাগ করবেন না।
২১. জীবনে খাদ্য, পানি ও ছায়া (অর্থাৎ গৃহ) থাকলেই যথেষ্ট; সুতরাং অন্য কোন কিছুর অভাবে (অত্যন্ত) অস্থির ও উদ্বিগ্ন হবেন না।
২২. যে সব ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় তার অধিকাংশই ঘটে না।

২৩. যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ হউন।

২৪. আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন।

২৫. আপনার বারবার সেসব দোয়া করা উচিত যেসব দোয়া নবী করীম ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

২৬. উৎপাদনশীল কোন কাজে কঠোর পরিশ্রম করুন এবং আলস্যকে বা অলসতাকে দূরে নিক্ষেপ করুন।

২৭. গুজব ছড়াবেন না এবং গুজবে কান দিবেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন গুজব শুনে ফেললে তা বিশ্বাস করবেন না।

২৮. আপনার বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা আপনার শত্রুর চেয়ে আপনার স্বাস্থ্যের অনেক বেশি ক্ষতিকর।

২৯. আপনার যে সঙ্কট, বালা মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব- অনটন হয় তাতে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় বা পাপ মার্জনা হয়।

৭২. ছয়টি মূলকথা যখন আপনার নিকট তখন কেন দুঃখ করা?

"দুখের পরে সুখ" পুস্তকের গ্রন্থকার একজন বিজ্ঞলোকের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ক্ষতির জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন। 'ছয়টি উপাদানে আমি একটি ঔষধ বানিয়েছি।' সে উপাদান ছয়টি কী তারা তাকে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন-

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান রাখা।

২. তক্বদীরে যা আছে তা অলঙ্ঘনীয়ভাবে ঘটবে এই অলঙ্ঘনীয় সত্য কথাকে মেনে নেয়া।

৩. দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি ধৈর্যের সুফল পাবে, এর কোন বিকল্প নেই।

৪. ধৈর্য না ধরে আমি কী করতে পারি? একথার নিহিতার্থে অবিচল আস্থা রাখা।

৫. নিজেকে নিজে এ প্রশ্ন করা, "আমার নিজের ধ্বংস করার জন্য আমি কেন এক জন ইচ্ছুক ব্যক্তি হব?"

৬. একথা জানা যে, মুহূর্তেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মসিবত দূর হয়ে যায় বা যেতে পারে।

অন্যেরা যদি আপনার ক্ষতি করে বা আপনাকে যাতনা দেয় বা আপনি অত্যাচারিত হন অথবা অন্যের হিংসার শিকার হন তবে দুঃখ করবেন না।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (র) বলেছেন–

"মুমিন ব্যক্তি ঝগড়াও করে না প্রতিশোধও নেয় না এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণও করে না অর্থাৎ অন্যের দোষও তালাশ করে না।" বাধা-বিপত্তি বা সমস্যার সম্মুখীন হলে হতাশ না হয়ে বরং সহ্য করুন ও ধৈর্য ধরুন।

একজন বিজ্ঞ লোক বলেছেন–

"হে সময়! তোমার নিকট যদি অবশিষ্ট কিছু (সময়) থাকে যা দিয়ে তুমি যোগ্য ও মর্যাদাবানদেরকে অপদস্ত কর। তবে তা তুমি আমাকে দাও।" অর্থাৎ হে সময়! তুমি যতই দীর্ঘ হও না কেন তোমার দীর্ঘতার চেয়ে আমার ধৈর্য অনেক বেশি। সুতরাং, তুমি আমার যোগ্যতার ও মর্যাদার হানি করতে পারবে না।

ধৈর্য হলো উদ্বিগ্নতার বিপরীত, ধৈর্য শান্তির ফল বহন করে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ধৈর্য ধরে না, পরিস্থিতির কারণে সে ধৈর্য ধরতে বাধ্য হয়।

আল মুতানাব্বি বলেছেন–

"সময় আমার উপর এতটাই সমস্যার (তীর) নিক্ষেপ করেছে যে, তীরে তীরে আমার হৃদয়ে আবরণ পড়ে গেছে এখন যখন আমি কোন তীর দ্বারা আক্রান্ত হই তখন আমি সমস্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ ছাড়াই বেঁচে আছি; কেননা, উদ্বিগ্ন হয়ে আমি লাভবান হয়নি।"

কেউ যদি আপনার কোন উপকার করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা আপনাকে যদি ভ্রুকুটি করা হয় অথবা কোন কৃপণ ব্যক্তি যদি আপনাকে ফিরিয়ে দেয় তবে ব্যাথাতুর হবেন না।

যদি আপনি অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থেকে নাকে খত দেয়ার অপমানের ঘাম বা লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারেন তবে বিশাল বাড়ি ও সুন্দর বাগানের চেয়ে কুঁড়ে ঘর বা তাঁবুই আপনার জন্য শ্রেয় এবং সেসব পার্থিব জিনিসের চেয়ে ভালো যা আপনাকে শুধু দুশ্চিন্তা ও অশান্তিই বয়ে এনে দেয়।

তীব্র মানসিক যাতনা রোগের মতোই; এটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর পূর্ণ মেয়াদকাল ধরে চলবে। আর যে নাকি এটাকে তাড়াতাড়ি দূর করে দিতে চায় সে প্রায়ই এটাকে বৃদ্ধি করে। দুর্দশাগ্রস্ত লোকের ধৈর্য ধরা বাধ্যতামূলক। তাকে অবশ্যই শান্তির আশায় থাকতে হবে। তাকে সালাত, প্রার্থনা ও ইবাদতে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকতে হবে।

৭৩. সুখের মূলনীতি– যেসব আয়াত নিয়ে ভাবতে হবে

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; নিশ্চয় আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৩৯–সূরা যুমার : আয়াত-৫৩)

"এবং তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, কেননা, কাফের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় না।"
(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৭)

"পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রভুর দয়া হতে নিরাশ হয়।"
(১৫–সূরা হিজর : আয়াত-৫৬)

"অবশ্যই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।"
(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৫৬)

"তুমি জাননা, আল্লাহ হয়তো নতুন কোন উপায় করবেন।"
(৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-১)

"হয়তো তোমরা যা পছন্দ কর না তা তোমাদের জন্য ভালো এবং তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৬)

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-১৯)

"এবং আমার করুণা সব কিছুকে ঘিরে আছে।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৫৬)

"ভয় করিও না (বা কোন ভয় নেই), নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছে।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

"(তখনকার কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তাই তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।"

(৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৯)

"এবং তারা হতাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত, করুণা ও দয়াকে চতুর্দিকে বিস্তৃত করে দেন।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-২৮)

"এবং তাঁরা আমাকে আশা নিয়ে ও ভয়ের সাথে ডাকত এবং তাঁরা আমার নিকট বিনীত ছিল।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৯০)

৭৩. বই আপনার উত্তম সঙ্গী

যে কাজ আনন্দ বয়ে আনে তা হলো বই পড়ে জ্ঞানার্জন করে মনকে উন্নত করা।

আল জাহিয নামে এজন আরব লেখক কয়েক শতাব্দী পূর্বে বই পড়ে উদ্বিগ্নতা দূর করার (জন্য নিম্নরূপ) উপদেশ দিয়েছেন–

"(ভালো) বই এমন এক সঙ্গী যা অমঙ্গল, অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে আপনাকে প্রলোভন দেখায় না। এটা এমন বন্ধু যা আপনাকে বিরক্ত করে না। এটা এমন প্রতিবেশী যা আপনার কোন ক্ষতি করে না। এটা এমন একজন পরিচিত ব্যক্তি যিনি তোষামোদ করে আপনার থেকে কোন সুবিধা

বাগিয়ে নিতে চায় না। এটা ছলনা ও মিথ্যার মাধ্যমে আপনাকে প্রতারণা করে না। বইয়ের পাতাগুলো পাঠকালে আপনার অনুভূতি শক্তিশালী ও মেধা তীক্ষ্ণ হয়। জীবনী পড়ে মানুষকে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

এমনও বলা হয় যে, মাঝে মাঝে একমাসে বইয়ের যে ক'পাতা পড়ে যা শিখা যায় তা (সাধারণ) জনগণের মুখ থেকে একশত বছরেও শিখা যায় না। এসব কিছুই উপকার করে অথচ এতে সম্পদের ক্ষতি হয় না এবং বেতনের জন্য অপেক্ষাকারী শিক্ষকের দরজায় ধর্ণা ধরতে হয় না অথবা এমন কারো কাছ থেকে শিখতে হয়না যে আচার-আচরণে আপনার চেয়ে নিম্ন মানের। বই দিনে ও রাত্রে, ঘরে ও বাইরে (ভ্রমণকালে) আপনার আনুগত্য করে। বই (শিক্ষকের মতো) তন্দ্রা আসাতে এমনকি গভীর রাতেও (ঘুমে) ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

এটা এমনই শিক্ষক, যখনই আপনার দরকার তখনই এটা আপনার সেবায় নিয়োজিত। এটা এমন শিক্ষক যাকে আপনি বেতন না দিলেও এটা আপনাকে সেবা (তথা জ্ঞান) দিতে নারাজ হয় না। আপনি এটাকে পরিত্যাগ করলেও এটা আপনার আনুগত্য কমিয়ে দেয় না। সবাই যখন আপনার বিরোধী হয়ে শত্রুতা দেখায় তখন এটা আপনার পাশে থাকে (ও আপনাকে সাহায্য করে)। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত অলসদের সঙ্গ আপনার দরকার নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদেরকে দেখা থেকে এটা আপনাকে বিরত রাখবে। হ্যাংলা, হাল্কা বা চপল স্বভাব, অশ্লীল ভাষাভাষী ও গণ্ডমূর্খদের সাথে মিলামিশা করা থেকে বই আপনাকে রক্ষা করবে। বইয়ের শুধুমাত্র যদি এ একটাই উপকারিতা থাকত যে, এটা আপনাকে বোকার মতো দিবাস্বপ্ন দেখা থেকে ও হ্যাংলাপনা করা থেকে বিরত রাখে, তবুও এটাকে অবশ্যই আপনার এমন একজন সত্যিকার ও প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গণ্য করতে হবে যিনি নাকি আপনাকে মহা অনুগ্রহ দান করেছেন।”

৭৫. বইয়ের মাহাত্ম্য নিয়ে কিছু কথা

আবু উবাইদা বলেছেন–

"মুহাল্লাব তাঁর পুত্রকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছেন, 'হে বৎস! বর্ম বিক্রেতা বা পুস্তক বিক্রেতার সাক্ষাৎ ছাড়া বাজারে সময় নষ্ট করবে না।"

হাসান লু'লুয়ী বলেছেন–

"চল্লিশ বছর যাবৎ দিনে-রাতে যখনই ঘুমতে যাই না কেন একটা পুস্তক আমার বুকের উপর থাকেই।"

ইবনে যাহম বলেছেন–

"প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমানো ক্ষতিকর; ঘুমের সময় আমার যখন তন্দ্রা আসে তখন আমি একটি জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বই হাতে তুলে নেই এবং কোন (প্রজ্ঞার) মুক্তার সাক্ষাৎ বা সন্ধান পেলে আমি কল্যাণ লাভ করি। যখন মনের সুখে বই পড়ায় ডুবে থাকি ও (জ্ঞনগর্ভ কথা) শুনতে থাকি তখন গাধার তীর্যক ডাক ও কোন কিছু ভাঙ্গার তীক্ষ্ণ শব্দ শুনে যতটা সর্তক হই তার চেয়েও বেশি সতর্ক থাকি।"

তিনি আরও বলেছেন–

যদি আমি কোন বইকে মনোরম ও উপভোগ্য পাই এবং আমি এটাকে উপকারী মনে করি তবে তুমি আমাকে দেখবে যে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খুঁজছি যে কত পৃষ্ঠা বাকি আছে এ ভয়ে যে (এ মজাদার বইটি পড়া) শেষ হয়ে যাচ্ছে কিনা। যদি এটা বহু পৃষ্ঠা সম্বলিত অনেক খণ্ডের পুস্তক হয় তবে আমার জীবনকে (ধন্য) ও সুখকে পরিপূর্ণ পাই।"

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

"(হে মুহাম্মদ) এ কিতাব যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতএব এ কিতাব দিয়ে (মানুষকে) সর্তক করতে এর সম্বন্ধে আপনার মনে যেন কোন সঙ্কোচ না থাকে এবং (এ কিতাব) মুমিনদের জন্য উপদেশ।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-২)

৭৬. পাঠের উপকারিতা

১. পাঠ উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা দূর করে।

২. পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালে মিথ্যায় ডুবে থাকা থেকে বাঁচা যায়।

৩. স্বভাবগত পাঠ বা পড়ার অভ্যাস (মানুষকে) এত ব্যস্ত রাখে যে, অলস ও অকর্মাদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা যায় না।

৪. ঘনঘন পাঠের দ্বারা বাগ্মিতার এবং স্পষ্ট বক্তব্যের গুণ লাভ করা যায়।

৫. পাঠ মনকে উন্নত করতে এবং চিন্তা-ভাবনাকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

৬. পাঠ জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং স্মৃতি ও বোধশক্তি উভয়কেই উন্নত করে।

৭. পড়ার মাধ্যমে অন্যদের অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞদের প্রজ্ঞা ও পণ্ডিতদের বোধ (বা বুঝ) দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

৮. ঘনঘন পড়ার দ্বারা জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে শিক্ষা করে সেগুলো জীবনে বাস্তবায়ন করা এ উভয়বিধ যোগ্যতাই অর্জন করা যায়।

৯. কল্যাণকর বই পড়ার সময় বিশ্বাস বাড়ে বিশেষ করে আমলকারী মুসলিম লেখকদের বই পাঠে। এ ধরনের পুস্তক ধর্মোপদেশে পরিপূর্ণ আর এসব ধর্মোপদেশ কল্যাণের পথ দেখাতে ও অকল্যাণ থেকে দূরে সরাতে খুবই শক্তিশালী।

১০. পাঠ মনকে বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বিশ্রাম নিতে সাহায্য করে এবং সময়কে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচায়।

১১. বারবার পাঠের দ্বারা বহু শব্দের উপর দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং বিভিন্ন বাক্য গঠন শিক্ষা করা যায়। অধিকন্তু, ধারণা করার ও বুঝার ক্ষমতা উন্নত হয় যার কথা নিচের দু'পংক্তি কবিতার মাঝে লিখা আছে–

"আত্মার পুষ্টি ধারণা করার ও বুঝার মাঝেই– খাদ্য ও পানির মাঝে নয়।"

৭৭. একটুখানি ভেবে দেখুন

উমর (রা) বলেছেন–

"আমরা যে উত্তম জীবন লাভ করেছি তা ধৈর্যের মাধ্যমেই এসেছে।"

তিনি আরো বলেছেন–

"আমরা যে উত্তম জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ধৈর্যের জীবন এবং ধৈর্য যদি মানুষ হতো তবে সে সবচেয়ে বেশি উদার হতো।"

আলী (রা) বলেন–

"বাস্তবিকই ঈমানের জন্য ধৈর্য হলো এমনটি যেমনটি নাকি দেহের জন্য মাথা। মাথা কাটা গেলে দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" অর্থাৎ ধৈর্য না থাকলে ঈমান বা বিশ্বাসও নষ্ট হয়ে যায়।

এরপর তিনি উচ্চস্বরে বলেছেন–

"নিশ্চয়, যার ধৈর্য নেই তাঁর ঈমানও নেই।"

তিনি আরো বলেন–

"ধৈর্য এমন এক বাহন যা কখনও হোঁচট খায় না।

হাসান (রা) বলেছেন–

"ধৈর্য এমন এক কল্যাণের ভাণ্ডার যা আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যোগ্য মনে করেন শুধুমাত্র তাকেই দান করেন।"

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র) বলেছেন–

"আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর কোন বান্দাকে কোন নেয়ামত দিয়ে তা ছিনিয়ে নিয়ে তার বদলে তাঁকে ধৈর্য প্রদান করেন তবে ধৈর্যই (ঐ ছিনিয়ে নেয়া নেয়ামতের চেয়ে) উত্তম।"

সুলাইমান ইবনুল কাসিম বলেছেন–

"ধৈর্য ছাড়া সকল কাজের প্রতিদানই জানা আছে।"

"একমাত্র ধৈর্যশীলদেরকেই তাঁদের প্রতিদান অধিক মাত্রায় বেহিসাবে দেয়া হবে।" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-১০)

৭৮. দুঃখ করবেন না—আরেকটি জীবন আসবে

এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির প্রথম ও শেষ অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। শুধুমাত্র এ ঘটনার জ্ঞানই আল্লাহ্র বিচার সম্বন্ধে আপনাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে। সুতরাং, কারো টাকা-পয়সা অন্যায়ভাবে বেদখল হয়ে থাকলে সে সেখানে (হাশরের মাঠে) তা পাবে; যাকে অত্যাচার করা হয়েছে সে সেখানে ন্যায় বিচার পাবে এবং যে অত্যাচার করেছে সে সেখানে শাস্তি পাবে।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কেন্ট বলেছেন–

"এ জীবনের নাটক (এখানেই) শেষ নয়, এ নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য হবে। কেননা, আমরা দেখছি যে, অত্যাচারী ও তার শিকার ন্যায়বিচার না দেখেই নিবৃত বা ক্ষান্ত হচ্ছে বা অত্যাচারিত তাঁর প্রতিশোধ নিতে পারছে না। অতএব, অবশ্যই অন্য জগৎ হবে, সেখানে ন্যায় বিচার করা হবে।"

শায়খ আলী তানতাবী এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন; "এ অমুসলিম দার্শনিকের এ বর্ণনার দ্বারা (এমন এক) পরকালের বা আখেরাতের অস্তিত্বের কথার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়– যেখানে বিচার করা হবে।"

একজন আরব কবি বলেছেন–

"যখন মন্ত্রী ও তার প্রতিনিধি স্বেচ্ছাচারী হয় এবং বিচারক তার বিচারে পক্ষপাতিত্ব করে বা অবিচার করে, তখন ধ্বংস, ধ্বংস; আকাশের বিচারকের পক্ষ থেকে জমিনের বিচারকের জন্য রয়েছে ধ্বংস।"

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ـ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ

"আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ (কারো প্রতি) কোনো জুলুম করা হবে না; নিশ্চয় আল্লাহ তরিৎ হিসাব গ্রহণকারী।"

(৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-১৭)

৭৯. অনেক কাজ জমে গেলে অতিরিক্ত কষ্টবোধ করবেন না

রবার্ট লুই স্টেভেনসন বলেছেন–
"প্রতিটি ব্যক্তিই তার দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম–সে কাজগুলো যতই কঠিন হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না এবং প্রতিটি লোকই সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত তার সারাটা দিন সুখে কাটাতে সক্ষম আর সেটাই জীবনের অর্থ।"

স্টেফেন লীকক বলেছেন–
"শিশু বলে : আমি যখন বালক হব...। বালক বলে : আমি যখন তরুণ হব... আর যখন সে সময় আসে তখন সে বলে : আমি যখন বিয়ে করব...। বিয়ের পরে কী ঘটে? আর এসব পর্যায় পার হওয়ার পর কী হয়? সবাই একটি চিন্তার পিছনে সদাই পড়ে আছে যে, যখন আমি অবসর হতে পারব...। কিন্তু, সে যখন সত্যিই বৃদ্ধ বয়সে পৌছে তখন পিছন ফিরে তাকায় (অর্থাৎ অতীতের বিষয় নিয়ে চিন্তা করে দেখে।)

আর এক শীতল বায়ু প্রবাহে আক্রান্ত হয় (অর্থাৎ অতীতের দুঃখময় ঘটনার কথা ভেবে বিষাদিত হয়ে যায়। (সে ভাবে যে) সে তার সারা জীবন (বৃথা) নষ্ট করেছে, এক মুহূর্তও (সুখে) কাটাতে পারেনি। আর আমরা এভাবেই অনেক পরে বা দেরীতে শিখতে পারি যে, বর্তমান কালের প্রতিটি মুহূর্তেই জীবনকে উপভোগ করাই বা বর্তমান কালের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোই (প্রকৃত সুখের) জীবন।"

যারা তওবা করতে বিলম্ব করে–এই হলো তাদের অবস্থা।

আমাদের একজন ধার্মিক পূর্বসূরি বলেছেন–
"বিলম্ব করার ব্যাপারে এবং 'আমি পরে করব' ও কথা বলার ব্যাপারে আমি তোমাকে সতর্ক করছি কারণ, এটা এমন কথা যা মানুষকে ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং সওয়াবের কাজ করা থেকে পিছনে ফেলে দেয়।"

"তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া ও ফুর্তি করতে দাও এবং মিথ্যা আশায় তারা মোহাচ্ছন্ন থাকুক। কেননা, শীঘ্রই তারা (প্রকৃত ঘটনা) জানতে পারবে।"

(১৫–সূরা হিজর : আয়াত-৩)

ফরাসী দার্শনিক মন্টেইন বলেছেন–
"আমার জীবনটা দুর্ভাগ্যে ভরা ছিল, (আমার জীবন) আমাকে কখনো করুণা দেখাওনি।"

আমি একথা স্বীকার করছি যে, তাদের জ্ঞান ও মেধা থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রসিদ্ধ অনেকেই তাদের সৃষ্টির আড়ালে যে রহস্য রয়েছে তার কিছুই জানত না। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে যে শিক্ষা পাঠিয়েছেন তারা সে শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হতেন না।

"আর যার জন্য আল্লাহ্ আলোর ব্যবস্থা করেননি, তার জন্য কোনো আলো নেই।" (২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-৪০)

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ـ

"আমি অবশ্যই তাকে পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে কৃতজ্ঞ হোক নয়তো অকৃতজ্ঞ হোক।" (৭৬– সূরা দাহর : আয়াত-৩)

ডেন্‌টি বলেছেন–
"একথা ভাবুন যে, আজকের এই দিনটি আর কখনো ফিরে আসবে না।"

এর চেয়ে উত্তম, সুন্দরতর ও অধিকতরপূর্ণ হলো এই হাদীসটি–

"এমনভাবে সালাত (নামাজ) আদায় করো যেন এটা তোমার বিদায়কালীন সালাত।"

যে ব্যক্তি এ কথা মনে রাখে যে, আজকের দিনটিই তার শেষ দিন সে খাঁটি তওবা করবে, আমলে সালেহ্ বা নেক আমল করবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি অনুগত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

৮০. দুঃখ করবেন না– নিজেকে এ প্রশ্নগুলো করুন

১. ভবিষ্যতের ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণে অথবা দিগন্তের ওপারের যাদুময় বাগানের আশায় (আলেয়ার আলোর আশায়) আমি বর্তমান জীবন ভোগ বা বর্তমানে জীবনযাপন ত্যাগ করছি কি?

২. অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে চিন্তা করে করে আমি কি আমার বর্তমানকে তিক্ত করছি?

৩. আমি আমার দিনটি ভালোভাবে কাজে লাগানোর ইচ্ছা নিয়ে কি আমি ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠি?

৪. আমি কি আমার বর্তমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছি?

৫. অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে কখন আমি বর্তমান জীবন ভোগ করা বা বর্তমান জীবন যাপন শুরু করব? কি আগামী সপ্তাহে? না-কি আগামী কাল? না আজই?

৮১. জটিল পরিস্থিতিতে হতাশ হবেন না

আপনি যখন নিজেকে কঠিন অবস্থায় দেখতে পাবেন তখন নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন–

১. নিজেকে প্রশ্ন করুন– সবচেয়ে খারাপ কী ঘটতে পারে?

২. সর্বাপেক্ষা খারাপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

৩. খারাপ কিছু ঘটলে পরিস্থিতিকে ভালোভাবে সামাল দেয়ার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় এর মোকাবেলা করুন।

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا .
وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

"(যে সব মুসলিমদেরকে মুনাফিকরা বলেছিল যে), তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) একদল (কাফের) লোক জমায়েত হয়েছে, 'সুতরাং, তাদেরকে ভয় কর' এতে মুমিনদের ঈমান আরো বেড়ে গেল এবং তারা বলল–

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক!"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩)

৮২. এ আয়াতগুলো নিয়ে একটু ভাবুন

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তাঁর নিষ্কৃতির পথ করে দিবেন। আর তাকে এমনভাবে বা এমন উৎস হতে রিযিক দান করবেন যে সে তার ধারণাও করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে আল্লাহই তাঁর জন্য যথেষ্ট।" (৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-২০৩)

"আল্লাহ্ কষ্টের পর (অভাবের পর) আরাম (স্বচ্ছলতা) দিবেন।"

(৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-৭)

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"এবং যেনে রাখ যে, ধৈর্যের মাধ্যমে বিজয় আসে এবং সঙ্কটের পরেই স্বচ্ছলতা আসে আর কষ্টের পরেই স্বস্তি আসে।"

অন্য হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

"বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা করে আমি তার সাথে সেরূপ আচরণ করি; সুতরাং, তার যেমন মনে চায় আমার প্রতি তেমনই ধারণা করুক।"

"তাদের বিরুদ্ধে তোমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট হবে। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৩৭)

"এবং (এমন) চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর কর যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৮)

"আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে বিজয় অথবা কোনো সিদ্ধান্ত দিবেন।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৫২)

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ.

"আল্লাহ ছাড়া এটাকে কেউ প্রতিহত, অপসারিত, ব্যাহত, স্থগিত, বিলম্বিত অথবা প্রকাশিত করতে পারবে না।" (৫৩–সূরা আন নাজম : আয়াত-৫৮)

৮৩. হতাশা দেহ-মনকে দুর্বল করে

চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডা. এলেক্সিস কারলাইল বলেছেন–

"যেসব কাজের লোকেরা উদ্বিগ্ন" ও মানসিক চাপ দমন করতে জানে না তারা অন্যদের তুলনায় বেশি মাত্রায় অকালে মরণশীল।" বাস্তবিক, যা কিছু ঘটে তা স্বর্গীয় বিধান বা তকদীর অনুসারেই ঘটে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেককেই সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আর এ কারণেই কারলাইল যথার্থই বলেছেন যে, যা শরীরের ক্ষতি করে উদ্বিগ্নতা তার একটি।

৮৪. হতাশা ক্ষতের কারণ

"আপনি যা ভক্ষণ করছেন তার কারণে আপনি ক্ষতে আক্রান্ত হবেন না, কিন্তু, যা আপনাকে ভক্ষণ করছে তার কারণেই আপনি ক্ষতাক্রান্ত হবেন।"

ডা. জোসেফ এফ মন্টাগ্নর 'স্নায়ুবিক সমস্যা' নামক পুস্তক থেকে (উপরোক্ত) এ উদ্ধৃতাংশটুকু নেয়া হয়েছে।

প্রসিদ্ধ আরব কবি মোতানাব্বি বলেছেন–

"দুশ্চিন্তা মোটা ব্যক্তিকে হ্যাংলা-পাতলা ও শীর্ণ বানিয়ে ফেলে, এটা যুবকের চুল পাকায় ও তাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলে।" এবং 'লাইফ' নামক পত্রিকা মতে মরণ ব্যাধির তালিকায় ক্ষতের স্থান দশম।

৮৫. হতাশার আরো কিছু কুপ্রভাব

আমি ইদানীং ডা. এডওয়ার্ড বডওল্স্কির 'Stop Worrying and Seek Betterment' নামক পুস্তকের অনুবাদ পড়েছি এখানে তার বই থেকে কয়েকটি অধ্যায়ের নাম দেয়া গেল–

১. উদ্বিগ্নতা হার্টের ক্ষতি করে।

২. উদ্বিগ্নতার কারণে উচ্চ রক্তচাপ বাড়ে বা দেখা দেয়।

৩. উদ্বিগ্নতা কয়েক প্রকার বাতের কারণ হতে পারে।

৪. আপনার নাড়িভুঁড়ির উপকারার্থে আপনার উদ্বিগ্নতার মাত্রা কমানোর চেষ্টা করুন।

৫. উদ্বিগ্নতাকে কিভাবে সাধারণ সর্দির কারণ মনে করা যায়।

৬. উদ্বিগ্নতা ও থাইরয়েড গ্ল্যান্ড।

৭. ডায়াবেটিসের শিকার এ উদ্বিগ্নতার কারণে।

মনোবিজ্ঞানী ডা. কার্ল মেনিঞ্জার 'Man Against Himself' নামে একটি বই লিখেছেন। এ পুস্তকে তিনি বলেছেন–

"ডা. মেনিঞ্জার আপনাদেরকে উদ্বিগ্নতা কিভাবে এড়িয়ে চলতে হবে এর কোনো নিয়ম-কানুন দেবেন না; বরং তিনি উদ্বিগ্নতা, স্নায়ুবিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ভয় ও প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছা কীভাবে আপনার নিজের দেহ-মনকে ধ্বংস করে দেয় তার উপর আপনাকে এক বিস্ময়কর প্রতিবেদন দিবেন।"

"এবং তারাও যারা ক্রোধ সংবরণ করে; নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

এ আয়াত থেকে যেসব শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত তার মধ্যে অধিকতর লক্ষণীয় হচ্ছে যে, আমাদের সুস্থ মন, মনের শান্তি, শান্তি স্নায়ু এবং সুখবোধ থাকতে হবে।

ফরাসী দার্শনিক একদা বলেছিলেন–

"আমি আমার হাত দিয়ে আপনার সমস্যা সমাধানের সাহায্য করতে চাই– আমার লিভার ফুসফুস দ্বারা নয়।"

(আপনার সমস্যা নিয়ে টেনশন করে আমি আমার লিভার ও ফুসফুসের সর্বনাশ করতে চাই না– বরং আমার ক্ষমতা দ্বারা যতটুকু পারি আপনার ততটুকু উপকার করতে চাই। –অনুবাদক)

৮৬. হতাশা ও ক্রোধের ফল

কর্নেল ইউনিভার্সিটির ডা. রাসেল সিসিল আরথ্রাইটিস রোগের চারটি বহু বিস্তৃত কারণ উল্লেখ করেন–

১. বৈবাহিক ঝগড়া (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী-সংক্রান্ত ঝগড়া)

২. আর্থিক সঙ্কট ও হতাশা

৩. নিঃসঙ্গতা ও উদ্বিগ্নতা

৪. হিংসা-বিদ্বেষ

The Federation of American Dentists' এ বক্তৃতা দানকালে ডা. উইলিয়াম মার্ক গংগিল মন্তব্য করেন–

"উদ্বিগ্নতা ও ভয়ের মতো অপ্রীতিকর অনুভূতি সম্ভবত দেহের ক্যালসিয়াম বন্টনের ব্যাঘাত ঘটায় ফলে দাঁতের ক্ষয় হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা থাকে।"

৮৭. ধৈর্যের সাথে কষ্ট সহ্য করুন

ডেল কার্ণেগী বলেছেন–

চীনারাসহ আফ্রিকান ও দক্ষিণ আমেরিকানরা খুব কমই দুশ্চিন্তাজনিত হৃদরোগের শিকার হয়। তারা যে শান্ত ও দুশ্চিন্তাহীন জীবন-যাপন করে এটাকেই এর কারণ হিসেবে জোর দিয়ে বলা যায়।

তিনি আরো বলেছেন–

"পাঁচটি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রোগে সর্বমোট যতলোক মারা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক আমেরিকান মারা যায় আত্মহত্যা করে।" এটা এমন এক চমকপ্রদ পরিসংখ্যান যা কিছুতেই হাল্কাভাবে দেখা বা বিবেচনা করা উচিত নয়।

৮৮. আপনার প্রভু সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করুন

উইলিয়াম জেমস বলেছেন−

"আল্লাহ্ আমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু আমাদের স্নায়ুতন্ত্র (মন) তা করে না।"

ইবনুল ওয়াযীর তাঁর "আল আওয়াসিম ওয়াল ক্বওয়াসিম (اَلْعَوَاصِمُ وَالْقَوَاصِمُ)" নামক পুস্তকে বলেছেন−

"নিশ্চয় আল্লাহর রহমতের আশা করলে বান্দার আশার দুয়ার খুলে যায়, এতে তাঁর ইবাদতের আগ্রহ্ বাড়ে, নফল ইবাদতে উৎসাহী হতে এবং সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে প্রেরণা যোগায়।"

বিশেষ করে একথা এ কারণে সত্য যে, কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ না হলে সৎকাজ করার জন্য তাদের মনে সাড়া জাগে না। এসব গুণ নিয়ে ভেবে দেখলে ফল এ দাঁড়ায় যে, তারা অধ্যবসায়ের সাথে সৎ কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে চায়।

৮৯. মন যখন আনমনা

টমাস এডিসন বলেছেন−

"চিন্তা থেকে পলায়ন করার কোনো ফন্দি নেই।"

অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বর্ণনার যথার্থতার নিশ্চয়তা দিতে পারা যায়। কারণ, এমনকি লেখা-পড়ার সময়ও মানুষ অনবরত বেঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সরে আসে। এ ধরনের (বেঠিক) চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি উত্তম পন্থা হলো− এমন কোনো কাজে রত থাকা বা একই সময়ে আনন্দদায়ক ও উপকারীও বটে।

৯০. গঠনমূলক সমালোচনাকে সাদরে গ্রহণ করুন

এন্ড্রি মরো বলেছেন–

"যা কিছু আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই আমাদের কাছে সত্য মনে হয় আর অন্য সবকিছু শুধুমাত্র আমাদের ক্রোধ উৎপন্ন করে।"

যখন আমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় বা আমাদের সমালোচনা করা হয় তখনকার অবস্থার সাথে এ উদাহরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রশংসাকে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং যখন আমাদের প্রশংসা করা হয় তখন আমাদের মনটা বড় হয়ে যায় এমনকি আমাদেরকে অযৌক্তিক প্রশংসা করা হলেও। অপরপক্ষে আমরা সমালোচনা, নিন্দাকে ঘৃণা করি এমনকি আমাদের সম্বন্ধে যা বলা হয় তা সত্য হয়ে থাকলেও।

"এবং যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি তাদের কোনো হক্ক বা প্রাপ্য থাকে তবে তারা তাঁর নিকট বিনীতভাবে আসে।" (২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-৪৮-৪৯)

উইলিয়াম জেমস বলেছেন–

"আপনার প্রচেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে যে উদ্বিগ্নতা আপনাকে পেয়ে বসে ও আপনাকে পরাভূত বা পরাজিত করে তা থেকে আপনি তখন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবেন– যখন আপনি কোনো নির্দিষ্ট দিনে কোনো কিছু করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।"

তিনি যা বুঝাতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে যখন আপনি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ও সুস্থ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবেন তখন আপনার সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা উচিত। অধিকন্তু আপনাকে অবশ্যই সন্দেহের কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। কেননা, সন্দেহ শুধু আরো সন্দেহেরই জন্ম দেয় এবং তারপর পিছনের দিকে ফিরে তাকানো যাবে না। (কাজ শুরু করার পর তা বাদ দেয়া যাবে না। –অনুবাদক)

আরব দেশের একজন কবি বলেছেন–

اِذَاكُنْتَ ذَا رَأْيٍ فَكُنْ ذَاعَزِيْمَةٍ * فَاِنَّ فَسَادَ الرَّأْيِ اَنْ تَتَرَدَّدَا .

"যদি তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পার, তবে স্থির সিদ্ধান্ত নিও বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিও কেননা, ভুল সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল।"

সিদ্ধান্ত নিতে সাহস প্রদর্শন আপনাকে উদ্বিগ্নতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে সন্দেহাতীতভাবে রক্ষা করতে পারে।

"স্থির সিদ্ধান্ত নেবার পর যদি তারা আল্লাহর সত্যতা স্বীকার করত (বা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করত) তবে তা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হতো।" (৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-২১)

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডা. রিচার্ড ক্যাবোট তার 'How Humans Live' নামক পুস্তকে লিখেছেন–

"সন্দেহ, ভয় ও অনিশ্চয়তা থেকে যে স্নায়বিক রোগ হয় এবং যারা এ রোগে ভোগে তাদের ওষুধ হিসেবে 'কাজ করা'কে আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রস্তাব করছি।"

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ .

"অতপর যখন (জুমুআর) সালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং (কাজ করার মাধ্যমে) আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।"
(৬২–সূরা আল জুমআ : আয়াত-১০)

জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন–

"অযথা চিন্তায়, বিশেষ করে আপনি কি সুখী নাকি অসুখী এ নিয়ে (অযথা) চিন্তায় সময় নষ্ট করাটাই সম্ভবত হতাশার গোপন রহস্য। আপনার হৃদয়ের মনিকোঠায় এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে চুপিসারে চলতে দিবেন না। বরঞ্চ অবিচলিতভাবে কাজে লেগে থাকুন। যখন আপনি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে দিবেন তখন আপনার রক্ত (নব উদ্যমে) চলাচল করা শুরু করে দিবে এবং আপনার মন কাজে লেগে যাবে। আপনি দেখবেন যে শীঘ্রই

আপনার নতুন জীবন দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যাবে। নিয়মিতভাবে কাজ করে যান; কেননা এটা জমিনের বুকে সর্বাপেক্ষা দামী ও সবচেয়ে কার্যকর ঔষুধ।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ـ

"এবং হে মুহাম্মদ ﷺ বলুন, 'তোমরা কাজ করতে থাক, কেননা, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ অচিরেই তোমাদের আমল (বা কাজ) দেখবেন।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১০৫)

একটি জ্ঞানগর্ভ আরবদেশীয় প্রবাদ আছে–

"জীবনকাল এত সংক্ষিপ্ত যে, এটা আরো সংক্ষিপ্ত করা যায় না।

"তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম, (আমাদের কথা বিশ্বাস না হলে) আপনি বরং হিসাব রক্ষকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।' তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে।" (২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-১১২-১১৪)

৯১. অধিকাংশ গুজবই ভিত্তিহীন

স্বদেশী আদিবাসীদের দমন করার জন্য প্রসিদ্ধ জেনারেল জর্জ ক্রাক তার বিখ্যাত সাময়িকীর ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– "আদিবাসীদের প্রায় সকল দুর্দশা ও উদ্বিগ্নতা তাদের কল্পনাপ্রসূত–বাস্তব নয়।"

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ـ

"প্রতিটি বিকট শব্দ বা চিৎকারকেই তারা তাদের বিরুদ্ধে মনে করে।"

(৬৩–সূরা আল মুনাফিকূন : আয়াত-৪)

"যদি তারা তোমাদের সাথে অভিযানে বের হতো তবে তারা শুধু বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি করত এবং ফেতনা করার জন্য তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৭)

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হক্‌স বলেছেন–

"কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার হয়তো সমাধান আছে নয়ত নেই। যদি কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান থাকে তবে তা খুঁজে বের করুন। নচেৎ তা নিয়ে নিজেকে কষ্ট দিবেন না।"

একটি সহীহ্ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াতে এমন কোনো রোগ পাঠাননি যে, তিনি এর ঔষুধ পাঠাননি। যে এটা জানল সে তো এটা জানলই আর যে এটা জানল না সে তো এটা জানলই না।"

(এমনকি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কোনো কোনো রোগের চিকিৎসা জানেন না এখনো এ অবস্থা বিদ্যমান।)

৯২. ভদ্রতা সংঘর্ষ এড়ায়

একজন জাপানী শিক্ষক তার ছাত্রকে বলেছেন–

"নমনীয়তা উইলো গাছের মতো আর বিরোধহীনতা ওক গাছের মতো।"

নবী করীম ﷺ একটি হাদীসে বলেছেন–

"মুমিন ব্যক্তি (সবুজ) কোমল শস্যের (চারা গাছের) মতো, বায়ু একে ডানে বামে দোলায় (এটা এতই কোমল)।"

জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি পানির মতো; কেননা, পানি পাথরের সাথে সংঘর্ষ করে না, বরং পানি পাথরের ডান, বাম, উপর ও নিচ দিয়ে চলে যায়।

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"মুমিন ব্যক্তি হলো উটের মতো; এটাকে লাগাম পরিয়ে পাথরে বসিয়ে রাখলে এটা তাই করবে অর্থাৎ পাথরেই হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে।"

৯৩. অতীত আর কখনো ফিরে আসবে না

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ.

"যা তোমরা পাওনি তা নিয়ে তোমরা যাতে দুঃখ না কর।"

(৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৩)

আদম (আ) মূসা (আ)-কে বলেছেন-

"আল্লাহ (তায়ালা) আমাকে সৃষ্টি করার ৪০ (চল্লিশ) বছর পূর্বে আমার তক্বদীরে বা ভাগ্যে যা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন তার জন্য তুমি কি আমাকে দোষারোপ কর?"

এ কথাটি সম্বন্ধে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

"আদম (আ) মূসা (আ)-কে তর্কে হারিয়ে দিলেন, আদম (আ) মূসা (আ)-কে তর্কে হারিয়ে দিলেন, আদম (আ) মূসা (আ)-কে তর্কে হারিয়ে দিলেন।"

তোমার নিজের মাঝে সুখের সন্ধান কর, তোমার চারিধারে বা বাহিরে নয়।

উর্বর ইংরেজ কবি মিল্টন বলেছেন-

"Verily, the mind on its own is capable of transforming paradise into hell and hell into paradise!".

"মন নিজেই স্বর্গ থেকে নরকে এবং নরক থেকে স্বর্গে রূপান্তরিত হতে পারে।"

আরব কবি মুতানাব্বি বলেছেন-

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধনী অবস্থায় তার প্রতিভার কারণে ভোগে; অথচ, যখন নাকি মূর্খ ব্যক্তি দরিদ্র অবস্থায় সুখী।"

৯৪. জীবনখানিতো দুঃখ করার জন্য নয়

সেন্ট হেলেনাতে নেপোলিয়ন বিস্ময়ে বলেছিলেন–

"আমার গোটা জীবনে আমি ছয়টি সুখী দিনের কথাও জানি না।"

খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক বলেছেন–

"আমি আমার জীবনের সুখী দিনগুলোকে স্মরণ করে তা গণনা করতে চেয়েছিলাম আর ওগুলোতে সর্বমোট তেরটি (সুখের দিন) পেয়েছিলাম।"

এবং তাঁর পিতা প্রায়ই আফসোস করে বলতেন–

"আমি যদি কখনো খলিফা না হতাম!"

বিখ্যাত ওয়ায়েজ ইবনে সাম্মাক একদা বাদশা হারুনুর রশীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তখন বাদশা পিপাসার্ত হয়ে পানি চাইলেন। ইবনে সাম্মাক বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে যদি পানি না দেয়া হয় তবে কি আপনি আপনার অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে পানি কিনে নিবেন?" বাদশা বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি যখন পানি পান করলেন তখন ইবনে সাম্মাক বললেন, "যদি কোনো অসুখের কারণে আপনি এ পানিটুকু (প্রস্রাবের মাধ্যমে) দেহ থেকে বের করে দিতে না পারেন তবে কি আপনি আপনার দেহ থেকে পানিটুকু বের করে দিতে সক্ষম হওয়ার জন্য আপনার রাজত্বের অর্ধেক সম্পদ (চিকিৎসককে) মূল্য বাবদ দিবেন না?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তখন ইবনে সাম্মাক বললেন," যে রাজত্বের মূল্য পানি পানের সমানও নয় তবেতো সে রাজত্বে কোনো লাভও নেই।"

সমগ্র পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তার কোনো মূল্য, ওজন ও অর্থই নেই যদি তা ঈমানহীন হয়।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

"যখন ঈমান হারায় তখন শান্তিও হারায়। আর যে ব্যক্তি ধার্মিক জীবনযাপন করে না তার দুনিয়ার জীবনের কোনও মূল্য নেই। আর যে লোক দ্বীনহীন বা ধর্মহীন জীবনে সন্তুষ্ট হলো সেতো ধ্বংসকে তার জীবনের সঙ্গী বানিয়ে নিল।"

ইমারসন স্বনির্ভরতার উপর তার প্রবন্ধ নিম্নোক্ত কথা কয়টির মাধ্যমে সমাপ্ত করেন–

"রাজনৈতিক বিজয়, বেতন বৃদ্ধি, রোগারোগ্য বা সুখের দিন ফিরে পাওয়া–এসব কিছুই দিগন্তে আপনার জন্য আবছা হয়ে আছে। এগুলোকে বিশ্বাস করবেন না; কেননা, আপনি যেমনটি আশা করেন তেমনটি (কখনো) হবেন না এবং এ কারণে যে, আপনি নিজে ছাড়া আপনাকে অন্য কেউ শান্তি এনে দিতে পারবে না।"

اِرْجِعِیْٓ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ـ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ ـ

"সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার প্রভুর নিকট ফিরে আস! অতপর আমার (সম্মানিত) বান্দাদের পরিমণ্ডলে প্রবেশ কর।"

(৮৯–সূরা আল ফাজর : আয়াত-২৮-২৯)

একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও নাট্যকার বলেছেন–

"আমাদের দেহ থেকে টিউমার আপসারণ ও রোগ-ব্যাধি দূর করার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলো আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে মন্দ ধারণা দূর করা।"

দৈহিক রোগের তুলনায় কুরআনে চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বাসের বা ঈমানের রোগ সম্বন্ধে বেশি সতর্কবাণী আছে।

ফরাসী দার্শনিক মন্টেইন বলেছেন–

"যা ঘটছে তার সম্বন্ধে কোনো লোকের মতামত বা ধারণা দ্বারা সে যতটা প্রভাবিত হয়–সে ঘটনার দ্বারা সে ততটা প্রভাবিত হয় না।" (ঘটনার চেয়ে ঘটনা সম্বন্ধে ধারণার দ্বারাই মানুষ বেশি প্রভাবিত হয়।)

নিম্নোক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ দোয়া করেছেন–

"হে আল্লাহ! আপনার ফয়সালার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন, যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে, আমার যা কিছু ঘটেছে তা না ঘটার মতো ছিল না এবং যা কিছু ঘটেনি তা ঘটার মতো ছিল না।"

৯৫. এ কথা কয়টি একটু ভেবে দেখুন

বিষণ্ন হবেন না; কেননা, বিষণ্নতা আপনাকে অতীত নিয়ে আক্ষেপ করতে, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি বা সন্দেহ করতে এবং আপনার বর্তমানকে নষ্ট করে দিতে বাধ্য করবে।

দুঃখিত হবেন না; কেননা, এটি হৃদয়কে সংকুচিত করে, মুখমণ্ডলকে কুচকিয়ে দেয়, মনোবলকে দুর্বল করে দেয় এবং আশা ভরসাকে দূর করে দেয়।

মনঃক্ষুণ্ন হবেন না; কেননা, আপনার মনঃক্ষুণ্নতা আপনার শত্রুকে আনন্দিত করে, আপনার বন্ধুদেরকে ক্রুদ্ধ করে এবং হিংসুকদেরকে স্ফূর্তি করায়।

মনঃক্ষুণ্ন হবেন না; কেননা, মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আপনি স্বর্গীয় বিধান বা তকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং আপনার ভাগ্যলিপির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করছেন।

ভগ্নহৃদয় বা মনমরা হবেন না; কেননা, মনমরা ভাব যা হারিয়ে গেছে বা চলে গেছে তা আপনাকে এনে দিতে পারবে না, এটা মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পারবে না, ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না অথবা কোনো উপকারই করতে পারবে না।

ব্যথিত বা ভাঙামন হবেন না; কেননা, মর্মবেদনা প্রায়ই শয়তানের (ধোঁকা) থেকে (উৎপন্ন) হয় এবং তা এক ধরনের হতাশা।

"(হে মুহাম্মাদ!), আমি কি তোমার জন্য তোমার মনকে প্রশস্ত করে দেইনি? এবং যা তোমার পিঠকে ভেঙে দিয়েছে আমি তোমা থেকে তোমার সে ভার অপসারণ করেছি এবং আমি তোমার স্মরণ বা খ্যাতিকে সমুচ্চ করেছি। অতএব, কষ্টের পরেই আরাম আছে। নিশ্চয় কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে। অতএব, যখনই অবসর পাও তখনই (আল্লাহর) ইবাদত করিও এবং তোমার প্রভুর দিকে প্রার্থনার জন্য মনোনিবেশ করিও।"

(৯৪-সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-১-৮)

৯৬. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকা পর্যন্ত হতাশ হবেন না

সর্বশক্তিমান আল্লার প্রতি ঈমান সুখ-শান্তির দিকে নিয়ে যায়, পক্ষান্তরে অবিশ্বাস বা কুফুরি বিভ্রান্তি ও দুঃখ-দুর্দশার পথে পরিচালিত করে। আমি বিশেষ ধরনের অনেক মেধাবী লোক-সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি; এদের কিছু লোককে প্রতিভাবানও বলা চলে; এরা প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও এদের অন্তর হেদায়েতের আলোবর্জিত এবং সত্যিকার অর্থে এরা শরীয়ত সম্বন্ধে মন্দ কথাই বলেছে। দু'টি উদাহরণ মনে পড়ল–

আবুল আলা আলমুয়ার্‌রি শরীয়ত সম্বন্ধে বলেছে, "পরস্পর বিরোধী, যার সম্বন্ধে আমরা চুপ থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারি না।" দ্বিতীয়টি হলো ইবনে সীনার উক্তি, "যা কিছু প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে তা হলো কার্যকর মেধা।"

এভাবে আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর প্রতি যতটুকু ঈমান থাকবে ততটুকুই সুখী হওয়া যাবে।

অতি আধুনিককালের কিছু কথার অর্থ উপরের দুটি কথার অর্থের মতই, এগুলো প্রাচীনকালের ফেরআউনের কথার উত্তরসূরী–

"ফেরআউন বলেছিল, হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই।" (২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৩৮)

"ফেরআউন বলেছিল : আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।"

(৭৯–সূরা আন্ নাযিআত : আয়াত-২৪)

'How Man Thinks' গ্রন্থের গ্রন্থকার জেমস এলেন বলেছেন, "মানব জাতি বুঝতে পারবে যে, বস্তু ও মানুষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সতত পরিবর্তনশীল এবং বস্তু ও মানুষও পরিবর্তনশীল। ধরুন কেহ তার ধারণা পাল্টাল আর আমরা জেনে আশ্চর্য হব যে, কত শীঘ্রই তার পার্থিব জীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব যে পবিত্র বস্তু আমাদের উদ্দেশ্যকে গঠন করে তা আমরা নিজেরাই।" ভুল ধারণা ও তার কুফল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

"বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ কখনো তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না এবং এটা তোমাদের মনে

সুন্দর লেগেছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ধ্বংসশীল জাতি হয়ে গিয়েছিল।" (৪৮–সূরা আল ফাতহ্ : আয়াত-১২)

"তারা জাহেলদের মতো আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিল; তারা বলত, 'কাজে আমাদের কি কোনো ভূমিকা আছে?' (হে মুহাম্মাদ!) বলুন, 'নিশ্চয় সকল কাজই আল্লাহ্ অধিকারে।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৪)

জেমস এলেন আরো বলেছেন–

"মানুষ যা করে তা তার ব্যক্তিগত চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল এবং তার চিন্তার মধ্য দিয়ে তার লক্ষ্য অর্জন ও জয় করে নিতে সক্ষম। সে যদি একথা অস্বীকার করে তবে সে দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত থেকে যাবে।"

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সত্যিকার দৃঢ় প্রত্যয় ও সঠিক চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে বলেছেন–

"যদি তারা অভিযানে বের হবার ইচ্ছা করত তবে তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিত; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রেরণকে অপছন্দ করেছেন, তাই তিনি তাদেরকে পিছনে (বসিয়ে) রেখেছেন।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৬)

"তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে যদি আল্লাহ্ জানতেন তবে তিনি তাদেরকে শ্রবণ করাতেন।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-২৩)

"তাদের অন্তরে যা ছিল আল্লাহ্ তা জেনে নিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে আসন্ন বিজয়ের সংবাদ প্রদান করেন।"

(৪৮–সূরা আল ফাতহ : আয়াত-১৮)

৯৭. তুচ্ছ জিনিসের জন্য দুঃখ করবেন না– পুরো পৃথিবীই নগণ্য

একবার এক ধার্মিক ব্যক্তিকে এক সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল আর তখন আল্লাহ্ তাঁকে এর থাবা থেকে রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "সে সময়ে তুমি কী ভাবতে ছিলে?" তিনি বলেছিলেন, "আমি সিংহের লালা নিয়ে ভাবছিলাম–এটা কি (ফেকীহদের মতানুসারে) পাক না নাপাক (অর্থাৎ আমার মৃত্যুর সময় আমি পাক না নাপাক অবস্থায় থাকব- এ নিয়ে ভাবছিলাম)।

আল্লাহ তায়ালা নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী (রা) তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন–

"তোমাদের মাঝে কেউ কেউ দুনিয়া কামনা করে আর তোমাদের মাঝে এমনও কিছু লোক আছে যারা আখিরাত চায়।"

(সূরা–৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৫২)

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন–

"মানুষের উদ্দেশ্য অনুপাতেই মানুষের মূল্য।"

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন–

"আমাকে কোনো লোকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করলে আমি বলে দিতে পারব সে কোন ধরনের লোক।"

সাগরে একটি জাহাজ ডুবে একজন আবেদ লোক পানিতে পড়ে গিয়েছিল। সে অজু করতে শুরু করে দিয়েছিল–এক সময়ে একটি করে অঙ্গ ধৌত করছিল। সে তীরে পৌঁছতে পেরেছিল এবং বেঁচে গিয়েছিল। তাঁকে অজু প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– কেন সে অজু করেছিল? আর সে উত্তর দিল, "আমি এজন্য অজু করেছিলাম–যাতে আমি পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারি।"

ইমাম আহমদ (রহ) যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন তখন অন্যেরা তাঁকে অজু করাচ্ছিল আর তিনি তাদেরকে তাঁর দাড়ি মোবারক দেখিয়ে এক বিন্দু পরিমাণ স্থানও যাতে অধৌত না থাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

"অতএব আল্লাহ তাঁদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং চমৎকার পারলৌকিক পুরস্কার দান করলেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৮)

যখন আপনার সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা প্রদর্শন করা হয় তখন মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না; কেননা, আপনি যদি ক্ষমা করে দেন ও ভুলে যান তবে এ দুনিয়ায় মাহাত্ম্য ও পরকালে সম্মান অর্জন করবেন।

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.

"কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিল ও আপস করে নিল, আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর জন্য পুরস্কার রয়েছে।" (৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৪০)

হিংসার আগুন সম্বন্ধে শেক্সপিয়ার বলেছেন–

"Don't light the oven too much for your enemy in order not to burn yourself by the flame."

“অগ্নিশিখায় তুমি নিজেই যাতে পুড়ে না যাও এজন্য শত্রুর জন্য চুলার আগুন খুব বেশি প্রজ্জ্বলিত করিও না।”

প্রাথমিক ইসলামী যুগের একজন পণ্ডিত ‘সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার’-কে এক লোক বলেছেন, “তুমি একজন খারাপ লোক,” তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “তুমি ছাড়া আমাকে কেউ জানে না।”

এক লোক আবু বকর (রা)-কে মৌখিক আক্রমণ করে বলে–

“আল্লাহ্র কসম, আমি আপনাকে এমন গালিগালাজ করব যা আপনার সাথে আপনার কবরে প্রবেশ করবে। তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন, “না, বরং তোমার গালি তোমার সাথে তোমার কবরেই প্রবেশ করবে।”

কেহ্ আমর ইবনুল আসকে (রা) বলেছিলেন–

“আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিব।” আমর (রা) উত্তর দিলেন, “এখন তুমি অন্য সবার স্থলাভিষিক্ত হলে এবং একাজই তোমার উদ্বিগ্নতার (দুর্দশার) কারণ হবে।”

একদা জেনারেল এইসেনহাউয়ার বিস্ময়ের সাথে বলেছিলেন–

“আমরা যাদেরকে ভালোবাসি না তাদের নিয়ে চিন্তা করে আমরা যাতে এক মিনিটও নষ্ট না করি।”

মশা গাছকে বলেছিল–

“শক্ত হয়ে থাক; কেননা, আমি তোমাকে ছেড়ে উড়ে যেতে চাই। গাছ উত্তর দিয়েছিল, “আল্লাহ্র শপথ, আমি আমার উপর তোমার অবতরণ করা টের পাইনা! তবে কেন তোমার উড়ে যাওয়া টের পাব?”

হাতেম তাই বলেছেন–

“ভদ্র ব্যক্তি যদি কিছু সম্পদ জমা করে তবে আমি তার দোষ ক্ষমার চোখে দেখব। আর অসভ্যের গালিকে আমি ভদ্রতার সাথে এড়িয়ে যাব।”

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا .

"এবং তাঁরা নিরর্থক কার্যাকলাপের সম্মুখীন হলে ভদ্রভাবে ও বিনয়ীভাবে তা এড়িয়ে চলে।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৭২)

"এবং মূর্খরা যখন তাঁদেরকে (মন্দভাবে) সম্বোধন করে, তখন তারা ভদ্রতার সাথে উত্তর দেয়।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৬৩)

কন্‌ফুসিয়াস বলেছেন–

"ক্রুদ্ধ ব্যক্তি সর্বদা বিষে পরিপূর্ণ।"

এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে তিনবার উপদেশ দান করার জন্য অনুরোধ করেছিল, প্রতিবারই তিনি ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন; "রাগ করিও না বা ক্রুদ্ধ হয়ো না।"

নিম্নোক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ রাগ বা ক্রোধ সম্বন্ধে বলেছেন : "ক্রোধ হলো দোজখের একটি জ্বলন্ত অঙ্গার।"

শয়তান মানুষকে তিন অবস্থায় পরাজিত করে : প্রবৃত্তির তাড়নায় ক্রোধ ও অমনোযোগ অবস্থায়।

৯৮. পৃথিবীটা এমনই

একজন বিজ্ঞতম রোম সম্রাট 'মার্কাস অরেলিয়াস' একদিন বলেছেন–

"আজ আমি এমন কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ করব যারা বেশি কথা বলে, স্বার্থপর, বিরক্তি উৎপাদক তথা জঘন্য এবং যারা শুধুমাত্র নিজেদেরকেই ভালোবাসে। তবুও আমি বিরক্ত বা বিস্মিত হব না; কেননা, বাকি জগতটাকে আমি অন্যরকম মনে করি না।"

৯৯. অন্যদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন

এরিস্টটল বলেছেন–

"আদর্শ ব্যক্তি তিনিই যিনি অন্যদের সেবা করতে আনন্দ পান এবং অন্যেরা তাঁর সেবা করলে তিনি লজ্জিত হন; কেননা, দয়া প্রদর্শন মাহাত্ম্যের লক্ষণ, পক্ষান্তরে দয়া গ্রহণ ব্যর্থতার লক্ষণ।"

নিম্নোক্ত হাদীসটি এ বিষয়ে অধিকতর অর্থসহ ও যথাযথ–

اَلْيَدُ الْعُلْيٰ خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى.

"নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম।"

উপরের হাত বলতে দানকারী (হাত) বুঝায় আর নিচের হাত বলতে দান গ্রহণকারী (হাত) বুঝায়।

১০০. যতক্ষণ আপনার এক টুকরো রুটি, এক গ্লাস পানি ও লজ্জাস্থান আবৃত করার মত কাপড় থাকে ততক্ষণ নিজেকে বঞ্চিত মনে করবেন না

একজন নাবিক সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিল এবং এভাবে একুশ দিন পথহারা ছিল। এ ঘটনায় সবচেয়ে বড় কি শিক্ষা সে পেয়েছে এ সম্বন্ধে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, "এ ঘটনা থেকে সর্বাপেক্ষা বড় যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তা হলো– পরিষ্কার পানি ও পর্যাপ্ত খাবার থাকলে কখনো অভিযোগ করা উচিত নয়।"

জোনাথন সুয়িফ্‌ট বলেছেন, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কয়েকজন চিকিৎসক হলেন "যথাযথ খাদ্য-চিকিৎসক" "বিশ্রাম চিকিৎসক" এবং "সুখ চিকিৎসক"।"

জোনাথন সুয়িফ্‌টের মন্তব্যের কারণ হলো যে, স্থূলতা এমন এক তিরস্কারযোগ্য রোগ যা মানুষের মেধাকে ধ্বংস করে দেয়। পক্ষান্তরে, বিশ্রাম, সংযম ও সুখ হলো মন-মানসিকতা, আত্মা ও হৃদয়ের জন্য সন্তোষজনক পুষ্টিদায়ক উপাদান।

ড. স্যামুয়েল জনসন বলেছেন–
"প্রত্যেক পরিস্থিতির উজ্জ্বল দিকটি দেখার অভ্যাস বিশাল আয়ের চেয়েও বেশি মূল্যবান।"

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ -

"তারা কি দেখে না যে, তাদের প্রতি বছর একবার বা দু'বার (বিভিন্ন বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন ইত্যাদি দ্বারা) পরীক্ষা করা হয়? তবু তারা তওবা করে না এবং (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১২৬)

আমাদের একজন ধার্মিক পূর্বসূরী কোনো একজনকে লক্ষ্য করে বলেছেন। "আমি তোমার উপর কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি; কৃতজ্ঞ হয়ে তোমার কল্যাণকে তালা দিয়ে রাখ ও সেগুলোকে নিরাপদে রাখ।"

"তখনকার কথা স্মরণ কর যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করেছিল, 'যদি তোমরা (ঈমান গ্রহণ করেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে) কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের অধিক দান করব; আর যদি তোমরা (কুফুরি করে) অকৃতজ্ঞ হও তবে (জেনে রাখ) আমার শাস্তি সাংঘাতিক।"
(১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৭)

"এবং আল্লাহ্ এক জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করলেন– যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, সবখান থেকে এখানে প্রচুর রিযিক আসত। অতঃপর (এ জনপদের অধিবাসীরা) আল্লাহর নেয়ামতের কুফুরি করল। তাই আল্লাহ্ একে (অর্থাৎ এ জনপদের অধিবাসীদেরকে) তারা যা করত তার বদলাস্বরূপ চরম ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ গ্রহণ করালেন।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-১১২)

১০১. আপনি এক অনন্য সৃষ্টি

ডা. জেম্‌স গর্ডন গিল্‌কী বলেছেন–

"আত্ম পরিচিতির অভাবের সমস্যা বা সংকট প্রাগৈতিহাসিক এবং এটা সকল মানুষের বেলায় একই রকমের; একই রকমভাবে আত্মপরিচয়ের অভাবহীনতাও একটি সমস্যা, যা বহু ব্যক্তিগত ভারসাম্যহীনতা ও সমস্যার উৎস।"

অন্য একজন বলেছেন–

"সৃষ্টির মাঝে আপনি এক অনন্য সৃষ্টি; কোনো কিছুই হুবহু আপনার মতো নয়, আর আপনি হুবহু অন্য কোনও কিছুর মতো নন। কারণ, স্রষ্টা সৃষ্টির মাঝে বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন।"

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۔

"নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন রকমের।"

(৯২–সূরা আল লাইল : আয়াত-৪)

শিশু শিক্ষা বিষয়ে এনজেলো ব্যাটারো তেরোটি বই ও হাজার হাজার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি একবার লিখেছেন–

"যে ব্যক্তি নিজের মতো (অর্থাৎ স্বাধীনভাবে) বড় না হয়ে অন্যের আকৃতি ও চিন্তা-চেতনার অনুকরণে বড় হয়েছে তার চেয়ে হতভাগা আর কেউ নেই।"

"তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ পরিমাণমত প্লাবিত হয়।" (১৩–সূরা হূদ : আয়াত-১৭)

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব স্বভাব বৈশিষ্ট্য, মেধা ও ক্ষমতা আছে, সুতরাং, কারো উচিত নয় তার ব্যক্তিত্বকে অন্যের মাঝে গলিয়ে বা বিকিয়ে দেয়া।

নোট : এ পুস্তকে এ ধরনের কথা বারবার এসেছে। তবে পাঠকগণ মনে রাখবেন যে, ধর্মীয় বিধি-বিধান, আদর্শ, রীতি-নীতি তথা আল্লাহ প্রেরিত আদর্শ মহামানব মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ধরনের কথাবার্তা প্রযোজ্য নয়। –বঙ্গানুবাদ।

নিঃসন্দেহে আপনাকে সীমিত উপায়-উপকরণ ও ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো আপনাকে অতি নির্দিষ্ট ও সীমিত উদ্দেশ্য সম্পাদনে সাহায্য করবে। একথা বিজ্ঞতার সাথেই বলা হয়েছে যে, নিজেকে বুঝতে ও চিনতে চেষ্টা কর; তাহলেই তুমি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী তা জানতে পারবে।

ইমারসন তার 'আত্মবিশ্বাস বা স্ব-নির্ভরতা' বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন–
"এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের জ্ঞান এমন স্তরে পৌঁছবে যেখানে তার বিশ্বাস জন্মাবে যে, হিংসা হলো মূর্খতা এবং অনুকরণ হলো আত্মহত্যার শামিল। এবং প্রত্যেকেই নিজে যেমন তেমনই রীতিনীতি গ্রহণ করবে– পরিবেশ যেমনই থাক না কেন; (আল্লাহর পছন্দনীয় রীতি-নীতির পক্ষেই এ কথা গ্রহণীয় নচেৎ নয়। –অনুবাদক) কেননা, এতেই তার ভাগ্য। গোটা দুনিয়া কল্যাণে ভরপুর থাকলেও যতক্ষণ না কেউ তার নিজের জমিতে ফসলের চারা রোপণ করবে ও তার যত্ন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই কিছুই অর্জন করতে পারবে না। (অর্থাৎ নিজের কল্যাণ নিজেই সাধন করতে হবে। –অনুবাদক)

প্রত্যেকের মাঝে যে (নতুন নতুন) প্রতিভা লুকায়িত আছে তা পৃথিবীর নিকট নতুন এবং কেউই চেষ্টা না করে এ ক্ষমতার বিস্তার সম্বন্ধে জানতে পারে না।"

"এবং হে মুহাম্মদ ﷺ বলুন, "আমল কর। কেননা, শীঘ্রই আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন।"

"বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা পাপ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"

(সূরা–৩৯ আয যুমার : আয়াত-৫৩)

"এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে এবং (পাপ করে) নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেললে (তৎক্ষণাৎ) আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের গুনাহ ক্ষমা চায়, আর আল্লাহ্ ছাড়া কে গুনাহ্ মাফ করতে পারে? এবং তারা যা করে ফেলেছে জেনে শুনে তারা তা করতে থাকে না।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৩)

"আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে বা (পাপ করে) নিজের প্রতি জুলুম করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় পাবে।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১১০)

"এবং যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তখন (তাদেরকে বলে দিন যে,) আমি নিকটেই। যখন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে– যাতে করে তারা সঠিক পথ পায়।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৮৬)

"(না-কি তিনি উত্তম) যিনি দুর্দশাগ্রস্তরা যখন তাঁকে ডাকে তখন তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং দুঃখ দুর্দশা দূর করেন এবং তোমাদেরকে (যুগে যুগে) পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান (না-কি তোমাদের প্রভুগণ উত্তম)? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ বা উপাস্য আছে কি? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।" (২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

"যে সব ঈমানদারদিগকে মুনাফিকরা বলেছিল যে, নিশ্চয় (কাফির) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) জমায়েত হয়েছে। অতএব, তাদেরকে ভয় কর; এতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা বলেছিল : 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি (আমাদের) কতইনা উত্তম অভিভাবক।' সুতরাং তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরে এল– তাদের কোনো ক্ষতিই হয়নি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহের অধিকারী।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৩-১৭৪)

"আর আমি আমার বিষয়কে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।' অতএব আল্লাহ তাঁকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন।" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৪৪-৪৫)

১০২. যা কিছু ক্ষতিকর মনে হয় তার অনেক কিছুই কল্যাণকর

উইলিয়াম জেম্‌স বলেছেন–

"আমাদের বাধা-বিপত্তি আমাদেরকে এতটাই সাহায্য করে যে, আমরা তা কখনো আশাই করতে পারিনি। যদি ডষ্টয়িভস্কি ও টলস্টয় দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন না করত তবে তারা তাদের কালজয়ী পুস্তকাদি লিখতে সক্ষম হতো না। অতএব, এতীম, অন্ধ ও দরিদ্র হওয়া বা গৃহ ও আরাম-আয়েশ হতে দূরে থাকা হলো এমন সব অবস্থা যা আপনাকে অর্জন, খ্যাতি, অগ্রসর হওয়া ও অবদান রাখার পথে পরিচালিত করতে পারে।"

একজন আরব কবি বলেছেন–

قَدْيُنْعِمُ اللّٰهُ بِالْبَلْوٰى وَاِنْ عَظُمَتْ * وَيَبْتَلِىُ اللّٰهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنِّعَمِ ـ

অর্থাৎ" আল্লাহ বালা-মুসিবতের মাধ্যমে (তাঁর বান্দাদেরকে) অনুগ্রহ ধন্য করতে পারেন– আর সে বালা-মুসিবত যতই গুরুতর (মনে) হোক না কেন; পক্ষান্তরে, কিছু লোককে নেয়ামত দিয়ে বালা-মুসিবতে ফেলতে পারেন।" এমনকি সন্তান-সন্ততি ও সম্পদও (অর্থাৎ জনবল ও ধন বলও) দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(হে মুহাম্মদ ﷺ !) অতএব তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে; আসলে আল্লাহ্ তো এসব দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫৫)

ইব্‌নুল আছীর পঙ্গু হওয়ার কারণে তাঁর বিখ্যাত দু'টি কিতাব জামেউল উসূল' এবং আন্‌নিহায়াহ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সারাখসি তাঁর সর্ব মহলে সাদরে গৃহীত। পনেরো খণ্ড কিতাব 'আল মাবসূত' কূপের তলদেশে বন্দী থাকাকালে লিখেছেন।

ইবনুল শাইয়েম সওয়ারীতে চড়ে ভ্রমণকালে 'জাদুল মায়াদ' লিখেছেন। ইমাম কুরতুবী জাহাজে চড়ে ভ্রমণকালে 'সহীহ্ মুসলিম শরীফের' ব্যাখ্যা লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া জেলে থাকাকালে তাঁর 'ফাতাওয়ার' অধিকাংশ লিখেছেন।

যে সকল হাদীস শাস্ত্রবিদগণ লক্ষ লক্ষ হাদীস সংকলন করেছেন তাঁরা দরিদ্র ও পরবাসী ছিলেন। একজন ধার্মিক লোক আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি কিছুদিন কারাভোগ করেছেন এবং তাঁর কারাভোগ কালে তিনি সমগ্র 'কুরআন মাজীদ' মুখস্ত করে ফেলেছেন আর ইসলামি আইন শাস্ত্রের (ফেকাহর) বড় বড় চল্লিশ খণ্ড কিতাব পড়েছেন।

আবুল আলা মুয়াররি অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর কিতাবাদি অন্যদেরকে দান করে দিয়েছিলেন। ত্বা-হা হোসাইন তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলার পরপরই তাঁর প্রসিদ্ধ পত্রিকাবলি ও পুস্তকসমূহ লেখা শুরু করেছিলেন। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই পদচ্যুত বা চাকরীচ্যুত হওয়ার পর জ্ঞান ও চিন্তার জগতে তাঁদের (চাকরিচ্যুত হওয়ার বা পদচ্যুত হওয়ার) পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় অনেক বেশি অবদান রেখেছেন।

ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন যে–
"A little philosophy makes one lean towards disbelief, and to delve into philosophy brings the mind closer to religion."

"অল্প দর্শন (জ্ঞান) মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায় আর দর্শন নিয়ে গভীর গবেষণা মনকে ধর্মের নিকটবর্তী করে।"

"আমি মানবজাতির জন্য এসব উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত পেশ করি, অথচ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যরা এসব বুঝতে পারে না।"

(২৯–সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৪৩)

"আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্য হতে শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।"

(৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-২৮)

"এবং যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হয়েছে তাঁরা বলবে, "তোমরাতো আল্লাহ্‌র বিধানানুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে।"

(৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-৫৬)

হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন যে, "আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছি, আর তা হলো যে, তোমরা জোড়ায় জোড়ায় বা পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দাঁড়াও এবং তারপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ যে, তোমাদের এই সঙ্গী (মুহাম্মদ) পাগল নন- তিনি

তো আসন্ন এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র।" (৩৪–সূরা আস সাবা : আয়াত-৪৬)

ডা. এ. এ. বিল বলেছেন–

"সত্যিকার ঈমানদার কখনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হবে না।"

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পরম করুণাময় (আল্লাহ্) নিজেও মুমিনদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।"

(১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৬)

"যে কোনো ঈমানদার পুরুষ বা মহিলা নেক আমল বা আমলে সালেহ্ করে আমি (আল্লাহ্) অবশ্য অবশ্যই তাঁকে পবিত্র জীবন যাপন করাব এবং আমি (আল্লাহ্) অবশ্যই অবশ্যই তারা যে নেক আমল করত তদানুপাতে তাঁদেরকে তাঁদের পুরস্কার দিব।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

"এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে সরল সঠিকপথে পরিচালিত করেন।"

(২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৫৪)

১০৩. বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ অষুধ

আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী ডা. কার্লজাংগ তাঁর The Modern Man in Search of Spirit" নামক পুস্তকের ২৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

"বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ পৃথিবীর সবখান থেকেই লোকজন আমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এসেছে। আমি শত শত রোগী চিকিৎসা করেছি। এদের অধিকাংশই মধ্যবয়সী বা ৩৫ বছরের অধিক বয়স্ক। প্রত্যেকের সমস্যার একটিই সমাধান দেয়া হয়েছিল (আর তা হলো) ধর্মের মাঝে আশ্রয় সন্ধান করে জীবনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (বা উদ্দেশ্য) ধারণ করতে সক্ষম হওয়া। আমি যথার্থই বলতে পারি যে, তারা প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এ কারণে যে, বিশ্বাসীদেরকে ধর্ম যে কল্যাণ দান করে তারা তা নির্ণয় করতে পারেনি। আর যে নাকি সত্যিকার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না তাকে আরোগ্য করা যায় না।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ـ

"আর যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অবশ্যই তার জন্য কষ্টকর জীবন রয়েছে।" (২০-সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

"আমি অচিরেই কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব, কেননা, তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।" (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫১)

"একের উপর আরেক অন্ধকারের স্তরসমূহ (এর মাঝে) কখনো যদি কেউ নিজের হাত বাহির করে তবে সে তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ্ যার জন্য আলো সৃষ্টি করেননি তার জন্য কোনো আলো নেই।

(২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-৪০)

১০৪. আশাহারা হবেন না

দুঃখে-কষ্টে আছে এমন কাফেরদের প্রার্থনাতে আল্লাহ সাড়া দেন। অতএব, যে মুসলিমগণ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে না তারা কত বেশি আশা করতে পারে? বুদ্ধের পর ভারতে সম্ভবত দ্বিতীয় জনপ্রিয় নেতা মহাত্মা গান্ধী; তিনি যদি তাঁর প্রার্থনার শক্তির উপর স্বাধীন না থাকতেন তবে পদস্খলনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। একথা আমি কীভাবে জানি? (আমার জানার) কারণ এই যে, তিনি নিজেই বলেছেন "আমি যদি প্রার্থনা না করতাম তবে আমি অনেক আগেই পাগল হয়ে যেতাম।" এ ছিল প্রার্থনার ফল। আর গান্ধী মুসলিমও ছিলেন না। সন্দেহাতীতভাবে তার ভ্রান্তি বিরাট ছিল; কিন্তু যা তাকে নিরাপদ পথে পরিচালিত করেছিল তা ছিল এমন এক পথ বা মত যাকে বলা যায়- কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালে পাজী- আর তা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ -

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ـ

"আর যখন তারা জাহাজে চড়ে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে আল্লাহ্কে ডাকে, ফলে যখন তিনি তাদেরকে তীরে পৌছিয়ে উদ্ধার করেন তখন তারা শিরক করে।" (২৯–সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৬৫)

("তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র সাথে শরীক কর তারা ভালো) নাকি তিনি (ভালো) যিনি দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন– যখন সে তাঁকে ডাকে?"

(২৭–সূরা আন শোয়ারা : আয়াত-৬২)

"এবং তারা মনে করে তারা তাতে পরিবেষ্টিত, তারা (তখন) একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্কে ডাকে (আর বলে) : "আপনি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হব।" (১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-২২)

মুসলিম পণ্ডিতবর্গ, মুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দ ও মুসলিম লেখকবৃন্দের জীবনীসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করেও আমি তাদের একজনকেও এমন পাইনি যে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ও মানসিকরোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ এই যে, তারা সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন করেছে এবং তারা এমন সরল জীবন-যাপন করত যে তা সব ধরনের আবেগমুক্ত ছিল।

"আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে- আর তা (কুরআন) হলো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (কিতাব)– তিনি তাদের থেকে তাদের পাপ সমূহকে বিদূরিত করে দিবেন এবং অবস্থা ভালো করে দিবেন।

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-২)

ইবনে হাজিমের নিম্নোক্ত কথাকে গভীরভাবে ভেবে দেখুন–

"বাদশা ও আমার মাঝে পার্থক্যকারী মাত্র একটি দিনই আছে।"

অতীত সম্বন্ধে আমার কোনো অভিরুচি নেই; তারা এবং আমি উভয়েই ভবিষ্যতে যা ঘটবে তাকে সমভাবে ভয় করি, এভাবে মাত্র আজকের দিনটিই থাকে। আজ কি ঘটবে?"

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আজকের দিনের কল্যাণ চাই এর বরকত সাহায্য, নূর ও হেদায়েত চাই।"

"হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর"। (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৭১)

"আর সে যেন সতর্ক থাকে এবং তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও জানতে না দেয়।" (১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-১৯)

"তারা শুধু একথাই বলেছিল যে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহকে এবং আমাদের কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘনকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের কদমকে (পদক্ষেপকে) দৃঢ় রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৭)

১০৫. জীবনকে যতটা সংক্ষিপ্ত মনে করেন, তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত

ডেল কার্নেগী এক ক্ষতযুক্ত রোগীর গল্প বর্ণনা করেছিলেন, সে রোগীর ক্ষত বেড়ে গিয়ে মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, চিকিৎসকগণ তাকে বলেছিল যে, তার জীবনের খুব অল্প সময়ই আছে (অর্থাৎ সে খুব কম সময় বাঁচবে)। তারা তাকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, দাফন-কাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ করাই তার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হঠাৎ করে রোগী হানী (রোগীর নাম-হানী) এক স্বত:স্ফূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল : সে মনে মনে ভাবল যে, জীবনে যদি তার এত অল্পসময়ই অবশিষ্ট থেকে থাকে তবে কেন এটাকে সর্বোচ্চ উপভোগ করব না? সে ভাবল, কতবারইনা আমার মৃত্যুর পূর্বেই পৃথিবীটাকে ভ্রমণ করার ইচ্ছা করেছি। আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার এটাই নিশ্চিত সুযোগ।" সে তার টিকেট ক্রয় করে নিল।

চিকিৎসকগণ যখন তার পরিকল্পনার কথা জানতে পারল তখন তারা বিস্মিত হয়ে গেল এবং তারা তাকে বলল, "আমরা বিধিমতে আপনার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি এবং আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি : যদি আপনি এই ভ্রমণে অগ্রসর হন তবে আপনি মহাসাগরের তলদেশে কবরস্থ হবেন।" তাদের যুক্তি তর্ক বৃথা হয়ে গেল এবং তিনি শুধু বলেছিলেন "না, এমন কিছুই ঘটবে না। আমার পরিবারের সদস্যদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আমি পারিবারিক গোরস্থানে কবরস্থ হওয়ার জন্য ফিরে আসব।"

এভাবে সে তার পরমোল্লাস ও আনন্দের যাত্রা শুরু করল। সে তার স্ত্রীকে একথা বলে চিঠি লিখল যে, "আমি ভ্রমণ-জাহাজের সর্বাপেক্ষা মনোরম খাবার খাই। আমি কাব্য পড়ি এবং এ যাবৎ আমি যে সুস্বাদ চর্বিযুক্ত খাবার খেতাম না তা এখন খাই। আমি আমার পূর্বের গোটা জীবনে যে আনন্দ করছি এখন আমি তার চেয়ে বেশি জীবনকে উপভোগ করছি।"

ডেল কার্নেগী দাবি করেন যে, লোকটি তার রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং সে যে উদ্দীপক পন্থা গ্রহণ করেছিল তা রোগ-শোক ও ব্যথা-বেদনা দূর করতে সক্ষম।

উপদেশ : সুখ, আনন্দ-স্ফূর্তি এবং শান্ত ভাব ও সৌম্যতা প্রায়ই চিকিৎসকদের বড়ির চেয়েও বেশি উপকারী।

১০৬. মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকা পর্যন্ত হতাশ হবেন না

"যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে তা তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে তাদের জন্য তাদের আমলের বিনিময়ে রয়েছে বহু গুণ পুরস্কার এবং তারা (জান্নাতে বহুতল) ভবনে নিরাপদে থাকবে।"

(৩৪–সূরা আস সাবা : আয়াত-৩৭)

ডেল কার্নেগী বলেছেন–

"পরিসংখ্যানে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমেরিকাতে উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপই এক নম্বর হত্যাকারী। গত বিশ্বযুদ্ধে আমাদের সৈন্যের এক মিলিয়নের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়েছে। একই সময়ে হৃদ-রোগে মারা যায় দুই মিলিয়ন। দ্বিতীয় দলে দুশ্চিন্তা উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপই এক মিলিয়ন লোকের রোগের মূল কারণ।"

এলেক্সিস কারলাইল বলতে চান।

"যে সব কাজের লোক মানসিক চাপ দমন করতে জানে না তারা অকালে মারা যায়।"

যে যুক্তির কারণে কারলাইল একথা বলতে চান তা সঠিক এবং আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ও নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কোনো লোকেরই মৃত্যুবরণ করার সাধ্য নাই"। (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৫)

কৃষ্ণ আমেরিকানরা ও চীনারা খুব কমই হৃদ-রোগের শিকার হয়। তারা সৌম্যতার সাথে ও শান্ত ভাবের সাথে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে, আপনি দেখতে পাবেন যে, যেসব চিকিৎসকেরা হৃদ-রোগে মারা যায় তাদের সংখ্যা হৃদরোগে মারা যাওয়া কৃষকের সংখ্যার তুলনায় বিশগুণ বেশি। চিকিৎসকেরা এক কঠিন ও চাপ যুক্ত জীবন যাপন করেন- যার কারণে তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়।

১০৭. অল্পে তুষ্টি বিষণ্ণতা ও হতাশা দূর করে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

"আমাদের প্রভুকে যা সন্তুষ্ট করে আমরা শুধু তাই বলি।" আপনার জন্য যা পূর্বেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে তার নিকট আপনাকে সঁপে দেয়ার এক পবিত্র দায়িত্ব আপনার উপর রয়েছে। আপনি যদি এ দায়িত্ব পূর্ণ করেন তবে অবশেষে আপনি সফল হবেন।

আপনার একটাই সুযোগ আছে আর তা হলো তক্বদীরে বিশ্বাস স্থাপন করা। কেননা, যা তক্বদীরে নির্ধারিত হয়ে গেছে তা অতি অবশ্যই ঘটবে। কোনরূপ কৌশল, ছল-চাতুরী ও চালাকিই আপনাকে এ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

ইমারসন বলেছেন–

"বাধা ও দুঃখ-কষ্টহীন এক বিলাসবহুল ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন সুখী-সমৃদ্ধ-সফল ও মহামানব সৃষ্টি করে– এমন ধারণা কোথা হতে আমাদের নিকট আসল? আসল ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা সহজ জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়ে নিয়েছে তারা জীবনের পথে যতই এগিয়ে যাবে ততই অধিকতর অলস অভ্যাস গড়ে তুলতে থাকবে। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, মাহাত্ম্য বিভিন্ন পরিবেশের মানুষের নিকট তার লাগামকে সঁপে দিয়েছে।

এসব পরিবেশের মাঝে ভালো-মন্দ পরিবেশও রয়েছে আবার এমন পরিবেশও রয়েছে যার ভালো-মন্দ নির্ণয় করা যায় না। আর এসব পরিবেশ

থেকেই জন্ম নিয়েছে এমন সব মহামানব যারা নিজেদের কাঁধে মহান মহান দায়িত্ব নিয়েছেন আর কখনো সেসব দায়িত্বকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেননি।"

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বর্গীয় পথ নির্দেশক কিতাবের পতাকা কারা বহন করেছিল? তারা ছিল আযাদ, গোলাম বা মুক্ত দাস। গরীব বা দরিদ্র এবং বঞ্চিত বা নিঃস্ব। যারা তাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞাসহকারে লেগেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল (তৎকালীন) মহৎ ব্যক্তিবর্গ, নেতৃবর্গ এবং ধনী ব্যক্তিবর্গ।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا .

"এবং যখন আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয় তখন (ধনী) কাফেররা (দরিদ্র) ঈমানদারদেরকে বলে : " (ধনী কাফির ও দরিদ্র ঈমানদার এই) দু'দলের কোন দল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে উত্তম।" (১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৭৩)

"এবং তারা বলে, "আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী এবং আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না।" (৩৪–সূরা আস সাবা : আয়াত-৩৫)

"এভাবেই আমি তাদের একদলকে অপর দল দ্বারা পরীক্ষা করলাম যাতে করে তারা বলে, "আমাদের মাঝ থেকে কি আল্লাহ্ এই (দরিদ্র) লোকদিগকে অনুগ্রহ দানে ধনী করলেন?" আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত নন?" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-৫৩)

"কাফেররা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলে, "যদি এ কুরআন ভালো হতো তবে তারা (অর্থাৎ দরিদ্র মুমিনগণ) এ কুরআনের দিকে আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না (তাদের আগে আমরা এ কুরআন পেতাম) আর যখন তারা এ কুরআন দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত হলো না তখন (ফলে) তারা অচিরেই বলবে যে, এ কুরআন এক পুরাতন মিথ্যা রচনা।"

(৪৬–সূরা আল আহকাফ : আয়াত-১১)

"দাম্ভিকেরা বলল : তোমরা যাতে বিশ্বাস কর আমরা নিশ্চয় তাতে অবিশ্বাস করি।" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৭৬)

"আর তারা বলে, এই কুরআন (মক্কা ও তায়েফ) এই দুই নগরীর কোনো এক মহান ব্যক্তির উপর কেন নাযিল করা হলো না? তারা কি আপনার প্রভুর করুণাকে বণ্টন করছে?" (৪৩–সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৩১-৩২)

আমার প্রায়ই আন্তারার কবিতার পংক্তিগুলো মনে পড়ে। তাতে সে একথাটি প্রতিষ্ঠিত করে যে, তাঁর মূল্য তাঁর চরিত্রে ও তাঁর কাজে; তাঁর বংশ মর্যাদায় নয়। তিনি বলেছেন–

"কৃতদাস হওয়া সত্ত্বেও আমি এক মহান নেতা, কালো চামড়া হওয়া সত্ত্বেও আমার চরিত্র সাদা"।

১০৮. আপনার যদি একটি অঙ্গহানি হয়ে থাকে তবুও তো এর ক্ষতিপূরণ করার জন্য অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।

আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেছেন–

"আল্লাহ্‌ যদি আমার চোখের জ্যোতি দূর করে দেন, তবুও আমার জিহ্বা ও কানে আলো আছে।

আমার হৃদয় বুদ্ধিদীপ্ত আর আমার মন বক্র নয়, আর আমার জিহ্বা বীরযোদ্ধার তরবারীর মতো ধারালো।"

আপনার যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে সম্ভবত: এরপরেই আপনার কোনো লাভ আছে– আর তা এমন লাভ যা আপনি বুঝতে পারেন না।

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

"এমনও হতে পারে যে তোমরা যা অপছন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৬)

বাশার ইব্‌নে বুর্‌দ বলেছেন–

"আমার শত্রুরা আমাকে অসম্মান করে অথচ দোষ তাদের মাঝেই। আর এটা এমন কোনো অপমান নয় যাকে দোষণীয় বলা যায়। কোনো লোক যদি সাহস ও সত্যকে দেখতে পায় তবে চোখের অন্ধত্ব প্রতিবন্ধক হবে না।

অন্ধত্বের মাঝে আমি পুরস্কার, সঞ্চয় ও রক্ষা দেখতে পাই, আর এ তিনটি জিনিস আমার খুবই দরকার।"

যা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেছেন অথবা যা বাশার বলেছেন তার মাঝে এবং যা সালেহ ইব্‌নে আব্দুল কুদ্দুস অন্ধ হওয়ার পরে বলেছেন তার মাঝে তুলনা করে দেখুন–

"বিদায় পৃথিবী! যে বৃদ্ধ অন্ধ,

এ জীবনে তার কোনো অংশই নেই।

সে মরে অথচ মানুষ তাকে জীবিত মনে করে।

শুরু থেকেই মিথ্যা আশা তাকে প্রতারিত করেছে।"

সকল স্বর্গীয় বিধানই ঘটবে– যে এটা স্বীকার করে তারও ঘটবে আর যে এসব অস্বীকার করে তারও ঘটবে। পার্থক্য হলো এই যে, যে এটা স্বীকার করে সে পুরস্কার পাবে আর যে এটা অস্বীকার করে সে পাপী হবে ও কষ্ট পাবে। উমার ইব্‌নে আব্দুল আজীজ (রহ) মাইমুন ইব্‌নে মেহরানের নিকট লিখেছেন :

"আব্দুল মালেককে হারানোর কারণে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য লিখেছেন। এমন একটা ঘটনার জন্যই আমি অপেক্ষা করতে ছিলাম এবং যখন এমনটা সত্যিই ঘটে গেল তখন আমার আর কোনো সন্দেহই রইল না।"

১০৯. দিন বদলের সাথে ভালো-মন্দ পালাক্রমে আসে

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদ (রহ) বাকী ইব্‌নে মুখাল্লিদকে তাঁর অসুখের সময় দেখতে গেলেন এবং তাকে বললেন–

"হে বাকী! আল্লাহ্‌র পুরস্কারের শুভ সংবাদে খুশি হও! সুস্থ থাকাকালীন দিনগুলো অসুস্থতা থেকে মুক্ত আর অসুস্থ থাকাকালীন দিনগুলো সুস্থতা থেকে মুক্ত।"

অর্থাৎ সুস্থতার সময়ে কেউ অসুস্থতার কথা কল্পনাও করে না, কেননা, তখন যেমনটি আশা করে তেমনটিই পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। যাহোক, সাংঘাতিক অসুস্থতার সময়ে মানুষ সুস্থতার সময়ের বিষয়াদি ভুলে যায়।

দুর্বল হতাশা অসুস্থ আত্মার ভিতরেই পরিবেষ্টিত থাকে এবং এভাবেই হতাশা প্রবল হয়।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন : "আর যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, অতঃপর তার থেকে তা ছিনিয়ে নেই, তবে সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়। আর যদি দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর আমি তাকে সুখ–শান্তি আস্বাদন করাই তবে সে অবশ্যই বলবে যে, "আমার কাছ থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে।" তখন সে নিশ্চয় উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়। তবে যারা ধৈর্য ধরে ও আমলে সালেহ্ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

এ আয়াত কয়টির ব্যাখ্যায় আল্লামা ইব্নে কাসীর লিখেছেন–

"আল্লাহ্ মানুষের মন্দ চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছেন; তবে যেসব মুমিন বান্দাগণের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন তারা এর ব্যতিক্রম। সাধারণত মানুষ যদি স্বচ্ছলতার পর অভাব-অনটনে পড়ে তবে সে ভবিষ্যতে আদৌ কল্যাণ দেখা থেকে হতাশ হয়ে যায়। সে অতীত সম্বন্ধে ঘৃণা প্রদর্শন করে– যেন সে কখনো সুদিন ভোগ করেনি– এবং সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে যায় যেন সে কখনো উদ্ধার ও মুক্তির আশা করে না।"

যখন সে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অনটনের পর স্বচ্ছলতার অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন তার অবস্থা নিম্নরূপই হয়–

ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ -

"আমার কাছ থেকে সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে। (১১–সূরা হূদ : আয়াত-১০) অন্যকথায়, এরপর আমার উপর মন্দ কোনো কিছুই আপতিত হবে না।"

"নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়।" (১১–সূরা হূদ : আয়াত-১০)

"তবে যারা ধৈর্য ধরে এবং আমলে সালেহ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (১১–সূরা হূদ : আয়াত-১১)

১১০. আল্লাহ্র প্রশস্ত জমিনে ভ্রমণ করুন

একথা সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, ভ্রমণ উদ্বিগ্নতা ও দুশ্চিন্তা বিতাড়িত করে। রামহারমুযি তার "The Noble Scholar of Hadeeth (اَلْمُحَدِّثُ الْفَاضِلُ)" নামক কিতাবে ইল্ম তলবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের উপকারিতার কথা ধারাবাহিক বর্ণনা করেছেন। পৃথিবী ভ্রমণ করে কোনো বোধগম্য উপকারিতা নেই– একথা যারা বলে তিনি তাদের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করতেছিলেন।

তিনি বলেছেন–

"নতুন নতুন ভূমি ও ঘর-বাড়ি দেখে, সুন্দর সুন্দর বাগ-বাগিচা, মাঠ-ঘাট দেখে, ভিন্ন ভিন্ন মুখ দেখে এবং বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের সান্নিধ্যে এসে এবং বিভিন্ন দেশের নানান আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করে অনেক উপকারিতা লাভ করা যায়। বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় বসে যে শান্তি পাওয়া যায় তা অনুপম। মসজিদে মসজিদে খানা খাওয়া, ঝর্নাধারা থেকে পানি পান করা এবং যেখানে রাত সেখানেই কাত (অর্থাৎ ঘুমানো)- এসব কিছু ব্যক্তির মনে ধীরে ধীরে অমায়িকতা এবং বিনয় ও নম্রতা সঞ্চারিত করে।

ভ্রমণকারী বা পরিব্রাজক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যাদের ভালোবাসে সে তাদেরকে তাঁর বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তোষামোদ করার বা কৃত্রিম হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা তাঁর নেই। এসব উপকারিতার সাথে সেসব সুখকে যোগ করে নিন যেসব সুখ ভ্রমণকারী বা পর্যটক তার লক্ষ্যস্থলে পৌছার পর তার অন্তরে অনুভব করে এবং সে শিহরণকেও যোগ করে নিন যে শিহরণ সে পথের সব বাধা অতিক্রম করার পর অনুভব করে। যারা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে বের হতে নারাজ তারা যদি এসব কথা জানত তবে তারা বুঝতে পারত যে পৃথিবীর সকল স্বতন্ত্র আনন্দ ভ্রমণের মহান বৃত্তির মাঝেই নিহিত। ভ্রমণকারীর নিকট সুন্দর সুন্দর দৃশ্য ও আল্লাহ্র প্রশস্ত জমিনে ভ্রমণের অংশ আশ্চর্য সব ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অধিক উপভোগ্য আর কিছুই নেই। কিন্তু অপরিব্রাজক এসব কিছু থেকে বঞ্চিত।"

১১১. নবীর এ বাণীগুলো একটু ভেবে দেখুন

"আল্লাহ্ যদি কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তবে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন; এতে যে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর এতে যে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে গজব।"

"সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা করা হয়েছে (সর্বোত্তম মানুষ) নবীদেরকে' এর পরবর্তী স্তরের লোকদের জন্য এর পরবর্তী স্তরের পরীক্ষা' মানুষকে তার ধর্মের গুরুত্ব অনুসারে পরীক্ষা করা হয়, যদি তাঁর দীনদারী শক্ত স্তরের হয় তবে তাঁর পরীক্ষাও কঠিন স্তরের হয়। যদি তাঁর দীনদারী দুর্বল স্তরের হয় তবে তাঁর পরীক্ষাও তদানুপাতে (দুর্বল) স্তরের হয়। জমিনের বুকে কোনরূপ ভুল ছাড়া চলার আগ পর্যন্ত বান্দাকে অনবরত পরীক্ষা করা হতে থাকবে।"

"মুমিনের অবস্থা ও কাজ কারবার বড়ই আশ্চর্যজনক। কেননা তাঁর সব কিছুই তাঁর জন্য কল্যাণকর। আর এটা মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্যে নয়। যদি তাঁর কোনো কল্যাণ হয় তবে সে শোকরিয়া আদায় করে এবং এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর আর যদি তাঁর কোনো ক্ষতি হয় তবে সে ধৈর্য ধরে আর এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।"

"যেনে রাখ! যদি সব মানুষ তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবে তারা তোমার কোনো উপকারই করতে পারবে না- তবে শুধুমাত্র এতটুকু উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্য তক্বদীরে লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয় তবে তারা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না- তবে শুধুমাত্র ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্য তক্বদীরে লিখে রেখেছেন।" "ধামির্কদেরকে তাদের স্তর অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়।"

"মুমিন ব্যক্তি শস্যের কচি ডগার মতো যা বাতাসে ডানে বামে হেলে দুলে যায়।"

১১২. জীবনের শেষ মুহূর্তে

আবু রায়হান বাইরুনী এমন এক উর্বর চিন্তাশীল ও লেখক ছিলেন যার কলম তার হাত ছাড়া হতনা বললেই চলে। তিনি আটাত্তর (৭৮) বছরের এক পরিপক্ক জীবন যাপন করেছিলেন এবং তার সারাজীবনে কখনো প্রয়োজনে লেখা-পড়া ও শিক্ষাদান থেকে অবসর গ্রহণ করেননি।

আবুল হাছান আলী ইব্‌নে ঈছা বলেছেন–

"আবু রায়হান যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। প্রবেশকালেই আমি বুঝতে পারি যে তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছেন। তাঁর যখন এ অবস্থা তখন তিনি আমাকে বললেন যে, শেষের বার আমরা যখন সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন আমরা মীরাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আমি কিছু বলেছিলাম তা ভুল ছিল এখন তিনি তা বুঝতে পারছেন। তাঁর জন্য আমার মায়া লাগল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি যখন এতটা অসুস্থ তখন তাঁর সাথে এমন (জটিল) এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে কি-না।

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি জানি যে, আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু বিচার্য বিষয়ে অজ্ঞ থাকার চেয়ে সে বিষয়টাকে উপলব্ধি করা তুমি কি আমার জন্য ভালো মনে কর না। আমি তখন বিষয়টি পুনরায় বল্‌লাম আর তিনি তা আমার নিকট ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আমাদের কথা-বার্তা শেষ হলে পরে আমি চলে গেলাম আর জানতে পারলাম যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। কেবলমাত্র তার মতো বিশাল হৃদয়ের লোকেরাই ঠিক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (মানসিকভাবে) শক্ত থাকেন।"

আততায়ীর ছুরিকাঘাতে উমর (রা)-এর যখন রক্তপাত হতে হতে মৃত্যুপ্রায় অবস্থা তখন তিনি তার সঙ্গী-সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি সালাত সমাপ্ত করেছিলেন কি-না।

ইব্রাহীম ইব্‌নুল জাররাহ বলেছেন–

"(ইমাম) আবু ইউসুফ (রহ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তিনি একবার অজ্ঞান ও আরেকবার সজ্ঞান হতে ছিলেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন

তিনি আমাকে ধর্মীয় কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। যখন আমি তার প্রশ্নকে বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করলাম তখন তিনি তা লক্ষ্য করে বললেন, "তাতে কিছু আসে যায় না, আমরা এ বিষয়ে এজন্য গবেষণা করছি যে, এ বিষয়ের জ্ঞান বিস্মৃতির অতল গহবর থেকে মুক্তি পেয়ে চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকুক, এমন কি এটা কারো (জীবন) রক্ষার কারণ হোক।"

আমাদের ধার্মীক পূর্বসূরীগণ এমনই ছিলেন। যখনই তাদের মনে পড়ত, এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তখনই তারা ইসলামী জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন– হয়তো শিক্ষক হিসেবে নয়তো ছাত্র বেশে। তাদের অন্তরে জ্ঞান কতইনা মূল্যবান ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের কথা মনে করতেন না, তারা কেবল জ্ঞানের কথাই মনে করতেন। যে জ্ঞান তাদের জীবনের সাধনা ছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে করুণা করুন।

১১৩. বিপর্যয়ে বিচলিত হবেন না

আহমদ ইব্‌নে ইউসুফ লিখেছেন যে, মানুষ ভালোভাবেই জানে যে, রাত্রির অন্ধকারের পর যেমন দিন আসে তেমনিভাবে দুঃখের পরে সুখ আসে। এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যখন দুর্যোগ আঘাত হানে তখন মানুষের দুর্বল প্রকৃতি প্রবল হয়। যে ব্যক্তি পরীক্ষায় পড়ে তার উচিত, তার অবস্থার সংস্কার করার জন্য (প্রয়োজনীয়) পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অন্যথায় হতাশা তাকে অধিকার করে বসবে। অতীতে যারা পরীক্ষিত হয়েছেন তাদের ধৈর্যের কথা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা ইচ্ছা শক্তিকে শক্তিশালী করার একটি উপায়।

পরে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্বস্তির পূর্বে কষ্ট, খাবার পূর্বে ক্ষুধার সদৃশ। (ক্ষুধা লাগার ফলে যখন খাবারের রুচি হয়) খাবার তখন স্বাদগ্রন্থিতে এক বিশেষ প্রভাব ফেলে। প্লেটো বলেছেন–

কষ্ট জীবনের জন্য যতটা ক্ষতিকর আত্মার জন্য ততটাই উপকারী। আরাম জীবনের জন্য যতটা উপকারী আত্মার জন্য ততটাই ক্ষতিকর।"

যখন কেউ তার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে শুরু করে তখন সে জানতে পারবে যে, সে হয়তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য পরীক্ষিত হচ্ছে নয়তো তার পাপের শাস্তি পাচ্ছে। তানুখীর লেখা একখানি কিতাব পড়ার পর আমি এ তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি–

১. কষ্টের পরে আরাম আসে। এটা জীবনের অটল আদর্শ।

২. আরাম-আয়েশের তুলনায় দুঃখ-কষ্ট মানবাত্মার জন্য অধিকতর উপকারী।

৩. একমাত্র আল্লাহ্ কল্যাণ বয়ে আনেন এবং মন্দকে বিতাড়িত বা দূরীভূত করেন। জেনে রাখুন যে, আপনার যা কিছু ঘটে তা আপনার জন্য পূর্ব নির্ধারিত আছে এবং যা কিছু আপনি হারিয়েছেন তা কখনো আপনার উদ্দেশ্যে ছিল না।

১১৪. দুঃখ করবেন না-এ পৃথিবী আপনার দুঃখের যোগ্য নয়

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"আল্লাহর নিকট যদি এ পৃথিবীর মূল্য মশার পাখার সমানও হতো তবে আল্লাহ্ কোনো কাফেরকে একে ঢোক পানিও দিতেন না।" এ পৃথিবীর মূল্য মশার পাখার সমানও নয়। এ পৃথিবীর মূল্য যদি এই-ই হয় তবে কেন এ নিয়ে দুঃখ করা?

১১৫. হতাশ হবেন না- কারণ যে আপনি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করেন

"বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের প্রতি করুণা করেছেন।" (৪৯–সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১৭)

ঈমানদার যখন কাফেরকে পর্যবেক্ষণ করে তখন ঈমানদারকে যে অনুকূল বিশেষ বিষয় দান করা হয়েছে সেই একটি বিশেষ কল্যাণ অধিকাংশ লোকের নিকটই উপেক্ষিত থাকে। ইসলামের পথে মুমিনকে আল্লাহ্‌র পথ-প্রদর্শনের কল্যাণের কথা ঈমানদার স্মরণ করে। সে আল্লাহর প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ যে

তিনি তার ভাগ্যে কাফেরের মতো হওয়ার কথা লিখে রাখেননি। যে (কাফের) না কি বিদ্রোহ করে, আল্লাহর নিদর্শনবলিকে অস্বীকার করে, তার পরম গুণাবলিকে অবিশ্বাস করে, তাঁর নবী-রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে এবং পরকালকে অবিশ্বাস করে।

অধিকন্তু, মুমিন ব্যক্তি ইবাদতের সকল বাধ্যতামূলক আমলগুলো সম্পাদন করে। সম্ভবত তার সেসব কর্ম সম্পাদন (অর্থাৎ আমল) নিখুঁত নয়, তবুও শুধুমাত্র আমল করাটাই এক মহা অনুগ্রহ। এটা এমন এক নেয়ামত যার জন্য খুব কম লোকই কৃতজ্ঞ।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ .

"তবে যে ব্যক্তি মুমিন সে কি সে ব্যক্তির মতো যে ফাসেক? তারা সমান নয়।" (৩২–সূরা আস সাজদাহ : আয়াত-১৮)

কুরআনের কিছু কিছু ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, মুমিনদের জন্য বেহেশতের আনন্দের মাঝে এটাও এক আনন্দের বিষয় হবে যে, তারা দোজখবাসীদেরকে উপর থেকে দেখতে পারবে এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দান করেছেন সে জন্যে তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

১১৬. একটু খানি ভেবে দেখুন

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। এর অর্থ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য হওয়ার সত্যিকার যোগ্য নয় বা উপাস্য হওয়ার অধিকার কারো নেই। কেননা, তিনি একাই সেসব পরম গুণের অধিকারী যেগুলো সর্বশক্তিমান, ঐশী ও প্রভুত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এই তাওহীদি কালেমার রহস্য বা মাহাত্ম্য হলো ভালোবাসা, ভয়, আশা, শ্রদ্ধা এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা বা মহিমাকীর্তনের জন্য আল্লাহ্কে এককভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়া। আল্লাহর উপর আমাদের নির্ভরতা তাঁর নিকট আমাদের অনুশোচনাও এর অন্তর্ভুক্তি। অতএব, তাঁকে ছাড়া অন্যকে ভালোবাসা বিশুদ্ধ

নয়। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসার ফলেই তিনি ছাড়া অন্য সকলকে ভালোবাসা হয় অথবা তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়ানোর উপায় হিসেবেই।

সুতরাং, আমাদেরকে অবশ্যই একমাত্র তাকেই ভয় করতে হবে, আমাদেরকে অবশ্যই একমাত্র তার উপরেই তাওয়াক্কুল করতে হবে, একমাত্র তার মাঝেই আমরা আশা করি এবং একমাত্র তাকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। একমাত্র তার নামেই আমরা শপথ করি; একমাত্র তার নিকটেই আমরা তওবা করি এবং সব আনুগত্যই তার জন্য। সংকটের সময় আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকতে পারি না এবং তাঁর দরবার ছাড়া অন্যের নিকট আমরা আশ্রয় ভিক্ষা চাইতে পারি না। আরও (বলছি) একমাত্র তাকেই আমরা সেজদা করি বা একমাত্র তার নিকটেই আমরা মাথা নত করি এবং যখন আমরা কোনো পশু জবেহ্ করি তখন শুধুমাত্র তার নাম নিয়েই আমরা এটা জবেহ্ করি।

উপরের সব কথা এক কথায় বলা যায়– আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাস্য হওয়ার অধিকার নেই। এ কালেমা সব ধরনের ইবাদতের অর্থবহ।

১১৭. হতাশ হবেন না অসুবিধা সফলতাকে প্রতিরোধ করতে পারে না

মাহমুদ ইব্‌নে মুহাম্মদ মাদানি নামক এক অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার আরবি দৈনিক পত্রিকা 'উকাযে' প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি অন্যদের চোখের সাহায্যে আরবি সাহিত্যের পুস্তকাবলি পাঠ করেছেন। অন্যেরা যখন তাকে ইতিহাসের বহু-পুস্তক ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ পড়ে শুনাত তখন সে তা মনোযোগ সহকারে শুনত। তিনি তার কোনো বন্ধুকে দিয়ে ভোররাত্রি তিনটা পর্যন্ত বই পড়িয়ে নিতেন। বর্তমানে তাকে সাহিত্য ও ইতিহাসের উৎস পুস্তক মনে করা হয়।

'আশশারকুল আওসাত' নামক পত্রিকার প্রবন্ধকার মুস্তফা আমীন লিখেছেন– "অত্যাচারী ও অন্যায়কারীদের সাথে মাত্র পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরুন। অল্প সময়

পরেই চাবুক পড়ে যাবে। শিকল ভেঙে যাবে, বন্দী মুক্তি পাবে এবং মেঘ অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো শুধু ধৈর্য ধরা ও অপেক্ষা করা।"

একজন আরব কবি লিখেছেন–

وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَى * ذَرْعًا وَعِنْدَ اللّٰهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ .

"কতই না বিপদাপদে যুবকের মন ভেঙ্গে যায়!
অথচ আল্লাহর নিকট তা থেকে পরিত্রাণের পথ আছে।

আমি একবার রিয়াদে মুফতি আলবানিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। শাসক গোষ্ঠী কীভাবে তাকে কঠোর পরিশ্রম সহকারে বিশ বছর বন্দী করে রেখেছিল সে কথা তিনি আমাকে বলেছেন। জেল খানায় থাকাকালে তাঁর দণ্ডাদেশ পালনকালে তিনি প্রায়ই অত্যাচার, অন্ধকার ও ক্ষুধার শিকার হতেন। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি গোসল খানায় এক কোনায় গোপনে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। এসব সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করতেন ও ধৈর্য ধরতেন- অবশেষে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

"অতএব, তারা আল্লাহর নেয়ামত ও দান নিয়ে বিজয়ীবেশে ফিরে এসেছিল।
(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৪)

সাতাশ (২৭) বছর কারাবরণ সহ্যকারী এক সময়কার দক্ষিণ আফ্রিকার রাজা নেলসন মেন্ডেলার কথা ভেবে দেখুন। তিনি তার জাতির জন্য স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এবং তিনি জুলুম নির্যাতনের শিকল ভেঙে ফেলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অবিচল ও দৃঢ় এবং তাকে প্রায় এমন মনে হতো যে, তিনি মৃত্যুকে খুঁজছেন। ফলে তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছেছেন ও তাঁর পার্থিব মর্যাদা লাভ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ .

"(দুনিয়াতে) আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পুরাপুরি দিব।"
(১১–সূরা হূদ : আয়াত-১৫)

"যদি তোমরা কষ্ট ভোগ করতে থাক তবে তারাওতো তোমাদের মতো কষ্ট ভোগ করছে; অথচ তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে জান্নাতের পুরস্কার আশা করতে পার তারা তো সে জান্নাতের পুরস্কার আশা করতে পারে না।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১০৪)

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ .

"যদি তোমাদের কোনো আঘাত লেগে থাকে তবে তাদেরওতো অনুরূপ আঘাত লেগেছিল।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪০)

১১৮. ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই

সেসব আত্মা খুবই হতভাগা যেগুলো ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ অথবা যেগুলো ইসলাম সম্বন্ধে জানে তবুও ইসলামের পথে পরিচালিত হয়নি। বর্তমানে মুসলমানদের প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী প্রচারিত এক জিগির (শ্লোগান) ও বিজ্ঞাপনের। কেননা, ইসলাম এমন এক মহা সংবাদ যা অতি অবশ্যই জনগণের নিকট পৌঁছাতে হবে। এই শ্লোগানের কথাগুলো স্পষ্ট। সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় হওয়া দরকার; কেননা, সমগ্র মানবজাতির সুখ এই সত্য ধর্মে নিহিত আছে।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের তালাশ করে– তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৮৫)

জার্মানির মিউনিখ শহরে একজন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক কয়েক বছর পূর্বে বসতি স্থাপন করেন। শহরের প্রবেশ পথে পৌঁছার সময়ে তিনি এক বিশাল বিজ্ঞাপন দেখতে পেলেন। এর উপর লিখা ছিল, "আপনারা চিনেন না।" পরবর্তীতে তিনি এ বিজ্ঞাপনের পাশে এটার মতোই বিশাল এক বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে দিলেন। এর উপর তিনি লিখে দিয়েছিলেন, "আপনারা ইসলাম কি তা জানেন না। যদি আপনারা এর সম্বন্ধে জানতে চান তবে এই নাম্বারে

আমাদেরকে ফোন করুন।" স্থানীয় জার্মানদের ফোনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। মাত্র এক বছরে এই লোকের হাতে হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি একটি মসজিদ, একটি ইসলাম প্রচার কেন্দ্র ও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্ত এবং এই মহান ধর্ম ইসলাম তাদের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে তারা যে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাপন করছে তার স্থান যাতে এক শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন অধিকার করতে পারে এ জন্য তাদের ইসলাম ধর্মের দরকার।

"যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় আল্লাহ্ তাদেরকে এ দ্বারা শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে স্বেচ্ছায় অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল-সহজ সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-১৬)

বহুদূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী একজন ইবাদত গুজার লোক– যার আগে কখনো অন্য লোকদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি- বলেছিল–

"আমি কখনো ভাবিনি যে, পৃথিবীতে কোনো লোক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেছে।"

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

"আমার বান্দাদের মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।"

(৩৪–সূরা আস সাবা : আয়াত-১৩)

"আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে।"

(৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১১৬)

"আর তুমি যদিও আকুল আকাঙ্ক্ষা কর তবুও অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনবে না।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-১০৩)

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, সুদান যখন ব্রিটিশ রাজ্যের কলোনী ছিল তখন এক মরুবাসী বেদুঈন রাজধানী শহর খার্তুমে এসেছিল। সে যখন একজন ব্রিটিশ পুলিশকে শহরের কেন্দ্র দিয়ে হাঁটতে দেখল তখন

সে একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করল, "ঐ লোকটি কে? "তাঁকে বলা হলো যে, লোকটি একজন বিদেশি পুলিশ ও সে একজন কাফের। যাযাবর জিজ্ঞাসা করল কি বিষয়ে সে অবিশ্বাস করে?" আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস করে।" এ ছিল উত্তর। দীর্ঘদিন মরুভূমিতে বাস করাতে এ লোকের জন্মগত স্বভাব মন্দ ধারণা মুক্ত ছিল ও অক্ষত ছিল এবং একারণেই যখন সে অদ্ভুত কিছু শুনল তখন সে এতে বিস্মিত হয়ে গেল ও অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে বলল, "কেউকি আল্লাহকে অবিশ্বাস করে?" এরপর সে যা শুনেছিল তাতে চরম ঘৃণায় তার পেটে খামছি দিয়ে ধরে বমি করে দিল।

"তাহলে তাদের কি হলো যে তারা ঈমান আনে না।"

(৮৪–সূরা আল ইনশিকাক : আয়াত-২০)

"আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ করে বলছি যে, এসব তেমনই সত্য যেমন সত্য একথা যে, 'তোমরা কথা-বার্তা বল', {অর্থাৎ তোমরা (অধিকাংশ লোক) যেমন বোবা নও বরং কথা-বার্তা বল- একথা যেমন সত্য, আমার একথাও তেমনই সত্য}।" (৫১–সূরা আয যারিয়াত : আয়াত-২৩)

প্রত্যেকের উচিত তার প্রভুর সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করা ও তাঁর করুণা ও দয়া তালাশ করা। একটি সহীহ্ হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, 'আমাদের প্রভু হাসেন।' একথা শুনে এক বেদুঈন বলেছিল, "আমরা এমন প্রভুহীন নই যিনি ভালোভাবে হাসেন (অর্থাৎ আমাদের এমন প্রভু আছেন যিনি ভালোভাবে হাসেন)।"

"আর তারা হতাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-২৮)

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহ্‌মত সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৫৬)

"যেনে রাখ : নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৪)

সফল লোকদের জীবনী পড়ে জানা যায় যে তাদের কতিপয় সাধারণ জিনিস

ছিল হয়তো তা তাদের পরিবেশে, গুণে বা ঐ পরিস্থিতিতে যা তাদের সফলতাকে ঘিরে ছিল। সফল লোকদের জীবনী পাঠ করে আমি কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি– তা আমি নিম্নে পেশ করছি–

১. লোকের মূল্য তার সৎকর্মের উপর নির্ভর করে। একথা আলী (রা) বলেছেন। এর অর্থ হলো যে, কারো জ্ঞান, চরিত্র, ইবাদত ও উদারতা মাহাত্ম্য হলো এমন গজকাঠি যা দ্বারা তার মূল্যায়ন করা হয়।

   "মুশরিক (স্বাধীন) পুরুষ তোমাদের বিস্মিত করলেও তার চেয়ে মুমিন কৃতদাস ভালো।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২২১)

২. ইহকাল ও পরকালের জন্য কারো জীবন যাত্রার মান তার প্রত্যয়, প্রচেষ্টা ও উৎসর্গের উপর নির্ভর করে।

   "আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত তবে অবশ্যই তারা এর জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৬)

   "এবং আল্লাহ্র পথে প্রকৃত জিহাদ কর।" (২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৭৮)

৩. আল্লাহ্র ইচ্ছায় প্রতিটি লোকই তার নিজের ইতিহাস রচয়িতা। সে তার ভালো–মন্দ কর্মের মাধ্যমে তার জীবনেতিহাস লিখে।

   "তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কীর্তিই আমি লিখে রাখি।"

   (৩৬–সূরা ইয়াসিন : আয়াত-১২)

৪. জীবন সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত চলে যায়। পাপ করে, দুশ্চিন্তা করে বা ঝগড়া করে একে আরো সংক্ষিপ্ত করবেন না।

"সে দিন তারা মনে করবে যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা বা এক সকালের চেয়ে বেশি কাল ছিল না।" (৭৯–সূরা আন নাযি'আত : আয়াত-৪৬)

১১৯. যা সুখ বয়ে আনে

১. আমলে সালেহ বা নেক আমল বা পুণ্যকর্ম বা সৎ কাজ বা ভলো কাজ : "মু'মিন পুরুষ বা মহিলা যে কেহ আমলে সালেহ করে তাঁকে আমি পবিত্র তথা উত্তম জীবন যাপন করাব।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

২. নেক বিবি বা ধার্মিক স্ত্রী :

"হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে চোখ জুড়ানো স্ত্রী-পুত্র কন্যা দান করুন।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৭৪)

৩. একটি প্রশস্ত বাড়ি। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"হে আল্লাহ! আমার বাড়িকে আমার জন্য প্রশস্ত করে দিন।"

৪. হালাল রুজী : আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলেছেন : "নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল (গ্রহণ) করেন না।"

৫. উত্তম আচরণ ও মানুষের প্রতি দয়া-মমতা স্নেহ পরায়ণতা।

"এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে সৌভাগ্যবান করেন।" (১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩১)

৬. অভাবমুক্ত হওয়া এবং বেপরোয়া খরচকারী না হওয়া।

"এবং তারা যারা অপচয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না।"

(২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৬৭)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ـ

এবং (কৃপণের মতো) তোমার হাতকে তোমার ঘাড়ের নিকট গুটিয়ে রেখো না এবং (অপচয়কারীর মতো) তোমার হাতকে পুরাপুরি প্রশস্ত করে দিও না। (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৯)

১২০. সুখের উপকরণ

১. কৃতজ্ঞ আত্মা এবং আল্লাহর জিকিরে সিক্ত জিহ্বা।

একজন আরব কবি বলেছেন–

شُكْرٌ وَذِكْرٌ وَصَبْرٌ * فِيْهَا نَعِيْمٌ وَأَجْرٌ.

"কৃতজ্ঞতা, জিকির ও ধৈর্যের মাঝেই রয়েছে নেয়ামত (সুখ-শান্তি) ও (পরকালীন) পুরস্কার।"

২. সুখের আরেকটি উপাদান হলো গোপনীয়তা রক্ষা করা, বিশেষ করে নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করা। আরবদের মাঝে এক বেদুঈনের এক প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রচলিত আছে। বিশ দিনারের বদলে সে একটি বিষয় গোপন রাখার অঙ্গিকার করেছিল। প্রথমে সে চুক্তির প্রতি সৎ ছিল অর্থাৎ চুক্তি রক্ষা করেছিল; কিন্তু পরে হঠাৎ করে অধৈর্য হয়ে সে গিয়ে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দিল– সে গোপনীয়তা রক্ষা করার বোঝা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল (বিধায় এ কাজ করেছিল)। এমনটি হওয়ার কারণ এই যে, গোপনীয়তা রক্ষা করতে দৃঢ়তা, ধৈর্য ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন।

"হে আমার বৎস! তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্ন বর্ণনা করিও না।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫)

মানুষের বহুবিধ দুর্বল বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি দুর্বলতা এই যে, সে তার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারাদি অন্যের কাছে ব্যক্ত করার সদা এক বেগ অনুভব করে। ঐতিহাসিক বিবরণীতে দুর্বলতা খুবই পুরাতন। মন গোপন বিষয় ও গল্প প্রচার করতে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি তার গোপন বিষয় প্রচার করবে সে অতি অবশ্যই অনুতপ্ত, দুঃখিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

"সে যেন সতর্ক থাকে এবং কাউকে তোমাদের সম্বন্ধে জানতে না দেয়।"

(১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-১৯)

১২১. নির্দিষ্ট সময়ের আগে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন না

"যখন তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তারা এটাকে এক মুহূর্তও আগ পিছু করতে পারবে না।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৩৪)

যে কাপুরুষেরা তাদের প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মারা যায় তাদের জন্য এ আয়াতে একটি সান্ত্বনা রয়েছে। এ আয়াত আমাদেরকে বলে যে প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় আছে; একে আগ-পিছু করা যায় না, এমনকি সকল সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও পারবে না।

"এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে।" (৫০-সূরা ক্বাফ : আয়াত-১৯)

আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা করাই দুঃখ-দুর্দশার কারণ।

"ফলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার মতো তার এমন কোন দল ছিল না এবং যারা নিজেদেরকে সাহায্য করত সে তাদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না (অর্থাৎ সে নিজেকেও সাহায্য করার মতো ছিল না)।"

(২৮-সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৮১)

ইমাম যাহাবীর রচিত "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' পুস্তক – ২০ খণ্ড।

এ পুস্তকে আলেম-উলামা-জ্ঞানী-গুণী, রাজা-বাদশা, মন্ত্রী-মিনিস্টার, শাসকবর্গ ও কবিদের জীবনী আছে। তাদের কতিপয় লোকের জীবনী পড়ার সময় আমার দু'টি কথা বা বিষয় মনে পড়ে–

১. যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে আশা বা বিশ্বাস করে তবে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেন এবং

২. সে জিনিসকে তার ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দেন।

"এবং নিশ্চয় শয়তানরাই মানুষদেরকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষেরা মনে করে যে, তারা সৎপথে পরিচালিত।"

(৪৩-সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৩৭)

ফেরাউনের ধ্বংসের কারণ ছিল তার পদমর্যাদা, কারূনের ধ্বংসের কারণ ছিল তার সম্পদ ও ব্যবসা আর উমাইয়ার এবং ওয়ালিদের ধ্বংসের কারণ ছিল তাদের সন্তান।

"আমি তাকে সৃষ্টি করেছি তার সাথে আমাকে একাই বুঝাপড়া করতে দাও।" (৭৪–সূরা আল মুদদাছছির : আয়াত-১১)

আবু জেহেলের ধ্বংসের কারণ ছিল পদমর্যাদা, বংশ গৌরব আবু লাহাবের ধ্বংসের কারণ ছিল; সিংহাসন আবু মুসলিমের ধ্বংসের কারণ ছিল; যশ–খ্যাতি মুতানাব্বির ধ্বংসের কারণ ছিল আর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল হাজ্জাজের ধ্বংসের কারণ।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সম্মান চায় এবং আমলে সালেহ করে আল্লাহ তাঁকে সম্মান দান করবেন এবং তাঁকে পদমর্যাদা দান করবেন, যদিও তাঁর কোন সম্পদ, পদমর্যাদা বা অভিজাত বংশধারা নেই।

বিলালের সম্মানের কারণ ছিল আযান, আখেরাত ছিল সালমানের সম্মানের কারণ; সুহাইবের সম্মানের কারণ ছিল তার কোরবানী বা ত্যাগ এবং আতা'র সম্মানের কারণ ছিল তার ইলেম (রাদিআল্লাহু আনহুম)।

"এবং তিনি (আল্লাহ) কাফেরদের কথাকে হীনতম করেন; পক্ষান্তরে আল্লাহর কথাই উচ্চতম; আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

১২২. হে রাজাধিরাজ-মহামহিম ও মর্যাদাবান আল্লাহ!

একটি সহীহ হাদীসে নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিম্নোক্ত কালিমাকে বারবার পাঠ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আর তা হল–

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"হে রাজাধিরাজ-মহামহিম ও মর্যাদাবান আল্লাহ!"

রাসূল ﷺ আমাদেরকে আরো এ কথাও বলতে উপদেশ দিয়েছেন–

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

"হে চিরঞ্জীব! হে সব কিছুর সদা রক্ষক!"

অতএব, প্রত্যেকের নিজের কল্যাণের জন্যই এসব কালিমা (বা বাক্য বা কথা) দ্বারা আল্লাহকে ডাকা এবং তাঁর সাহায্য চাওয়া উচিত; আর তা'হলেই নিশ্চিত উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

"স্মরণ কর, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৯)

একজন মুসলিমের জীবনে প্রকৃতপক্ষে তিনটি আনন্দময় দিন আছে–

১. যে দিন সে শপথপূর্বক পাপ কাজসমূহ পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ পাপ থেকে তওবা করে) এবং জামায়াতের সাথে ফরজ সালাতসমূহ আদায় করে।

   "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমদেরকে আহ্বান জানান।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-২৪)

২. যে দিন সে পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, পাপ কাজ পরিত্যাগ করে এবং তাঁর প্রভুর দরবারে ফিরে আসে।

   "অতপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন যাতে তারা (তাদের প্রভুর নিকট) ফিরে আসে।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১১৮)

৩. যে দিন সে এমন এক কাজ করে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য মৃত্যুবরণ করে যা ভালো ও পবিত্র উভয়ই।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, আল্লাহও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন।"

নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী (রা)-এদের জীবনী পাঠ করে আমি তাদের মাঝে এমন পাঁচটি চরিত্র পেয়েছি যা অন্যদের থেকে পৃথক।

১. তাঁরা এমন সরল জীবন-যাপন করতেন যা জাঁকজমকহীন, বড়াইহীন এবং অপব্যয়হীন ও বাহুল্যহীন ছিল।

   "এবং (হে মুহাম্মদ!) আমি আপনার জন্য সহজপথকে (অর্থাৎ নেক আমলের পথকে) সহজ করে দিব।" (৮৭–সূরা আল আ'লা : আয়াত-৮)

২. তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞান বা ইলম যেমন গভীর তেমনি কল্যাণকরও ছিল। আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, তারা সে ইলম ব্যবহারিক কাজে খাটাতেন।

" আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।"

(৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-২৮)

৩. লোক দেখানো আমলের চেয়ে তাঁরা ক্বলবের বা অন্তরের আমলকেই প্রাধান্য দিতেন। একারণেই তাদের একনিষ্ঠতা ছিল; তাঁরা আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন; তাঁরা তাঁকে ভালোবাসতেন; তাঁরা শুধুমাত্র তাঁর কাছ থেকে (কোন কিছু) আশা করতেন এবং তাঁরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করতেন না। অধিকন্তু তারা অবিরাম সাধনার মাধ্যমে বা কঠোর পরিশ্রম সহকারে নফল ইবাদত (যেমন নফল সালাত ও রোযা) করতেন।

"তিনি (আল্লাহ) জেনে নিয়েছেন তাদের অন্তরে কী আছে।"

(৪৮–সূরা আল ফাতহ : আয়াত-১৮)

৪. তাঁরা পৃথিবী ও পার্থিব আনন্দ অনুসন্ধান করতেন না। তাঁরা পার্থিব অধিকারিত্বকে ঘৃণায় পিঠ ফিরিয়ে দিতেন এবং তাঁরা এই মহান মনোভাবের ফল তুলতেন (আর তা হলো) : সুখ, মনের শান্তি ও একনিষ্ঠতা।

"আর যারা মুমিন হয়ে পরকাল (এর কল্যাণ) কামনা করে এবং এর জন্য (নেক আমলের মাধ্যমে) যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হবে।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১৯)

৫. অন্যান্য নেক আমলের উপর তাঁরা জিহাদকে প্রাধান্য দিতেন– এমনকি তাঁদের পরিচয়ের জন্য জিহাদ ব্যানারস্বরূপ হয়ে গিয়েছিল। আর জিহাদের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের উদ্বিগ্নতা ও সমস্যা দূর করেছিলেন'। কেননা, নিম্নোক্ত সব কিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (আর তা হলো) – জিকির, জিহাদ, প্রচেষ্টা ও আমল।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"আর যারা আমার পথে প্রচেষ্টা বা জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ দেখাব। আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"

(২৯–সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৬৯)

কুরআনে ইহজীবন সম্বন্ধে কতিপয় শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্য ও বাস্তবতার কথা উল্লেখ আছে। এ পুস্তকের বিষয়ের সাথে সম্বন্ধপূর্ণ বিষয় (তা থেকে) এখানে বর্ণনা করা হলো।

যে আল্লাহর জন্য আমল করবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। "যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর এবং তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপ (অবস্থান) দৃঢ় করবেন।

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-৭)

"যে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিবেন।"

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

"আর তোমাদের প্রভু বলেছেন– আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৬০)

কেউ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন।

"সে বলল : "হে আমার প্রভু! আমি অবশ্যই আমার উপর অত্যাচার করেছি, অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তাই তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-১৬)

"আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-২৫)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

"আর যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন।"

(৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-৩)

তিন ধরনের লোক নিশ্চিত শাস্তি পাবে– ১. যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ২. যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং ৩. যারা কুচক্রান্ত করে।

"তোমাদের বিদ্রোহ শুধুমাত্র তোমাদের বিরুদ্ধেই।"

(১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-২৩)

"তাই যে ওয়াদা ভঙ্গ করে সে শুধুমাত্র তার ক্ষতি করার জন্যই ওয়াদা ভঙ্গ করে।" (৪৮–সূরা আল ফাতাহ : আয়াত-১০)

"কুচক্রান্ত শুধুমাত্র কুচক্রান্তকারীকেই পাকড়াও করে।"

(৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-৪৩)

অত্যাচারীরা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

"এই তো তাদের ঘর-বাড়ি, তারা যে জুলুম করেছে এ কারণে (এগুলো) বিরান পড়ে আছে।" (২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৫২)

আমলে সালেহের ফল স্বল্প মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে ভোগ করা যাবে।

"অতএব আল্লাহ তাঁদের পার্থিব পুরস্কার ও পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার দান করবেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৮)

যে আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসবেন এবং তার রিজ্কি যোগাবেন।

"নিশ্চয় আল্লাহই তো রিযিক দাতা।" (৫১–সূরা আয যারিয়াত : আয়াত-৫৮)

আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের শত্রুদের শাস্তি দিবেন।

إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

"নিশ্চয় আমি (জোর করে) প্রতিশোধ নিবই।"

(৪৪–সূরা আদ দোখান : আয়াত-১৬)

শেখ আবদুর রহমান ইবনে সা'দী –

اَلْوَسَائِلُ الْمُفِيْدَةُ فِى الْحَيَاةِ السَّعِيْدَةِ.

বা "Practical Means to a Happy Life" বা "সুখী জীবনের বাস্তব উপায়" নামক এক মহামূল্যবান কিতাব লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন,

"আল্লাহর নেয়ামতের কথা খেয়াল করলে বান্দা বুঝতে পারবে যে সে বহুলোকের চেয়ে ভালো আছে এবং একথাও বুঝতে পারবে যে তার উপর আল্লাহর করুণার কারণে আল্লাহর প্রতি তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও মানুষ বুঝতে পারে যে, অবহেলার কারণে আমরা সবাই অপরাধী, তা সত্ত্বেও আমাদের কেউ কেউ ফরজ সালাত নিয়মিত জামায়াতে আদায় করার ব্যাপারে, কুরআন তেলাওয়াত করার ব্যাপারে, জিকিরের বিষয়ে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরের চেয়ে (এগিয়ে

আছে তথা) ভালো। এসব কিছুই এমন নেয়ামত যার জন্য আমাদের সবার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً .

"আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন।" (৩১–সূরা লোক্‌মান : আয়াত-২০)

প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় ইসলামী তাওহীদ এবং স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য বৈধ যৌন জীবন পরিচালনা ইত্যাদিসহ সকল বৈধ ও পার্থিব আমোদ-প্রমোদ এবং গোপন নেয়ামত বলতে বুঝায় আল্লাহ্র প্রতি ঈমান (তথা ইসলামী তাওহীদ), জ্ঞান বা ইলম, প্রজ্ঞা বা হেকমত, আমলে সালেহ করার জন্য হেদায়াত এবং পরকালে জান্নাতে আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদি।

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, মহাবিজ্ঞ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইবনে আব্দুল বাকী বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে মুসল্লিরা বের হয়ে যাবার সময় তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করতেন। তিনি এমন একজন লোকের সন্ধান করতে ছিলেন যাকে সর্ববিষয় বিবেচনা করে তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা যায়। তিনি (সম্ভবত ইমাম যাহাবী) বর্ণনা করেন যে, তবুও তিনি এমন একজনও পেলেন না।

"আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপরেই তাদেরকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০)

১২৩. একটুখানি ভেবে দেখুন

আসমা বিনতে উমাইসা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন–

"মুসিবতে পড়লে যে কালিমা তোমার বলা উচিত আমি কি তোমাকে তা শিখিয়ে দিব না? আর তা হল–

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

"আল্লাহ্, আল্লাহ্ই আমার প্রভু, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না।"

অন্য হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন : রোগ-শোক, অভাব-অনটন-সংকট, দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসিবতে পড়ে যদি কেউ নিম্নোক্ত কালিমা পাঠ করে তবে সে তা থেকে মুক্তি পাবে।

اَللّٰهُ رَبِّىْ لَاشَرِيْكَ لَهُ.

"আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর কোন শরীক নেই।"

মাঝে মাঝে কেউ কেউ কঠিন পরীক্ষার মোকাবেলায় পড়েন। সে যদি তখন তাঁর প্রভুর দিকে অভিমুখী হয় এবং তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত না করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাহলে তার সংকট দূর হয়ে যাবে।

১২৪. হিংসুকের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

কুরআনের শেষ দু'টি সূরা 'সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস' তেলাওয়াত করুন, আল্লাহর জিকির করুন ও তাঁর নিকট আকুল আবেদন করুন–

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

"এবং হিংসুক যখন হিংসা করে তখন তার হিংসার ক্ষতি থেকে (আপনার নিকট আশ্রয় চাই)।" (১১৩–সূরা আল ফালাক : আয়াত-৫)

হিংসুক লোকদের থেকে আপনার বিষয়াদি গোপন রাখুন–

"হে আমার পুত্রগণ! (ডাকাত দল বলে মানুষের সন্দেহ হতে পারে এজন্য) তোমরা এক দরজা দিয়ে (শহরে) প্রবেশ করবে না বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬৭)

যে লোক আপনার ক্ষতি করার উদ্যোগ নেয় তার প্রতি উদার হোন, তাহলে সম্ভবত সে (আপনার ক্ষতি করা থেকে) বিরত হবে।

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ.

"উত্তম কিছু দ্বারা মন্দকে দূর করুন।" (২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-৯৬)

১২৫. সদাচার

সদাচার সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায়, পক্ষান্তরে, কদাচার দুঃখ-দুর্দশার পথে নিয়ে যায়। একটি হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন- "সদাচরণের মাধ্যমে ঐ লোকের মর্যাদা লাভ করা যায় যে নাকি দিনভর নফল রোযা রাখে ও রাতভর নফল সালাত পড়ে।" তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন-

"আমি কি তোমাদেরকে সে লোকের কথা বলব না যে নাকি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে? তারা হলো ; তোমাদের মাঝে যাদের আচরণ সর্বোত্তম।"

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ .

"এবং নিশ্চয়ই আপনি (হে মুহাম্মদ!) মহান চরিত্রের অধিকারী।"
(৬৮-সূরা আল কালাম : আয়াত-৪)

"তখন আপনি (হে মুহাম্মদ!) আল্লাহর রহমতে তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন; আর যদি আপনি কর্কশ-কঠোরাত্মা হতেন তবে তারা আপনার পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেত।" (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৯)

"আর তোমরা মানুষের সাথে ভালো কথা বল।" (২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-৮৩)

আয়েশা (রা) নবী করীমর ﷺ এর চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন-

"তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনেরই জীবন্ত বা বাস্তব রূপ।"

১২৬. নির্ঘুম রাত

রাতে যদি আপনার ঘুম না আসে আর আপনি (বিছানায় শুয়ে শুয়ে) এ পাশ ওপাশ করেন বা গড়াগড়ি দিতে থাকেন তবে নিম্নোক্ত আমলগুলো করুন :

১. **আল্লাহকে স্মরণ করুন** : নবী করীম ﷺ এর বাতলানো দোয়ার মাধ্যমে অথবা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করুন-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

"জেনে রাখ! আল্লাহর জিকিরের মাঝেই আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।"
(১৩-সূরা রা'আদ : আয়াত-২৮)

২. **নিরুপায় না হলে দিনে ঘুমাবেন না :** আল্লাহ্ তায়ালা বলেন "আর আমি দিনকে জীবিকার জন্য সৃষ্টি করেছি।"

(৭৮–সূরা আন নাবা : আয়াত-১১)

৩. **ঘুম না আসা পর্যন্ত লেখা-পড়া করুন :** "এবং বল, হে আমার প্রভু! আমার ইলেম বৃদ্ধি করুন।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১১৪)

৪. **দিনে কঠোর পরিশ্রম করুন :** "এবং তিনি দিনকে সমুত্থানের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৪৭)

৫. **কফি বা চায়ের মতো কোন (হালাল) উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করুন।** {বি. দ্র. একান্ত প্রয়োজন না হলে উত্তেজক দ্রব্য (খাদ্য বা অষুদ বা প্রসাধনী ইত্যাদি) ব্যবহার করা (গ্রহণ করা) উচিৎ নয়– তা হালাল হলেও না। কেননা, উত্তেজক দ্রব্য বিপরীত ক্রিয়ায় (রিঅ্যাক্শনে) অবসাদ সৃষ্টি করে। –অনুবাদক}

১২৭. পাপের কুফল

নিম্নে পাপের কিছু কুফলের তালিকা দেয়া হলো–

১. **আল্লাহ ও পাপীর মাঝে বাধার সৃষ্টি হয় –**

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۔

কখনই নয়! নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের প্রভুর (দর্শন) হতে আড়ালে থাকবে।" (৮৩–সূরা আল মুতাফফিফীন : আয়াত-১৫)

২. কেউ যখন অনবরত পাপ করতে থাকে তখন সে হতাশ হয়ে যায়। রক্ষা পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলে।

৩. **পাপী প্রায়ই হতাশা ও উদ্বিগ্নতায় ভোগে–**

لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۔

"তারা যে দালান তৈরি করেছে তা সর্বদাই তাদের মনে সন্দেহের (ও মুনাফিকির) কারণ হয়ে থাকবে।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১১০)

৪. **পাপীর মনে ভয় প্রবেশ করে :** "অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব; কেননা, তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫১)

৫. **পাপীর জীবন জঘন্য হয়ে যায় :** "ফলে অবশ্যই তার জন্য এক সংকটময় জীবন আছে।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

৬. **পাপীর অন্তর কালো ও কঠিন হয়ে যায় :** "এবং আমি তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করে দিয়েছি।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-১৩)

৭. **পাপীর চেহারা জ্যোতিহীন ও (রোগীর মতো) বিষণ্ন হয় :** "আর যাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে : তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফুরি করেছিলে?"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১০৬)

৮. **পাপীকে মানুষেরা ঘৃণা করে।**

৯. **পাপীর পার্থিব অবস্থা দারিদ্র পীড়িত হয়ে পড়ে :** "আর যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং (কুরআন নামে বর্তমানে) যা তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অনুযায়ী আমল করত তবে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে আহার্য পেত।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৬৬)

১০. আল্লাহ্র ক্রোধ, ঈমানের কমতি এবং দুর্বিপাক বা বালা-মুসিবত এসব কিছুই পাপীর ভাগ্যে আছে।

"সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হলো।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৯০)

"বরং তারা যে পাপ কাজ করে তার ফলেই তাদের অন্তরে জঙ ধরেছে।"

(৮৩–সূরা আল মুতাফফিফীন : আয়াত-১৪)

"এবং তারা বলেছিল : "আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৮৮)

অর্থাৎ কাফেররা বলেছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন কথাই তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

১২৮. রিযিক তালাশ করুন কিন্তু লোভ করবেন না

সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মাটির কীটেরও খাদ্য যোগান।

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী ও দু-ডানায় ভর করে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি তোমাদের মতো এক একটি সম্প্রদায়।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-৩৮)

আল্লাহ্ আকাশের পাখি ও সাগরের মাছেরও খাবার যোগান–

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ.

"আর তিনিই (সকলকে) খাওয়ান, অথচ তাকে খাওয়ানো হয় না।"

(৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৪)

কীট, পাখি বা মাছের চেয়ে আপনি মূল্যবান, সুতরাং রিযিক নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।

আমি এমন কিছু লোককে চিনি যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে তাদের দূরত্বের কারণে দারিদ্রপীড়িত হয়েছে। তাদের কিছু লোক ধনী ও স্বাস্থ্যবান ছিল; কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তারা সালাত ছেড়ে দিয়েছিল এবং তারা বড় বড় গুনাহ্ করেছিল। আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে তাদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ও তার স্থলে তাদেরকে অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দিয়েছিলেন। ফলে তখন তারা সংকটের উপর সংকট ও মসিবতের উপর মসিবত দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

"আর যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে বিমুখ হবে তার জন্য নিশ্চয় এক সংকটময় জীবন রয়েছে।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

"এমনটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করবে।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৫৩)

"আর তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমরা যে পাপ কাজ কর তার ফলেই আসে; এবং তিনি অনেককেই ক্ষমা করে দেন।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

"আর যদি তারা সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে শস্যদান করে সমৃদ্ধ করতাম।"

(৭২–সূরা আজ জ্বীন : আয়াত-১৬)

১২৯. হেদায়াতের রহস্য

অল্পে তুষ্টি ও সুখ এমন নেয়ামত যা শুধুমাত্র তাদেরকে দান করা হয় যারা সরল-সোজা পথ অনুসরণ করে। মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এ পথের এক প্রান্তে রেখে গেছেন, এর অপর প্রান্তে রয়েছে জান্নাতসমূহ।

"এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে এক সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছি।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৮)

সুখ বলতে আমরা বুঝি, যখন কেউ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত থাকে। যদিও পথে সে সঙ্কটাপন্ন হয় তবুও সে একটি সুখকর সমাপ্তির ও বেহেশতে ভবিষ্যৎ আবাসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ফলে সে এমন এক নবী ﷺ-এর অনুসরণ করে–যিনি নিজের ইচ্ছায় কথা বলেননি, যিনি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ ছিলেন এবং যার কথা মানব জাতির জন্য দলিল। "প্রতিটি মানুষের জন্য একের পর এক বহু ফেরেশতা রয়েছে, তারা আল্লাহর আদেশে তাকে তার সামনের দিক থেকে ও তার পিছনের দিক থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে।" (১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-১১)

ধার্মিক লোকের আচরণ ও তার সরল-সঠিক পথে চলা দেখেই প্রত্যেকে তাঁর (ধার্মিক লোকের) আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবেন। তিনি (ধার্মিক লোক) জানেন যে; তাঁর একজন প্রভু আছেন এবং নবী ﷺ-এর মাঝে তাঁর (ধার্মিক

লোকের) এক উত্তম আদর্শ আছে, তাঁর হাতে আল্লাহর কিতাব আছে, তাঁর অন্তরে নূর বা জ্যোতি আছে এবং ভালো কাজ করতে অনুপ্রেরণা দানকারী তাঁর একটি বিবেক আছে। সে কল্যাণের মহত্তর পর্যায়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং সর্বদা কল্যাণের জন্য চেষ্টা করছে।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ -

"এ হলো আল্লাহর হিদায়াত, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে এটা দ্বারা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।"

(৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-৮৮)

দু'টি পথ আছে : একটি রূপক অপরটি বাস্তব, প্রথমটি ঈমানের পথ যা এ পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে-যে পৃথিবী নাকি লোভে ও আশায় ভরপুর। দ্বিতীয় পথটি আখেরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। জান্নাতে যেতে হলে প্রত্যেককেই এর উপর দিয়ে যেতে হবে। যে এটা পার হতে পারবে না সে জাহান্নামে পড়ে ডুবে যাবে। এ পথ কাঁটায় ভরা। যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে ঈমানের পথে চালিত হবে সে পরকালের পথ নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে। তার ঈমানের তেজের অনুপাতে তাঁর পথ অতিক্রমের গতি হবে। আর জেনে রাখুন যে, যদি কেউ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে ধন্য হয় তবে তাঁর দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা অতি দ্রুত দূর হয়ে যাবে।

১৩০. মহৎ জীবনের জন্য মণি-মুক্তা (বা উপদেশাবলী)

১. আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার জন্য রাতের শেষ তৃতীয়াংশে জেগে উঠুন।

"এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ক্ষমা প্রার্থীগণ।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭)

২. (সর্বদা সম্ভব না হলেও) কমপক্ষে মাঝে মাঝে ধ্যান করার জন্য নিজেকে মানুষজন থেকে নিঃসঙ্গ করে নিন।

"আর যারা আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১)

৩. ধার্মিকদের সাহচর্যে থাকুন।

"আর যারা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তুমি নিজেকে ধৈর্যসহকারে তাদের সাথে রাখ।" (১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৮)

৪. প্রায়ই আল্লাহর জিকির করুন।

"বেশি করে আল্লাহর জিকির কর।" (৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-৪১)

৫. একনিষ্ঠতার সাথে ও ভক্তি করে দু'রাকাত সালাত আদায় করুন।

"যারা তাদের সালাতে ভীত-সন্ত্রস্ত, বিনয়-নম্র, ধীরস্থির ও একাগ্রচিত্ত।"

(২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-২)

৬. বুঝে-শুনে ও গভীর ধ্যানের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করুন।

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে না?"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৮২)

৭. ভীষণ গরমের দিনে রোযা রাখুন।

"সে আমার জন্য তার খাদ্য, তার পানীয় ও তার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে।"

৮. গোপনে দান করুন।

"ডান হাত কি ব্যয় করে তা এমনকি বাম হাতও জানে না।"

৯. দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিমদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন ও তাদেরকে সাহায্য করুন।

"যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে কোন মুসলিমকে কোন মুসিবত থেকে উদ্ধার করবে আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন।"

১০. এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে যথাসম্ভব মিতচারী ও সংযমী হয়ে থাকুন।

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى.

"আখেরাত হলো উত্তম ও স্থায়ী।" (৮৭–সূরা আল আ'লা : আয়াত-১৭)

নূহ নবী (আ)-এর পুত্রের ভ্রান্তিসমূহের মাঝে তার এ কথাও ছিল–

سَآوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ.

"আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিব যা আমাকে বন্যার পানি থেকে রক্ষা করবে।" (১১–সূরা হূদ : আয়াত-৪৩)

সে যদি আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করত তবে ফল একেবারে অন্যরকম হতো। নমরুদের দুর্দশার কারণ ছিল তার একথা! "আমি জীবন দান করি এবং আমি মৃত্যু ঘটাই।" সে এমন এক (বড়ত্বের) পোশাক পরতে চেষ্টা করেছিল যা তার নয় (বরং আল্লাহর) এবং সে এমন এক গুণ থাকার দাবি করেছিল যা প্রকৃতপক্ষে তার ছিল না (বরং তা আল্লাহর)–আর এভাবেই তার ধ্বংস সাধন হলো।

আমাদের সুখের চাবি-কাঠি একটি একক, কিন্তু গভীর অর্থবহ কথার মাঝে সংক্ষেপিত করা যায়–কালিমায়ে তাওহীদ (ইসলামি একত্ববাদ) "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী বা রাসূল বা দূত"

কেউ দুনিয়াতে এ কালিমা উচ্চারণ করলে জান্নাতে তাকে বলা হবে "তুমি সত্য কথা বলেছ।"

"আর যিনি এই (সত্য) নিয়ে এসেছেন আর যে এ সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-৩৩)

কেউ যখন এ পৃথিবীতে এ কালেমার বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করবে তখন আল্লাহ্ তাঁকে ধ্বংস, লজ্জা ও দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

"এবং আল্লাহ মোত্তাকীদেরকে উদ্ধার করে তাদের সাফল্যের স্থানে (জান্নাতে) পৌছে দিবেন।" (৩৯-সূরা আয যুমার : আয়াত-৬১)

যখন কেউ কালিমা তাওহীদ শুধুমাত্র আমলই করবেন না বরং অন্যদেরকে এর দিকে আহ্বান করবে তখন তাঁর নাম স্মরণ করা হবে এবং তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে–

"এবং (তারা) আমার বাহিনী–তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে।" বা "এবং নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।" (৩৭-সূরা আস সাফফাত : আয়াত-১৭৩)

যখন কেউ কালিমা তাওহীদকে ভালোবাসবে তখন সে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবে ও সম্মানে ভূষিত হবে।

"কিন্তু সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য।"

(৬৩-সূরা আল মুনাফিকূন : আয়াত-৮)

বেলাল (রা) কালিমায়ে তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছিলেন আর অমনি তিনি আত্মিক মুক্তি লাভ করেছিলেন, সাথে সাথে তিনি দৈহিক দাসত্বের থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন।

"তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান।"

(২-সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৫৭)

আবু লাহাব মুখের উপর জবাব দিয়েছিল ও কালিমায়ে তাওহীদ বলা থেকে বিরত ছিল। সে নাজুক ও দুঃখজনক অবস্থায় মারা গিয়েছিল।

"আর আল্লাহ্ যাকে অপমানিত করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না।" (২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১৮)

কালিমায়ে তাওহীদ এমন এক পরশমণি যা নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বিশুদ্ধতার ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা বানিয়ে দেয়।

"এবং আমি এ কুরআনকে আলো বানিয়েছি এ দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করি।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৫২)

আপনি যদি পরকালের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকেন তবে আর যাই করুন না কেন আপনার অর্জিত সম্পদ নিয়ে উল্লাস করবেন না। যদি আপনি পরকালের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকেন তবে এক কঠিন শাস্তি আপনার জন্য ওৎ পেতে আছে।

"আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। আমার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে।" (৬৯–সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত-২৮-২৯)

"নিশ্চয় তোমার প্রভু ঘাঁটিতে (তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে) আছেন।"

(৮৯–সূরা আল ফাজর : আয়াত-১৪)

আপনি যদি আপনার প্রভুকে ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আপনার সন্তান নিয়েও অতিরিক্ত উল্লাস করবেন না। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই চরম ব্যর্থতা।

"আর তারা অপমান ও অভাবে জর্জরিত হলো।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৬১)

আর অবশেষে বলছি, যদি আপনার আমল ভালো না হয় তবে আপনার সম্পদ নিয়ে আত্মপ্রসাদপূর্ণ হবেন না। কেননা, এমন আমল আখেরাতে আপনার অপমানের কারণ হবে।

"কিন্তু আখেরাতে আযাব অবশ্যই অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক হবে।"

(৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-১৬)

"আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করতে পারবে না; কিন্তু, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ করবে (সে আমার নিকটবর্তী হতে পারবে)।"

(৩৪–সূরা আস সাবা : আয়াত-৩৭)

১৩১. হতাশ হবেন না-আপনার প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী চলতে শিখুন

এ জীবনে আপনার যা পাওয়া অসম্ভব আপনি যদি মনে মনে তাকে ঘৃণা করেন তবে আপনার নিকট এর মূল্য কমে যাবে। যা আপনি সত্যিই পেতে চান তা না পাওয়ার জন্য যদি আপনি পরিতৃপ্ত থাকেন তাহলে আপনার আত্মা সান্ত্বনা খুঁজে পাবে।

وَسَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ.

"অচিরেই আল্লাহ্ আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও (দান করবেন); নিশ্চয় আমরা আল্লাহর নিকটই আকাঙ্ক্ষা করি।"
(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫৯)

একবার আমি এক লোকের ঘটনা (পত্রিকায়) পড়েছিলাম। ঐলোকের ঘরের জানালা দিয়ে তার আংটিটি বাইরে পড়ে গিয়েছিলেন। আংটিটি পড়ে গিয়ে তা কর্নিশের তাকে পোতা এক পেরেকের সাথে আটকে যায়। তারকাঁটাটি তাকে পুরাপুরি পোতা ছিল না, ফলে তাঁর বাম হাতের অনামিকা অঙ্গুলি সমূলে উঠে যায়। এতে তার সে হাতে চার আঙ্গুল হয়ে গেল। যা আশ্চর্যজনক তা ঘটনাটি নয় বরং দুর্ঘটনার দীর্ঘকাল পরে লোকটি যে পরিতৃপ্তভাব দেখিয়েছেন তাই আশ্চর্যজনক। পরবর্তী কথায় তার পরিতুষ্টি প্রকাশ পায়।" আমার একহাতে যে চার আঙ্গুল বা আমি যে একটি আঙ্গুল হারিয়েছি তা আমি মনে করি না বললেই চলে। একথা আমার তখনই মনে পড়ে যখন আমার দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে। অন্যথায় আমার কাজ-কর্ম ভালোই চলছে আর যা ঘটেছে তাতে আমি পরিতুষ্ট।"

"আল্লাহ্ সবকিছু পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন।"

আমি এক পরিচিত লোক চিনি, যিনি রোগের কারণে তাঁর বাম হাতটাকে হারিয়েছেন। তিনি অনেক বছর যাবতই (এখানে) বাস করছেন। তিনি বিয়ে শাদীও করেছেন এবং তাঁর সন্তানাদিও আছে। বিনা কষ্টে তিনি তার গাড়ি চালান এবং সহজেই তার বিভিন্ন কাজ সমাধান করেন। তিনি এতটাই স্বাচ্ছন্দবোধ করেন যে, মনে হয় যেন শুধুমাত্র একহাত দিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন।

"আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা রেখেছেন তাতে তুষ্ট হও, তাহলেই তুমি সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ হবে।"

কত দ্রুতইনা আমরা পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিই! এটা আশ্চর্যজনক যে, যখন জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন আমাদের উপর প্রভাব ফেলে তখন আমরা কিভাবেই না আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে খাপ খাইয়ে নিই! পঞ্চাশ বছর আগে একটি বাড়ির উপাদান (জিনিসপত্র) ছিল–তালপাতার তৈরি একটি মাদুর, একটি পানির কলসী, কিছু কয়লা এবং অন্যান্য তুচ্ছ কিছু জিনিসপত্র। বর্তমানে মানুষ যেভাবে জীবন চালিয়ে নিচ্ছে অতীতেও সেভাবে তারা জীবন চালিয়ে নিতে পারত; কোন উপাদানের বা উৎসের বা আরাম-আয়েশের অভাব অতীতের জীবনমানকে বর্তমানের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ করেনি। একজন আরব কবি বলেছেন–

وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ اِذَا رَغَّبْتَهَا * وَاِذَا تُرَدُّ اِلَى قَلِيْلٍ تَقْنَعُ.

অর্থাৎ "তুমি যখন আত্মাকে প্রলোভন দেখাবে তখন আত্মা আরো চাইবে, আর যখন একে অল্পের কথা বলা হয় তখন এটা অল্পে তুষ্ট হয়।"

কুফার কেন্দ্রিয় মসজিদে দু'গোত্রের মাঝে ঝগড়া বেধে গেল। তখন একদল অপরদলকে অপমানসূচক কথা বলতে লাগল। আল আহনাফ বিন কায়সকে খুঁজে বের করার জন্য মসজিদের এক লোক চুপিসারে বের হয়ে পড়ল। আল আহনাফ ইবনে কায়স সবার নিকটে পরমোৎকৃষ্ট শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। লোকটি তাঁকে বাড়িতে ছাগলের দুধ দোহন করা অবস্থায় পেলেন। আল আহনাফ এমন পোশাক পরিধান করেছিলেন যার মূল্য দশ দিনারও ছিল না (অর্থাৎ তা ছিল ছেঁড়া ও সস্তা)।

তিনি কৃশ, চোখ-মুখ বসা এবং তাঁর এক পা অপর পা থেকে লম্বা ছিল; যার ফলে তিনি খোঁড়ায়ে খোঁড়ায়ে হাঁটতেন। যখন তাঁকে ঝগড়ার খবরটা দেয়া হলো তখন তাঁর হাব-ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না এবং তিনি শান্ত থাকলেন। এ ধরনের বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যে, আল আহনাফ জীবনে অনেক বিবাদ ও সংকট প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে, তিনি এমন ঘটনায় অভ্যস্ত ছিলেন (অর্থাৎ এমন ঘটনায় অভিজ্ঞতা তাঁর পূর্বেও হয়েছে)। তিনি লোকটিকে বললেন, "আল্লাহ চাহে তো সব কিছু ঠিক

হয়ে যাবে।" তারপর তিনি নাস্তা খেতে শুরু করলেন, যেন কোন কিছুই ঘটেনি। তার নাস্তা বলতে ছিল এক টুকরো শুকনো রুটি, তেল, লবণ ও এক গ্লাস পানি। তিনি আল্লাহ্র নাম নিয়ে খেলেন।

তারপর তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করে পরে বললেন, "ইরাকের গম, সিরিয়ার তেল, ফোরাত নদীর পানি ও রাশিয়ার লবণ। নিশ্চয় এগুলো মহা নেয়ামত।" তিনি কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। হাতের লাঠিখানা নিলেন ও ঐ লোকজনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তারা যখন তাঁকে দেখল তখন তাদের দৃষ্টি তাঁর উপর নির্বদ্ধ হলো ও তিনি যা বললেন তারা তা মনোযোগ সহকারে শুনল। তিনি শান্তি ও সমঝোতার কথা বললেন–তা উভয় দলকেই সন্তুষ্ট করল এবং তাদেরকে তিনি নিজ নিজ পথে চলে যেতে অনুরোধ জানালেন। তারা সবাই একথা নিরবে মেনে নিল ও প্রত্যেকেই মনে সামান্যতম হিংসা-বিদ্বেষ না রেখেই সে স্থান ত্যাগ করে গেল। আর এভাবেই সেই অগ্নী পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হলো।

একজন আরব কবি বলেছেন–

قَدْ يُدْرِكُ الشَّرَفَ الْفَتَى وَرِدَاؤُهُ * خَلَقٌ وَجَيْبُ قَمِيْصِهِ مَرْقُوْعٌ.

অর্থাৎ "যুবক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে যদিও তার চাদর ছেঁড়া ও তাঁর জামার পকেট তালি দেয়া হয়।"

এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তার মধ্যে একটি হলো– মাহাত্ম্য বাহ্যিক আকারে বা পোশাকে নিহিত নয়। অন্যান্য শিক্ষার মাঝে এও একটি যে, সামান্য কিছু পার্থিব জিনিসপত্র থাকা দুঃখ ও ধন-সম্পদের মাঝে নিহিত নয়।

"আর মানুষ তো এমনই যে, যখন তাকে তার প্রভু সম্মানিত করে ও ধন-সম্পদ দান করে পরীক্ষা করেন তখন বলে, "আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।" আর যখন তার প্রভু তাকে রিযিক কমিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, "আমার প্রভু আমাকে অপমানিত করেছেন।"

(৮৯–সূরা আল ফাজর : আয়াত-১৫-১৬)

এ ঘটনা থেকে আমরা আরেকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আর তা হলো– মানুষের চরিত্র ও গুণই তার মূল্যের মাপকাঠি, তার পোশাক, জুতা বা

ঘর-বাড়ি নয়। তার জ্ঞান, উদারতা, মাহাত্ম্য, আচার-আচরণ ও কাজ-কর্ম দ্বারা তাকে মূল্যায়ন করা হয়।

"তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।" (৪৯–সূরা আল হুজুরাত : আয়াত-১৩)

"বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় তারা আনন্দ করুক। তারা যে সম্পদ জমায় তার চেয়ে এটা ভালো।" (১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৮)

আপনার ভাগ্যে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে নিজেকে প্রশিক্ষণ দান করুন। আপনি আল্লাহর হুকুম বা তক্বদীরে বিশ্বাস না করে কী করবেন? আল্লাহর স্বর্গীয় বিধান বা তক্বদীরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য যে পরিকল্পনাই আপনি গ্রহণ করুন না কেন তাতে আপনার কোন লাভ হবে না এবং সে কারণেই আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "সংকটের সমাধান কি?" সমাধান হলো একথা বলা যে, "আমরা অল্পেতুষ্ট, সন্তুষ্ট এবং আমাদের ইচ্ছাকে ত্যাগ করেছি।"

"তোমরা যেখানে থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই; যদিও তোমরা সুদৃঢ় ও সুউচ্চ দুর্গে থাক না কেন।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৭৮)

যেদিন চিকিৎসক আমাকে বলেছিল যে আমার ভাই মুহাম্মদের একটি হাত কেটে ফেলতে হবে সেদিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিন ছিল। সংবাদটি আমার মনে বিনা মেঘে বজ্রপাত করেছিল। আমি আবেগে পরাভূত হয়ে গিয়েছিলাম আর আমার আত্মা আল্লাহর এই বাণীতে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল।

"আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন মুসিবত আসে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথ দেখান।"

(৬৪–সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১১)

"কিন্তু, ধৈর্যশীলদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করুন, যারা (ধৈর্যশীলরা) মুসিবতে পড়লে বলে, "আমরা অবশ্যই আল্লাহর জন্য এবং তার নিকটই আমরা ফিরে যাব।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৫৫-১৫৬)

এসব আয়াতসমূহ আমার মনে শান্তি ও সান্ত্বনা বোধ সঞ্চার করেছিল। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে গেছে তা প্রতিরোধ করার কোন কৌশলই নেই।

অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে এবং আমাদের ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হবে।

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ .

"নাকি তারা কোন পরিকল্পনা করেছে? তাহলে আমিও পরিকল্পনা করছি।" (৪৩–সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৭৯)

"আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-২১)

"আর যখন তিনি কোন বিষয় নির্ধারণ করেন, সেজন্য তিনি শুধুমাত্র বলেন, 'কুন' (হয়ে যাও) আর তখনই তা হয়ে যায়।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১১৭)

আল খানসা আন্নাখয়িয়্যাকে তার চার পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ এক মুহূর্তে দেয়া হলো। কাদিসিয়ার যুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় তারা সবাই শহীদ হয়েছিল। তার একমাত্র প্রতিক্রিয়া ছিল আল্লাহর প্রশংসা করা ও যা সর্বোত্তম ছিল তা পছন্দ করায় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা। ঈমান বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ ইহকালের ও পরকালের সুখ লাভ করে। আপনার যদি এ উপদেশ মানতে মন না চায় তবে নিজেকে একথা জিজ্ঞেস করুন– টিকিয়ে থাকার মতো কোন বিকল্প পদ্ধতি আছে কি? যদি সে বিকল্প পদ্ধতি তিক্ততা, অভিযোগ এবং যা ঘটেছে তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি হয় তবে আপনি ইহকাল ও পরকালে আপনার নিজের উপর শুধু বেদনাই বয়ে আনবেন।

"যে সন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর যে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে ক্রোধ।"

বিপর্যয়ের পরে উত্তম প্রতিকার বা ক্রিয়াকলাপ হলো–

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

"নিশ্চয় আমরা (সবাই) আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকেই ফিরে যাব।" একথা বলা।

এর অর্থ হলো যে, আমরা সবাই আল্লাহর সৃষ্টি; আল্লাহ আমাদের মালিক; আমরা তাঁর রাজ্যে বাস করি এবং আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাব। তাঁর মাধ্যমেই শুরু এবং তাঁর নিকটেই শেষ। সবকিছুই আল্লাহ্র হাতে।

একজন আরব কবি বলেছেন–

نَفْسِى الَّتِىْ تَمْلِكُ الْاَشْيَاءَ ذَاهِبَةٌ * فَكَيْفَ اَبْكِىْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا ذَهَبَا

অর্থাৎ "আমার আত্মা যা দ্রব্যাদির মালিক সে নিজেই প্রস্থানকারী, অতএব, যখন কোন জিনিস চলে যায় তখন কিভাবে আমি কাঁদি?"

মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ.

"আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।" (২৮–সূরা ক্বাস্বাস্ব : আয়াত-৮৮)

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ.

"নিশ্চয় আপনিও (হে মুহাম্মদ!) মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।"
(৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-৩০)

আপনার বাড়ি-ঘর পুড়ে গেছে, আপনার ছেলে মারা গেছে বা আপনার জীবনের সঞ্চয় হারিয়ে গেছে একথা শুনে যদি আপনি বিস্মিত হয়ে যান তবে আপনি কী করবেন? এ মুহূর্ত থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে তা থেকে পালানোর চেষ্টা করা হলো এক নিষ্ফল প্রচেষ্টা– এতে কোন লাভ হয় না। তক্বদীরে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকুন, আপনার বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিন ও আপনার পুরস্কার অর্জন করুন। অন্য কোন কিছু বেছে নিবার অধিকার আপনার নেই।

একথা নিশ্চিত যে, আপনি বলতে পারেন যে, অন্য কোন কিছু পছন্দ করার অধিকার আমার আছে; কিন্তু, এটা হীন (তুচ্ছ) কোন কিছু এবং আমি আপনাকে এর থেকে পবিত্র থাকার সতর্ক করছি। এটা হলো অভিযোগ করা, ক্রুদ্ধ হওয়া এবং রাগে জ্বলে আপনার আত্মসংবরণ হারানো (রাগে জ্বলে-পুড়ে মরা)। এ মনোভাব ও আচরণ আসলে কী করতে পারে? (এ দ্বারা) আপনি আপনার প্রভুর ক্রোধ অর্জন করবেন আর লোকজন আপনাকে ভীষণ গালাগালি করবে। অধিকন্তু, আপনি যা হারিয়েছেন তা ফিরে আসবে না, আর আপনার মুসিবতও আপনার জন্য হাল্কা হবে না।

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ.

"তবে যেন সে আকাশের দিকে একটি রশি বিস্তার করে, অতঃপর তাতে গলায় ফাঁস দিয়ে মরে, তারপর যেন দেখে তার এ চেষ্টা তার ক্রোধের কারণ দূর করে কি না।" (২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১৫)

হতাশ হবেন না–দু'দিন আগে বা পরে এ পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমরা অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, শক্তিশালী ও দুর্বল, ধনী ও গরিব যাই হইনা কেন মৃত্যুই আমাদের সবার শেষ পরিণতি। আপনার মৃত্যু নতুন কিছু নয়, জাতির পর জাতি আগে চলে গেছে জাতির পর জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইবনে বতুতা বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে এক গোরস্থানে এক হাজার রাজা বাদশাকে কবর দেয়া হয়েছে। এ কবরস্থানের প্রবেশ পথে একটি ফলকে লেখা আছে–

وَسَلَاطِيْنُهُمْ سَلِ الطِّيْنَ عَنْهُمْ * وَالرُّؤُوْسُ الْعِظَامُ صَارَتْ عِظَامًا.

"এ রাজা-বাদশাদের ও বড় বড় নেতাদের কবরের চারিধারের মাটিকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা সবাই এখন শুধু হাড় হয়ে আছে।"

(এই রাজা-বাদশা ও বড় বড় নেতৃবর্গ সবাই মরে পচে গলে গেছে, এখন শুধু এদের হাড়ই অবশিষ্ট আছে বিশ্বাস না হয় তো এদের কবরের মাটি খুঁড়ে দেখ।)

আশ্চর্যের বিষয় মানুষের মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া এবং কীভাবে সে মৃত্যু সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে থাকে অথচ দিন-রাত তার উপর মৃত্যুর বিভীষিকা ঝুলে আছে! মানুষ নিজেকে ধোকা দিয়ে এ চিন্তা করে যে, সে এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর ও যথার্থ কর্ম সম্পাদন কর, কেননা, কেয়ামতের প্রকম্প এক ভয়াবহ ব্যাপার।"

(২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১)

"মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা অবহেলায় বিমুখ হয়ে আছে।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-১)

"তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও অথবা তাদের ফিসফিসানি শুনতে পাও?" (১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৮)

১৩২. হতাশা দুর্দশা বয়ে আনে

'আলমুসলিমূন' পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, ১৯৯০ সালে সারা বিশ্বে বিশ লক্ষ লোক হতাশায় ভুগেছে। হতাশা এমন এক রোগ যা মানব জাতির সম্পূর্ণ প্রতিহিংসামূলক ধ্বংস সাধন করে। এটা প্রাচ্যের লোক আর পশ্চিমা লোককে আলাদা করে দেখে না (অর্থাৎ তাদের বাছ-বিচার ছাড়াই সকলকে সমভাবেই কষ্ট দেয় ও ধ্বংস করে)। এটা ধনী ও দরিদ্র লোককেও আলাদা করে দেখে না। এটা এমন রোগ যা সব ধরনের লোককে আক্রমণ করে...এবং কিছু কিছু লোককে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়।

হতাশা, সম্পদ, সম্ভ্রান্ত বংশ ও ক্ষমতাকে চিনে না ও এদেরকে ভয় করে না। যাই হোক, এটা মুমিনদের থেকে দূরে থাকে। কতিপয় পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বিশ কোটি লোক বর্তমানে হতাশায় ভুগছে। সম্প্রতি এক গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, কমপক্ষে প্রতি দশজনে একজন জীবনে কোন না কোন সময়ে এই মারাত্মক রোগে ভুগেছে। বিপদ শুধুমাত্র বয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বর্তমানে তরুণরাও হতাশার প্রতি সংবেদনশীল। এমনকি গর্ভস্থ ভ্রূণও ঝুঁকির সম্মুখীন; কেননা, হতাশা তার সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হিসেবে গর্ভপাত ঘটাতে পারে।

১৩৩. হতাশা আত্মহত্যা ঘটাতে পারে

"আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করিও না।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-২৯)

"এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিও না।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৯৫)

এ তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছিল যে ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান সাংঘাতিক হতাশার শিকার হয়েছিলেন। তার এ অবস্থার কারণ ছিল তার সত্তরোর্ধ্ব বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিশাল বিশাল মানসিক চাপযুক্ত কার্য সম্পাদন করা এবং বারবার শল্য চিকিৎসার অধিনস্থ হওয়া।

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, এমনকি সুরক্ষিত (দৃঢ় ও সুউচ্চ) দুর্গেও যদি তোমরা থাক তবুও মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৭৮)

অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে কলা বিভাগের লোকজন হতাশায় ভুগেন। কবি সালেহ্ জাহীনের মৃত্যুর একমাত্র কারণ না হলেও প্রধান কারণ ছিল হতাশা। একথাও বলা হয়েছে যে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নির্বাসনে থাকাকালে হতাশ অবস্থায় মারা যান।

"তারা কাফের থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা তাদের দেহ ত্যাগ করবে।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫৫)

অল্পকিছু দিন আগে এক জার্মান মহিলা তার তিন তিনটি সন্তানকে হত্যা করে ফেলেছে। পরে এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে, সে এ জঘন্য কাজ করেছিল হতাশার কারণে। সে তার সন্তানদেরকে খুবই ভালোবাসত এবং সে এই ভয় করত যে, সে জীবনে যে ব্যাথা-বেদনা-দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার সন্তানদেরও সেরূপ ব্যথা-বেদনা-দুঃখ-কষ্ট ও সংকট ভোগ করতে হবে। এ কারণে সে তাদেরকে শান্তি দিতে ও "তাদের প্রত্যেককে" জীবনের জটিলতা ও উত্থান-পতনের হাত হতে "রক্ষা করতে" সিদ্ধান্ত নেয়। তাদেরকে হত্যা করে সে নিজেও আত্মহত্যা করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হতাশা রোগগ্রস্তদের) যে সংখ্যা প্রচার করেছে তাতে অবস্থার ভয়াবহতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সংস্থা ১৯৭৩ সালে প্রচার করে যে পৃথিবী মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ লোক হতাশাগ্রস্ত। সংখ্যাটি নাটকীয়ভাবে বেড়ে গিয়ে ১৯৭৮ সালে তা শতকরা পাঁচ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছু লোকের, যা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে তা হলো যে, কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি চারজন আমেরিকানের মধ্য থেকে একজন (অর্থাৎ ২৫% আমেরিকান) হতাশায় ভুগছে। ১৯৮১ সালে আমেরিকায় শিকাগোতে অনুষ্ঠিত মানসিক রোগ সম্মেলনে সম্মেলনের সভাপতি ঘোষণা দেন যে, পৃথিবীতে ১০ (দশ) কোটি লোক হতাশায় ভুগছে। কিছু কিছু লোকের নিকট যা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে তা হলো এই যে, অধিকাংশ হতাশার রোগী উন্নত তথা ধনী দেশের। অন্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ কোটি লোক হতাশায় ভুগছে।

"তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে (বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত, দুর্বিপাক, রোগ-শোক ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা) প্রতি বছর একবার বা দু'বার পরীক্ষা করা হচ্ছে।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১২৬)

বলা হয় যে, "যে ব্যক্তি তার লভ্যাংশকে বাড়াতে সক্ষম সে বুদ্ধিমান নয় বরং যে ব্যক্তি তার লোকসানকে লাভে পরিণত করে সে বুদ্ধিমান।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৩)

এ আয়াতের অর্থ এই যে, যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত নয়। কেননা, এমন কাজ শুধু উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা ও সময়ের অপচয়ই ঘটাবে। করার মতো কোন কাজ না থাকলে বিভিন্ন উপকারী কাজ করে সময়কে কাজে লাগানো যায়। আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করা, অন্যদেরকে সাহায্য করা, রোগী দেখতে যাওয়া, কবর যেয়ারত করতে যাওয়া (শেষ ঠিকানার কথা মনে করা ও তা নিয়ে ধ্যান করার জন্য)। মসজিদের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা, দান কার্যে অংশগ্রহণ করা, শারীরিক ব্যায়াম, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, কাজ কর্মকে সাজানো–গুছানো এবং বৃদ্ধ, গরীব ও দুর্বলদেরকে সাহায্য করা হলো এ ধরনের কিছু ভালো কাজ।

"নিশ্চয় তুমি (তোমার ভালো-মন্দ কাজসহ) তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাচ্ছ–এ এক নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন।" (৮৪–সূরা আল ইনশিকাক : আয়াত-৬)

একজন আরব কবি বলেছেন–

"মহৎ কাজ তার মিষ্ট স্বাদে ও সুন্দর চেহারায় অনন্য।"

কোনও একটি ইতিহাসের বই খুলে দেখুন, এর পাতায় পাতায় ব্যাথা বেদনা, অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার কথা দেখতে পাবেন। একজন আরব কবি বলেছেন–

"ইতিহাস পড়, কেননা এতে শিক্ষণীয় ঘটনা আছে।

সে জাতি ধ্বংস হয়ে যায় যে জাতি নিজেদের খবর রাখে না।"

"নবীদের যে সব ঘটনা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করি তা দিয়ে আমি তোমার অন্তরকে দৃঢ় করি।" (১১–সূরা হূদ : আয়াত-১২০)

"নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলিতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-১১১)

"অতএব, ঘটনা বর্ণনা কর যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৭৬)

উমর (রা) বলেছেন, "বর্তমানে আমার উদ্দেশ্য শুধু আমার তক্বদীরকে উপভোগ করা।" এটা এমন এক বর্ণনা যা থেকে আল্লাহর তক্বদীরের প্রতি তার সন্তুষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক প্লেগে এক বছরের মধ্যে আবু যুয়াইব হাযালির আটজন ছেলে মারা গেছে। তিনি কী বলেছেন বলে আপনি মনে করেন? তিনি আল্লাহর হুকুমের প্রতি ঈমান রেখেছেন, আত্মসমর্পণ করেছেন ও অনুগত থেকেছেন এবং বলেছেন–

"যারা আমার দুঃখে আনন্দ করেছে তাদেরকে আমি ধৈর্য প্রদর্শন করবই, যুগের উত্থান-পতনে আমি বিচলিত হব না।

মৃত্যু যখন তার থাবা মারে, তখন কোন তাবিজই একে ফিরিয়ে দিতে পারে না।"

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ـ

"আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন মুসিবতই আসে না।"

(৬৪–সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১১)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং নিজে নিজে (কবিতা আকারে) এ সান্ত্বনার বাণী বলতেন–

"যদিও আল্লাহ্ আমার চোখের জ্যোতি ছিনিয়ে নেন,

তবুও আমার অন্তর আলোকিত আছে;

আমার হৃদয় বুঝতে পারে ও মন বিপথগামী নয়,

আর আমার জিহ্বা উন্মুক্ত তরবারীর ফলার মতো ধারালো।"

মাত্র একটি নেয়ামত হারানোর পর আল্লাহর যে অসংখ্য নেয়ামত তাঁর নিকট ছিল তা স্মরণ করে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন।

উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রা) তাঁর একটি পা হারান এবং একই দিনে তাঁকে সংবাদ দেয়া হয় যে, তাঁর পুত্রও মারা গেছে। এত সবের পর তিনি বললেন–

"হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমার। আপনি যদি নিয়ে থাকেন তবে তো আপনিই দিয়েছিলেন। আপনি যদি আমাকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন তবে তো আপনি রক্ষাও করেছেন এবং যত্নও করেছেন। আপনি আমাকে চার চারটি অঙ্গদান করেছেন এবং মাত্র একটি নিয়ে গেছেন। আপনি তো আমাকে চার চারটি ছেলে দান করেছেন আর মাত্র একটি নিয়ে গেছেন।"

"তারা যে ধৈর্য ধরেছে এজন্য তাদের পুরস্কার হলো জান্নাত ও রেশমী পোশাক।" (৭৬–সূরা আদ দাহর বা ইনসান : আয়াত-১২)

"তোমরা ধৈর্য ধরেছ এজন্য তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

(১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-২৪)

ইমাম শাফিয়ী (রহ) নিম্নোক্ত সান্ত্বনার বাণী বলতেন–

دَعِ الْأَيَّامَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ * وَطِبْ نَفْسًا إِذَا حَكَمَ الْقَضَاءُ

إِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ * فَلَا أَرْضٌ تَقِيْهِ وَلَا سَمَاءُ

অর্থাৎ "দিনসমূহকে যাচ্ছে তাই করতে দাও, আর যখন কোন হুকুম বর্তায় তখন সন্তুষ্ট থাক; যখন কোন জাতির দেশে কোন হুকুম অবতরণ করে, তখন জমিনও সে জাতিকে বাঁচাতে পারে না আর আসমানও পারে না।"

কতবারই না আমরা মৃত্যুকে ভয় পেয়েছি কিন্তু কিছুই হয়নি? কতবারই না আমরা শেষ মুহূর্তকে অতি নিকটে মনে করেছি তবুও আমরা আগের চেয়ে আরো জোরালো হয়ে গেছি? কতবারই না আমরা নিজেদেরকে সংকটাবস্থায় পেয়েছি তবু কিছু সময় পর আমরা আরাম ও উপশমের মিষ্টস্বাদ উপভোগ করতে পেরেছি?

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন। "আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে এবং প্রতিটি বিপদ থেকে রক্ষা করেন।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-৬৪)

কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হওয়ার জন্যই আমরা কতবারই না অসুস্থ হই?

"আর আল্লাহ্ যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা দূর করতে পারবে না।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৭)

যখন কেউ নিশ্চিতভাবে একথা জানে যে, আল্লাহ্ সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন সে কিভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতে পারে? এবং যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করে তখন কিভাবে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে ভয় করতে পারে? বিশেষ করে আল্লাহর এই বাণী বিবেচনা করে–

"অতএব তাদেরকেও ভয় করিও না বরং আমাকে ভয় কর।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৫)

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ -

"আর নিশ্চয় (তারা) আমার বাহিনী; নিশ্চয় তারাই বিজয়ী হবে।" বা "আর নিশ্চয় আমার বাহিনীরাই বিজয়ী হবে।" (৩৭–সূরা আস সাফফাত : আয়াত-১৭৩)

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে সাহায্য করব (ফলে তারা বিজয়ী হবে) এবং তাদেরকেও সাহায্য করব (ফলে তারাও বিজয়ী হবে) যারা এ দুনিয়ার জীবনে ঈমান রাখে এবং সেদিনের প্রতিও ঈমান রাখে যেদিন সাক্ষীগণ (সাক্ষী দেয়ার জন্য) দাঁড়াবে।" (৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৫১)

আল্লামা ইবনে কাসীর তার তফসীরে একটি হাদীসে কুদ্‌সী উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

"আমি আমার ইজ্জতের কসম ও আমার মাহাত্ম্যের কসম করে বলছি, আমার বান্দা যখন আমার উপর নির্ভর করে তখন আমি আসমান ও জমিনের মাঝে তার জন্য স্বচ্ছলতা ও মুক্তির পথ করে দেই। আমি আমার ইজ্জতের ও আমার মাহাত্ম্যের কসম করে বলছি, আমার বান্দা যখন আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের উপর নির্ভর করে তখন তার দু'পায়ের নিচের জমিনকে আমি তার উপর রুদ্ধ করে দেই।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন–

لَاحَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـالـلّٰـهِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সৎকাজ করার কোন শক্তি নেই ও পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার কোন ক্ষমতা নেই।"

এই কালিমা দ্বারা অতি ভারী জিনিস বহন করা যায়, সকল বাধা দূর করা যায় এবং সম্মান অর্জন করা যায়। সুতরাং এই কালেমা সর্বদা স্মরণ করুন, কেননা, এটা বেহেশতের সম্পদসমূহের একটি এবং সুখ ও পরিতুষ্টির একটি খুঁটি।

১৩৪. আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে রহমতের দুয়ার খুলে যায়

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন–

"যখন আমি একটি ধর্মীয় বিষয় বুঝতে পারছিলাম না তখন অবিলম্বে আমি কম-বেশি এক হাজার বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তখন আল্লাহ্ আমাকে তা বুঝার তাওফীক (বা ক্ষমতা) দান করলেন।

"আমি তাই (তাদেরকে) বললাম : "তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল। (তাহলে) তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।" (৭০–সূরা আল মা'আরিজ : আয়াত-১০-১১)

মনের ভিতরে শান্তি পাওয়ার একটি পথ হলো সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। ঈমানদার যদি কোন পাপ করে পরে অনুতাপ সহকারে তাঁর প্রভুর নিকট তাওবা করে তবে সে পাপই পুণ্যে বা সওয়াবে পরিণত হয়।

মুসনাদে আহমদে একটি হাদীস আছে। তাতে বলা হয়েছে–
“আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জন্য যাই করেন না কেন তা তার ভালোর জন্য করেন।”

এ হাদীস সম্বন্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “পাপ কি তার ভালোর জন্য?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “হ্যাঁ, যদি পাপ করার পর তওবা, অনুশোচনা, অনুতাপ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়ে থাকে।”

“যখন তারা আপনার নিকট আসল যদিও তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল– ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তখন তারা আল্লাহকে অবশ্যই পাপ ক্ষমাকারী ও দয়ালু হিসেবে পেল।” (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৪)

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ـ

“এবং দিনসমূহও অনুরূপ (ভালো ও মন্দ); আমি পর্যায়ক্রমে মানুষের মাঝে ওগুলোকে আবর্তন করি।” (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪০)

“সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন (পৃথিবীতে) শুধুমাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করেছিল।” (৭৯–সূরা আন নাযি'আত : আয়াত-৪৬)

আমি কতিপয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে যখন ভাবি তখন আশ্চর্যবোধ করি। যদিও তারা সংকটের মুখে পড়েছেন তবুও তাদের কাছে সে সংকট যেন পানির ফোঁটার মতো স্বাভাবিক মনে হয়েছে। এই অভিজাত সম্প্রদায়ের একেবারে পুরোভাগে রয়েছেন সৃষ্টির নেতা মুহাম্মদ ﷺ।

আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে তিনি গুহাতে ছিলেন আর তখন তাঁর শত্রুরা কাছেই ছিল তবুও তিনি (বিচলিত না হয়ে) তাঁর সাথীকে বললেন : “হতাশ হবেন না (বা ভয় করবেন না), নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।”
(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

بُشْرَى مِنَ الْغَيْبِ أَلْقَتْ فِيْ فَمِ الْغَارِ

وَحْيًا وَّأَفْضَتْ إِلَى الدُّنْيَا بِأَسْرَارٍ ـ

“গুহার মুখে গায়েব হতে ওহী আকারে সুসংবাদ এলো এবং সারা জাহানে সুখের ঢল বয়ে গেল।”

বদরের যুদ্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে নবী করীম ﷺ সাগ্রহে তাঁর বর্ম পরিধান করে নিলেন আর তখন বলতে ছিলেন–

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ.

"এই দলতো অচিরেই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে (পালিয়ে) যাবে।"
(৫৪–সূরা আল ক্বামার : আয়াত-৪৫)

ওহুদের যুদ্ধে তাঁর কিছু সাহাবী শহীদ ও কিছু সাহাবী আহত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : "তোমরা আমার পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াও যাতে আমি আমার প্রভুর প্রশংসা করতে পারি।"

একজন নবীর প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা শক্তি এমনই ছিল যা পাহাড়-পর্বতকেও কাঁপিয়ে দিতে পারত।

আরবদের মাঝে ক্বায়েস ইবনে আসিম আলমানক্বারি তাঁর ধৈর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদা তিনি তাঁর কতিপয় সঙ্গীদের নিকট একটি গল্প বলতে ছিলেন। এমন সময় একটি লোক এসে কায়েসকে বলল : অমুকের পুত্র আপনার পুত্রকে হত্যা করে ফেলেছে।" কায়েস তার গল্পকে সংক্ষিপ্ত না করে বরং শান্তভাবে তা বর্ণনা করে শেষ করলেন। তারপর তিনি বললেন, "আমার ছেলেকে গোসল দাও, তাকে কাফনের কাপড় পরাও এবং আমাকে তার জানাজার সালাত পড়তে দাও।"

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ.

"এবং তারা যারা অভাব-অনটনে, রোগ-শোক-দুঃখ-কষ্ট ও সংকটে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৭৭)

মৃত্যুর সময়ে ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল (রা)-কে পানি পান করতে দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, "অমুক অমুককে পানি দাও।" সেখানে (এক যুদ্ধের ময়দানে) অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত ছিল এবং প্রত্যেককেই এভাবে পানি দেয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকেই পানি পান না করে বরং অন্যের কথা বলেছিল। আর এরকম আশ্চর্যজনক ভ্রাতৃত্ব দেখিয়ে সকলেই ইন্তেকাল করেছিল।

১৩৫. লোকেরা আপনার উপর নির্ভর করুক, কিন্তু আপনি তাদের উপর নির্ভর করবেন না

মহৎ হৃদয়ের মানুষেরা জনসেবা করেন কিন্তু জনগণকে তার সেবা করার সুযোগ দেন না। অতএব তিনি এমন প্রকল্প গ্রহণ করেন না যার জন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

(অন্যের উপর নির্ভর করে লাভ নেই) কেননা অন্যকে সাহায্য করার ব্যাপারে মানুষের একটি সীমা আছে সে সীমার ভিতরে থেকেই তারা অন্যের চেষ্টা ও উৎসর্গ করতে চায় এবং এ সীমার বাইরে তারা যায় না বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ নবী করীম (সা)-এর নাতি ও আলী (রা)-এর ছেলে হুসাইন (রা)-এর কথা বিবেচনা করে দেখুন। তিনি খুন হলেন অথচ জাতি তার জন্য আন্দোলন করল না বরং তার খুনিরা তাদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনি দিয়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় আমোদ উল্লাস করেছিল। একজন আরব কবি লিখেছেন—

جَاؤُوْا بِرَأْسِكَ يَا ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ * مُتَزَمِّلاً بِدِمَائِهِ تَزْمِيْلاً

وَيُكَبِّرُوْنَ بِاَنْ قُتِلْتَ وَاِنَّمَا * قَتَلُوْا بِكَ التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلاَ -

"হে মুহাম্মদের নাতি! তারা তোমার রক্তাক্ত শির নিয়ে এসেছে, (এটা নিয়ে) তারা (রাস্তায় রাস্তায়) আমোদ-উল্লাস করছে, তুমি নিহত হয়েছ তাই তারা আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনি দিচ্ছে, অথচ তারা তোমাকে হত্যা করে তারা তাদের আল্লাহর প্রশংসাকরণকে ও তাদের ধর্মকে হত্যা করেছে।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-কে ভীষণভাবে চাবুক মেরে অত্যাচার করা হয়েছিল। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে গিয়েছিলেন অথচ কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসেনি। (সুতরাং অন্যের উপর নির্ভর করে কী লাভ?)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে বন্দী করে গাধার পিঠে চড়িয়ে প্রদর্শন করে অপমান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যে বিশাল জনতার দল তার জানাযার সালাতে শরীক হয়েছিল, এ ঘটনা যখন ঘটে তারা তো তখন কিছুই করেনি।

কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এর কারণ শুধুমাত্র এই যে, অন্যকে সাহায্য করার ব্যাপারে লোকের একটা সীমা আছে, তারা সে সীমা অতিক্রম করে অন্যকে সাহায্য করে না। (অতএব, অন্যের উপর নির্ভর করে লাভ নেই)।

"সুতরাং তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডেক না।"

(২৬–সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-২১৩)

"এবং তারা তাদের নিজেদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং তারা মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না।"

(২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৩)

"হে নবী (মুহাম্মদ!), আপনার জন্য এবং যে সমস্ত ঈমানদারগণ আপনাকে অনুসরণ করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৬৪)

"এবং (হে মুহাম্মদ!) সে চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর করুন যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৫৮)

"(আল্লাহ যদি তোমাকে শাস্তি দিতে চান তবে) তারা আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না।"

(৪৫–সূরা আল জাছিয়াহ : আয়াত-১৯)

১৩৬. বিচক্ষণতা

যে ব্যক্তি বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করে সে অন্যের উপর নির্ভর করা থেকে বাঁচতে পারে। একজন আরব কবি বলেছেন–

اِجْمَعْ نُقُوْدَكَ اِنَّ الْعِزَّ فِى الْمَالِ * وَاسْتَغْنِ مَاشِئْتَ عَنْ عَمٍّ وَّعَنْ خَالٍ .

"তোমার ধন-সম্পদকে সঞ্চয় করে রাখ, কেননা সম্পদের মাঝে সম্মান আছে, তাহলেই যতক্ষণ ইচ্ছা চাচা ও মামা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবে।"

যে দর্শন অপব্যয় বাড়ায় তা ভিত্তিহীন বা ভুল এবং তা মানুষের কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর। এমন ধারণার মূল ভারতে পাওয়া যায় বা এ ধারণা উৎপত্তি মূর্খ সূফীদের থেকে। আসলে ইসলাম সৎভাবে অর্থ উপার্জনের প্রতি ও যথাযথভাবে সে অর্থ ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দেয়। এই দুই মূলনীতি

মানুষকে তার সম্পদের মাধ্যমে সম্মানিত করে। নিম্নে বর্ণিত নবী করীম ﷺ-এর বাণীই একথার প্রমাণ বা দলীল–

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ فِىْ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ ـ

অর্থাৎ "সৎ মানুষের হাতে সৎ (সৎ ভাবে উপার্জিত) সম্পদ কতইনা ভাল!"

ধনীর বিপরীতে আছে ঋণী ও অভাবী, ঋণী ব্যক্তি সর্বদা এ দুশ্চিন্তা করে যে, তার সব সম্পদ তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে আর অভাবী লোকতো সর্বদা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উপকরণ পাওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত। নবী করীম ﷺ বলেছেন,

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফুরি ও অভাব থেকে আশ্রয় চাই।"

তিনি ﷺ আরো বলেছেন–

"অভাব প্রায় কুফুরির মতো।"

পূর্বোক্ত হাদীস ও (নিম্নোক্ত) ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই–

"দুনিয়াতে অল্পে তুষ্ট হও, তাইলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন এবং অন্যের যা আছে তা পেতে চেও না, তাহলে মানুষেরাও তোমাকে ভালোবাসবে।"

নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে এ হাদীসে কিছুটা সমস্যা আছে; তবুও মনে করুন যে, এটি দুর্বল নয়। আর এ হাদীসের অর্থ হলো যে, প্রয়োজনীয় জিনিস থাকলেই আপনার তৃপ্ত থাকা উচিত এবং আপনার সে পরিমাণ সম্পদ থাকলেই পরিতৃপ্ত থাকা উচিত যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে ভিক্ষা করতে হয় না ও অন্যের সাহায্য চাইতে হয় না। একই সময়ে আপনার মহৎ ও স্ব-নির্ভর থাকা উচিত এবং নিজেকে অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত রাখার মতো যথেষ্ট উপকরণ আপনার থাকা উচিত।

"আর যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হতে চায় আল্লাহ তাঁকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন।"

একজন আরব কবি বলেছেন–
"স্রষ্টা ছাড়া আমি কখনও অন্য কারো কাছে হাত বাড়াইনি,

আর আমি কখনও এমন কারো কাছে একটি টাকাও চাইনি যে তার করুণার কথা অন্যদেরকে মনে করিয়ে দেয়।"

একখানি সহীহ্ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–
"তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাও তবে তারা মানুষের নিকট হাত পাতবে। এর চেয়ে বরং তোমার জন্য এটা ভালো যে, তুমি তাদেরকে ধনী অবস্থায় রেখে যাও।"

আরেকটি সহীহ্ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভালো।"

এ হাদীসের অর্থ হলো– দাতা গ্রহীতার চেয়ে ভালো।

"মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে মূর্খরা তাদেরকে ধনী মনে করে।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৩)

নিচের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, অন্যের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য কারো তোষামোদ করা কারো উচিৎ নয়, কেননা, আল্লাহ্ আমাদের রিযিকের নিশ্চয়তা দান করেছেন। "

"তবে কি তারা তাদের নিকট ইজ্জত পেতে চায়? 'বস্তুত' নিশ্চয় সকল ইজ্জত আল্লাহ্রই।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৩৯)

اَنَا لاَ اَرْغَبُ تَقْبِيْلَ يَدٍ * قَطْعُهَا اَحْسَنُ مِنْ تِلْكَ الْقُبَلْ

اِنْ جَزَتْنِىْ عَنْ صَنِيْعٍ كُنْتُ فِىْ * رِقِّهَا اَوْلاَ فَيَكْفِيْنِى الْخَجَلْ .

"অন্যের হাতে চুমু খাওয়ার আমার কোন ইচ্ছে নেই।

আমার জন্য চুমু খাওয়ার চেয়ে না খাওয়াই ভালো।

যখন কেহ আমাকে দয়া করে তখন সে আমাকে দাস বানায়।

অথবা, যদি তা না হয়, তবে কমপক্ষে আমি লজ্জিত হই।"

১৩৭. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আঁকড়িয়ে ধরবেন না

মহান আল্লাহই যদি জীবন মৃত্যুর মালিক হয় এবং তিনি একাই যদি সকল সৃষ্টির রিযিক যোগিয়ে থাকেন তবে কেন মানুষকে ভয় করা বা তাদের কাজে দুঃখ পাওয়া? আমি মনে করি আমাদের সমাজে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা-উদ্বিগ্নতা মানুষের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততার কারণেই হয়, তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাওয়ার কারণে, তাদের করুণা পাওয়ার চেষ্টা করার কারণে, তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রশংসা করার জন্য চেষ্টা করার কারণে এবং তাদের অপমানকর ব্যবহারে মনে আঘাত পাওয়ার কারণেই হয়।

আর এসব কিছু দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি মানুষের ঈমানের দুর্বলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

فَلَيْتَكَ تَحْلُوْ وَالْحَيَاةُ مَرِيْرَةٌ * وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ

إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ * وَكُلُّ الَّذِيْ فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ

"জীবন যখন দুর্বিসহ তখন যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকতে, আর যখন লোকেরা থাকে রাগান্বিত তখন যদি তুমি তৃপ্ত থাকতে, যদি আল্লাহর প্রতি তোমার ভালোবাসা খাঁটি হয় তবে অন্য সব কিছুই তুচ্ছ। আর ময়লার উপরের সব কিছুই ময়লা।"

১৩৮. যা করলে শান্তি পাবেন

ইমাম ইবনুল কায়্যিম এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন যা মনকে প্রশান্ত করে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো–

১. **তাওহীদ বা একত্ববাদ :** অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তাঁর ইবাদতে কোন শরীক না করে এবং তাঁর সকল গুণের সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে একচেটিয়াভাবে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। কাফের ও মুশরিকরা যারা মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করে তারা আসলে মৃত, জীবিত নয়।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى -

"আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য অবশ্যই কষ্টকর জীবন রয়েছে এবং আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করাব।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

"আর আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১২৫)

"আল্লাহ্ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে পাওয়া নূরের উপর আছে– তবে কি সে ঐ কাফেরের মতো যে এমনটি নয়? (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-২২)

"আমি অচিরেই কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব, কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে– যে বিষয়ে তিনি কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫১)

"অতএব তাদের জন্য ধ্বংস যাদের অন্তর এতটা কঠোর যে তাতে আল্লাহর কথা মনে পড়ে না।" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-২২)

"আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান তার অন্তরকে তিনি সংকুচিত ও সংকীর্ণ করে দেন, মনে হয় যেন সে আকাশে চড়ছে।

(৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১২৫)

২. উপকারী ইল্ম বা জ্ঞান : কেননা আলেমরাই (জ্ঞানীরাই) সর্বাপেক্ষা সুখী; স্বচ্ছন্দ, নির্ঝঞ্ঝাট এবং পরিতুষ্ট। কেনইবা আলেমরা এমনটি হবেন না? তারা যে মুহাম্মদ ﷺ-এর উত্তরাধিকারী।

"এবং তুমি যা জানতে না তিনি তোমাকে তা শিখিয়েছেন।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১১৩)

"সুতরাং তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-১৯)

৩. আমলে সালেহ বা নেক আমল বা পুণ্যকর্ম বা সৎকাজ বা ভালো কাজ : একটি সওয়াবের কাজ বা নেক আমল অন্তরে ও চেহারায় উভয় স্থানেই আলো দেয় এবং রিযিকের প্রশস্ততা বয়ে আনে আর অন্যান্য লোকের অন্তরে নেক আমলকারীর জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

"আমি অবশ্যই তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করব।

(৭২-সূরা আল জ্বীন : আয়াত-১৬)

৪. সাহসিকতা বা বীরত্ব : কেননা সাহসী মানুষ দৃঢ় ও শক্ত হয় এবং একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে। অভাব- অনটন ও সংকট তাকে বিচলিত করতে পারে না এবং তার অসুবিধাও করতে পারে না।

৫. পাপ না করা : পাপ মানুষের মনের শান্তি নষ্ট করে দেয় এবং পাপের ফলে মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবে ও চারিদিকে অন্ধকার দেখে। একজন আরব কবি বলেন-

رَأَيْتُ الذُّنُوْبَ تُمِيْتُ الْقُلُوْبَ * وَقَدْ يُوْرِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا

"আমি পাপকে দেখেছি যে উহা অন্তরকে মেরে ফেলে,

আর পাপের আসক্তি আসক্তকে (পাপীকে) অপমানিত করে।"

৬. বৈধ কাজেও সংযমী হওয়া : কথা-বার্তায়, ঘুমে, মানুষের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে এবং খাওয়া-দাওয়ায় সংযত হতে হবে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ .

"আর যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত থাকে।"

(২৩-সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-৩)

"মানুষ যে কথাই বলে (তা লিখে নেয়ার জন্য) তৎপর এক প্রহরী তার পাশেই রয়েছে।" (৫০-সূরা ক্বাফ : আয়াত-১৮)

"এবং পানাহার কর তবে অপচয় করিও না।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৩১)

একজন আরব কবি বলেছেন-

"হে কুকর্মকারী! তুমি তো অনেক ঘুমিয়েছ,

তুমি কি জাননা যে, মৃত্যুর পর লম্বা ঘুম আছে?"

১৩৯. তক্দীর

এক ভীষণ উদ্বিগ্ন মানসিক রোগী এক মুসলিম চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ চেয়েছিল। চিকিৎসক তাকে উপদেশ দিলেন, "জেনে রাখুন, ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তা আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে, সুতরাং আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কোন কিছু নড়ে না এমনকি ফিসফিস শব্দও হয় না। অতএব, দুশ্চিন্তা কেন? নিম্নোক্ত হাদীসে একথা এভাবে আছে-

"আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সকল সৃষ্টির তকদীর বা ভাগ্যলিপি বা কর্মবিধি লিখে রেখেছেন।"

বিখ্যাত আরব কবি মুতানাব্বি বলেছেন-

"ছোট লোকের চোখে ছোট জিনিস বড় দেখায়
আর মহৎ লোকের চোখে বড় জিনিস ছোট দেখায়।"

১৪০. স্বাধীনতার মজা

আর রশীদ 'আলমাছার' (اَلْمَسَار) নামক কিতাবে লিখেছেন-

"যার তিনশত ষাটখানা রুটি, একটিন তেল এবং একহাজার ছয়শত খেজুর (অর্থাৎ পূর্ণ এক বছরের খোরাক) আছে কেউ তাকে গোলাম বানাতে পারবে না।"

একদা আমাদের এক ধার্মিক পূর্বসূরী বলেছিলেন-

"যে ব্যক্তি শুকনো রুটি ও পানিতে তৃপ্ত থাকবে সে আল্লাহর গোলামী ছাড়া অন্য সকলের গোলামী থেকে মুক্ত থাকবে।"

"এবং তাঁর প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়।"

(৯২-সূরা আল লাইল : আয়াত-১৯)

একজন কবি বলেন-

"আমার লোভ-লালসা আমাকে দাস বানিয়েছে, কেননা আমি ওগুলোর আনুগত্য করেছি। আর যদি আমি পরিতুষ্ট থাকতাম তবে আমি স্বাধীন থাকতাম।"

যারা সুখের উপায় হিসেবে সম্পদ ও পদমর্যাদা পেতে চায় অবশেষে তারা জানতে পারবে যে, তাদের চেষ্টা কতটা ব্যর্থ ও নিস্ফল ছিল।

"এবং তোমরাতো অবশ্যই (সঙ্গী-সাথী ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায়) একেবারে একাকী আমার নিকট ঠিক সেরূপ অবস্থায় এসেছো যেরূপে আমি প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম এবং আমি যা তোমাদেরকে দান করেছিলাম তা তোমরা পিছনে ফেলে এসেছ।"

(৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-৯৪)

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ পরকাল উত্তম ও স্থায়ী।

(৮৭–সূরা আল আ'লা : আয়াত-১৬-১৭)

১৪১. মাটিই ছিল সুফিয়ান সাওরির বালিশ

অতীতের আলেমদের জীবন বিনয় ও নম্রতার শিক্ষায় ভরপুর। হজ্জের মওসূমে সুফিয়ান সাওরি রাতে বিশ্রাম করার আশায় ছোট একটি মাটির ঢিবিকে শিথান বানালেন। লোকজন তাঁকে বললেন, "আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও মাটির ঢিবিকে বালিশ বানাচ্ছেন!" তিনি উত্তর দিলেন, "আমার এ বালিশ অবশ্যই খলিফা আবু জাফর মনসুরের বালিশের চেয়ে উত্তম।"

"বলুন, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া অন্য কোন কিছুই আমাদের ঘটবে না।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫১)

১৪২. গণকের কথা বিশ্বাস করবেন না

দুর্যোগের ভবিষৎবাণী (যা কদাচিৎ ঘটতে পারে) এবং পূর্বকুলক্ষণ (অধিকাংশ সময়েই মিথ্যা) বহু মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। "শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে (কুকাজ, অবৈধ যৌন ক্রিয়া-কলাপ ও পাপ ইত্যাদি) ফাহেশা কাজ করার জন্য আদেশ করে; অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় মহাজ্ঞানী।" (২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৬৮)

উদ্বিগ্নতা, অনিদ্রা ও ক্ষত হলো হতাশা ও দুশ্চিন্তার কুফল। একজন আরব কবি বলেছেন–

"আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। কারণ, আমরা তো আগেই শাস্তি পেয়েছি, দুশ্চিন্তার মাধ্যমে, যা আমাদেরকে গভীর রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে।"

১৪৩. বোকাদের গালিতে আপনার কিছু হবে না

আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছেন–

"আমার নিকট যেসব বিদ্বেষপূর্ণ ও শত্রুতাপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়েছে তা আমি কখনো পড়ে দেখেনি, আমি কখনো সেসব চিঠির খাম খুলে দেখিনি এবং সেগুলোর উত্তর দেয়ার ঝামেলা পোহাইনি, আমি যদি এসব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম তবে আমার জনগণের জন্য কিছু করার সময় আমার থাকত না।"

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ.

"অতএব, (তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে বরং) তাদেরকে উপেক্ষা করুন।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৩)

"অতএব, আপনি তাদেরকে সৌজন্যমূলক ক্ষমা করুন।"

(১৫–সূরা হিজর : আয়াত-৮৫)

"অতএব, আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন 'সালাম'।"

(৪৬–সূরা আল আহকাফ : আয়াত-৮৯)

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আমেরিকার নৌ-বাহিনীর যিনি কমাণ্ডার ছিলেন তিনি খুবই মেধাবী ও রাশভারী লোক ছিলেন এবং ফলে তিনি উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেন। যা হোক, তার অধিনস্থদের সাথে তাকে কাজ কারবার করতে হতো এর মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যারা তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তার পিছনে সর্বদা তাকে গালি-গালাজ করত ও তার সমালোচনা করত।

আর ঘটনা যখন এমনই তখন তিনিও এ ব্যাপারে ভালোভাবেই জানতেন যে তারা তার সম্বন্ধে কী বলে। এ ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন একথা বলে যে, "এখন আমার সমালোচনার প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমি বয়স্ক হয়েছি এবং এ বিষয়ে অবগত আছি যে, কথা মাহাত্ম্যকে ধ্বংস করতে পারে না এবং শক্তিশালী বাধাও সৃষ্টি করতে পারে না।"

একজন আরব কবি বলেছেন–

"(আমাকে মৌখিকভাবে আক্রমণ করে) কবিরা আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে? অথচ আমি বয়সে চল্লিশের সীমা পেরিয়ে গেছি!"

একথা দাবি করা হয়েছে যে, ঈসা (আ) বলেছেন যে, "তোমার শত্রুকে ভালবাস।"

এ কথার অর্থ এই যে, আপনার শত্রুদেরকে আপনার সাধারণ ক্ষমা করা উচিত। এভাবেই আপনি প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

"এবং তারাও যারা মানুষকে ক্ষমা করে; আর আল্লাহ্ তো অবশ্যই সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা নবী করীম ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে ও তার অনেক ক্ষতি করেছে, মক্কার শাসনভার অধিকার করার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে বলেছেন,

"তোমরা চলে যাও, কেননা তোমরা স্বাধীন।"

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৯২)

"যা অতীত হয়ে গেছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

(৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৯৫)

১৪৪. এ বিশ্ব জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করুন

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করে ও এর মূল্যায়ন করে আপনি শান্তি পাবেন। মহান আল্লাহ বলেন–

"অতপর আমি তা দিয়ে সুশোভিত বাগান উৎপন্ন করি।"

(২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৬০)

"বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমরা দেখ।"

(১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-১০১)

"আমাদের প্রভু হলেন তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন অতপর এটাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৫০)

উজ্জ্বল সূর্য, ঝলমলে তারা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ফলমূল, বায়ু ও পানি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

"অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতইনা বরকতময়।"

(২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-১৪)

একজন আরব কবি বলেছেন–

وَفِىْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اٰيَةٌ * تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ الْوَاحِدُ ـ

"প্রত্যেক বস্তুর মাঝে তার নিদর্শন আছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি এক।"

প্রসিদ্ধ আরব কবি ইলিয়া আবু মাদী বলেছেন–

اَيُّهَا الشَّاكِىْ وَمَا بِكَ دَاءٌ * كَيْفَ تَغْدُوْ اِذَا غَدَوْتَ عَلِيْلاً ـ

اَتَرَى الشَّوْكَ فِى الْوُرُوْدِ وَتَعْمٰى * اَنْ تَرٰى فَوْقَهُ النَّدٰى اِكْلِيْلاً ـ

وَالَّذِىْ نَفْسُهُ بِغَيْرِ جَمَالٍ * لاَيَرٰى فِى الْوُجُوْدِ شَيْئًا جَمِيْلاً ـ

১. "হে অভিযোগকারী, (তুমি অভিযোগ করছ) অথচ তোমার তো কোন অসুবিধা (অভিযোগের কারণ) নেই, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করবে?! (অথচ তুমি সুস্থ অবস্থায় অভিযোগ করছ!)

২. তুমি কি গোলাপের কাঁটাই শুধু দেখতে পাচ্ছ? আর ফুলের উপরের মালার মত শিশির বিন্দু দেখতে পাচ্ছ না?!

৩. যে নিজেই অসুন্দর সে প্রকৃতিতে সুন্দর কোন কিছু দেখতে পায় না।"

"তারা কি উটের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?"
(৮৮–সূরা আল গাশিয়াহ : আয়াত-১৭)

আইন্‌স্টাইন বলেছেন যে– যে ব্যক্তি বিশ্ব জগত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সে বুঝতে পারে যে, যে সত্তা একে সৃষ্টি করেছেন তিনি মহাজ্ঞানী এবং তিনি ঘুঁটি দিয়ে জুয়া-পাশা খেলছেন না।

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ .

"যিনি প্রতিটি জিনিসকেই উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। (৩২–সূরা আস সাজদাহ : ৭)

وَمَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ .

"আমি এতদুভয়কে অযথা সৃষ্টি করেনি।" (৪৪–সূরা আদ দোখান : আয়াত-৩৯)

অর্থাৎ আমি এদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছি যে কে অনুগত আর কে অনুগত নয় আর তার পর অনুগতদেরকে পুরস্কার দিতে ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি দিতে।

"তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি?" (২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-১১৫)

এসব আয়াতের অর্থ এই যে, ঐশী জ্ঞান অনুযায়ী সব কিছুই পরিকল্পিত ও পরিমিত। আর যে ব্যক্তিই সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে সেই বুঝতে পারে যে, একজন শক্তিমান আল্লাহ আছেন যিনি সবকিছুকে টিকিয়ে রাখেন ও সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করেন এবং সবকিছু অবস্থার সাথে মিল রেখে হঠাৎ (যখন যেমন তখন তেমন) ঘটে এ কথা ভুল অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত বিধিমতে ঘটে একথা সত্য।

"সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে।" (৫৫–সূরা আর রাহমান : আয়াত-৫)

"সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রের নাগাল পায় আর রাতও দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করছে।"
(৩৬–সূরা ইয়াসিন : আয়াত-৪০)

১৪৫. লোভ করে লাভ নেই

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"কেউই তার পূর্ণ রিযিক গ্রহণ করার আগে ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের আগে মারা যায় না।"

অতএব কেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কেনই বা লোভ?

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ.

"তার বিধানে সব কিছুই নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে।"

(১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-৮)

"আর আল্লাহর বিধান হলো সুনির্ধারিত বিধান।"

(৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৮)

১৪৬. কষ্টের মাধ্যমে পাপ ক্ষমা হয়

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

"দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, বেদনা, ক্লান্তি, অসুস্থতা এমনকি কাঁটা ফোটার দ্বারাও মুমিন ব্যক্তির কিছু গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন।"

এ পুরস্কার শুধু তার জন্যই যে ধৈর্য ধরে, যে তার পুরস্কার শুধু আল্লাহর কাছেই চায়, যে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয় এবং যে একথা বুঝে যে তার সকল কাজ একমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহর সাথেই সম্পৃক্ত।

বিখ্যাত আরব কবি মুতানাব্বি লিখেছেন।

"যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকবে ততক্ষণ কালের আবর্তনে যা ঘটবে তা বিরাগ ভাজন হয়েই গ্রহণ করিও।

যা নিয়ে তুমি খুশি থাক তা ক্ষণস্থায়ী।

আর দুঃখ বা বিষণ্নতা তোমার হারানো প্রিয়জনকে ফিরিয়ে এনে দিবে না।"

"যা তোমরা হারিয়েছ তা নিয়ে যাতে তোমরা দুঃখ না কর এবং যা তোমরা পেয়েছ তা নিয়ে তোমরা যাতে আনন্দ-ফূর্তি না কর।"

(৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৩)

১৪৭. আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহ্ই যথেষ্ট আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক!

ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি এ কালিমা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ – বলেছিলেন এবং এর ফলে আগুন তার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়েছিল। নবী করীম ﷺ ওহুদের যুদ্ধে এ কালিমা পাঠ করেছিলেন আর তাই আল্লাহ্ তাঁকে বিজয়ী করেছিলেন। যখন ইব্রাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন জিব্রাঈল (আ) এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার কাছ থেকে আপনি কি কিছু চান?" ইব্রাহীম (আ) আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনার কাছ থেকে নয় বরং আল্লাহর কাছ থেকে চাই!"

মূসা (আ)-এর পিছন থেকে শত্রুরা ধাওয়া করছে আর তার সামনে সাগর; এমন অবস্থায় তিনি বললেন–

كَلَّا - إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ -

"(আমি ধ্বংস হব!) কক্ষনো নয়, নিশ্চয় আমার সাথে আমার প্রভু আছেন; তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।" (২৬-সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৬২)

সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হিজরতের সময় (পথিমধ্যে) গুহাতে লুকিয়ে ছিলেন তখন আল্লাহর হুকুমে একটি কবুতর ও একটি মাকড়সা এসে গুহার মুখে তাদের বাসা বানিয়ে ফেলল, যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছিল যে সে গুহাতে কোন লোকপ্রবেশ করেনি। আর তাই কাফেররাও বলেছিল যে, "এ গুহাতে মুহাম্মদ প্রবেশ করেনি।"

যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেন।

বিখ্যাত আরব কবি আল্লামা বুসরী বলেছেন–

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوْتَ عَلٰى * خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ -

عِنَايَةُ اللّٰهِ اَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ * مِنَ الدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْاُطُمِ -

"সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি যেখানে আছেন সেখানে কবুতর ও মাকড়সা বাসা বাঁধতে পারে কাফেররা এমনটা ধারণাও করতে পারেনি।

আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে শক্ত বর্ম ও সুউচ্চ দুর্গ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছিল। (আল্লাহর হেফাজতের কারণে সেগুলোর কোন প্রয়োজন হয়নি)

বিখ্যাত আরব কবি (আহমদ) শাওকী বলেছেন–

وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ عُيُونُهَا * نَمْ فَالْحَوَادِثُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ.

"যখন আল্লাহর সাহায্যের দৃষ্টি তোমার উপর পড়ে তখন তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও; কেন না তখন যা কিছু ঘটবে সবই নিরাপদ।"

"কেননা তুমি আমার নজরে আছ।" (৫২–সূরা আত্ তূর : আয়াত-৪৮)

"কেননা আল্লাহ্ হলেন উত্তম রক্ষক এবং তিনি সর্বাপেক্ষা করুণাময়।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬৪)

১৪৮. সুখের উপাদান

নবী করীম ﷺ বলেছেন :

যে ব্যক্তি মনের শান্তিতে, সুস্থ দেহে দিবসের পূর্ণ খোরাক নিয়ে রাত কাটাল তাকে যেন গোটা দুনিয়াটা দেয়া হলো।"

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

এর অর্থ এই যে, কারো যদি যথেষ্ট খাবার থাকে ও নিরাপদে ঘুমানোর জায়গা থাকে তবে তার পৃথিবীর সর্বোত্তম জিনিস আছে। অনেকেই জীবনে এ পর্যায়ে আছে তবুও তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার রাসূলকে বলেন–

"আমি আপনার উপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।"

(৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৩)

এ আয়াত পড়ার পর আপনার উচিত নিজেকে এ প্রশ্ন করা–

নবী করীম ﷺ-এর জন্য কি নেয়ামত পূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল? এটা কি পার্থিব সম্পদ ছিল? এটা কি দালান-কোঠা-অট্টালিকা ও সোনা-রূপার মালিকানা ছিল?

আল্লাহ যে নেয়ামতের কথা বলছেন তা এসব নয়; কেননা নবী করীম ﷺ ধনী ছিলেন না।

নবী করীম ﷺ মাটির তৈরি ঘরে ঘুমাতেন। তার ঘরের ছাদ বা চাল খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি ছিল। প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় তিনি মাঝে মাঝে পেটে পাথর বেধে রাখতেন আর এতে ক্ষুধার জ্বালা কিছুটা কমত। তার মাদুর ছিল খেজুর গাছের ডাল যাতে তিনি শয়নকালে তাঁর পার্শ্বদেশে ব্যাথা পেতেন। তিনি তাঁর বর্মখানিকে একটি ইহুদীর নিকট টাকা পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত বন্ধক রেখে কিছু গম ক্রয় করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি একটানা তিনদিন পর্যন্ত একটি পচা খেজুরও খেতে পেতেন না।

"এবং অবশ্যই পরকাল আপনার জন্য দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক অবশ্যই আপনাকে এমন দান করবেন যার ফলে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" (৯৩-সূরা আদ দোহা : আয়াত-৪-৫)

১৪৯. গুরুত্বপূর্ণ কাজে চাপ বেশি

গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত লোকের ঘাড়ে ভীষণ কাজের চাপ পড়ে। তাদের গুরুদায়িত্বের কারণে তাদের স্বাস্থ্য ও সুখ দূর হয়ে যায়। প্রচুর শ্রমসাধ্য ও চাহিদা পূর্ণ কাজে যে চাপ পড়ে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

কথিত আছে : "নেতা বা শাসক হতে চেয়ো না।"

"(আমাকে রক্ষা করার মতো) আমার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।"

(৬৯-সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত-২৯)

মনে করুন গোটা পৃথিবীটাই আপনার। অবশেষে এসব কিছু কোথায় যাবে? নিঃসন্দেহে এসব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

"এবং একমাত্র তোমার মহাপ্রতাপশালী ও মহিমান্বিত প্রভুর সত্তাই চিরকাল অবশিষ্ট থাকবে।" (৫৫-সূরা আর রাহমান : আয়াত-২৭)

একজন বিজ্ঞলোক তার ছেলেকে সাবধান করে বলেছেন,

"নেতা হতে চেয়ো না, কেননা নেতারা সর্বদা কষ্ট পায়।"

অন্য কথায় বলা যায়, সর্বদা নেতা হওয়ার বা প্রধান হওয়ার আশা করিও না। নেতাদের ভাগ্যে থাকে তিক্ত সমালোচনা, গালি এবং কঠিন সমস্যা।

একজন আরব কবি বলেছেন–

اِنَّ نِصْفَ النَّاسِ اَعْدَاءٌ لِّمَنْ * وَلِىَ السُّلْطَةَ هٰذَا اِنْ عَدَلْ ـ

"অর্ধেক মানুষ শাসকের শত্রু, এটা তখন যখন নাকি সে ন্যায়পরায়ণ (আর অত্যাচারী হলে তো কথাই নেই, তখন সকলেই শত্রু)।"

১৫০. সালাত পড়তে আসুন

"আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও।"

(২–সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৫)

নবী করীম ﷺ যখনই কোন সংকটে পড়তেন অমনি সালাতে দাড়িয়ে যেতেন। তিনি বেলাল (রা)-কে মাঝে মাঝে বলতেন, "হে বেলাল! আযান দিয়ে আমাদেরকে শান্তি দাও।" {বেলাল (রা)-এর দায়িত্ব ছিল আযান দেয়া}

যখন আপনি মানসিক চাপ অনুভব করেন, সমস্যায় পড়েন বা যখন আপনি নিজেকে প্রতারিত বোধ করেন তখন তাড়াতাড়ি মসজিদে যেয়ে সালাত পড়ুন।

বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ সালাতে শান্তি পেতেন। যেমন– বদর ও আহযাবের যুদ্ধে। বোখারী শরীফের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজার একবার ডাকাত দল পরিবেষ্টিত এক প্রাসাদে আটকা পড়েন। যখন তিনি সালাতে দাঁড়ালেন তখন আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন।

ইবনে আসাকির ও ইবনুল কায়্যিম উভয়েই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক ধার্মিক লোক শাম দেশে (বর্তমানে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন) যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক ডাকাত তার সঙ্গী হয়, ডাকাতটি তাঁকে হত্যা করতে চায় কিন্তু তাঁর নিকটে আসার আগে ধার্মিক লোকটি ডাকাতের কাছে সালাত পড়ার জন্য কয়েক মিনিট সময় চায়। সে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ করল–

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ـ

"(তোমাদের দেবতাগণ ভালো?) না কি তিনি যিনি সংকটাপন্ন লোকের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে?" (২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

সে এ আয়াত তিনবার পড়ল। তারপর আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা বর্শা নিয়ে এসে ডাকাতকে হত্যা করে ফেলল। ফেরেশতা বলল, "আমি তাঁর ফেরেশতা যিনি সংকটাপন্ন লোকদের ডাকে সাড়া দেন যখন তারা তাঁকে ডাকে।"

"এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত পড়ার আদেশ দাও এবং তুমি তাতে অবিচলিত থাক।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১৩২)

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অপছন্দীয় কাজ থেকে বিরত রাখে।"

(২৯–সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৪৫)

"নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১০৩)

নবী করীম ﷺ-এর উপর দরূদ শরীফ পৌঁছালেও তা সংকট দূর করতে সাহায্য করে।

"হে মুমিনগণ! তোমরা তাঁর (মুহাম্মদের) উপর দরূদ পৌঁছাও এবং সালাম দেয়ার নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে সালাম দাও।"

(৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-৫৬)

উবাই ইবনে কা'ব (রা) আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার উপর আমি কত সংখ্যক দরূপ পড়ব? তিনি ﷺ বললেন, "তোমার যত ইচ্ছা।" উবাই (রা) বললেন, "এক-চতুর্থাংশ?" তিনি ﷺ বললেন, "তোমার যত ইচ্ছা, যদি আরো বেশি পড় তবে তোমার জন্য তা ভালো।" তিনি (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "দুই-তৃতীয়াংশ?" নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, "তোমার যত ইচ্ছা, যদি আরো বেশি পড় তবে তা ভাল।" তারপর তিনি বললেন, "আমি সব দরূদই আপনার জন্য পড়ব।" নবী করীম

ﷺ উত্তর দিলেন, "তাহলে তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তোমার দুশ্চিন্তার প্রতি খেয়াল রাখা হবে।"

উপরোক্ত হাদীসের শেষ কথা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ এর উপর দরূদ শরীফ পৌছালে দুশ্চিন্তা দূর হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

"হে আল্লাহ! আপনি ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীদের উপর যেমন শান্তি বর্ষণ করেছেন তেমনি মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর যেমন কল্যাণ বর্ষণ করেছেন তেমনি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর কল্যাণ বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।"

১৫১. দান দাতার জন্য শান্তি বয়ে আনে

যে সব বিষয় শান্তি বয়ে আনে তার মধ্যে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও অন্যকে দান করা অন্যতম।

"আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৫৪)

"যে সব নারী-পুরুষ দান করে।" (৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৫)

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং (আল্লাহর নিকট তাদের দানের পুরস্কার পাবেন এই) দৃঢ় আশাসহ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন তাদের উদাহরণ ঐ বাগানের মতো যা উচ্চস্থানে, অতপর সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়

ফলে এর ফলমূল দ্বিগুণ উৎপাদিত হয়, যদি সেখানে মুষলধারে বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬৫)

"এবং (কৃপণের মতো) তোমার হাতকে তোমার ঘাড়ের নিকট গুটিয়ে রেখো না।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৯)

কৃপণ লোকের অবস্থা শোচনীয় এবং সর্বদা অশান্তিবোধ করে, তারা আল্লাহর রহমতের ভাগ নিতে ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ। (অর্থাৎ তারা কৃপণ হওয়ার কারণে দান করতে পারে না ফলে আল্লাহর রহমতও অর্জন করতে পারে না।)

কৃপণ ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র একথা জানতো যে, গরীবদের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করে সে সুখ অর্জন করতে পারবে তবে সে অবশ্যই দানের প্রতিযোগিতা করত।

"যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানাহ্ দিতে তবে আল্লাহ্ তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিতেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।"

(৬৪–সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১৭)

"আর যাকে তার কাপর্ণ্য বা লোভ থেকে রক্ষা করা হয়; ফলত তারাই সফলকাম।" (৫৯–সূরা আল হাশর : আয়াত-৯)

"এবং তারা যারা আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৩)

অর্থাৎ তারা যাকাত দেয়; নিজেদের জন্য, তাদের পিতা-মাতার জন্য, তাদের সন্তানদের জন্য, তাদের স্ত্রীদের জন্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং গরীবদেরকে দান করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে যথা জিহাদ ইত্যাদি কাজে দান করে।

হাতেম তাই তার স্ত্রীকে বলেছিলেন–

إِذَا صَنَعْتِ الزَّادَ فَالْتَمِسِيْ لَهُ * أَكُوْلًا فَإِنِّيْ لَسْتُ آكُلُهُ وَحْدِيْ.

"যখন তুমি খাদ্য তৈরি করবে তখন একজন খাদককে দাওয়াত করিও, কেননা আমি তা একাকী খাব না।"

তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর দর্শন ব্যক্ত করে বলেছেন–

اَرِيْنِىْ كَرِيْمًا مَّاتَ مِنْ قَبْلِ حِيْنِهٖ * فَيَرْضٰى فُؤَادِىْ اَوْ بَخِيْلاً مُّخَلَّدًا ـ

"আমাকে এমন একজন দয়ালু দেখাও যে নাকি (দান করে অভাবে পড়ে না খেয়ে) তার মৃত্যুর সময়ের আগেই মারা গেছে।

অথবা এমন একজন কৃপণ দেখাও যে নাকি (দান না করে ধনী হয়ে) চিরকাল বেঁচে থাকবে, তবেই আমার মন শান্তি পাবে।"

১৫২. রাগ করবেন না

"আর যদি তোমার মনে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা আসে তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-২০০)

নবী করীম ﷺ তাঁর একজন সাহাবীকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, "তুমি রাগ করিও না।" একথা তিনি তিনবার বলেছিলেন। নবী করীম ﷺ-এর সামনে যখন এক লোক রাগান্বিত হয়েছিল তখন তিনি ﷺ তাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাইতে আদেশ করেছিলেন।

"এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, হে আমার প্রতিপালক! যাতে শয়তানরা আমার নিকট হাজির হতে না পারে।"

(২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-৯৮)

"নিশ্চয় যারা মুত্তাক্বী, তাদেরকে যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের অন্তদৃষ্টি খুলে যায়।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-২০১)

যা মানুষকে হতাশ ও বিষণ্ন করে ক্রোধও তার মধ্যে একটি। নিচে রাগ দমন করার কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

১. রাগকে আপনার শত্রু মনে করে তা দমন করার জন্য প্রতিযোগিতা করুন। "এবং ক্রোধ সংবরণকারীগণ এবং মানুষদেরকে ক্ষমাকারীগণ, আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

"আর যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩৭)

"আর যখন মূসার রাগ পড়ল তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৫৪)

২. অযু করুন, কেননা ক্রোধ আগুনের একটি কণা, এটাকে পানি দ্বারা নিভানো যায়।

৩. আপনি দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়ুন আর বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়ুন।

৪. ক্রুদ্ধ অবস্থায় চুপ থাকুন।

৫. যারা রাগ দমন করে ও যারা ক্ষমা করে তাদের পুরস্কারের কথা স্মরণ করুন।

১৫৩. সকালের দোয়া

এ অধ্যায়ে যে দু'আগুলো লিখা আছে আপনি যদি তা প্রতিদিন পড়েন তবে এগুলো আপনার সুখ বয়ে আনতে সাহায্য করবে, আপনাকে মানুষ ও জ্বীন শয়তান থেকে রক্ষা করবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত বাকি দিনের জন্য আপনাকে রক্ষা করবে।

١. اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ. رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ.

٢. اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ،

اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَاَنِ اقْتَرَفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ ـ

٣ـ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ এ দোয়া তিনবার পড়বেন।

٤ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ﷺ ـ

٥ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ ـ এ দু'আ তিনবার পড়বেন।

٦ـ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلاَمِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلاَصِ وَعَلٰى دِيْنِ لِبَيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ তিন বার।

٧ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ـ তিন বার

٨ـ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ نَّبِيًا ـ

তিন বার '

٩ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ ـ তিন বার

১০. اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

১১. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

একশত বার

১৫৪. একটু খানি ভেবে দেখুন

আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে, যখন কেউ সকল আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলে তখন সে (আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে) নিজের উপর নির্ভর করে (আর আল্লাহ্ যখন তার উপর রাগ হন তখন তিনি তাকে দিয়ে এ কাজ করান) একথাই বুঝা যায়। আর যখন কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে তখন আল্লাহ্ (তাঁর উপর খুশি হয়ে) তাঁকে সৎ পথে পরিচালিত করেন এটাই বুঝা যায়।

আল্লাহ্র বান্দাগণ সর্বদা প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় দোল খেতে থাকে। একই সময়ে কারো আবার উভয় অবস্থাই হতে পারে। তাই সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহ্র জিকির করে ও তাঁর শোকরিয়া আদায় করে এবং সে এগুলো একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যেই করতে পারে। কিছু পরে সে আল্লাহকে অমান্য করে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে যায়, তাঁর ক্রোধ অর্জন করে এবং সাধারণত সে আল্লাহকে ভুলে যায়, কারণ সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের উপর নির্ভর করে। অতএব, আল্লাহ্র বান্দাগণ সর্বদা তাঁর স্বর্গীয় বা জান্নাতী যত্নের মাঝে ও পরিত্যক্ত অবস্থার মাঝে দোল খেতে থাকে।

যখন আল্লাহ্র কোন বান্দা লক্ষ্য করে যে, সে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে তখন তার উচিত তার দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থাকে অনুধাবন করা ও প্রতি দমে ও তার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র সাহায্যের অতীব প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করা। তার ঈমান তো আল্লাহ্র মালিকানার। আল্লাহ্ যদি তাকে এক পলকের জন্য একাকী ছেড়ে দেন তবে তার ঈমান মাটিতে মিশে যাবে বা ধুলোয় লুণ্ঠিত হবে। অতএব আপনার বুঝা উচিত যে তিনিই আপনার ঈমানকে রক্ষা করছেন যিনি না কি আসমানকে জমিনে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

১৫৫. আল কুরআন : মোবারক কিতাব

আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করেন ও এর অর্থ বুঝার জন্য ধ্যান করেন তখন আপনি সুখ অর্জনের দিকে একটি কার্যকর পদক্ষেপ নিলেন। আল্লাহ কুরআনকে পথ নির্দেশনা, আলো এবং অন্তরের ব্যাধির আরোগ্যকর ঔষধ বলেছেন। তিনি এ গ্রন্থকে রহমত ও দয়া বলেছেন।

قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ -

"তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ সম্বলিত কুরআন নামে) এক উপদেশ গ্রন্থ এবং অন্তরের (মূর্খতা, সন্দেহ, মোনাফেকি ও বিরোধিতা ইত্যাদি রোগের) আরোগ্য বিধান এসেছে।" (১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭)

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখেনা? না কি (কুরআন বুঝার ব্যাপারে) তাদের অন্তরে তালা মারা আছে?"

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-২৪)

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখেনা? যদি এ গ্রন্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসতো তবে তারা এতে অনেক অসংগতি পেত।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৮২)

"এ কিতাব (আল কুরআন) যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি তা মোবারক (কিতাব), (আর এটা আমি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি) যাতে তারা আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখে।" (৩৮–সূরা ছোয়াদ : আয়াত-২৯)

কুরআন তেলাওয়াত করা যেমন কল্যাণের কাজ, কুরআন অনুযায়ী আমল করা এবং বিচারের জন্য ও পথ নির্দেশনার জন্য এর শরণাপন্ন হওয়া তেমনই কল্যাণের কাজ।

এক ধার্মিক লোক একবার বলেছেন–

"আমি বুঝতে পারলাম যে, হতাশা ও উদ্বিগ্নতার এক মেঘখণ্ড আমার মাথার উপর ঝুলছে। তখন আমি কুরআন নিয়ে কতক্ষণ তেলাওয়াত করলাম। আমি

আল্লাহর কসম করে বলছি, তখন আমার হতাশা ও উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে গেল ও তার স্থানে সুখ ও প্রশান্তি এল।"

"নিশ্চয় এই কুরআন সুদৃঢ় (অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক) পথ প্রদর্শন করে।"

(১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৯)

"আর (হে মুহাম্মদ!) এভাবে আমি তোমার নিকট আমার আদেশ থেকে রূহ (তথা প্রত্যাদেশ ও করুণা) ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৫২)

১৫৬. যশখ্যাতির আশা করবেন না, যদি করেন তবে মানসিক চাপগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হবেন

মানুষের মনোযোগের পাত্র হতে চেয়ে এবং মানুষকে খুশি করতে চেষ্টা করে আপনি জীবনের সুখ ও ভারসাম্যতা উভয়টাই হারাবেন।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا ـ

"পরকালের সে বাড়ি (অর্থাৎ জান্নাত) আমি তাদেরকে দিব যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না ও বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে চায় না।"

(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৮৩)

একজন আরবী কবি বলেছেন–

مَنْ اَخْمَلَ النَّفْسَ اَحْيَاهَا وَرَوَّحَهَا

لَمْ يَبِتْ طَاوِيًا مِنْهَا عَلٰى ضَجَرٍ ـ

اِنَّ الرِّيَاحَ اِذَا اشْتَدَّتْ عَوَاصِفُهَا

فَلَيْسَ تَرْمِىْ سِوَى الْعَالِىَ مِنَ الشَّجَرِ ـ

"যে আনুগত্যে তৃপ্ত কিন্তু নেতা হওয়াতে তৃপ্ত নয়,

সে নিজের জন্য সৌম্যতা বয়ে আনে ও তার রাত শান্তিতে কাটায়।

নিশ্চয় বায়ু যখন প্রচণ্ডভাবে বয়ে যায়

তখন তা গাছের আগাতেই আঘাত হানে।"

(এ অনুবাদ ইংরেজী পুস্তক অনুসারে করা হলো। –অনুবাদক)

অথবা, "যে নিজেকে অখ্যাত করল সে নিজেকে জীবিত ও সতেজ করল, আর সে (খ্যাতির) ক্ষুধায় কাতর হয়ে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ অবস্থায় রাত কাটাল না, কেননা, বায়ুর বেগ যখন প্রচণ্ড হয় তখন তা গাছের আগা ছাড়া অন্য অংশকে নিক্ষেপ করে না (বা ভেঙ্গে ফেলে না) অর্থাৎ প্রচণ্ড বায়ু গাছের আগাকেই ভেঙ্গে ফেলে)।" (এ অনুবাদ আরবী কবিতা অনুসারে শাব্দিকভাবে করা হল। –অনুবাদক)

"তারা অলসভাবে দাড়ায়; তারা তো লোক দেখাতে চায়।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪২)

"এবং তারা যা করেনি তার জন্য তারা প্রশংসিত হতে ভালোবাসে।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮৮)

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা দম্ভ ভরে ও লোক দেখানোর জন্য তাদের ঘর থেকে বের হয়েছিল।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৪৭)

একজন আরব কবি বলেছেন–

ثَوْبُ الرِّيَاءِ يَشِفُّ عَمَّا تَحْتَهُ * فَإِذَا الْتَحَفْتَ بِهِ فَإِنَّكَ عَارِىْ .

"লোক দেখানোর কাপড় এত পাতলা যে তার নিচের সবকিছু দেখা যায়।

অতএব, যদি তুমি তা দিয়ে তোমার ছতর ঢাক তবে তুমি উলঙ্গ থাকবে।"

১৫৭. উত্তম জীবন

সুখ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে অধ্যায়গুলোতে যা কিছু আলোচনা করেছি তা এক কথায় প্রকাশ করা যায়। আর তা হলো :

সবকিছুর প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা। এ পর্যন্ত অন্য যা কিছু আমরা আলোচনা করেছি তা সবই বৃথা যদি আপনার আল্লাহর প্রতি ঈমান না থাকে। আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা এবং ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করা অবশ্যই ভিত্তি (প্রধান কাজ) হতে হবে।

"(তাওহীদ বা ইসলামী একত্ববাদে বিশ্বাসী) যে কোন ঈমানদার নর-নারী নেক আমল করবে আমি অবশ্যই তাকে (এ পৃথিবীতে সম্মান, পরিতৃপ্তি ও হালাল রিযিক সম্বলিত) উত্তম জীবন দান করব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের নেক আমল আনুযায়ী (পরকালে জান্নাত) পুরস্কার দিব।"

(১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৯৭)

উত্তম জীবনের জন্য দু'টি শর্ত আছে। আর তা হলো–

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা, ২. আমলে সালেহ করা।

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও আমলে সালেহ করে পরম করুণাময় (আল্লাহ মুমিনদের অন্তরে) তাদের জন্য অচিরেই ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন।

(১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৬)

যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে ও নেক আমল করে সে দু'টি উপকার পায়–

১. ইহকালে ও পরকালে এক সুখী-সমৃদ্ধ উত্তম জীবন।

২. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল পুরস্কার।

"দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে শুভ সংবাদ।"

(১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-৬৪)

১৫৮. বিপদে ধৈর্য ধরুণ

দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ ও সংকটে বিচলিত হবেন না।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"নিশ্চয় আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর যে তাতে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে গযব।"

১৫৯. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর ইবাদত করুন

তক্বদীরের ভালো-মন্দ সব কিছুর প্রতি রাজি থাকা ঈমানের জরুরি বিষয়।

"এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়; ক্ষুধা; সম্পদ, জীবন ও ফলমূলের ক্ষয়-ক্ষতি এমনসব কিছু জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করব; কিন্তু ধৈর্যশীলদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করুন।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৫৫)

আমাদের তক্বদীরে যা কিছু নির্ধারিত আছে তা সর্বদা আমাদের ইচ্ছা ও কল্পনার সাথে মিলে না। কিন্তু তখন আমাদের কোন (বিরূপ) মন্তব্য করা শোভা পায় না। বরং তোমাদের সঠিক অবস্থা হলো তাই যা একজন আত্মসমর্পণকারী দাসের অবস্থা।

আমরা সবাই আমাদের ঈমানের সবলতা ও দুর্বলতা অনুযায়ী কঠিন ও সহজ পরীক্ষার সম্মুখীন হই। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"তোমরা দু'জন লোক যতটা মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব কর আমি একাই ততটা মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করছি। (ইংরেজি পুস্তকে যেমন আছে তেমনই অনুবাদ করা হল। –অনুবাদক।)

"নবীদেরকে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা করা হয়; অতপর অন্যান্য সৎকর্মশীলদেরকে (তাদের মর্যাদা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়)।"

"অতএব (হে মুহাম্মদ!) আপনি তেমনভাবে ধৈর্য ধরুন যেমনভাবে দৃঢ়সংকল্প রাসূলগণ ধৈর্য ধরেছিলেন।" (৪৬–সূরা আল আহকাফ : আয়াত-৩৬)

আল্লাহ যদি কারো ভালো চান তবে তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন।

"এবং আমি অবশ্যই পরীক্ষা করে তোমাদের মধ্য থেকে মুজাহিদদেরকে এবং ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিব। এবং আমি তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার (অর্থাৎ কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী) পরীক্ষা করে দেখব।"

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-৩১)

"আর আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।"

(২৯–সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৩)

১৬০. শাসক থেকে কাঠমিস্ত্রি

আলী ইবনুল মাইমূনিল আব্বাসী নিজে একজন শাসক ও একজন খলিফার পুত্র ছিলেন। তিনি এক বিশাল প্রাসাদে ধনাঢ্য জীবন-যাপন করতেন। পৃথিবীর যা কিছুই তিনি পেতে চাইতেন তাই তার জন্য সহজপ্রাপ্য ছিল।

একদিন প্রাসাদের এক বারান্দা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে মাঠে একলোক কঠোর পরিশ্রম করছে। আলী পরপর কয়েক দিন তার প্রতি অধিক থেকে অধিতর মনোযোগ দিলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে সে সারাটা সকাল কাজ করার পর একটু বিরতি দেয় ও তখন অজু করে দু'রাকাত সালাত আদায় করে, কেবলমাত্র সন্ধ্যা হলেই সে তার কাজ ছাড়ে ও বাড়িতে তার পরিবার পরিজনের কাছে যায়। তার সম্বন্ধে আরো কিছু জানার জন্য আলী একদিন তাকে দাওয়াত করলেন ও তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি শীঘ্রই জেনে নিলেন যে কাজের লোকটির একজন স্ত্রী, দু'জন বোন ও একজন মা আছেন। এবং এদের সকলকেই তার দেখা শুনা করতে হয়। আর তাদের জন্যই তাকে এতটা অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করতে হয়।

তিনি (সে কর্মচারীটি) সারাদিন রোযা রাখতেন ও সন্ধ্যা হলে দিনের উপার্জিত অর্থ দ্বারা (খাদ্য ক্রয় করে) রোযা ভাঙতেন। আলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি কোন অভিযোগ আছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "না, সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।"

এই সামান্য কর্মচারীর কথায় আলী এতটাই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তিনি রাজপ্রাসাদ ও রাজপদ ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি দিলেন। কয়েক বছর পরে তাকে খোরাসানের নিকটবর্তী অঞ্চলে মৃত পাওয়া গিয়েছিল। তিনি

কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তার নতুন জীবনে তিনি এমন সুখ পেয়েছিলেন যা তার আগের জীবনে তার নিকট সম্পূর্ণ আজানা ছিল।

"পক্ষান্তরে যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) তাক্বওয়া দান করেন।"

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-১৭)

এ ঘটনা আমাকে আসহাবে কাহাফের ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। তারা এক রাজার নিকট তার রাজপ্রাসাদে থাকত। তবুও তারা নিজেদেরকে সংকীর্ণ। দ্বিধাগ্রস্ত ও সমস্যাগ্রস্ত মনে করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনাঢ্য জীবনে কুফুরী ও অপচয় প্রাধান্য পায়। তাই তারা সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। তাদের একজন বলেছিলেন : "অতএব তোমরা গুহায় আশ্রয়গ্রহণ কর, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তার দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কাজকে কার্যকর করবার বন্দোবস্ত করবেন। (অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রয়োজনীয় খাবার, বাসস্থান ইত্যাদি তোমাদেরকে দিবেন।)

(১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-১৬)

১৬১. যাদের সঙ্গ দুর্বিসহ তাদের সঙ্গ শান্তি নষ্ট করে

যাদের সঙ্গ বিরক্তিকর ও অপ্রীতিকর তাদেরকে ইসলামী পণ্ডিতবর্গের লেখা কিতাবাদিতে ভূরিভূরি জায়গায় 'দুর্বিসহ' বলা হয়েছে। তারা এমন লোক যাদের সঙ্গ অসহ্যকর। ইমাম আহমদ তাদেরকে বিদআতী বা অভিনব লোক বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে তারা সমাজের বোকা লোকজন। আবার কেউ কেউ এদেরকে অমার্জিত লোকজন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথবা তারা হলো নিরস ও বৈচিত্রহীন (চরিত্রের) লোকজন।

"তারা যেন (দেয়ালে) ঠেকান কাঠের গুঁড়ি।" (৬৩–সূরা আল মুনাফিকূন : আয়াত-৪)

"অতএব এসব লোকদের কী হলো যে তারা কোন কথা বুঝার উপক্রম করে না।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৭৮)

ইমাম শাফী বলেছেন–

"যখন কোন বোকালোক আমার পাশে বসতে আসে, তখন আমার মনে হতে থাকে যেন তার সাহচর্যের কারণে তার নিচের মাটি ডেবে যাচ্ছে।"

আল আ'মাশ এ ধরনের লোক দেখলে তেলাওয়াত করতেন–
"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে শাস্তি দূর করুন। আমরা অবশ্যই ঈমানদার (হব)!" (৪৪–সূরা আদ দোখান : আয়াত-১২)

মহান আল্লাহ বলেছেন–
"আর যারা আয়াতসমূহ নিয়ে বাজে কথায় লিপ্ত হয় আপনি তাদেরকে দেখলে এড়িয়ে চলুন ... ।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-৬৮)

"অতএব, তোমরা তাদের সাথে বসবে না ।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪০)

গুণহীন লোকজনের উদ্দেশ্য নীচুমানের এবং যারা সহজেই তাদের আকাঙ্খার কাছে হার মানে তাদের সাহচর্য সর্বাপেক্ষা বেশি অসহ্যকর।

"অতএব যতক্ষণ না তারা অন্য কথা বলতে শুরু করে ততক্ষণ তোমরা তাদের সাথে বসবে না, (অন্যথায়) তোমরাও অবশ্যই তাদের মতো হয়ে যাবে।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪০)

একজন আরবী কবি বলেছেন–

اَنْتَ يَا هٰذَا ثَقِيْلٌ وَّثَقِيْلٌ وَّثَقِيْلٌ ـ

اَنْتَ فِى الْمَقْظَرِ اِنْسَانٌ وَّفِى الْمِيْزَانِ فِيْلٌ ـ

"এই যে তুমি তো ভারী, মোটা ও বিশাল দেহী, তুমি দেখতে মানুষ অথচ ওজনে হাতী।"

ইবনুল ক্বায়্যিম বলেছেন–
"অসহ্যকর কোন লোকের কথা যদি তোমাকে জোর করে শুনানো হয় তবে তুমি তার কথা কান দিয়ে শুনিও কিন্তু মন দিয়ে গ্রহণ করিও না এবং তোমার মন নিয়ে তুমি অন্যত্র চলে যেও (অর্থাৎ তার কথায় মন দিও না)। যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে তার সঙ্গ ত্যাগ করে যাবার পথ করে দেন ততক্ষণ তুমি তার কথা শুনেও শুনবে না ও তাকে দেখেও দেখবে না।"

"এবং আপনি তার অনুসরণ করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ বা জিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আর কাজ কর্ম লাগামহীন।" (১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-২৮)

১৬২. দুর্যোগগ্রস্তদের জন্য

হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেন – "যদি আমি কারো কাছ থেকে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিই আর তখন যদি সে ধৈর্যসহকারে আমার কাছ থেকে পুরস্কার আশা করে তবে আমি তাকে এর বদলে পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত দান করব।"

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন–

"আমি যাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর ব্যাপারে পরীক্ষা করেছি (অর্থাৎ আমি যার দু' চোখের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছি) তাকে আমি এর বদলে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করব।"

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ـ

"কেননা, চক্ষু অন্ধ হয় না, বরং, বক্ষস্থিত আত্মাই অন্ধ হয়।"

(২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৪৬)

তিরমিযী শরীফে একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন "আল্লাহ্ যখন তাঁর কোন ঈমানদার বান্দার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান তখন তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন : "তোমরা আমার ঈমানদার বান্দার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছ?" তারা উত্তর দেয় " হ্যা"। তারপর আল্লাহ বলেন "তোমরা কি তার হৃদয়ের মনিকে ছিনিয়ে নিয়েছ?" তারা উত্তর দেয় "হ্যাঁ"। তখন আল্লাহ্ বলেন : "আমার বান্দা কি বলল? তারা উত্তর দেয়, "সে আপনার প্রশংসা করল এবং বলল, আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্যই এবং আল্লাহ্র দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন জান্নাতে আমার বান্দার জন্য একটি বাড়ি তৈরি কর এবং এর নাম দাও "প্রশংসাগৃহ।"

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

"শুধুমাত্র ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার বেহিসাবে পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে।"

(৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-১০)

"তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে তাই তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

(১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-২৪)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন।

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৫০)

"এবং (হে মুহাম্মদ!) আপনি ধৈর্য ধরুন, আর আপনার ধৈর্য তো আল্লাহর সাহায্যেই হয়ে থাকে।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

"অতএব (হে মুহাম্মদ!) আপনি ধৈর্য ধরুন নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য।

(৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-৬০)

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"নিশ্চয় পরীক্ষার গুরুত্ব অনুসারেই পুরস্কারের গুরুত্ব হয়ে থাকে, বাস্তবিকই আল্লাহ যদি কোন জাতিকে ভালোবাসেন তবে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে এতে রাজি বা সন্তুষ্ট থাকে তাঁর জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর যে এতে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে গযব।" যখন দুর্যোগ আঘাত হানে তখন ধৈর্য, তাক্বদীর ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আর আমাদের একথা জানা উচিত যে, যিনি প্রথমে দান করেছেন, তিনিই তো নিয়েছেন।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা যেন আমানতকে তার মালিকের নিকট দিয়ে দাও।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৫৮)

একজন আরবী কবি বলেছেন–

وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُوْنَ اِلَّا وَدِيْعَةٌ * وَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ.

"সম্পদ ও পরিবার তো শুধুমাত্র ঋণস্বরূপ, একদিনতো অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

১৬৩. তাওহীদের সুফল

আপনি যখন অত্যাচারের শিকার হন তখন আপনার জীবনে অবশ্যই তাওহীদের সুফল দেখা দেয়। একথা মনে রাখবেন যে, অন্যেরা যখন আপনাকে আঘাত করে তখন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে।

১. আল্লাহর প্রতি আপনার পাকা ঈমান থাকলে আপনার প্রতি যে ব্যক্তি জুলুম করেছে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এর চেয়ে আরো ভালো তার জন্য শুভ কামনা করা। শুধুমাত্র ক্ষমা করে দেয়া বা শুধুমাত্র শুভ কামনা করার চেয়েও আরো ভালো, উচ্চতম ও সর্বোত্তম স্তর হলো তার কোন উপকার করা বা তাকে কোনভাবে সাহায্য করা। ক্ষমার প্রথম পর্যায় হলো স্বীয় ক্রোধ দমন করা, এর অর্থ হলো আপনি আঘাতের বদলে আঘাত দিচ্ছেন না। তারপর আসছে সত্যিকার ক্ষমা– যার অর্থ হলো ক্ষমা করা, কোনরূপ অশুভ ইচ্ছা বা কামনা পরিত্যাগ করা। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আসছে কল্যাণ করা তথা আপনার যে ক্ষতি করা হয়েছে কোন ভালো কাজের মাধ্যমে বা (অত্যাচারীকে) দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তার ক্ষতি পূরণ করা।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

“যারা ক্রোধ দমন করে এবং অন্যদেরকে ক্ষমা করে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।” (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

“আর যে নাকি ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস মীমাংসা করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকটই আছে।” (৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৪০)

“তারা যেন (তাদেরকে) ক্ষমা করে ও (তাদের) দোষ উপেক্ষা করে।”

(২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-২২)

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ مَنْ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَنْ أُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي ـ

"যে ব্যক্তি আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে, যে আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে তাকে ক্ষমা করে দিতে এবং যে আমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করতে আল্লাহ অবশ্যই আমাকে আদেশ করেছেন।"

২. তক্বদীরের প্রতি আপনার ঈমান পাকা হবে। অন্য কথায় আপনি বুঝতে পারবেন যে, যে ব্যক্তি আপনার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে সে তা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণী ও বিধান অনুসারেই করেছে।

মানুষ তো উপায় মাত্র, কিন্তু যিনি বিধান করেন ও সিদ্ধান্ত নেন তিনি হলেন আল্লাহ। সুতরাং আপনার ইচ্ছাকে তাঁর সমীপে সমর্পণ করুন।

৩. আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার যে ক্ষতি হয়েছে তাতে আপনার পাপ ক্ষমা হয়েছে এবং এর ফলে আল্লাহর দরবারে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ـ

"অতএব যারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের ঘর-বাড়ি হতে বিতাড়িত হয়েছে ও আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব।"

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯৫)

মুমিনগণ একথা বুঝতে পারে যে, জীবনে শত্রুতার আগুন নিভানো এক বুদ্ধিমত্তার কাজ।

কুরআনের ভাষায়–

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ۔

"উত্তম জিনিস দ্বারা মন্দকে দূর কর, যাতে তোমার মাঝে ও যে তোমার সাথে শত্রুতা করে তার মাঝে এমন সম্পর্ক হয়ে যায় যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।" (৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-৩৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ মুমিনদেরকে ক্রোধের সময় ধৈর্য ধরতে এবং যারা তাদের সাথে মন্দ আচরণ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।

"যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান।"

পূর্বোক্ত আয়াতের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আপনার ক্ষতি করে বিনিময়ে আপনার উচিত তার সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা ও কোমল কথা বলা। এভাবে আপনি তার অন্তর থেকে ঘৃণার আগুন নিভিয়ে দিতে পারবেন।

কুরআনের ভাষায়–

"আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলুন, নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৫৩)

৪. আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন। অন্য কথায় আপনি একথা বুঝতে পারবেন যে, আপনার পাপের কারণেই একজন লোক আপনার ক্ষতি করার সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে।

"কি ব্যাপার! যখন তোমাদের নিকট একটি বিপদ আসল তখন তোমরা বললে, "এটা কোথা হতে আসল? অথচ পূর্বে তোমরা (তোমাদের শত্রুদের) দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়ে ছিলে।" আপনি (হে মুহাম্মদ) (তাদেরকে) বলে দিন যে, এটা (তোমাদের পাপের কারণে) তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৫)

"আর তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তোমাদের নিজ কৃত কর্মের ফলেই ঘটে।" (৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

৫. আপনি যখন অত্যাচারিত হন তখন আপনাকে অত্যাচারী না বানিয়ে অত্যাচারিত বানানোর কারণে আল্লাহর প্রশংসা করুন ও তাঁর শোকরিয়া আদায় করুন। আমাদের কতিপয় ধার্মিক পূর্বসূরী বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مَظْلُوْمًا لَا ظَالِمًا.

"হে আল্লাহ! আমাকে অত্যাচারী না বানিয়ে বরং অত্যাচারিত বানান।"

আদম (আ)-এর দু'ছেলের একজন অপরজনকে যা বলেছিল একথা সে কথার মতো। (আর তা হলো)

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ـ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

"যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াও তবে আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না; নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-২৮)

৬. যে আপনাকে আঘাত করেছে তার প্রতি আপনার করুনা প্রদর্শন করা উচিত। সে আপনার অনুকম্পা ও করুণার পাত্র। মন্দ কাজে তার গোঁ ও মুসলমানকে আঘাত না করার জন্য আল্লাহর যে আদেশ তা প্রকাশ্যে অমান্য করার কারণে সে আপনার কোমলাচরণ ও অনুকম্পার পাত্র। সম্ভবত আপনি (এরূপ আচরণ করে) তাকে পতন বা ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবেন। (আর তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করাই তার প্রতি প্রকৃত অনুকম্পা প্রদর্শন। –অনুবাদক)

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"অত্যাচারী বা অত্যাচারিত যাই হোক না কেন তোমার ভাইকে সাহায্য কর।" (অত্যাচারিতকে সাহায্য করার অর্থ আশা করি সকলেই বুঝি। কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ হলো সদাচারণের মাধ্যমে তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখা ও ফলে তাকে আল্লাহর গযব ও ধ্বংস থেকে বাঁচতে সাহায্য করা। –অনুবাদক)

যখন মিসত্বাহ আবু বকর (রা)-এর মেয়ে আয়েশা (রা)-এর সম্মানে কলঙ্ক আরোপ করেছিল তখন আবু বকর (রা) মিছত্বাহকে আর কোনরূপ সাহায্য না করার অঙ্গীকার করেছিলেন। মিসত্বাহ গরীব থাকার কারণে আবু বকর (রা) তার জন্য খরচ করতেন ও তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন–

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوْٓا أُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا . اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ .

“তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহ ধন্য ও অবস্থা সম্পন্ন তারা যেন নিকটাত্মীয় দরীদ্রদেরকে ও আল্লাহর রাস্তায় হিযরতকারীদেরকে দান ও সাহায্য সহযোগিতা না করার শপথ না করে। তারা যেন (তাদেরকে) ক্ষমা করে দেয় ও (তাদের সাথে) আপোষ-মিমাংসা করে নেয়। তোমরা কি এটা ভালোবাসনা যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন?”

(২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-২২)

আবু বকর (রা) বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন– এটাই আমি ভালোবাসি।

এরপর তিনি মিসত্বাহের জন্য খরচ করা শুরু করে দিলেন এবং তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিলেন।

উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন উমরকে (রা) বলেছিল, “হে উমর! একি ব্যাপার! আল্লাহর কসম, তুমি আমাদেরকে উদারভাবে দিচ্ছ না ও তুমি আমাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করছ না।”

একথা শুনে উমর (রা) তার প্রতি রুষ্ট হয়ে তাকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন (তার দিকে তেড়ে গেলেন), এমন সময় হুর্‌র ইবনে কায়স বললেন, “হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ বলেন–

“ক্ষমা প্রদর্শন কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল (অর্থাৎ তাদের শাস্তি দিওনা।)” (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৯৯)

পরবর্তীতে হুর্র ইবনে কায়স বলেছেন–

"আল্লাহর কসম, উমর (রা) এ আয়াত অমান্য করেনি এবং সর্বদাই (আল্লাহর সীমলঙ্ঘন করা থেকে) বিরত থেকেছেন ও আল্লাহর কিতাবে যা আছে তার অনুসরণ করেছেন।

নবী ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন–

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই; আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৯২)

নবী করীম ﷺ যখন বিজয়ী বেশে মক্কাতে ফিরে এলেন তখন তিনি কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সেসব মুখ দেখতে পেলেন যারা তাঁকে আঘাত দিয়েছিল, তাঁকে স্বীয় মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। (কিন্তু তিনি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে বরং) তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : যাও। কেননা, তোমরা স্বাধীন।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"কুস্তিতে বিজয়ী ব্যক্তি শক্তিশালী নয় বরং যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ (আত্মসংবরণ) করতে পারে সেই শক্তিশালী।"

এক আরব কবি বলেছেন–

"যদি তুমি প্রিয়জনদের সঙ্গে থাক তবে তাদের সাথে আত্মীয়ের মতো কোমল আচরণ করিও।"

আর কারো সকল ভুল-ত্রুটি ধরিও না, যদি ধর তবে তুমি বন্ধুহীন জীবন কাটাবে।" কেউ কেউ বলেছেন যে ইঞ্জীল শরীফে লিখা আছে–

اِغْفِرْ لِمَنْ اَخْطَأَ عَلَيْكَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ۔

"Forgive seven times the one, who wronged you once."

"যে তোমার সাথে একবার অন্যায় আচরণ করেছে তাকে সাতবার ক্ষমা কর।"

অর্থাৎ যে তোমার সাথে একবার অন্যায় আচরণ করেছে, তুমি ধর্ম রক্ষার্থে ও তোমার আত্মাকে নির্মল রাখতে তাকে সাতবার ক্ষমা করে দাও। প্রতিশোধ

গ্রহণেচ্ছা শুধুমাত্র মনের শক্তি, নিদ্রা, মনের স্থিরতা ও শান্তিই দূর করতে পারে, কিন্তু অন্যের কোন কিছু ছিনিয়ে নিতে পারে না।

"কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও আপোষ মীমাংসা করে আল্লাহর নিকট তার পুরস্কার রয়েছে।" (৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৪০)

ভারতীয় প্রবাদে আছে–

"যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক বীর যে নাকি একটি নগরকে জয় করে।"

"অবশ্যই মানব মন মন্দকর্ম (বা অপরাধ) প্রবণ।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৫৩)

১৬৪. আপনার ভিতরের ও বাহিরের যত্ন নিন

যার আত্মা পবিত্র সে পরিষ্কার পোশাকাদি পরিধান করে। কোন কোন জ্ঞানী লোক এমনকি একথাও বলেছেন যে–

"যখন কারো পোশাক ময়লা হয়ে যায় তখন তার আত্মাও পোশাককে অনুসরণ করে (অর্থাৎ পোশাকের মতো ময়লা হয়ে যায়)।"

অনেক লোকের বিরক্তির মূল কারণ হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকা, অগোছালো থাকা ও নিয়মনিষ্ঠ না থাকা; আর অন্যদের বিরক্তির কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ময়লা পোশাকাদি ও নোংরা সুরৎ।

এ বিশ্ব জগৎ নিয়মভিত্তিক পরিচালিত। আসলে আমাদের ধর্মের গভীরতা ও প্রজ্ঞা সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে আমাদের এ কথা বুঝা উচিত যে, ছোট বড় উভয় বিষয়েই আমাদের জীবনকে নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য এ ধর্ম এসেছে। আল্লাহর সব কিছুই (অর্থাৎ সকল বিধানই) একটি মাত্রা অনুপাতে আছে।

তিরমিযী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীসটি আছে–

إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।"

ইমাম বোখারী তার সহীহ্ কিতাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-
"সপ্তাহে একদিন গোসল করা, মাথা ও শরীর ধোয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক।"

সর্বাপেক্ষা কম যতটা আশা করা যায় এটা (সপ্তাহে একদিন গোসল করা) হলো তা। আমাদের কিছু কিছু ধার্মিক পূর্বসূরী প্রতিদিন একবার গোসল করতেন, যেমনটা উসমান ইবনে আফফান (রা) সম্বন্ধে আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে।

"এতো গোসলের সুশীতল পানি ও (প্রাণবন্তকারী) পানীয়।"

(৩৮-সূরা ছোয়াদ : আয়াত-৪২)

দাড়ি রাখা, মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, দাঁত মাজা, আতর মাখা, কাপড় ধোয়া ও সাধারণত বাহ্যিক আকৃতির যত্ন করা পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক কাজ। এসব স্বাস্থ্যকর কাজ করলে আরাম ও ভালো বোধ করা যায়। সাদা পোশাক পরার পরামর্শও দেয়া হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন-

"সাদা পোশাক পরিধান কর ও মৃতের কাফন হিসেবে সাদা কাপড় ব্যবহার কর।"

আপনার উচিত ছোট একখানা নোটবুকে আপনার কাজ-কর্মকে পড়ার, ইবাদত করার, ব্যায়াম করার ও ইত্যাদির সময় নির্ধারণ করে সুবিন্যস্ত করে রাখা।

"প্রত্যেক বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় (আল্লাহ্ নিকট) লিখিত আছে।"

(১৩-সূরা রা'আদ : আয়াত-৩৮)

"আমার নিকট প্রত্যেক বস্তুর অগুার আছে এবং আমি তা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়া নাযিল করি না।" (১৫-সূরা হিজর : আয়াত-২১)

কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে এক বিশাল বিজ্ঞাপন ঝুলছে ও তাতে লিখা আছে- "এ বিশ্বজগৎ নিয়মভিত্তিক পরিচালিত।" একথা সত্য। কেননা, ঐশী ধর্ম সকল কাজ কর্মে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যতার দাবি করে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ বিশ্বজগতের কাজকর্ম খেল-তামাশার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত নয় বরং পূর্ব নির্ধারিত বিধান, পরিমাপ ও শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত।

"চন্দ্র-সূর্য হিসাব মতে চলে।" (৫৫-সূরা আর রাহমান : আয়াত-৫)

"সূর্যের সাধ্য নেই চন্দ্রের নাগাল পায়, আর রাতও দিনকে অতিক্রম করতে পারবে না। আর প্রত্যেকেই (যার যার নির্দিষ্ট) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।"
(৩৬–সূরা ইয়াসিন : আয়াত-৪০)

"আর চন্দ্রের জন্য আমি বহু ঘাঁটি নির্ধারণ করে দিয়েছি (এগুলো অতিক্রম করতে করতে) অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খেজুর ডালের মতো হয়ে যায়।"
(৩৬–সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৩৯)

"এবং আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। পরে আমি রাতের চিহ্নকে অন্ধকারময় করেছি এবং দিনের চিহ্নকে উজ্জ্বল করছি। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে পার ও বছরের সংখ্যা ও হিসাব জেনে নিতে পার। আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১২)

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব কিছু অযথা সৃষ্টি করোনি; সকল মহিমা, গৌরব, প্রশংসা ও ধন্যবাদ তোমারই প্রাপ্য।"
(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১)

আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা আমি খেল তামাশা করে সৃষ্টি করিনি। যদি আমি খেল-তামাশা গ্রহণ করতে চাইতাম। তবে তা আমি আমার পক্ষ থেকেই গ্রহণ করতাম, কিন্তু আমি তা করিনি।"
(২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-১৬, ১৭)

"এবং (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন : তোমরা ভালো কাজ কর।"
(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১০৫)

যখন কোন মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীকে গ্রিসের হাকীমদের নিকট চিকিৎসার জন্য আনা হতো তখন তারা এ রোগীকে খামার ও বাগান করতে বাধ্য করত। অল্প কিছু সময় কাটতে না কাটতেই এ রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

হস্তশিল্পী ব্যবসায়ীরা অন্যদের তুলনায় বেশ সুখী। ধীর ও শান্ত। আপনি যদি শ্রমিকদেরকে লক্ষ্য করেন তবে আপনি তাদের শরীরে শক্তি ও মনের শান্তি দেখতে পাবেন। এতদুভয়ই সন্তুষ্টির ফলে আসে। আর সন্তুষ্টি আসে নড়াচাড়া ব্যায়াম ও কাজের মাধ্যমে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ .

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে মুক্তি চাই।"

১৬৫. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান

আল্লাহ : একমাত্র মহান ও মহিমান্বিত নাম। এর শব্দের মূল থেকে আমরা বিশেষ অর্থ শিখতে পারি। কেউ কেউ বলেন اَللّٰهُ শব্দ اَلِهَ ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো যাকে মানুষের অন্তর ভালোবাসে, যাতে তারা শান্তি পায়, সুখী হয় যার অভিমুখী হয় ও যাকে উপাস্য বা প্রভু হিসেবে মান্য করে। অবশ্য তিনি ছাড়া অন্যের নিকট শান্তি পাওয়াও অসম্ভব। এ কারণেই রাসূল ﷺ (তাঁর কন্যা) ফাতেমা (রা)-কে দূর্দশাগ্রস্ত লোকের (জন্য পঠিতব্য) দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন। (আর তা হলো)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

অর্থাৎ "আল্লাহ্ আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করি না।"

"বল "আল্লাহ্ই (এটি অবতীর্ণ করেছেন) অতপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক কথাবার্তার খেলায় ছেড়ে দাও।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-৯১)

"তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী"। (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৮)

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুনাময় ও দয়ালু।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-১৯)

"তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেনি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীটা তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে গোটানো অবস্থায় থাকবে। তারা (তাঁর সাথে) যা কিছু শরীক সাব্যস্ত করে তিনি তা থেকে পবিত্র ও তার উর্ধ্বে।" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-৫৭).

"লিখিত দফতর যেভাবে গুটানো হয় সেদিন আমি আকাশকে সেভাবে গুটিয়ে ফেলব।" (২১ –সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-১০৪)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে আঁকড়িয়ে (ধরে) রেখেছেন যাতে সেগুলো টলে না যায়।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-৪১)

১৬৬. আমি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখি

যে সকল বিষয় ঈমানদারদের সুখ বয়ে আনে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, তাঁর উপর নির্ভর করা, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা ও তার রক্ষণাবেক্ষণে সন্তুষ্ট থাকা।

"তাঁর মতো কোন কিছুর কথা কি তুমি জান?" (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৬৫)

"নিশ্চয় আল্লাহই আমার অভিভাবক যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করেন।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৯৬)

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা হতাশও হবেন না।" (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-৬২)

আল্লাহর বন্ধু তারাই যারা (মুমিন, মুসলিম) আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অত্যন্ত ভয় করে, সকল প্রকার পাপ ও মন্দ কাজ যা আল্লাহ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহকে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং আল্লাহ যে সব ভালোকাজ করতে আদেশ করেছেন তা সম্পাদন করে।

১৬৭. তারা তিনটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন

টেনশন ও মানসিক রোগ সংক্রান্ত বই পুস্তক গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করার পর আমি যে বিষয়টি দেখতে পেলাম তা হচ্ছে– মুসলিম বিজ্ঞজনরা (আলেমরা) আরোগ্যকামীর জন্য তিনটি বিষয়ে একমত। (আর তা হলো)

১. আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে, তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর মুখাপেক্ষী থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা উচিত। আর এটাই ঈমান, প্রধানতম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ বিচার্য বিষয়।

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ط هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .

"অতএব তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তাঁর মতো কোন কিছুর কথা কি তুমি জান?" (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৬৫)

অবশ্যই তাঁর মতো, তাঁর সমকক্ষ ও তাঁর সমতুল্য কেউই নেই এবং তাঁর কোন শরীক নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"তাঁর মতো কিছুই নেই বরং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-১১)

২. অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলিকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে। অতীতের দুঃখদায়ক ঘটনাসমূহকে মনে করলে শুধু বেদনাই পাওয়া যায়– তা শুধু বেদনাই বৃদ্ধি করে। এগুলোকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে এবং স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলতে হবে। এভাবে প্রতিটি নতুন দিনের জন্য একটি করে নতুন জীবন শুরু করতে হবে।

৩. ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। যা কিছু এখনও ঘটেনি তা গায়েবের বিষয়। সুতরাং এটা ঘটার আগ পর্যন্ত এটাকে একাকী রেখে দিন (অর্থাৎ এ নিয়ে আগাম দুশ্চিন্তা করবেন না)। বিশেষ করে ভবিষ্যৎবাণী, দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা দ্বারা আগাম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়াকে পরিহার করুন বা এড়িয়ে চলুন। আজকের সীমার মধ্যেই জীবন যাপন করা উচিত। (এ সম্বন্ধে প্রথম দিকে বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করা হয়েছে। –অনুবাদক)

আলী (রা) বলেছেন–

"(এ দুনিয়ার) দীর্ঘকালীন প্রত্যাশা করা থেকে সাবধান। নিশ্চয় এটা মানুষকে তার আসল লক্ষ্যকে (পরকালকে) ভুলিয়ে দেয়।"

"এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।"

(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৩৯)

কুসংস্কার ও গুজবে বিশ্বাস করা থেকে সাবধান।

"তারা মনে করে প্রতিটি শব্দই (হৈ চৈ বা চিৎকারই) বুঝি তাদের বিরুদ্ধে (করা হচ্ছে)।" (৬৩–সূরা আল মুনাফিকূন : আয়াত-৪)

আমি এমন কিছু লোকের কথা জানি যারা বহু বছর যাবৎ এমন বিপর্যয় ও দুর্যোগের ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়নের অপেক্ষা করে আসছে যা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তারা তাদের নিজেদের অন্তরে এবং অন্যদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করছে। আল্লাহ্ কতই না মহান! (سُبْحَانَ اللّٰهِ) আল্লাহ্ কতই না পবিত্র! (তিনি যা বলেছেন তা কতইনা সত্য!) এ ধরনের (ভীতি সম্বলিত) জীবন যাপন করা দুঃখজন ও শোচনীয়। এ ধরনের লোকের উদাহরণ হলো– চীনের নির্যাতিত কারাবন্দীরা। কারারক্ষী তাদের একটি নলকূপের নিচে রাখে। সে নলকুপ থেকে প্রতি মিনিটে মাত্র এক ফোঁটা করে পানি পড়ে। তৃষ্ণাতুর বন্দী মরিয়া হয়ে প্রতিটি বিন্দু পানির জন্য অপেক্ষা করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে দোজখীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন–

"তাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালাও করা হবে না এবং তাদের থেকে দোজখের আযাবও হাল্কা করা হবে না।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-৩৬)

"অতপর সেখানে মরবেও না (অতএব শাস্তি হতে নিস্তার পাবে না) এবং বাঁচবেও না (অর্থাৎ শান্তিহীন জীবন যাপন ও করবে না।)"

(৮৭–সূরা আল আ'লা : আয়াত-১৩)

"যখন তোমাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই আমি তাদেরকে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দিব, যাতে করে তারা ভালোভাবে শাস্তি ভোগ করতে পারে।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৫৬)

১৬৮. সীমালঙ্ঘনকারীর অন্যায় আচরণ

إِلَى الدَّيَّانِ يَوْمَ الْحَشْرِ نَمْضِي * وَعِنْدَ اللّٰهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُوْمُ .

"হাশরের দিন আমরা মহা বিচারকের নিকট চলে যাব, আর সকল বিবাদীকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।"

ঈমানদারের পক্ষে ন্যায় বিচারের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে সেদিন (বিচারের জন্য) অপেক্ষা করতে থাকবে যেদিন নাকি (স্বয়ং) আল্লাহ্ প্রথম ও শেষ

সৃষ্টিকে (অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে) একত্রিত করবেন। সে দিন স্বয়ং আল্লাহ্ বিচারক হবেন আর সাক্ষী হবেন ফেরেশতারা।

"এবং আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব, অতএব কারো প্রতি জুলুম করা হবে না এবং সরিষা দানা পরিমাণ (ওজনের আমলও) যদি থাকে আমি তাও (দাঁড়িপাল্লায় ওজন দিতে) নিয়ে আসব।"

(২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৪৭)

১৬৯. খসরু ও বৃদ্ধা

বুজুরজামহার নামে পারস্যের এক বিজ্ঞ ব্যক্তি রাজা খসরু ও এক বৃদ্ধা রমণীর গল্প বলেছেন। বৃদ্ধার সম্পদ বলতে ছিল একটি মুরগির বাচ্চা ও একটি কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরখানা রাজপ্রাসাদের পাশে ছোট এক টুকরো জমির উপর ছিল। একদিন বৃদ্ধাকে (বিশেষ কাজে) পাশের গ্রামে যেতে হলো। যাবার আগে সে প্রার্থনা করেছিল, "হে আমার প্রভু! আমি আমার মুরগি ছানাটিকে আপনার নিকট সোপর্দ করছি (আপনি এটাকে হেফাজত করুন)।" বৃদ্ধা যখন তাঁর বাড়িতে ছিল না তখন রাজা খসরু তার রাজপ্রাসাদের বাগান বাড়ানোর জন্য বৃদ্ধার সম্পত্তিকে জবর দখল করে নিল।

খসরুর সেনাবাহিনী বৃদ্ধার মুরগি ছানাটিকে জবাই করে ফেলল আর কুঁড়ে ঘরটিকে ধ্বংস করে দিল। বৃদ্ধা ফিরে এসে যখন এই হৃদয়বিদারক কীর্তি দেখল তখন সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "হে আমার প্রভু! আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে?" তখন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তাব কবুল করলেন। খসরুর ছেলে একটি ছুড়ি দিয়ে তার পিতাকে হত্যা করে ফেলল। (ইমাম ইবনুল জাওজী (রহ:) তাঁর আততাবসিরাহ (اَلتَّبْصِرَةُ) নামক কিতাবে এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, বৃদ্ধার অভিশাপের পর আল্লাহ্ রাজপ্রাসাদকে চুরমার করে দিয়েছিলেন। –অনুবাদক)

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (অবশ্যই যথেষ্ট) অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-৩৬)

কতইনা ভালো হতো! আমরা যদি আদম (আ)-এর দু'পুত্রের সে একজনের মতো হতাম যে তার ভাইকে বলেছিল–

"যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়িয়ে থাক তবে আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না। নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-২৮)

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

كُنْ عَبْدَ اللّٰهِ الْمَقْتُوْلَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللّٰهِ الْقَاتِلَ.

অর্থাৎ, "আল্লাহর নিহত বান্দা হইও কিন্তু আল্লাহর হত্যাকারী বান্দা হইও না।"

মুসলমানের একটি ব্রত ও একটি (স্বর্গীয়) বাণী আছে যা প্রতিশোধ, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১৭০. একটি খুঁত আরেকটি চমৎকার গুণের কারণ হতে পারে

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

"এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করিও না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-১১)

এমন অনেক লোক আছেন যাদেরকে তাদের মাহাত্ম্যের কারণে বর্তমানে স্মরণ করা হয়। এসব মনীষীদেরকে তাদের চলার পথে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। তাদের অধ্যবসায় বা ধৈর্য ছিল নাছোর বান্দার মতো। তাদের কোনও এক বিষয়ে দুর্বলতা ছিল যা অন্য গুণ দ্বারা পূরণ হওয়ার দরকার ছিল (এবং তা হয়েছিলও বটে)। আতা, সাঈদ ইবনে যুবাইর, কাতাদা, বুখারী, তিরমিযী ও আবু হানীফা (রা) এদের মতো ইসলামের অনেক বড় বড় আলেমগণ প্রকৃতপক্ষে আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।

অনেক ইসলামী পণ্ডিত যাদের জ্ঞানের বিশালতা মহাসাগরসমূহের মতো ছিল তারা অন্ধ ছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। যেমন– ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা), আল আ'মাশ ও ইয়াজীদ ইবনে হারূন।

আধুনিক আলেমদের মধ্যে শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আলে শাইখ, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ এবং শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বায এরা সবাই অন্ধ।

অনেক বড় বড় আলেমগণ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন, কেউ কেউ ছিলেন অন্ধ, কেউ কেউ ছিলেন বধির, আবার অনেকে ছিলেন অঙ্গহীন। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং তারা মানব জাতির জন্য অবদান রাখতে পেরেছিলেন।

"তিনি তোমাদেরকে আলো দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা (সোজা পথে) হাঁটবে।" (৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৮)

একটি নামকরা বা বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির ডিপ্লোমা ডিগ্রিই সব কিছুই নয়। কোন ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি বলে হতাশ হবেন না। এমনকি কোনরূপ ডিগ্রি অর্জন না করেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন এবং মানব জাতির জন্য বিশাল অবদান রাখতে পারবেন। অনেক বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ লোক আছেন যাদের কোন ডিগ্রি নেই। তারা তাদের জীবন চলার পথ করে নিয়েছেন এবং লৌহ দৃঢ় মনোবল ও শক্ত প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে তারা দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন বা অতিক্রম করেছেন।

বর্তমান কালের আলেমদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, ডিগ্রি ছাড়া অনেক অনেক বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তি রয়েছেন। শাইখ ইবনে বায, মালিক ইবনে নাবি, আল আক্কাদ, আত তানত্বাভী, আবি যাহরাহ, আবুল আ'লা মওদূদী, আন্নাদাভী এদের সবারই প্রসঙ্গ উদাহরণস্বরূপ মনে পড়ে; এরা ছাড়াও আরো অনেকে এমন রয়েছেন।

অপর পক্ষে ইসলামী বিশ্বে হাজার হাজার PHD ডিগ্রিধারী পণ্ডিত রয়েছেন যারা অজ্ঞাতই রয়েছেন এবং সমাজে যাদের কোন প্রভাব ও নেই।

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি কি তাদের কাউকে খুঁজে পান বা তাদের ফিসফিসানি শুনতে পান?" (১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৮)

যে ব্যক্তি যে কোন পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকে আপনি যদি তাঁর মতো হয়ে থাকেন তবে আপনার এক বিশাল ধন-ভাণ্ডার আছে।

একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

ارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ-

"আল্লাহ তোমার ভাগে যা বণ্টন করে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহলেই তুমি সবচেয়ে ধনী মানুষ হবে।"

আপনার পরিবার, আয়-রোজগার ও কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আপনি যদি এসবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবে আপনি সুখ-শান্তি পাবেন। অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

"আত্মার ধনাঢ্যতাই (প্রকৃত) ধনাঢ্যতা।"

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন : হে আল্লাহ্! তাঁর অন্তরে তাঁর সম্পদ বা ধনাঢ্যতা সৃষ্টি করে দিন।"

এক লোক বলেছেন যে, একবার তিনি এয়ারপোর্টে এক টেক্সীতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন যে তাকে শহরে নিয়ে যেতে। তিনি বলেন– "আমি লক্ষ্য করলাম যে, ড্রাইভারটি সুখী ও খোশ মেজাজী ছিল। সে সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করছিল, তাঁর শোকরিয়া আদায় করছিল ও তাঁর জিকির করছিল। আমি তাঁকে তাঁর পরিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, তাঁকে দু পরিবারের খোরাক যোগাতে হয়। অথচ তাঁর মাসিক বেতন হলো ৮০০ (আটশত) রিয়ালের মতো যা এক নগণ্য অঙ্ক। তিনি ও তাঁর পরিবারকে একটি ভাঙা দালানে বাস করতে হয়। তবুও তাঁর মনে শান্তি ছিল। কেননা, আল্লাহ তাঁর জন্য যা বরাদ্দ করেছেন তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।"

আমি এক ধনকুবেরকে চিনতাম যার শত শত মিলিয়ন রিয়াল ছিল ও অনেকগুলো প্রাসাদ ছিল। তিনি তার আত্মীয়তার সম্পর্কে শোচনীয় ছিলেন। সর্বদা রাগে টগবগ করতেন ও হতাশায় বুদ হয়ে থাকতেন। তিনি তার পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে (দূরে কোথাও) মারা যান। আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছিলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না বিধায় তিনি এসব দুর্ভোগ পোহাতে ছিলেন।

"অতপর সে আশা করে যে আমি তাকে আরো দিই। কক্ষনো নয়; নিশ্চয়ই সে আয়াতসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী বা বিরোধিতাকারী।"

(৭৪-সূরা আল মুদদাছ্ছির : আয়াত-১৫, ১৬)

শত শত বছর আগে আরবের মানুষ মরুভূমিতে নিরালায় শান্তি খুঁজে পেত। শান্তি খুঁজে পেত মরু ভূমিতে ও মানবীয় কাজ কারবার থেকে বহুদূরে। একজন (আরব) কবি বলেছেন-

عَوَى الذِّئْبُ فَاسْتَأْنَسْتُ بِالذِّئْبِ إِذْ عَوَى

وَصَوَّتَ إِنْسَانٌ فَكِدْتُّ أَطِيْرُ .

"নেকড়ে বাঘ ডাকে আর আমার সে ডাক ভালো লাগে, কিন্তু মানুষ আওয়ায করে, সে আওয়ায শুনে (ঘৃণায়) আমি পালাবার উপক্রম করি।"

তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরী (রা) বলেছেন-

"আমার মনে চায় কোন এক অজ্ঞাত উপত্যকায় থাকি যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে।"

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন-

"অচিরেই মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে ছাগল-ভেড়া যা নিয়ে সে ফেতনার ভয়ে তাঁর দ্বীন (ধর্ম) রক্ষাকল্পে বৃষ্টি বহুল এলাকায় ও পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পালিয়ে বেড়াবে।" মুসলমানদের নিজেদের মাঝে ফেতনা ফাসাদের সময় একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ প্রস্তাব (কাজ) হলো তাদের থেকে দূরে থাকা। যখন উমর (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল তখন ইবনে উমর (রা), উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাহ আসন্ন ফিতনা থেকে দূরে ছিলেন।

আমি এমন কিছু লোককে চিনি যারা অভাব, দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত। তাদের প্রত্যেকের পতনের কারণ হলো তারা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। আপনি দেখবেন যে, তাদের একজন ধনী, সুখী ও সুস্থ। কিন্তু পরে সে তার প্রভুর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সে সালাত আদায় করতে অবহেলা করতে শুরু করল ও পরে সে বড় বড় পাপ কাজ করতে লাগল। অতএব সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার স্বাস্থ্য ও সম্পদ ছিনিয়ে নিলেন এবং তার বদলে

দিলেন সংকট, অভাব, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা। সে দুর্দশা থেকে দুর্দশায় পড়ল ও নিম্নপর্যায় থেকে আরো নিম্নপর্যায়ে চলে গেল।

"আর যে ব্যক্তিই আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে সংকটময় জীবন।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

"তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৫৩)

وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ .

"এবং তোমাদের উপর যে সব বিপদ আসে তা তোমাদের নিজ হাতে কৃতকর্মের ফলেই আসে এবং তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।"
(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

"আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে আমি প্রচুর বৃষ্টি দান করে তাদের সমৃদ্ধ করতাম।" (৭২–সূরা আল জ্বীন : আয়াত-১৬)

আমার যদি যাদু করার ক্ষমতা থাকতো তবে আমি আপনার সমস্যা ও দুঃখ দূর করে দিতাম। যা হোক আমার সে ক্ষমতা না থাকার কারণে আপনার জন্য এমন একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রেশক্রিপশন দেয়াই আমার জন্য যথেষ্ট হবে যে প্রেসক্রিপশান মুসলিম আলেমগণ দিয়েছেন। তা হলো কোন শরীক সাব্যস্ত না করে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, আপনার রিযিকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, সংযমী থাকা ও এ দুনিয়ার জন্য আপনার আশা আকাঙ্ক্ষাকে কমানো।

বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমসের নিম্নোক্ত কথাগুলো আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে–

"আমরা মানব জাতি আমাদের যা নেই তার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকি এবং আমাদের যা আছে তার জন্য আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই না। আমরা সর্বদা আমাদের জীবনের দুঃখজনক দিক নিয়ে ভাবি কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের আলোকিত দিকটির দিকে তাকিয়ে দেখি না। আমাদের জীবনে আমরা যা হারিয়েছি তার জন্য আমরা অনুতাপ করি কিন্তু আমাদের জীবনে যা আছে তা নিয়ে আমরা সুখী নই।"

"তোমরা যদি (আমার) শুকরিয়া আদায় কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরো অধিক (নিয়ামত) দান করব।"

(১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৭)

নবী করীম ﷺ দোয়া করেছেন–

وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ نَّفْسٍ لَّاتَشْبَعُ .

"এবং আমি আল্লাহর নিকট এমন আত্মা থেকে পানাহ চাই যা তৃপ্ত হয় না।"

যখন কারো প্রধান চিন্তা হয় পরকাল তখন আল্লাহ তাঁর সব কিছু ভালো করে দেন এবং তাঁর অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করেন এবং দুনিয়া অপদস্থ হয়ে তাঁর নিকট আগমন করে। আর যার প্রধান চিন্তা হয় দুনিয়া আল্লাহ তার কাজকর্মকে এলোমেলো করে দেন এবং তার চোখের সামনে অভাবকে প্রকট করে দেন। আর তার ভাগ্যে যা লিখিত আছে তা ছাড়া দুনিয়া থেকে অতিরিক্ত কিছু তার নিকট আসবে না।

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কে আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করেছে? তারা অবশ্যই উত্তর দিবে, "আল্লাহ" তবে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?"

(২৯–সূরা আল আনকাবূত : আয়াত-৬১)

১৭১. বোকাদের নিয়ে কিছু কথা

আর রিসালাহ (اَلرِّسَالَةُ) নামক পত্রিকায় যাইয়াত (زَيَّاتُ) কর্তৃক লিখিত কমিউনিজমের উপর এক চমৎকার প্রবন্ধ আমি পেয়েছি। রাশিয়ানরা মহাবিশ্বে এক মহাকাশযান প্রেরণ করেছিল। এ মহাকাশ যানটি ফিরে আসার পর এক নভোচারী প্রাভদা (Pravd - اَلْبَرَافْدَا) নামক পত্রিকায় লিখেছেন–

"আমরা আকাশে চড়লাম কিন্তু সেখানে কোন প্রভু, কোন বেহেশত, কোন দোযখ ও কোন ফেরেশতা পেলাম না।"

উত্তরে যায়্যাত লিখেছেন–

"হে লাল গাধারপাল! তোমরা বড়ই অদ্ভুত! তোমরা কি ভাবছ যে তোমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে তাঁর সিংহাসনে বসা দেখতে পাবে? তোমরা কি

হঠকারিতা করে এ কথা ভাবছ যে তোমরা জান্নাতে রেশমী পোশাক পরা হুর দেখতে পাবে? বা বেহেশতে হাউজে কাওসারের প্রবাহের শব্দ শুনতে পাবে? বা জাহান্নাম যাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তোমরা তাদের দুর্গন্ধ শুঁকতে পাবে? তোমরা যদি সত্যিই একথা ভেবে থাক তবে তোমাদের ক্ষতি ও ব্যর্থতা সবই প্রকাশ্যে দেখতে পাবে। তোমাদের গোমরাহী (বিপথগামিতা) ভ্রান্তি ও বোকামির কারণ ব্যাখ্যায় আমি যা বলতে চাই তা হলো কমিউনিজম ও তোমাদের মাথার নাস্তিকতাই এর মূল কারণ। কমিউনিজমের কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং কোন আকাশ (ছাদ) নেই, এটা অন্তহীন (বেগার) খাটুনি ও সর্বদা নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র।"

"তুমি কি মনে কর যে তাদের অধিকাংশ লোকই শুনতে পায় বা বুঝতে পারে? তারাতো কেবল চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তারা এদের চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৪৪)

"তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে বুঝতে পারে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখতে পায় না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে শুনতে পায় না (তারা তো কেবল চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তারা এদের চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত।)" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৭৯)

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ -

"আর আল্লাহ্ যাকে অপমান করেন তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না।"

(২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১৮)

"তাদের কাজ কারবার মরুভূমির মরীচিকার মতো।"

(২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-৩৯)

"তাদের কাজকার্ম ঝড়ের দিনের ঝঞ্জাবায়ুতে উড়ন্ত ছাইয়ের মতো (বা বালুর মতো) (বিক্ষিপ্ত)।" (১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-১৮)

"বহু খুঁতযুক্ত ধর্ম" নামক পুস্তকে 'আক্কাদ' কমিউনিজমকে ও এর মিথ্যা নাস্তিকতার মতবাদকে নিন্দাপূর্ণ বাক্যবাণ ছুঁড়ে বলেন : "যে আত্মা

স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ তা ইসলামের এই সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে। যাদের মন পঙ্গু বা যাদের ধারণা নিম্নমানের ও অদূরদর্শী তাদের কাছেই নাস্তিক হওয়া আপাত দৃষ্টিতে ন্যায় সঙ্গত।"

وَطُبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ.

"তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাই তারা বুঝতে পারে না।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৮৭)

নাস্তিকতা চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে এক মারাত্মক আক্রমণ। এটা শিশুদের কল্পরাজ্যের মতো এক কষ্টকল্পিত ধারণা মাত্র এবং এটা এমন এক ভুল যার নজির ভুলের ইতিহাসে নেই। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন–

"আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে?"

(১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-১০)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন–

"ফেরাউন ছাড়া অন্য কেউ স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেনি। এমনকি সেও মনে মনে স্রষ্টার অস্তিত্বের অনুভব করত।

এ কারণেই মূসা (আ) বলেছেন–

"তুমি জান যে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই এসব নিদর্শনাবলিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। হে ফেরাউন! আমি অবশ্যই তোমাকে ধ্বংসের মুখে পতিত মনে করি।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১০২)

অবশেষে, অতি বিলম্বে (অর্থাৎ তওবার সময় শেষ হওয়ার পর) ফেরাউন তার অন্তরের কথা ঘোষণা করে বলেছিল–

"আমি ঈমান আনলাম যে, বনী ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি একজন মুসলিম।"

(১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-৯০)

১৭২. আল্লাহর বিশ্বাসই মুক্তির উপায়

"এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোর্পদ করছি।"

(৪০–সূরা আল মু'মিন : ৪৪)

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আসে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ্ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"

(৬৪–সূরা আত তাগাবুন : আয়াত-১১)

যে ব্যক্তি বুঝে যে দুর্যোগ ভাগ্যের পূর্ব নির্ধারণী বা তক্বদীর অনুসারেই আসে আল্লাহ্ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

"তিনি (উম্মি নবী রাসূল আল্লাহর আদেশেই) তাদেরকে বোঝা মুক্ত করেন এবং সে শৃঙ্খল মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল।"

(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৫৭)

কার্সি মিয়ারসন, এলেক্সিস কারলাইল ও ডেল কার্নেগীর মতো কতিপয় পশ্চিমা লেখকগণও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, বস্তুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন পতনশীল পাশ্চাত্যের রক্ষার একমাত্র উপায় হলো ইশ্বরের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস)। তারা এ মতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, পাশ্চাত্যের সদা বর্ধনশীল ভয়ংকর আত্মহত্যার ঘটনার পিছনে যে কারণ রয়েছে তা হলো নাস্তিকতা ও সব কিছুর প্রতিপালক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের (বা ঈমানের) অভাব।

"যারা আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী হয় তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি, কেননা তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে।" (৩৮–সূরা ছোয়াদ : আয়াত-২৬)

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ

اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ -

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বা বাতাস তাকে দূরে কোথাও উড়িয়ে নিয়ে যাবে।" (২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৩১)

আশ্‌শারকুল আওসাত (اَلشَّرْقُ الْاَوْسَطُ)-এর ১৯৯৪ সালের কোন এক সংখ্যায় (২২তম সংস্করণের মূল আরবী পুস্তক মতে ২১-৪-১৪১৫ হি:)

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের স্ত্রীর সাথে এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এতে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি একাধিকবার আত্মহত্যা করার উদ্যোগ করেছিলেন। একবার তার আত্মহত্যার পদ্ধতি ছিল নিজেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা, আরেকবার তার আত্মহত্যার পদ্ধতি ছিল দূরারোহ খাড়া পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চালিয়ে আত্মহত্যা করা (কিন্তু উভয়বারই তিনি আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হন। –অনুবাদক)

কুযমান উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ করছিল। মুসলমানরা তার পক্ষে চিৎকার করে বলল, "তার জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।" কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, "নিশ্চয় সে জাহান্নামী"। কেন? যখন তার ক্ষতের ব্যথা সাংঘাতিক আকার ধারণ করল তখন সে ধৈর্য ধরতে পারল না, বরং নিজের তরবারী দিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলল। (আর এভাবেই সত্য নবীর সত্য ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হলো ও সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট হলো যে, "আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী।" –অনুবাদক)

"এ দুনিয়ার জিন্দিগিতে তাদের প্রচেষ্টা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা মনে করে যে তারা ভালোকাজ করেছে।" (১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-১০৪)

"যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল তার জন্য রয়েছে সংকটময় জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশরের মাঠে উঠাব।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

সংকট বা কষ্ট যতই সাংঘাতিক হোক না কেন একজন প্রকৃত মুসলমান কিছুতেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় না।

অযু করে বিনয়-নম্রতা ও হুজুরী কলবের সাথে দু'রাকাত (সালাতুল হাজত) সালাত আদায় করলে আপনার থেকে দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দূর হওয়ার গ্যারান্টি আছে।

"অতএব, তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর), সূর্যাস্তের পূর্বে (আছর) রাতের বেলায় (মাগরিব ও এশা) ও দিবসের প্রান্তে (সূর্য হেলার পর জোহর) (সালাতের মাধ্যমে) তোমার প্রভুর প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যাতে করে তুমি (এ কাজের ফলে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে পুরস্কার পেয়ে) সন্তুষ্ট হতে পার।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১৩০)

পথভ্রষ্টদের প্রতি কুরআনে এক অকাট্য ও শক্তিশালী প্রশ্ন আছে।

"তাদের কি হলো যে তারা ঈমান আনে না?"

(৮৪-সূরা আল ইনশিকাক : আয়াত-২০)

দলীল-প্রমাণ যখন স্পষ্ট তখন কিসে তাদেরকে ঈমান আনা থেকে পাশ কাটিয়ে (বিরত) রাখে?

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দিগন্তে দিগন্তে (অর্থাৎ গোটা বিশ্ব জগতে) দেখাব এবং তাদের নিজেদের মাঝেও দেখাব যাতে তাদের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ কুরআন সত্য।"

(৪১-সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-৫৩)

"আর যে সৎকর্মপরায়ণ (অবস্থায়) আল্লাহর নিকট আত্মসম্পর্ণ করবে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এক মজবুত হাতল।" (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-২২)

১৭৩. কাফেররাও বিভিন্ন স্তরের

জর্জ বুশ তার স্মারক গ্রন্থ "অগ্রসর হও" Moving Ahead"-এ উল্লেখ করেছেন যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ব্রেযনেভের সৎকারে উপস্থিত হয়েছিলেন। বুশ বলেছেন যে, "আমি সৎকার কাজকে অন্ধকার ও খারাপ দেখলাম, এটা ঈমানহীন এবং আত্মাহীন ছিল।" তিনি খ্রিস্টান ছিলেন আর তারা ছিল নাস্তিক তাই তিনি একথা বলেছেন।

"এবং যারা বলে, 'আমরা খ্রিস্টান; আপনি তাদেরকে ভালোবাসার দিক থেকে ঈমানদারদের নিকটবর্তী পাবেন।" (৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-৮১)

ভেবে দেখুন যে, যদিও তিনি পথভ্রষ্ট তবুও তিনি তাদের মিথ্যা বিষয় ও অসাড়তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এভাবেই বিষয়টি তুলনামূলক (হয়)। যদি তিনি আল্লাহর সত্য ধর্ম ইসলাম (সম্বন্ধে) জানতেন তবে ব্যাপার স্যাপার কতইনা ভিন্ন ধরনের হতো।

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তালাশ করে, তার পক্ষ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৮৫)

এ ঘটনায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি এক ভণ্ড তাপসের (সুফীর) সাথে কথা বলতে ছিলেন। লোকটি ইবনে তাইমিয়াকে বলল "যখন আমরা তোমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের লোকদের নিকট আসি তখন কেন আমাদের যাদু বা আলৌকিক ক্ষমতা কাজ করে না। কিন্তু যখন আমরা মঙ্গোলিয়ান কাফের তাতারদের নিকট যাই তখন আমাদের আলৌকিক ক্ষমতা কাজ করে (কেন)?"

ইবনে তামিয়াহ বললেন-

"তুমি কি তোমাদের তাতারদের ও আমাদের নমুনা জান? আমরা সাদা ঘোড়ার মতো, তোমরা সাদা কালো ছোপ ওয়ালা ঘোড়ার মতো আর তাতাররা কাল ঘোড়ার মতো। যখন কোন সাদা কালো ছোপযুক্ত ঘোড়া কালো ঘোড়ার পালে প্রবেশ করে তখন এটাকে সাদা দেখায় আর যখন এটা সাদা ঘোড়ার পালে প্রবেশ করে তখন এটাকে কালো দেখায়। এখন তোমাদের সামান্য আলোর (নূরের) লেশ আছে। যখন তোমরা কাফেরদের সাথে মিশ তখন তোমাদের সে নূরের লেশ দেখা যায়। কিন্তু যখন তোমরা আমাদের অধিকতর শক্তিশালী আলো সম্বলিত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের লোকদের নিকট আস তখন তোমাদের অন্ধকার প্রকাশিত হয় (মৃদু আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। -অনুবাদক) আর এটাই তোমাদের, তাতারদের ও আমাদের উদাহরণ।"

"আর যাদের মুখমণ্ডলসমূহ উজ্জ্বল হবে তারা (জান্নাতে) আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১০৭)

১৭৪. লৌহ-দৃঢ় ইচ্ছা

একটি মুসলিম দেশ থেকে একজন ছাত্র লন্ডনে পড়াশুনা করতে গিয়েছিল। তাঁর ভাষাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সে এক ব্রিটিশ পরিবারের সাথে থাকত। সে তাঁর ধর্মের মূলনীতির প্রতি একনিষ্ঠ ছিল এবং প্রতিদিন ভোররাত্রে ফজরের সালাত পড়ার জন্য উঠে পড়ত। সে অযু করত, সালাতের জায়গায় যেত, তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে সেজদা করত, তাঁর (আল্লাহর) মহিমা গাইতো ও তাঁর প্রশংসা করত। সে বাড়ির এক বৃদ্ধা মহিলা এ ছাত্রটির এ আজব (বৃদ্ধার নিকট) অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রবল আগ্রহী ছিল। কয়েকদিন পর বৃদ্ধা ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করছ?

"আমার ধর্ম আমাকে এরূপ করার আদেশ করে–" উত্তরে ছাত্রটি একথা বলল। পুরাপুরি বিশ্রাম করে আরেকটু পরে তুমি এ সালাত পড়তে পার না?" ছাত্রটি এ কথার উত্তরে বলল, "কিন্তু আমি যদি সালাতের নির্ধারিত সময়ের পরে তা আদায় করি তবে আমার প্রভু আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করবেন না।" তখন বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে বলল, "এ এমন ইচ্ছা যা লৌহাকেও ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।"

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ـ

"এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে না ব্যবসা, আর না বিক্রয়, কোনটাই আল্লাহর জিকির থেকে ও সালাত আদায় করা থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে না।" (২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-৩৭)

এ ধরনের কাজ কেবলমাত্র দৃঢ় ঈমান থেকেই উৎসারিত হয় যা ফেরাউনের যাদুকরদিগকে (ঈমান আনতে) প্রণোদিত করেছিল। যখন মূসা (আ) ও ফেরাউন একে অপরের সাথে তর্ক করছিল তখন তারা সবকিছুর প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে প্রণোদিত হয়েছিল। তারা ফেরাউনকে বলেছিল–

"আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর আপনাকে আমরা কখনই প্রাধান্য দিব না, সুতরাং আপনার যা মনে চায় সে ফয়সালাই করুন।" (২০-সূরা ত্বাহা : আয়াত-৭২)

এটা ফেরাউনের বিরুদ্ধে এমন এক চ্যালেঞ্জ ছিল যা সে মুহূর্তের আগ পর্যন্ত (কখনও) শুনা যায়নি। উদ্ধত নাস্তিকের নিকট ইসলামের সত্য ও শক্তিশালী বার্তাকে পৌঁছে দেয়াই হঠাৎ করে (তৎক্ষণাৎ) তাদের ব্রত হয়ে গিয়েছিল। হাবীব ইবনে যায়িদ (রা) মুসাইলামাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন। উত্তরে মুসাইলামা তরবারী দিয়ে হাবীব (রা)-এর দেহ থেকে একের পর এক অঙ্গ কেটে ফেলতে লাগল। সে হাবীব (রা)-এর ভোগান্তি বাড়ানোর জন্য এরূপে ধীরে ধীরে তাঁকে কষ্ট দিতে ছিল। এ সময় হাবীব (রা) কাঁন্নাকাটি হৈ চৈ ও নড়াচড়া করেননি, অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে গেলেন।

وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ .

"আর শহীদগণ তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে থাকবে, (সেখানে) তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও তাদের নূর।" (৫৭-সূরা আল হাদীদ : আয়াত-১৯)

১৭৫. আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতি

যখন প্রচণ্ড ঝঞ্জাবায়ু বয়, বজ্র গর্জন করে ও অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে যায় তখন সাহায্যের জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়ার মানুষের সহজাত প্রয়োজন সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠে।

"তখন এর নিকটে (জাহাজের নিকটে) ঝঞ্জা ক্ষুব্ধ বায়ু আসে এবং তাদের নিকট সবদিক থেকে ঢেউ আসে। তারপর তারা ভাবতে থাকে যে, তারা এ সবের মাঝে আটকা পড়ে গেছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আহ্বান করে।" (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-২২)

তাছাড়া মুসলমানরা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই তাদের প্রভুকে আহ্বান করে।

"যদি সে (ইউনুস নবী) আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত তবে তাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হতো।"

(৩৩–সূরা আল আহযাব : আয়াত-১৪৩, ১৪৪)

অধিকাংশ লোকই প্রয়োজনের সময় আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়, আর যখন তাদের আশা শেষ হয়ে যায় তখন তারা গর্বভরে তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। তারা কি মনে করে যে, আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব।

"নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনিই তাদেরকে ধোকায় ফেলেন।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪২)

(আল্লাহ মুনাফিকদেরকে ধোঁকায় ফেলেন এর অর্থ হলো তিনি তাদেরকে তাদের ধোঁকাবাজির কারণে শাস্তি দিবেন। কেননা আল্লাহর পক্ষে ধোঁকা দেয়া শোভা পায় না। –অনুবাদক)

যারা কেবলমাত্র বিপদের সময়েই আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয় তারা ভণ্ড ফেরাউনের শিষ্য। ফেরাউন যখন সময় পার হয়ে যাবার পর ঈমান এনেছিল তখন তাকে বলা হয়েছিল–

(সময় পার হয়ে যাবার পর) এখন তুমি ঈমান আনছ!

অথচ তুমি পূর্বে অবাধ্যতা করেছ (ঈমান আনতে অস্বীকার করেছ) এবং তুমি ফাসাদকারী ছিলে।" (১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-৯১)

আমি BBC রেডিওতে খবর শুনেছি যে, ইরাক যখন কুয়েত দখল নিয়েছিল তখন মার্গারেট থ্যাচার কলোরেডোতে ছিল, তখন তিনি অতি দ্রুত চার্চে গিয়ে সেজদা করেছিলেন।

এর একমাত্র ব্যাখ্যা আমি মনে করি যে, তার সহজাত প্রকৃতি জেগে গিয়েছিল ও তিনি কুফুরি ও পথভ্রষ্টতা সত্ত্বেও তার প্রভুর মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। মানুষের মাঝে স্বভাবজাত বলতে কিছু একটা আছে যা তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে সাহায্য (বাধ্য) করে।

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْيُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

"প্রতিটি শিশুই স্বভাব ধর্মের উপর (ঈমান ও ইসলামের উপর) জন্মগ্রহণ করে; পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিউপাসক বানায়।"

১৭৬. আপনার রিযিক আপনার নিকট আসবেই

যে তার রিযিকের বিলম্বে অধৈর্য, কেন তার সম্পদ এত কম সেজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং অন্যদের তুলনায় পার্থিব সম্পদ কম থাকার কারণে অসন্তুষ্ট সে তো ঐ ব্যক্তির মতো যে নাকি সালাতে ইমামের আগে সালাতের রোকনসমূহ (রুকু, সেজদা, কওমা, জলসা ইত্যাদি) আদায় করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইমামের সালাম ফিরানোর আগে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে পারে না। অনুরূপভাবে, কেউ তার তক্বদীরের সব রিযিক ভোগ করার আগে মরতে পারে না। সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) বছর আগেই তক্বদীর লিখা হয়ে গেছে।

"আল্লাহর বিধান আসবেই। সুতরাং এর জন্য তাড়াহুড়া করো না।"

(১৬ –সূরা আন নাহল : আয়াত-১)

"আর আল্লাহ্ যদি তোমার কল্যাণ চান তবে কেউ তাঁর অনুগ্রহকে রদ করতে পারবে না।" (১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-১০৭)

উমর (রা) বলেছেন–

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পাপীদের ধৈর্য থেকে ও আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতা থেকে পানাহ্ চাই।"

এ কথার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। আমি যখন ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, আল্লাহর অনেক শত্রুদের আশ্চর্য রকম বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও অধ্যাবসায় ছিল। পক্ষান্তরে, আমি এও দেখতে পেলাম যে, বহু মুসলমান নীরস, জড়াগ্রস্ত বা অলস ও দুর্বল ছিল। এসব কিছু তখনই দেখা দিয়েছিল যখন তারা ভুল করে ভাবতে ছিল যে, তারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে আছে। আল্লাহর উপর সত্যিকার নির্ভরতা বলতে বুঝায় প্রচেষ্টা করা ও কাজ করা এবং তারপর কাজের ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া।

১৭৭. শুভ পরিণতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন

ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং আস ইবনে ওয়ালা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদ অকাতরে খরচ করেছিল।

فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ -

"অতএব তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে অতপর তা তাদের জন্য যাতনার কারণ হবে, অতপর তারা পরাজিত হবে।"

(৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৩৬)

অথচ অনেক মুসলমান কৃপণের মতো তাদের ধন-সম্পদ মজুদ করছে এবং সেগুলোকে কল্যাণকর কাজে খরচ করছে না।

"আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করছে সে তো শুধুমাত্র নিজের ব্যাপারেই কৃপণতা করছে (অর্থাৎ নিজেরই ক্ষতি করছে। -অনুবাদক)"

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-৩৮)

গোল্ড মেয়ারের "হিংসা-বিদ্বেষ" নামক স্মারক গ্রন্থে ইহুদী লেখিকা লিখেছেন যে, জীবনে একসময়ে তিনি বিরতিহীন ষোল (১৬) ঘণ্টা কাজ করতেন। কিন্তু কী পরিণতির জন্য তিনি কাজ করেছিলেন? তিনি কাজ করেছিলেন তার মিথ্যা মূলনীতি ও ভ্রান্ত ধারণার সেবা কল্পে। সে ও বেন গুরিয়ান খাটতে খাটতে শেষ পর্যন্ত একটি দেশ প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এরপর আমি সে সব হাজার হাজার মুসলমানের কথা ভাবলাম যারা দিনে এক ঘণ্টাও কাজ করে না। বরং তারা হেসে খেলে, পানাহার করে ও নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে চলছে।

"তোমাদের কি হলো যে, তোমাদেরকে যখন বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হও, তখন তোমরা শক্ত করে মাটিতে পাছা গেড়ে বসে থাক।"

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৩৮)

উমর (রা) দিন-রাত অবিচল কাজ করে যেতেন, সামান্য ঘুমাতেন। তাঁর স্ত্রী বা পরিবারের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ঘুমান না?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যদি রাতে (ইবাদত বাদ দিয়ে) ঘুমিয়ে থাকি তবে

আমার আত্মা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি দিনে (আমার প্রজাদের খোঁজ-খবর না নিয়ে) ঘুমিয়ে থাকি তবে আমার প্রজারা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

গুপ্ত ঘাতক মূশি দায়্যানের স্মারক গ্রন্থ 'তরবারি ও শাসন' সে কিভাবে দিন রাত এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালিয়ে বেড়াত, (সাথে সাথে) বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে যোগ দিয়ে সর্বদা চুক্তি ও সন্ধি করে বেড়াত– এসব বর্ণনায় ভরা।

আমি ভাবলাম এটা কতইনা লজ্জার কথা যে, যে লোক এতগুলো মন্দ ধারণা করার দায়িত্ব নিয়েছে সে কিনা এতটা বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা দেখাল অথচ কত মুসলমানরাই না দুর্বলমনা ও অক্ষম হয়ে আছে। এখানে আবারও আমার উমর (রা)-এর কথিত পাপীদের সহিষ্ণুতা ও দুর্বল আত্মবিশ্বাসের কথা মনে পড়ে গেল।

উমর (রা)-এর শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বা রক্ষণাবেক্ষণে অলসতা ও অকর্মন্যতা সহ্য করা হতো না। যে সব যুবক মসজিদে বাস করত একবার তিনি তাদেরকে আইন করে মসজিদে থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়ে বলেছিলেন, "বের হয়ে গিয়ে রিযিক তালাশ কর। কেননা, আকাশ থেকে সোনা-রূপার বৃষ্টি হবে না।" অলসতা দুশ্চিন্তা, হতাশা ও বিভিন্ন মানসিক রোগের জন্ম দেয়, পক্ষান্তরে কাজ-কর্ম তৃপ্তি ও সুখের জন্ম দেয়। আমাদের যা করার কথা আমরা সবাই যদি তা করি তবে উপরোল্লিখিত সব রোগ সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে এবং আমাদের সমাজ বর্দ্ধিত উৎপাদন ও উন্নতির মাধ্যমে উপকৃত হবে।

وَقُلِ اعْمَلُوا -

"এবং আপনি বলে দিন, "তোমরা কাজ কর।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১০৫)

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ -

"তোমরা জমিনে (রিযিক তালাশে) ছড়িয়ে পড়।"

(৬২–সূরা আল জুম'আ : আয়াত-১০)

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ -

"তোমাদের প্রভুর ক্ষমার জন্য এবং জান্নাতের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা কর।" (৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২১)

"তোমাদের প্রভুর ক্ষমার জন্য এবং জান্নাতের জন্য তোমরা দ্রুত গতিতে ধাবমান হও।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৩)

নবী করীম ﷺ বলেছেন : দাউদ নবী নিজ হাতের উপার্জন খেতেন।

একথা আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী মনে হলেও সত্য বিরোধী নয় যে, বহুলোক জীবিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের কোন উপায় নেই এবং তারা তাদের নিজেদের জন্য বা পরের জন্য কিছুই করে না।

"যারা (যে মহিলারা) পিছনে (ঘরে) বসে থাকে তারা তাদের সাথেই থাকতে রাজি।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৮৭)

"যে সব মুমিন অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে (নিজেদের জান-মাল দিয়ে) জিহাদ করে তারা (এ দু'দল) সমান নয়।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৯৫)

যে কালো-চামড়ার (কৃষ্ণাঙ্গ) নারী নবী করীম ﷺ-এর মসজিদ পরিষ্কার করেছিল সে তার জীবনের ভূমিকা তৎপরতার সাথে ও উদ্দেশ্য বুঝে পালন করেছিলেন। আর তাই সে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল।

"এবং অবশ্যই একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক নারী থেকে উত্তম, যদিও মুশরিক নারীর রূপ তোমাদেরকে তাক লাগিয়ে দেয়।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-২২১)

অনুরূপভাবে যে ছেলেটি নবী করীম ﷺ-এর মিম্বার বানিয়ে দিয়েছিল সে তাঁর সাধ্যানুসারেই অবদান রেখেছিল। আর এজন্য সে তাঁর পুরস্কারও পেয়েছিল। কাঠমিস্ত্রির কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল আর সে এ দক্ষতার সুবিধা ভোগ করেছিল।

"আর যারা তাদের শ্রম ছাড়া অন্য কিছু (আল্লাহর রাস্তার ব্যয় করার মতো) পায় না।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৭৯)

১৯৮৫ সালে আমেরকিান সরকার মুসলিম ধর্মপ্রচারকদেরকে কয়েদীদের নিকট ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য জেলখানার দরজা খুলে দেন। উদ্দেশ্য ছিল

সেসব অপরাধীরা, মাদক ব্যবসায়ীরা ও খুনীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে উৎপাদনশীল ও ভালো মানুষ হয়ে সমাজে প্রবেশ করবে।

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল (অর্থাৎ ঈমানের আলো না থাকাতে মৃতবৎ ছিল) পরে আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তার জন্য আলো সৃষ্টি করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে হেঁটে বেড়ায় সে কি তার মতো যে (কুফরির) অন্ধকারে আছে?" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১২২)

ইহজীবনের প্রতি চরম আসক্তি, দীর্ঘ জীবনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর প্রতি সীমাহীন বিরাগের ফলে উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা ও নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। এ পার্থিব জীবনের প্রতি ভীষণ আসক্তির কারণে আল্লাহ্ ইহুদীদেরকে নিন্দা করেছেন।

"এবং আপনি অবশ্যই তাদেরকে (অর্থাৎ ইহুদীদেরকে) জীবনের প্রতি সকল মানুষের চেয়ে বেশি এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি লোভী দেখতে পাবেন। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তাকে হাজার বছর দীর্ঘ জীবন দান করা হতো (তবে কতইনা ভালো হতো)! কিন্তু দীর্ঘ জীবন তো তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবে না। আর তারা যা করছে আল্লাহ্ তার সব কিছু দেখবেন।" (২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-৯৬)

এ আয়াতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা করা দরকার। **প্রথমত** : আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন তাদের প্রত্যেকেই দীর্ঘ জীবন কামনা করে। অন্য কথায় তারা যে মানের জীবন যাপনই করুক না কেন তাতে তাদের কিছু আসে যায় না, তারা মূল্যহীন, তুচ্ছ বা তেমন নয় (অর্থাৎ মূল্যহীন ও তুচ্ছ নয়) যেমন জীবন যাপনই করুক না কেন তার বাছ-বিচার না করেই তারা এ পৃথিবীতে দীর্ঘকাল থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

দ্বিতীয় : "হাজার বছর" কথাকে নির্বাচন বা বাছাই করার বিষয়। ইহুদীরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ কালে তাদের অভিবাদন ছিল হাজার বছর বেঁচে থাকো। সম্ভবত এ কারণেই এ কথাকে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। এমন দীর্ঘ জীবন আশা করার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। আর তাছাড়া মনে করুন যে, তারা হাজার বছরই বাঁচবে, কিন্তু তাদের শেষ পরিণতি কি হবে? তবুও তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নামের দগ্ধকারী আগুন।

"আর আখেরাতের শাস্তি অবশ্যই সবচেয়ে বেশি অপমানকর, আর তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করা হবে না।" (৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-১৬)

নিম্নোক্ত আরবী প্রবাদ খানি কতইনা সুন্দর :

لَا هَـمَّ وَاللّٰهُ يُـدْعٰـى .

"যখন নাকি আল্লাহকে ডাকা হচ্ছে তখন, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।"

অর্থাৎ উপর আল্লাহকেই আমরা কল্যাণের জন্য আহ্বান করি, সুতরাং আমাদেরকে দুশ্চিন্তা করতে হবে কেন? যদি আপনি আপনার দুশ্চিন্তার বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করেন তবে তিনি আপনার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।

"(তোমাদের দেবতাগণ ভালো?) না কি তিনি ভালো যিনি বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করেন?" (২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

"আর (হে মুহাম্মদ!) যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তখন (আপনি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন) নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটে থাকি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার নিকট প্রার্থনা করে তখন আমি কোনরূপ মধ্যস্থতাকারী বা উকিল ছাড়াই (অর্থাৎ কৃত্রিম দেবতা বা মূর্তির সাহায্য ছাড়াই)] প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই।"

(২–সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৮৬)

একজন আরব কবি বলেছেন–

أَخْـلِقْ بِـذِى الصَّـبْـرِ أَنْ يَـحْـظٰـى بِـحَـاجَـتِـهٖ

وَمُـدْمِـنِ الْـقَـرْعِ لِـلْأَبْـوَابِ أَنْ يَّـلِـجَـا .

"ধৈর্যশীল ব্যক্তি কতইনা উত্তম রূপে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে! আর যে ব্যক্তি অনবরত দরজায় খট্ খট্ শব্দ করতে থাকে সে কতইনা উত্তম রূপে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে!

১৭৮. আপনার জীবন মহামূল্য সময়ে পরিপূর্ণ

আলী তানতাবী দুটি তীক্ষ্ণ মর্মভেদী ও হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

প্রথমটি হচ্ছে– বৈরুতের সমুদ্র উপকূলে তিনি প্রায় ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ডুবে যাচ্ছিলেন ও তাঁর মৃত্যুর অবস্থা ঘনিয়ে আসছিল তখন তিনি তাঁর প্রভুর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন এবং আকাঙ্ক্ষা করতে ছিলেন যদি তিনি এক ঘন্টার জন্য হলেও জীবন ফিরে পান তবে তিনি তাঁর ঈমানকে ও তাঁর আমলে সালেহকে নতুনভাবে শক্তিশালী করবেন। যাতে করে তাঁর ঈমান সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে। এমন সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন ও সে অবস্থায়ই তাকে তীরে উদ্ধার করা হলো।

দ্বিতীয়টি : সিরিয়া থেকে মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এক মরুচারী কাফেলার সাথে যোগ দিলেন। তাবুকের মরুভূমিতে তারা পথ হারিয়ে তিন দিন উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ালেন। যখন তাদের পানাহারের সরবরাহ শেষ হয়ে যেতে শুরু করল তখন তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেল। সবাই বুঝতে পারল যে মৃত্যু আসন্ন। এ অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে লোকজনের সামনে এক ভাষণ দিলেন। এটা জীবনের বিদায়কালীন ভাষণের মতো ছিল। এ ভাষণ এমনই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে এতে তিনি ও তাঁর শ্রোতাগণ কেঁদে ফেললেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর ঈমান বাড়ছে এবং তিনি যথার্থই বুঝতে পারলেন যে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে বা সাহায্য করতে পারবে না। (অবশেষে তারা আল্লাহর রহমতে রক্ষা পেয়েছিলেন। –অনুবাদক)

"আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি প্রতি দিন (এখানে দিন বলতে মুহূর্ত বা সময় বুঝায়) কাজে রত। [(ভিন্ন মতে তিনি সর্বদা আপন অবস্থায় (ব্যস্তহীন) আছেন, কেননা, সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তক্বদীর লেখা হয়ে গেছে। আর সব কিছু সে মতে হচ্ছে, সুতরাং আল্লাহ ব্যস্ত নন।)]

(৫৫–সূরা আর রাহমান : আয়াত-২৯)

"আর কত নবীইনা যুদ্ধ করেছে আর তাদের সাথে বহু ধার্মিক লোকজন ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপদ হয়েছিল তাতে তারা মনোবল হারায়নি, দুর্বল হয়নি ও নত হয়নি, আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৬)

আল্লাহ অবশ্যই সে সব শক্তিশালী মুমিনদেরকে ভালোবাসেন যারা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তাদের শত্রুদের মোকাবেলা করেন। তারা হাল ছেড়ে দেন না বা রণে ভঙ্গন দেন না, হতাশ বোধ করেন না বা অন্যদের হাতে নিজেদেরকে অপমানিত হতে দেন না। বরং, তারা কঠোর চেষ্টা বা সংগ্রাম করেন। আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান ও ইসলাম ধর্মের প্রতি ঈমানের কারণে ঈমানদারদের উপর এসব কাজ বাধ্যতামূলক। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَ فِىْ كُلٍّ خَيْرٌ.

"শক্তিশালী মুমিন ব্যক্তি দুর্বল মুমিন ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক ভালো ও প্রিয়; আর তাদের প্রত্যেকের মাঝে কল্যাণ আছে।"

আবু বকর (রা) নবী করীম ﷺ-কে বিছার দংশন থেকে রক্ষা করার জন্য গুহার ভিতরে এক ছোট গর্তের মুখে নিজের একটি অঙ্গুলি রেখে দিয়েছিলেন আর এর ফলে বিছা তাকেই দংশন করেছিল, তাই নবী করীম ﷺ কুরআনের আয়াত পড়ে তাঁর অঙ্গুলিতে ফুঁক দিলেন আর এতেই আল্লাহর হুকুমে তাঁর অঙ্গুলি ভালো হয়ে গেল।

একজন লোক আনতারাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বীরত্বের রহস্য কি যা দিয়ে তুমি মানুষকে পরাজিত কর?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার অঙ্গুলি আমার মুখে রাখ আর আমার অঙ্গুলি তোমার মুখে রাখতে দাও।" প্রত্যেকেই নিজের অঙ্গুলি অন্যের মুখে রাখল এবং প্রত্যেকেই একে অপরের

অঙ্গুলিতে কামাড়াতে শুরু করল। লোকটি বেদনায় চিৎকার দিয়ে উঠল, সে ধৈর্য ধরতে পারল না। আন্তারা তাই তাঁর মুখ থেকে লোকটির অঙ্গুলি বের করে ফেলল এবং বলল, এভাবেই আমি বীরদেরকে পরাজিত করি।" অন্য কথায়, ধৈর্যের মাধ্যমে ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি লোকদের পরাজিত করেন। (এ অংশের অনুবাদ আরবী পুস্তক অনুসারে করা হলো)

ঈমানদার যখন বুঝতে পারে, সে আল্লাহর রহমতের, দয়ার ও ক্ষমার সান্নিধ্যে আছে তখন তার মনোবল (ঈমান) বৃদ্ধি পায়। সে তাঁর ঈমান অনুপাতেই আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণকে অনুভব করতে পারে।

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۔

"এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা ও মহিমা বর্ণনা করে না (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর তসবীহ্ পাঠ করে), অথচ তোমরা তাদের তসবীহ্ পাঠ বুঝতে পার না।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৪)

এদেশের কৃষকেরা জমি চাষ করার সময় প্রায়ই গল্পগুজব করে তাদের সময় কাটায়। (এদেশ বলতে আরব দেশ বুঝানো হয়েছে; কেননা মূল লেখক আরব দেশের অধিবাসী। আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের চাষী-কৃষকরাও এমনটিই করে থাকে। –অনুবাদক)

"হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা! তোমার হাতে একটি শুষ্ক দেশে (অর্থাৎ মরুর দেশে অর্থাৎ আরবদেশে) একটি শুষ্ক বীজ !"

"তবে কি তোমরা যে বীজ বপন কর তার কথা ভেবে দেখেছ? (তাহলে বল) তোমরা কি সে বীজ থেকে ফসল) উৎপন্ন কর নাকি আমি উৎপন্ন করি।"

(৫৬–সূরা ওয়াকেয়াহ্ : আয়াত-৬৩-৬৪)

অন্ধ বাগ্মী বক্তা আব্দুল হামীদ কিশ্‌ক (كِشْك) বক্তৃতা দেয়ার জন্য মিম্বরে (মঞ্চে) উঠলেন। তারপর তাঁর পকেট থেকে এমন একখানি খেজুরের ডাল বের করলেন যাতে প্রাকৃতিকভাবেই সুন্দর হরফে "আল্লাহ– اَللّٰهُ। " শব্দ লিখা ছিল। তারপর তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন–

اُنْظُرْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ * ذَاتِ الْغُصُوْنِ النَّضِرَةْ .

مَنِ الَّذِيْ اَنْبَتَهَا * وَزَانَهَا بِالْخَضِرَةْ .

ذَاكَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ * قُدْرَتُهُ مُقْتَدِرَةْ .

অর্থাৎ "চাহো ঐ শ্যামশাখী তরু পানে,

কে সৃজিয়া তায়, তারে সাজাল সবুজ শোভনে?

তিনি আল্লাহ, প্রকৃষ্ট ক্ষমতার আধার যিনি।"

এ বাণী (হৃদয়গ্রাহী কবিতা) শুনে সমবেত জনতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। [কবি মারূফ রুসাফী এ কবিতাখানি ভিন্নভাবে লিখেছেন (নচেৎ আমরা তা ভিন্নভাবে লিখিত পেয়েছি) যার হৃদয়গ্রাহী বাংলা কবিতায় অনুবাদ (আমি (অনুবাদক) করেছি। এখানে উক্ত আরবী কবিতার ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি, তাই বাংলা ছন্দায়িত অনুবাদও রক্ষা পায়নি।

তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, সারা জগতে তাঁর নির্দশনের ছাপ আছে এবং সকল সৃষ্টিই তাঁকে একক সত্তা, অমুখাপেক্ষী, প্রভু (বা প্রতিপালক) ও উপাস্য হিসেবে ঘোষণা দেয়।

"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এ বিশ্বজগতকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি; (আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি)।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১)

আমাদের প্রভু যে করুণাময় এবং যে ব্যক্তি তওবা করে তার অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন এ কথা জানাও সুখের একটি স্তম্ভ। সুতরাং আল্লাহর এমন দয়াকে আনন্দের সাথে উপভোগ করুন যা আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ‎.

"আর আমার করুণা সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে।

আল্লাহ্‌র দয়া কতইনা বিশাল! একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক মরুবাসী আরব নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিল, যখন তাশাহ্হুদ পড়া শুরু করল তখন সে বলল, "হে আল্লাহ্! আমাকে ও মুহাম্মদকে করুণা করুন এবং আমাদের সাথে অন্য কাউকে করুণা করবেন না।" তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, "তুমি অবশ্যই প্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করে দিলে।"

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ‎.

"এবং তিনি মুমিনদের প্রতি সদা পরম করুণাময়।"

(৩৩–সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-৪৩)

এক যুদ্ধের পর এক মহিলা বন্দী তাঁর সন্তানকে জড়িয়ে ধরে রক্ষা করার জন্য নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে দৌড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম ﷺ বললেন–

اَللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا ‎.

"এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াশীলা আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়াশীল।"

একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে আদেশ করে গেছে যে, তার মৃত দেহকে যেন পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং এর ছাইকে যেন জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ সেগুলোকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আমার বান্দা! তুমি যে কাজ করেছ তা কী উদ্দেশ্যে করেছ?" লোকটি বলল, "হে আমার প্রভু! আমি আপনাকে ভয় করেছি এবং আমার পাপের ভয় করেছি।" তাই তখন আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

"আর যে ব্যক্তি তাঁর প্রভুর সামনে (কিয়ামতের হিসাব দিতে) দাঁড়ানোর ভয় করল ও নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখল। নিশ্চয় জান্নাত হবে তাঁর ঠিকানা।" (৭৯–সূরা আন নাযি'আত : আয়াত- ৪০-৪১)

আল্লাহ্ এক অপচয়কারী লোককে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন যে নাকি নিজের বিষয়ে হিসাব ছাড়া খরচ করত। কিন্তু লোকটি তাওহীদপন্থী (একেশ্বরবাদী) ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করতেন না। আল্লাহ্ লোকটির আমলনামায় কোন নেক আমল খুঁজে পেলেন না। তবে একটি গুণ পেলেন যে, তিনি ব্যবসা করতেন এবং যারা অভাবী ছিল তাদের ঋণ ক্ষমা করে দিতেন। আল্লাহ্ বললেন, "আমি তোমার চেয়ে যোগ্যতর বা উত্তম দয়ালু।" এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিলেন।

"এবং আমি আশা করি যে তিনি প্রতিদান দিবসে (কিয়ামতের দিন) আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।" (২৬–সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৮২)

সহীহ্ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল যে, "আমি এক দণ্ডণীয় অপরাধ করেছি। অতএব, আমাকে শাস্তি দিন।" নবী করীম ﷺ বললেন, "তুমি কি আমাদের সাথে সালাত পড়েছ।" লোকটি বলল, "হ্যাঁ," নবী করীম ﷺ বললেন, "যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

"আর যে ব্যক্তি বদআমল করে বা নিজের প্রতি জুলুম করে অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় পাবে।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১১০)

ঈমানদার ব্যক্তিকে চতুর্দিক থেকে এক অদৃশ্য করুণা ঘিরে রেখেছে। এই অদৃশ্য করুণার মালিক হলেন সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে গুহায় নিরাপদ রেখেছিলেন এবং তিনি আসহাবুল কাহাফকে গুহাতে দয়া করেছিলেন। তিনি ইব্রাহীম (আ)-কে আগুনের প্রভাব থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি মুসা (আ)-কে ডুবে মরা থেকে, নূহ (আ)-কে বন্যা থেকে, ইউসুফ (আ)-কে কূয়া থেকে ও আইয়ুব (আ)-কে রোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

১৭৯. একটুখানি ভেবে দেখুন

উম্মে সালামা (রা) বলেছেন যে, "আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি (যে, তিনি বলেন,) : "যখন কোন মুসলমান বিপদে পড়ে এবং আল্লাহ্ যা তাকে বলতে আদেশ করেছেন তা বলে : "আমরা আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" (এবং এও বলে যে) "হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদে পুরস্কৃত করুন এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিন।" তখন আল্লাহ্ তাঁকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিবেন।"

خَلِيْلِي لَا وَاللّٰهِ مَا مِنْ مُلِمَّةٍ * تَدُوْمُ عَلَى حَيٍّ وَاِنْ هِيَ جَلَّتِ .

فَاِنْ نَزَلَتْ يَوْمًا فَلَا تَخْضَعَنْ لَهَا * وَلَا تُكْثِرِ الشَّكْوٰى اِذَا النَّعْلُ زَلَّتِ .

فَكَمْ مِنْ كَرِيْمٍ قَدْ بُلِيَ بِنَوَائِبَ * فَصَابَرَهَا حَتّٰى مَضَتْ وَاضْمَحَلَّتِ .

وَكَانَتْ عَلَى الْاَيَّامِ نَفْسِيْ عَزِيْزَةً * فَلَمَّا رَاَتْ صَبْرِيْ عَلَى الذُّلِّ ذَلَّتِ .

"হে আমার দোস্ত! আল্লাহর কসম করে বলছি, বিপদ যতই কঠিন হোক না কেন তা কোন প্রাণীর উপর স্থায়ী হয়ে থাকে না। আজ কোন বিপদ হলে তাতে দমে যেও না।

আর পা পিছলে গেলে তাতে অধিক অভিযোগ করো না।

কতইনা মহৎ লোকদেরকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে!

তারা তাতে ধৈর্য ধরেছেন অবশেষে সেসব বিপদাপদ চলে গেছে ও বিলীন হয়ে গেছে।

কতকাল আমার মন (এ দুনিয়ার প্রতি) আসক্ত হয়ে ছিল!

যখন সে দেখল যে আমার ধৈর্য হার মানছে তখন সে দমল।"

১৮০. মহৎ কাজই সুখের উপায়

অন্যদের কল্যাণ হোক এটা যদি আপনি চান তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার জন্য এক মহা পুরস্কার আছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন–

"আমার মাঝে তিনটি গুণ আছে।

প্রথমটি : যখনই বৃষ্টি হয় তখনই আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি। এ নেয়ামতের জন্য আমি খুশি হই, যদিও আমার কোন উট নেই বা কোন ছাগল-বকরী নেই, যা বৃষ্টি থেকে (উৎপন্ন ঘাস খেয়ে) উপকৃত হতে পারে।

দ্বিতীয়টি : আমি যখন কোন ন্যায়বিচারকের কথা শুনি তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি। যদিও তার নিকট আমার কোন বিচার বা অভিযোগ থাকে না।

তৃতীয়টি : যখন আমি কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে পারি তখন আমি চাই যে, আমি যা বুঝি অন্যেরাও তা বুঝুক।"

এসব ক'টি গুণই অন্যের কল্যাণের জন্য এক সত্যিকার আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ্ এর বিপরীত স্বভাবের লোকদের পরিচয়ে বলেছেন–

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"যারা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতার আদেশ করে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে কল্যাণ দান করেছেন তা তারা গোপন রাখে।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৩৭)

১৮২. উপকারী জ্ঞান ও অপকারী জ্ঞান

"আর যাদেরকে ইল্ম ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা বলবে : "সত্যিই তোমরা কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আল্লাহ্র বিধান তক্বদীর অনুসারেই অবস্থান করেছিলে (কিন্তু তোমরা তা জানতে না)।" (৩০-সূরা আর রূম : আয়াত-৫৬)

কিছু জ্ঞান আছে উপকারী ও কিছু জ্ঞান আছে অপকারী। উপকারী জ্ঞানের ফলে ঈমানদারের ঈমান বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে কাফেররা এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করে কোনরূপ উপকার লাভ করতে পারে না। যদিও অর্জিত তথ্য একই তবুও ফলাফল ভিন্ন। আল্লাহ্ তাঁর শত্রুদের সম্বন্ধে বলেন : "তারা শুধু পার্থিব জীবনের বাইরের দৃশ্যটাই জানে বা চিনে। অথচ তারা পরকাল সম্বন্ধে গাফেল।" (৩০-সূরা আর রূম : আয়াত-৭)

"বরং আখেরাত সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই, বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে আছে, বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধ।" (২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-৩০)

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

"ওটাই তাদের বিদ্যার দৌঁড়।" (৫৩-সূরা আন নাজম : আয়াত-৩০)

"(হে মুহাম্মাদ!), আপনি তাদেরকে সে ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দান করেছিলাম, পরে সে সেসব নিদর্শনাবলিকে এড়িয়ে গেল। ফলে শয়তান তার পিছু নিল, আর তাই সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।"

আর আমি যদি চাইতাম তবে তাকে আমি সেসব নিদর্শনাবলি দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়ল ও তাঁর প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব, তার উদাহরণ হলো কুকুরের মতো, যদি আপনি তার উপর বোঝা চাপান তবে সে হাঁপাতে থাকে অথবা যদি আপনি (তার উপর বোঝা না চাপিয়ে) তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবুও সে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপমাও এরূপ। অতএব আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন যাতে করে তারা ভেবে দেখে।"

(৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৭৫ : ১৭৬)

আল্লাহ্ ইহুদীদের সম্বন্ধে ও তাদের সত্য বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন : "যাদের উপর তাওরাতের দায়ভার অর্পণ করা হয়েছিল অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের উপমা হলো পুস্তকের বিশাল বোঝা বহনকারী গাধার মতো। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্ আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল তাদের উপমা কতইনা নিকৃষ্ট!" (সূরা– ৬২ আল জুমআ : আয়াত-৫)

তারা তাওরাতের সত্য বিষয় জানত। তবুও তারা তা মানত না। তারা তাওরাতের কথাকে বিকৃত করত, এতেও যদি কাজ না হতো তবে তারা তাওরাতের কথার অর্থকে বিকৃত করত। যারা জ্ঞানকে এরূপ জঘন্যভাবে ব্যবহার করত তারা কিভাবে সুখ পেতে পারত? এটা (সুখ) অবশ্যই তাদের জন্য সম্ভবপর হলো না, কেননা তারা তাদের সাধ্যমত সর্বদাই সত্যকে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করত। (অর্থাৎ তারা সর্বদা সত্যকে নির্মূল করতে চাইতো বিধায় তাদের জন্য সুখ অসম্ভব ছিল। –অনুবাদক)

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى.

"কিন্তু তারা হেদায়েতকে পছন্দ না করে বরং অন্ধত্বকে পছন্দ করল।"

"এবং তাদের কথা, "আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত" (একথা ঠিক নয়।), বরং তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ্ তাদের অন্তরসমূহের উপরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। সুতরাং অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা কেউই ঈমান আনবে না।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৫৫)

ওয়াশিংটনের কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে হাজার হাজার সম্ভবত মিলিয়ন মিলিয়ন পুস্তক আছে। সেখানে প্রত্যেক শতাব্দী, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তক আছে, অথচ এ মহামূল্যবান লাইব্রেরীর মালিক এমন এক জাতি, যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করে (আরবী পুস্তকে আছে "অস্বীকার" করে। –অনুবাদক) তারা এমন এক জাতি যাদের জ্ঞান এ পার্থিব বা বস্তু জগতের সীমাকে অতিক্রম করে না। যা এ পার্থিব জগতের বাইরে তারা তা শোনে না, দেখে না, অনুভব করে না এবং তারা তা বোঝে না। "এবং আমি তাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের শ্রুতিশক্তি, দর্শনশক্তি ও তাদের হৃদয় তাদের কোন কাজে লাগেনি।" (৪৬–সূরা আল আহ্কাফ : আয়াত-২৬)

সত্য ও কাফেরদের সত্যের প্রতি বিরাগের উপমা হলো, যদিও পানি বিশুদ্ধ ও মিষ্ট তবুও যে পানি পান করছে তার কাছে তা তিক্ত লাগছে (অর্থাৎ রোগের কারণে তার মুখের বা জিহ্বার স্বাদ বিকৃত বা নষ্ট হয়ে গেছে। –বঙ্গানুবাদক)

"আমি তাদেরকে কতইনা স্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম!"

(২–সূরা বাকারা : আয়াত-২১১)

"আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসলেই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিত।" (৬–সূরা আন'আম : আয়াত- ৪)

১৮৩. বুঝে-শুনে ও ভেবেচিন্তে বেশি বেশি পড়াশুনা করুন

বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার লাভ করে ধন্য হতে হলে যা দরকার তা হলো : গবেষক মন, শুভ বুঝ এবং এমন মেধা বা বুদ্ধি যা কারণ ও উদ্দেশ্য তালাশে পৃষ্ঠদেশের তলদেশে গভীরে ডুব দেয়। আর এগুলোই মনের শান্তি এনে দেয়।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا .

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।"

(৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-২৮)

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهِ .

"বরং তারা যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি তারা তা অস্বীকার করেছিল।" (১০–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩৯)

আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তির সাধারণত খোলা মন থাকে এবং তিনি শান্তিতে থাকেন। পাশ্চাত্যের এক গবেষক বলেছেন–

"আমি আমার টেবিলের ড্রয়ারে একটি বড় খাতা রাখি। এ খাতার ওপরে লেখা আছে, "যে সব বোকামি আমি করেছি," সারাদিনে আমি যে সব বোকামি করি আমি এতে তা লিখে রাখি। আমি আমার ভুলসমূহ জেনে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই আমি এ কাজ করি।"

এ বিষয়ে পূর্বেকার মুসলিম আলেমগণ তাকে পিছনে ফেলে গিয়েছেন। তারা যথাযথভাবে তাদের আমলের বিবরণ রাখতেন। "আর আমি আত্ম-তিরস্কারকারী ব্যক্তির শপথ করছি।" (৭৫–সূরা আল কিয়ামাহ : আয়াত-২)

হাসান বসরী (রা) বলেছেন–

"একজন ব্যবসায়ী তার ভাগীদারের হিসাব যেভাবে রাখে একজন মুসলমান তাঁর নিজের হিসাব তার চেয়েও কঠিনভাবে রাখে।"

রবী' ইবনে খুসাইম এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত যা বলতেন তার সবকিছুরই লিখে রাখতেন। যদি তাতে ভালো কথা পেতেন তবে আল্লাহর প্রশংসা করতেন আর যদি তাতে মন্দ কথা পেতেন, তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের (শতাব্দীর) একজন ধার্মিক লোক বলেছেন– "চল্লিশ বছর আগে আমি একটি পাপ করেছি যার জন্য এখনও আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।"

"আর যারা যা দান করার তা দান করে অথচ সে অবস্থায় (আল্লাহর ভয়ে) তাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত থাকে।" (২৩–সূরা মু'মিনূন : আয়াত-৬০)

১৮৪. নিজের হিসাব রাখুন

আপনার নিকট একটি নোটবুক রাখুন এবং এতে আপনার কাজকর্মের বিবরণ লিখে রাখুন। আপনার ব্যক্তিত্বের ও কাজকর্মের ক্ষতিকর বা নেতিবাচক বা অনাকাঙ্ক্ষিত দিকগুলোকে তাতে লিখে রাখুন এবং তা থেকে নিজেকে কিভাবে মুক্ত করবেন তার সমাধানের উপায় নিয়ে পরে ভেবে দেখবেন।

উমর (রা) বলেছেন : "(আল্লাহ) তোমাদের হিসাব নেয়ার আগেই তোমরা তোমাদের নিজেদের হিসাব নাও। এবং কিয়ামতের দিনের মহা প্রদর্শনীর পূর্বে নেক আমল দ্বারা নিজেদেরকে সুসজ্জিত কর।"

১৮৫. তিনটি ভুল

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে তিনটি ভুল সচরাচর করে থাকি সেগুলো হলো–

১. সময় নষ্ট করা। ২. অযথা কথা বলা।

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ .

"অযথা কাজ ত্যাগ করা ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের বা ভালো কাজের একটি।"

৩. তুচ্ছ বিষয়ে আগে থেকেই উদ্বিগ্ন বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। গুজবে কান দেয়া, ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করা ও গল্প গুজব করা হলো তিনটি সাধারণ উদাহরণ। এসব চরিত্রের ফলে বুদ্ধি নষ্ট (রোগ), টেনশন ও জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা দেখা দেয়।

"অতএব আল্লাহ তাদেরকে এ দুনিয়ার প্রতিদান ও পরকালের উত্তম প্রতিদান দিলেন।" (৩–সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৪৮)

"যে আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে (করল) সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্তও হবে না।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৩)

১৮৬. সতর্ক থাকুন, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন

যখন কোন মুসলমান বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা শুরু করে তখন তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে–

তাকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করতে হবে এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। নবী করীম ﷺ-এর তো অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে বেশি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ছিল এবং স্বয়ং আল্লাহও তাঁকে ক্ষমা করতেন তবুও তিনি একবার আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধের সময় বর্ম পরেছিলেন।

"(একবার) এক লোক নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, "আমার উটকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা উচিত নাকি আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত?" নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, "এটাকে বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।"

আপনার লক্ষ্যে পৌছার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিলে এবং একই সাথে আল্লাহর উপর নির্ভর করলে আপনি ইসলামী একত্ববাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে বাস্তবায়িত করলেন বা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পালন করলেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করা হলো ধর্মের অবজ্ঞেয় ভুল বুঝাবুঝি। আর আল্লাহর উপর নির্ভর না করে যথাযথ পদক্ষেপ করার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অভাব। একজন আরব দেশীয় কবি বলেছেন–

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّى بَعْضَ حَاجَتِهِ * وَقَدْ يَكُوْنُ مَعَ الْمُتَعَجِّلِ الزَّلَلُ.

"ধীর স্থির ব্যক্তি তার কিছু প্রয়োজন মেটাতে পারে, পক্ষান্তরে ব্যর্থতা ব্যস্তসমস্ত ব্যক্তির সঙ্গী হয়।"

সতর্ক থাকার মাধ্যমে তক্বদীরের (প্রতি বিশ্বাসের) বিরোধিতা করা হয় না বরং তক্বদীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পালন করা হয়।

وَلْيَتَلَطَّفْ "এবং সে যেন সতর্ক থাকে।" (১৮–সূরা কাহাফ : আয়াত- ১৯)

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ.

"এবং তিনি তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য পোশাক ও যুদ্ধ থেকে রক্ষা করার জন্য বর্ম সৃষ্টি করেছেন।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৮১)

১৮৭. মানুষকে জয় করা

মানুষের ভালোবাসা, সম্মান ও সহমর্মিতা অর্জন করার গুণ সৌভাগ্যের, সাফল্যের, উন্নতির ও সমৃদ্ধির একটি লক্ষণ। নবী ইব্রাহীম (আ) বলেছেন–

وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ.

"এবং পরবর্তী জাতিদের মাঝে আমার জন্য সুখ্যাতি সৃষ্টি করে দিন।"
(২৬–সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৮৪)

মূসা (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন –

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ.

"আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার উপর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম।"

(২০-সূরা ত্বাহা : আয়াত-৩৯)

নিম্নে বর্ণিত দুটি হাদীসের উভয়টিই নির্ভরযোগ্য–

اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ.

"তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।"

"জিব্রাঈল (আ) আকাশবাসীদের মাঝে ঘোষণা দেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাঁকে ভালোবাস। অতএব আসমানের অধিবাসীগণ তাঁকে ভালোবাসে এবং পৃথিবীতে তাঁর জন্য গ্রহণযোগ্যতা মঞ্জুর করা হয়।"

একটি হাসি-খুশি মুখ, সদয় কথা-বার্তা ও সদাচরণ হলো মানুষের মনে নিজেকে অনুগ্রহভাজন করার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায়। আরোও বেশি শক্তিশালী.উপায় হলো কোমলতা, নম্রতা, ভদ্রতা ও সহানুভূতি। এ কারণেই নবী করীম ﷺ বলেছেন–

مَاكَانَ الرِّفْقُ فِيْ شَيْئٍ اِلَّا زَانَهٗ وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا شَانَهٗ.

ভাবার্থ : "যার মাঝে নম্রতা-ভদ্রতা আছে তা সুন্দর। আর যার মাঝে নম্রতা-ভদ্রতা নেই তা কলঙ্কিত।"

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন– مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهٗ

ভাবার্থ : "যে নম্রতা-ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।"

একজন বিজ্ঞলোক বলেছেন– اَلرِّفْقُ يُخْرِجُ الْحَيَّةَ مِنْ حُجْرِهَا

ভাবার্থ : "সহানুভূতি ও কোমলতা সাপকেও তার গর্ত থেকে বের করে আনে।"

অর্থাৎ শত্রুর অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা ও দূর করে দেয়। (–অনুবাদক)

আর পশ্চিমারা বলে, "মধু আহরণ কর কিন্তু মৌচাক ভেঙ্গ না।"

একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে–

اَلْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَّتَضَعُ طَيِّبًا وَّإِذَا وَقَعَتْ عَلٰى عُوْدٍ لَمْ تَكْسِرْهُ.

নবী করীম ﷺ বলেছেন : "মুমিন ব্যক্তি মৌমাছির মতো পবিত্র জিনিস (খাদ্য) খায় ও পবিত্র জিনিস (খাদ্য) উৎপন্ন করে। আর যখন তা (কচি) ডগায় বসে তখন সে তা ভাঙ্গে না।"

১৮৮. ভ্রমণ করুন

নানা জায়গায় ভ্রমণ করা ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করা মনে সুখ বয়ে আনে– একথা আমি এ পুস্তকের প্রথম দিকেও কোন এক অধ্যায়ে বলেছি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, "আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমরা তা দেখ।" (১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-১০১)

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর ও দেখ।"

যে ব্যক্তি ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়বে সে আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য জেনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাবে যদিও উক্ত পুস্তকে কিছু বাড়াবাড়ি আছে। ভ্রমণ ও সৃষ্টির খোলা পুস্তক পাঠের মাধ্যমে ঈমানদারগণ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন– فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ

"অতএব তোমরা স্বাধীনভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-২)

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ـ

"এমনকি যখন তিনি সূর্যাস্তগমনের স্থানে পৌঁছে গেলেন।"

(১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-৮৬)

لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا .

"যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'সাগরের সঙ্গমস্থলে আমি পৌঁছব ততক্ষণ আমি (ভ্রমণ) ছাড়ব না অথবা (উদ্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছতে পারলে) আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।" (১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত-৬০)

১৮৯. তাহাজ্জুদ সালাত পড়ুন

[অর্থাৎ, শেষ রাতে নফল (অতিরিক্ত বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত) সালাত আদায় করুন। –অনুবাদক]

শেষ রাত্রে (যখন কোন মানুষ আপনাকে দেখে না) সালাতে দাঁড়ানো আপনার অন্তরে প্রশান্তি (এনে) দিবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে জেগে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করল, তারপর অযু করে সালাত পড়ল সে চটপটে ও খুশিচিত্ত (পবিত্র চিত্ত) হয়ে গেল।'

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ .

"তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত।" (৫১–সূরা যারিয়াত : আয়াত১৭)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ .

"এবং রাতের কিছু অংশে এর (কুরআন তিলাওয়াতের) মাধ্যমে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করুন, যা আপনার জন্য নফল (অতিরিক্ত)।"

(১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৯)

আবু দাউদ শরীফে একটি সহীহ হাদীসে ইঙ্গিত আছে যে, শেষরাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের মাধ্যমে শরীরের অসুস্থতা দূর হয়ে যায়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"অমুক লোকের মতো হয়ো না যে নাকি রাতে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ত কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়েছে।"

নিচের অংশটুকু আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْكَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ ـ

"আব্দুল্লাহ খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু যদি সে রাতে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ত তবে কতইনা ভালো হত!"

(উপরোক্ত হাদীস দু'টি আরবী পুস্তকে একত্রে একটি হাদীস হিসেবে বর্ণিত আছে ও তার শুরুতে আছে– يَا عَبْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ!....

ধ্বংসশীল বস্তুর জন্য দুঃখ করবেন না : আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্বজগতের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ـ

"তার সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।" (২৮–সূরা কাছাছ : আয়াত ৮৮)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ـ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

"এর উপর (অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে) যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। এবং তোমার মহা প্রতাপশালী ও মহাসম্মানিত প্রভুর সত্তাই শুধু চিরকাল টিকে থাকবেন।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-২৬ : ২৭)

১৯০. জান্নাতই আপনার পুরস্কার

একজন আরব কবি বলেন–

نَفْسِي الَّتِيْ تَمْلِكُ الْاَشْيَاءَ ذَاهِبَةٌ * فَكَيْفَ اَبْكِيْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا ذَهَبَا .

ভাবার্থ : "আমার যে আত্মা সম্পদের মালিক সে নিজেই চলে যাবে, তাহলে যখন কোন কিছু (আমাকে ছেড়ে) চলে যায়, তখন কেন আমি কাঁদব?"

সারা দুনিয়া, এর সব সোনা-রূপা, মান-মর্যাদা, দালান-কোঠা ও ঘর-বাড়ি এক ফোঁটা চোখের পানির সমানও নয়। তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَّلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَّمُتَعَلِّمًا-

ভাবার্থ : "আল্লাহর জিকির ও তার সমর্থক বন্ধু (অন্যান্য নেক আমল), আলেম ও তালেবে এলেম {জ্ঞানী (শিক্ষক) ও শিক্ষার্থী} ছাড়া (গোটা) দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।"

একজন আরব দেশী কবি বলেছেন : (আরবী পুস্তকে আছে, "লবীদ বলেন"।)

وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُوْنَ اِلَّا وَدِيْعَةٌ * وَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ .

ভাবার্থ : "সম্পদ ও পরিবার-পরিজন শুধুমাত্র ঋণস্বরূপ, আর একদিন অবশ্যই সকল আমানত (ঋণ) ফিরিয়ে নেয়া হবে।"

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে পৃথিবীর সকল সম্পদও একে পিছিয়ে দিতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ -

"আর এ পার্থিব জীবনতো শুধুমাত্র খেল-তামাশা।"

(২৯–সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬৪)

হাসান বসরী (রা) বলেছেন : "জান্নাত ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার আশা করো না। বিশেষ করে এ কারণে যে, মুমিনের আত্মার মূল্য খুবই বেশি (এতই বেশি যে, জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা এর মূল্যায়ন হয় না।" –অনুবাদক)

তবুও কিছু লোক তাদের আত্মাকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে দেয়। নিঃস্ব (দেউলিয়া) হওয়া, বাড়ি-গাড়ি ধ্বংস হওয়া নিয়ে যারা বিলাপ করে অথচ তাদের ঈমানের কমতি নিয়ে তাদের পাপের জন্য দুঃখ করে না। তারা শীঘ্রই তাদের জীবনের হাস্যকর দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে পারবে। আর সে বুঝ হবে দুঃখে ভরা এবং যে যতটা ভ্রমে পতিত ছিল তার দুঃখ তত বেশি হবে। এ বিষয়টি খুবই (গভীর) গুরুত্বপূর্ণ কেননা এটি একটি মূল্যবান, নৈতিকতাপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا .

"নিশ্চয় এসব (কাফির) লোকেরা এ পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং একটি গুরুভার, কঠিন কেয়ামতের ও বিচারের দিনকে উপেক্ষা করে!।"
(৭৬–সূরা দাহ্র বা ইন্সান : আয়াত-২৭)

১৯১. সত্যিকার ভালবাসা

প্রকৃত সুখ পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা ব্রত সেই সর্বাপেক্ষা সফল, উন্নত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তি। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ এ ভালোবাসার কথা বলেন– يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"তিনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসবেন এবং তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসবে।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৫৪)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ -

"(হে মুহাম্মদ ﷺ !) আপনি মানবজাতিকে বলে দিন : "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তাহলে

আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

সকলকে জানিয়ে দেয়ার জন্য নবী করীম ﷺ আলী (রা)-এর এমন একটি গুণের কথা সকলের মাঝে ঘোষণা করে দেন যা তাঁর মাথার মুকুট হয়ে আছে; আর তা হলো : {নবী করীম ﷺ আলী (রা) সম্বন্ধে বলেন–}

رَجُلٌ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ .

ভাবার্থ : {আলী (রা)} এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং তাঁকেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।"

নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী কুরআনের সূরা ইখলাসকে ভালোবাসতেন। (সূরার প্রথম আয়াতটি হলো) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"(হে মুহাম্মদ ﷺ !) আপনি (মানুষদেরকে) বলে দিন : তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়।" (১১২–সূরা ইখলাস : আয়াত-১)

তিনি {ঐ সাহাবী (রা)} সালাতের প্রতি রাকাতে এ সূরা তেলাওয়াত করতেন এবং তিনি তার আত্মাকে শান্তি দেয়ার জন্য অন্য সময়েও তিনি সর্বদা এ সূরা পাঠ করতেন। এ কারণে নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছেন–

حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ –

"এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" আমি একজন মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তির (আলেমের) জীবনীতে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো পেয়েছি–

اِذَا كَانَ حُبُّ الْهَائِمِيْنَ مِنَ الْوَرٰى

بِلَيْلٰى وَسَلْمٰى يَسْلُبُ اللُّبَّ وَالْعَقْلاَ .

فَمَاذَا عَسٰى اَنْ يَفْعَلَ الْهَائِمُ الَّذِىْ

سَرٰي قَلْبُهٗ شَوْقًا اِلَى الْعَالَمِ الْاَعْلٰى .

"লায়লা ও সালমার প্রতি (সৃষ্টি) জগতের দিশেহারা প্রেমিকদের ভালোবাসা যখন নাকি জ্ঞান-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়, তখন যে দিশেহারা প্রেমিকের আত্মা প্রেমের টানে উর্ধ্ব জগতে বিচরণ করে সে কি করতে পারে বলে আশা করা যায়?"

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ -

"এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।" (হে মুহাম্মদ ﷺ) আপনি (তাদেরকে) বলুন। "তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দিবেন কেন?" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-১৮)

লায়লীর প্রেমে মজনু শেষ হয়ে গেছে, ধন-সম্পদের মোহে কারুন ধ্বংস হয়ে গেছে, মর্যাদা ও ক্ষমতার মোহে ফেরাউন ধ্বংস হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, হামজা (রা), জাফর (রা) ও হানযালাহ (রা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসাকারী দল ও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাকারী দল –এ দু'দলের মাঝে কতইনা বিস্তর ফারাক!

১৯২. শরীয়ত সহজ

শরীয়ত বা ইসলামী জীবনের বিধানের দু'টি গুণ হলো, তা সহজ ও সুবিধাজনক যা মুমিন ব্যক্তিকে শান্তি দেয়।

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى -

"(হে মুহাম্মদ ﷺ !) আমি আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি।"

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى -

"আর আমি সহজ পথকে (ইসলামকে) আপনার জন্য (আরো) সহজ করে দিব।" (৮৭–সূরা আল আ'লা : আয়াত-৮)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۔

"আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না।"
(২–সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৬)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۔

"আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করে দেননি।" (২২–সূরা মু'মিনূন : আয়াত-৭৮)

"এবং তিনি (মুহাম্মদﷺ) তাদের থেকে তাদের বোঝা ও তাদের উপর যে শৃঙ্খল ছিল তা দূর করবেন।" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৫৭)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًى ۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًى ۔

"অতএব নিশ্চয় কঠোরতার পরে স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কঠোরতার পরে স্বস্তি আছে।" (৯৪–সূরা ইনশিরাহ : আয়াত- ৫-৬)

অর্থাৎ, একটি কঠোরতার সাথে দু'টি স্বস্তি আছে; সুতরাং একটি কঠোরতা দু'টি স্বস্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। [কঠোরতা শব্দটি ال যোগে আছে আর স্বস্তি শব্দটি ال ছাড়া (يُسْرًى) আছে, সুতরাং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে ال যোগে কোন একটি শব্দ বহুবার লেখা হলেও নির্দিষ্ট একটিই বুঝায় আর ال ছাড়া শব্দ একাধিকবার উল্লেখ হলে প্রতিবার একটি একটি করে বুঝায়; এভাবে ال ছাড়া দু'বার উল্লেখিত হওয়াতে দু'টি স্বস্তি (يُسْرًى) বুঝা যায়; পক্ষান্তরে ال সহ দু'বার উল্লেখিত হওয়া সত্ত্বেও দু'টি কঠোরতা (اَلْعُسْرُ) বুঝা যায় না। –অনুবাদক]

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি, তবে আপনি আমাদেরকে (শাস্তি দেয়ার জন্য) পাকড়াও করবেন না।

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ বোঝা চাপিয়েছিলেন আমাদের উপর সেরূপ বোঝা চাপাবেন না।"

হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

আর আমাদেরকে দয়া করুন। আপনিই আমাদের মাওলা (অভিভাবক), অতএব কাফের সম্প্রদায়ের উপর আপনি আমাদেরকে বিজয়ী করুন।"

(২-সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৬)

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"ভুল, বিস্মরণ ও জোর-জবরদস্তির কারণে কৃত পাপ আমার উম্মত থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَّلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ .

"নিশ্চয় এ দ্বীন সহজ, যখন কেউ এ দ্বীনকে অতি কঠিন করে তখন সে নিজেই ব্যর্থ হয় (অর্থাৎ সে এ দ্বীনকে অতি কঠিন বানাতে পারেনা)।"

১৯৩. শান্তির মূলকথা

ডা. হাস্‌সান শামসী পাশা ১৯৯৪ সনের কোন এক সংখ্যায় আহলান-সাহলান নামক পত্রিকায় "দুশ্চিন্তা দূর করার বিশটি উপায়" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নিম্নে তার সারমর্ম দেয়া হলো-

১. আপনার জীবনকাল (অর্থাৎ আয়ু কত বছর তা) নির্ধারিত করা আছে, কেননা সব কিছুই তক্বদীর (পূর্ব নির্ধারিত বিধান) অনুসারেই ঘটে। অতএব সে বিষয়ে (হায়াত নিয়ে) দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

২. আমাদের প্রত্যেকে কতটা পরিমাণ রিযিক গ্রহণ করব তা সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহর নিকটেই। অন্য কেউই সে রিযিকের মালিক নয় বা আপনার থেকে তা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অন্য কারো নেই।

৩. অতীত তার সকল দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চলে গেছে। সমগ্র মানবজাতিও যদি একযোগে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে, তবুও তা ফিরে আসতে পারে না।

৪. ভবিষ্যৎ অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং এখনও তা আসেনি। আপনার অনুমতি বা অনুভূতির প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই এটি এর বিষয়াদি নিয়ে আসে। অতএব এটা সত্যি সত্যি আগমন করার আগেই এটাকে ডেকে আনবেন না।

৫. অন্যের উপকার করলে নিজের মনে শান্তি পাওয়া যায়। একটি ভালো কাজ বা কল্যাণমূলক কাজ দাতাকে গ্রহীতার তুলনায় অনেক বেশি দয়া (রহমত), পুরস্কার ও শান্তি ইত্যাদি বহুবিধ উপকার করে।

৬. মুমিনের একটি মহৎ গুণ হল যে, সে মিথ্যা সমালোচনার ধার ধারে না, কেউ সমালোচনা থেকে বাঁচতে পারে না। এমনকি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, নিখুঁত মহান আল্লাহও না।

(মানুষ আল্লাহ্ তায়ালাকেও গালি দেয়, সুতরাং আপনি কেন মনে করেন যে, আপনাকে কেউ গালি দিবে না, কেউ আপনার সমালোচনা করবে না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব নবীদেরকেও প্রত্যেক জাতি মিথ্যা বলেছে, তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে; এমনভাবে সকল মহামানবরাও একই অবস্থার শিকার হয়েছে। এ বিষয়ে এ পুস্তকে পূর্বে বেশ খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে। –অনুবাদক)

১৯৪. রূপের প্রেমে মুগ্ধ হওয়া থেকে সাবধান!

রূপের প্রেমে পড়া থেকে সাবধান! এ ধরনের প্রেম দুশ্চিন্তা ও চির দুর্দশায় ভরা। এটা একজন মুসলমানের জন্য আশীর্বাদ যে, গানে যে সব প্রচণ্ড ভালোবাসার খবর, অযাচিত ও অবাঞ্ছিত ভালোবাসার খবর অথবা কারো প্রেম বিচ্ছেদের কাহিনী পাওয়া যায় তা থেকে সে দূরে থাকে।

"তবে কি আপনি তাকে দেখেননি যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য প্রভু (ইলাহ্) হিসেবে গ্রহণ করেছে আর (তাই) আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার শ্রুতিশক্তির ওপর ও তার হৃদয়ের ওপর মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার দৃষ্টির উপর আবরণ রেখে দিয়েছেন।"

(৪৫–সূরা জাছিয়াহ : আয়াত-২৩)

নিজেকে তিরস্কার করে এক আরব কবি লিখেছেন–

اَنَا الَّذِىْ جَلَبَ الْمَنِيَّةَ طَرْفَهٗ * فَمَنِ الْمَطَالِبُ وَالْقَتِيْلُ الْقَاتِلَ ـ

"আমিইতো মৃত্যুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, সুতরাং নিহত ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের হত্যাকারী তখন কে দোষী?"

অবশেষে সে (কবি) বুঝতে পারছে যে, সে আবেগতাড়িত প্রেমে পড়েছে এবং এর থেকে বের হতে পারছে না। আর তার দুঃখ-দুর্দশার জন্য সে নিজেই দোষী। তাই সে যে চির দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে তার জন্য সে নিজেকেই দোষারোপ করছে।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ .

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার মনে কুমন্ত্রণা আসে তবে তুমি আল্লাহ্ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ–

"মুত্তাকীদের (খোদাভীরুরদের) মনে যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা আসে তখন নিশ্চয় তারা আল্লাহকে স্মরণ করে আর তখনই তারা (সঠিক পথ) দেখতে পায়।"

ইবনুল কায়্যিম তাঁর "রোগ ও চিকিৎসা" (اَلدَّاءُ وَالدَّوَاءُ) কিতাবে এ বিষয়ের উপর ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন। যেসব কারণে মানুষ মরিয়া হয়ে অদম্য প্রেমে পড়ে তিনি তার কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। নিচে সে সবের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. এমন এক শূন্য হৃদয় যাতে আল্লাহর ভালোবাসা নেই, তাঁর জিকির নেই ও তাঁর ভয় নেই।

২. যথেচ্ছা দৃষ্টিপাত করা। চক্ষু হলো অনুসন্ধানী, যা অন্তরে দুঃখ-কষ্ট বয়ে আনতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

"মুমিনদেরকে বলে দিন যে তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে আনত রাখে।"

(২৪–সূরা নূর : আয়াত-৩৯)

দৃষ্টি হলো শয়তানের একটি তীর। একজন আরব কবি বলেছেন—

وَاَنْتَ مَتٰى اَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا * اِلٰى كُلِّ عَيْنٍ اَتْعَبَتْكَ الْمَنَاظِرُ.

رَاَيْتَ الَّذِيْ لَا كُلَّهٗ اَنْتَ قَادِرٌ * عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهٖ اَنْتَ صَابِرٌ.

"যখন তুমি তোমার দৃষ্টিকে অনুসন্ধানকারীর মতো সকলের চোখের দিকে যথেচ্ছ তাকাতে দিবে, তখন তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি এমন অনেক কিছু দেখবে যার পুরোটা তুমি আয়ত্ত করতে সক্ষম নও এবং যার আংশিক আয়ত্ত করার ধৈর্যও তোমার নেই।

৩. ইবাদতে অবহেলা করা। বিশেষ করে জিকির, দোয়া ও সালাতে।

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

(২৯–সূরা আনকাবূত : আয়াত-৪৫)

এখানে অশ্লীল (اَلْفَحْشَاءُ) কাজ বলতে সকল প্রকার অধৈর্ব যৌন ক্রিয়া ও নির্লজ্জ ও বেহায়া ক্রিয়াকলাপকে বুঝায় এবং নিষিদ্ধ, অপছন্দনীয় ও মন্দ (اَلْمُنْكَرُ) কাজ বলতে কুফুরী, শেরেকী ও সকল প্রকার মন্দ কাজকে বুঝায়।

১৯৫. প্রচণ্ড ও অদম্য প্রেমের কিছু ঔষুধ

"আমি তাঁর থেকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা দূরে রাখার জন্য এরূপ নিদর্শন দেখিয়েছিলাম।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-২৪)

১. অধিকতর একনিষ্ঠ হয়ে আপনার ইবাদতকে উন্নত করার জন্য কঠোর সাধনা করুন।

২. وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ... وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

"আর যে সব নর-নারীরা নিজেদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌনক্রিয়া থেকে) হেফাজত রাখে।" (২৪–সূরা নূর : আয়াত- ৩০-৩১)

আপনার দৃষ্টিকে নত (বা নিচের দিকে) রাখুন।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ

"আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌন ক্রিয়া থেকে) হেফাজত রাখে।"

৩. আপনার প্রেমাস্পদ থেকে দূরে কোথাও চলে যান।

৪. আমলে সালেহ, নেক আমল, পুণ্যকর্ম, সৎকাজ বা ভালোকাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

"নিশ্চয় তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আমাকে আশা ও ভয়ের সাথে ডাকত এবং তারা আমার তরে বিনীত ছিল।" (২১–সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৯০)

৫. বৈধ আমোদ-আহ্লাদ করুন। অর্থাৎ শরীয়তসম্মত আনন্দ-স্ফুর্তি করুন।

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ .

"তাহলে তোমাদের পছন্দনীয় নারীকে বিবাহ কর।" (৪–সূরা নিসা : আয়াত ৩)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا .

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলির একটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও।" (৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-২১)

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ .

"হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ্ করে।

১৯৬. ভ্রাতৃত্বের অধিকার

আপনার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকালে তার প্রিয় নামে তাকে ডাকুন এবং হাসিমুখে তাকে সালাম দিন।

تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ .

"আপনার ভাইয়ের সামনে আপনার হাসিমুখ সদকাতুল্য।"

আপনার সাথে কথা বলতে তাকে উৎসাহ দিন অর্থাৎ তার সম্বন্ধে ও তার জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে তাকে সুযোগ দিন। তাকে তার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন, তবে শুধুমাত্র সেসব বিষয় সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করুন যেগুলো তাকে অপ্রস্তুত ও অপ্রভিত করবে না।

مَنْ لَّمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ .

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন না বা খোঁজ-খবর নেয় না সে তাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলমান নয়)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .

"মুমিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু, সাহায্যকারী, রক্ষাকারী ও অভিভাবক।"

তাকে তিরস্কার বা গালি দিবেন না বা অতীত ভুলের খোঁটা দিবেন না এবং তাকে নিয়ে তামাসা করে তাকে কষ্ট দিবেন না।

لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ .

"আপনার ভাইয়ের সাথে তর্ক করবেন না, তাকে নিয়ে তামাসা করবেন না এবং তাকে ওয়াদা দিয়ে তা ভঙ্গ করবেন না।"

১৯৭. পাপ মার্জনার দু'টি রহস্য

কিছু কিছু বিজ্ঞজন উল্লেখ করেছেন যে–

১. পাপ থেকে তওবা করার পর আত্ম-গরিমা ও কৃত্রিম ধার্মিকভাব দমিত হয়ে যায়।

২. আল্লাহর রহীম (পরম করুণাময়), গফুর (পরম ক্ষমাশীল) ও তাওয়াব (তওবা কবুলকারী) ইত্যাদি নাম ও গুণ তাঁর অন্যান্য নাম ও গুণের তুলনায় পাপ থেকে তওবাকারীর নিকট অধিক অর্থবহ বা কার্যকর বা উপকারী। (অর্থাৎ এসব নামের দোহাই দিয়ে তওবা করলে আল্লাহ পাপ মার্জনা করে দেন। –অনুবাদক)

{(ইংরেজি অনুবাদক অনুরোধ করে বলেন) আপনি এ'দুটি রহস্য জানা সত্ত্বেও যেন পাপ না করেন।}

১৯৮. রিযিক তালাশ করুন কিন্তু লোভ করবেন না

সমস্ত মহিমা ও প্রশংসা স্রষ্টা ও রিযিকদাতারই প্রাপ্য। তিনি কীটকে মাটিতে, মাছকে পানিতে, পাখিকে শূন্যে (আকাশে), পিঁপড়াকে অন্ধকারে এবং সাপকে পাথরের ফাটলে খোরাক দেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী এমন এক দৃশ্য দর্শন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন যা চমৎকার এমনকি আজবও বটে। একটি গাছের আগডালে একটি অন্ধ সাপ বাস করত। একটি পাখি তার ঠোঁটে করে এটির জন্য খাবার নিয়ে আসত। এটি সাপের নিকট এসে একটি (কিচির মিচির) শব্দ করত। এ শব্দ শুনে সাপটি হা করত, আর পাখিটি সাপের (সে হা করা) মুখে খাবার ভরে দিত। সকল মহিমা ও প্রশংসা সে আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি পাখিকে দিয়ে সাপের সাহায্য করালেন।

وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ.

"নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন প্রতিটি পাখিই তোমাদের মত এক একটি উম্মত।" (৬–সূরা আন'আম : আয়াত-৩৮)

মেহরাবের মধ্যে মরিয়ম (আ)-এর নিকট দিন-রাত রিযিক আসত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো–

أَنَّى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"এসব আপনার নিকট কীভাবে আসে?" তিনি উত্তর দিলেন, "এসব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান তাকে অপরিমিত রিযিক দান করেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩৭)

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

"এবং অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা। আমিই তোমাদের ও তাদের রিযিক দিই।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩১)

লোকজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পিতা-পুত্র উভয়েরই রিযিকদাতা হলেন তিনি যিনি জন্ম দেন না এবং (কারো দ্বারা) জাতও নন। অনন্ত অসীম ধন ভাণ্ডারের মালিক নিজেই আপনার (এবং সকলের) রিযিকের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ.

"অতএব আল্লাহ্র নিকট রিযিক চাও এবং তাঁর দাসত্ব (ইবাদত) কর ও তাঁর কৃতজ্ঞতা (শোকরিয়া) আদায় কর।" (২৯–সূরা আনকাবূত : আয়াত-১৭)

وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ.

"এবং তিনিই আমাকে পানাহার করান।" (২৬–সূরা আশ শুয়ারা : আয়াত–৭৯)

১৯৯. একটুখানি ভেবে দেখুন

সালাতের আংশিক গুরুত্ব হলো এই যে, এটি মন থেকে মন্দ অনুভূতিসমূহ (যথা কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি। –অনুবাদক) দূর করে দেয় এবং মনকে শক্তি ও আনন্দে ভরে দেয়। সালাতের সময় হৃদয়-মন আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকে। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়াতে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাঁর সামনে দাঁড়ালে আধ্যাত্মিকতা অনুভব করা যায়।

আর এসব কিছুই সালাতের সময় অনুভব করা যায়। সালাতে (শরীরের) সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আত্মাকেও অবশ্যই সজাগ রাখতে হবে। সালাতের সময় সৌম্যতা ও শান্তি অর্জন করা যায়, যেমন নাকি শত্রু ও সমস্যা থেকে কেউ (কমপক্ষে আত্মিকভাবে) দূরে চলে যায়। (অর্থাৎ শত্রু ও সমস্যা থেকে দূরে চলে গেলে যেমন শান্তি পাওয়া যায় তেমনই সালাতের মধ্যে আত্মিকভাবে ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করে দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি পাওয়া যায় –অনুবাদক)

এভাবে সালাত হৃদরোগের একটি শক্তিশালী ঔষুধ। তবুও কেবলমাত্র যোগ্য আত্মাই সালাত থেকে উপকৃত হয়; পক্ষান্তরে দুর্বল আত্মা শরীরের মতো পার্থিব বস্তু থেকেই তার খোরাক তালাশ করে।

সুতরাং আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত এই উভয় জাহানের কল্যাণ অর্জন করতে সাহায্য করার জন্য সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সালাত পাপ কাজে বাধা দেয়, রোগ প্রতিরোধ করে, আত্মা ও চেহারা উভয়কেই নূরান্বিত (আলোকিত) করে, সালাতীকে কর্মক্ষম করে তোলে এবং ব্যাপক অর্থে যে নাকি সতর্কতার সাথে, যথাযথভাবে ও একনিষ্ঠভাবে সালাত আদায় করে, সালাত তাঁর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

২০০. কল্যাণে ভরপুর এক ধর্ম

ইসলাম ধর্ম মুমিন বান্দাকে বিশাল পরিসরের কল্যাণ ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা এমন সব কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা তাকে সর্বদা সত্যপথে থাকতে উৎসাহ দেয় এবং এমন সব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা আখেরাতের জন্য তার আশাকে বাড়িয়ে তোলে। যেসব আমল গুনাহ মুছে ফেলে (যেমন সালাত) ইসলামে এমন সব আমল অনেক আছে।

যেমন একটি আমলে সালেহ্ বা নেক আমল দুশ গুণ, সাতশত গুণ, এমনকি আরো অনেক অনেক গুণ বেশি বাড়ানো হয়। আরেকটি উদাহরণ হলো দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও যে কোন সংকট, যখনই কোন মুমিন বান্দা কোন সংকটে পড়ে তখনই তার কিছু পাপ মাফ করে দেয়া হয়। মুসিবতের সময় মুমিন বান্দা অন্যান্য মুমিন বান্দাদের দোয়ার দ্বারাও উপকৃত হয়।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا .

"আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা কর তবে তোমরা তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।" (১৬–সূরা নাহল : আয়াত-১৮)

"আর তিনি তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছেন।" (৩১–সূরা লোকমান : আয়াত-২০)

{প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় ইসলামী তাওহীদ (একত্ববাদ) ও স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ইত্যাদিসহ এ পৃথিবীর বৈধ আমোদ-প্রমোদ। অপ্রকাশ্য নেয়ামত বলতে বুঝায় আল্লাহর প্রতি ঈমান, ইলম (জ্ঞান), হেকমত (প্রজ্ঞা), আমলে সালেহ্ করার জন্য পথ-নির্দেশ বা হেদায়েত এবং আখেরাতে জান্নাতের আমোদ-ফুর্তি।}

২০১. ভয় করো না তুমিই বিজয়ী হবে

"ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি বিজয়ী হবে।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৬৮)

নবী মূসা (আ) তিনবার সমস্যায় পড়েছিলেন–

১. যখন তিনি দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত ফেরাউনের দরবারে প্রবেশ করেছিলেন : "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ভয় করি পাছে সে (ফেরাউন) উত্তেজিত হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দেয় বা সীমালঙ্ঘন (জুলুম) করে।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৪৫)

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

"তিনি (আল্লাহ) বললেন, "ভয় করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের দুজনের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৪৬)

"আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি, কথাটি সর্বদা মুসলমানের মনে রাখা উচিৎ।

২. যখন যাদুকররা তাদের জাদুর রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল তখন সর্বশক্তিমান বললেন– لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى

"ভয় করো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৬৮)

৩. যখন ফেরাউন ও সেনাবাহিনী মূসা (আ)-কে ধাওয়া করছিল তখন আল্লাহ বলেছিলেন– اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

"তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর।"

(২৬–সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৬৩)

মূসা (আ) বললেন– كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ

"কখনো না! নিশ্চয় আমার সাথে আমার প্রভু আছেন, তিনি আমাকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন। (২৬–সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৬২)

২০২. চারটি বিষয় হতে দূরে থাকুন

নিম্নোক্ত চারটি বিষয় মনে দুঃখ-কষ্ট আনে; সুতরাং সেগুলিকে পরিহার করুন বা এড়িয়ে চলুন–

১. আল্লাহ্ যা বিধান দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না এবং তাতে রাগ করবেন না।

২. তওবাহীন পাপ (যে পাপ করে পরে তওবা করা হয় না)।

"আপনি (তাদেরকে) বলে দিন।" এ মুসিবত (তোমাদের পাপের কারণে) তোমাদের নিজেদের নিকট থেকেই এসেছে।"

(৩–সূরা ইমরান : আয়াত-১৬৫)

"এটা তোমাদের নিজ হাতে কৃত পাপের কারণেই।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

৩. আল্লাহ্ মানুষকে অনুগ্রহ দান করার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করা।

"আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন তা নিয়ে কি তারা মানুষদেরকে হিংসা করে?" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত– ৫৪)

৪. আল্লাহ্র জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا .

"নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে এক সংকটময় জীবন।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪)

২০৩. যদি শান্তি পেতে চান তবে আপনার প্রভুর মুখাপেক্ষী হোন

আল্লাহ্র বান্দা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্র অভিমুখী হয়েই শান্তি পেতে পারে। তিনি কুরআনে বহু আয়াতে শান্তির কথা বলেছেন–

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

"অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনগণের উপর তাঁর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।" (৪৮–সূরা আল জাছিয়াহ্ : আয়াত-২৬)

"অতঃপর তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।

(৪৮–সূরা আল ফাত্হ : আয়াত-১৮)

প্রশান্তি বলতে বুঝায় প্রশান্ত চিত্ত ও আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুল। প্রশান্তি হলো সন্দেহমুক্ত ঈমানদারদের ভোগকৃত শান্ত বা সৌম্য অবস্থা। (অর্থাৎ প্রশান্তি হলো এক শান্ত-সৌম্য অবস্থা যা সংশয়হীন মুমিনরা ভোগ করে।) আল্লাহর সাথে নিকট সম্বন্ধ বা আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের তরীকা একনিষ্ঠভাবে পালন করা অনুসারেই এ প্রশান্তি ও শান্তি অর্জিত হয়ে থাকে বা অর্জন করা যায়।

"যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।" (১৪–সূরা ইবরাহীম : আয়াত-২৭)

২০৪. সান্ত্বনার দু'টি মহান বাণী

ইমাম আহমদ (র)-কে যখন কঠিন সময়ে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল ও অত্যাচার করা হচ্ছিল তখন তাকে দু'টি কথা বলা হয়েছিল যা তিনি বর্ণনা করেছেন।

মদ পান করার কারণে এক লোককে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল। যখন সে ইমাম আহমদ (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল তখন সে তাঁকে বলেছিল–

"হে আহমদ, দৃঢ় চিত্ত হয়ে থাকুন, কেননা আপনি সত্যের (আরবী কিতাবে আছে– 'সুন্নতের') উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে চাবুকের বাড়ি খাবেন। আর আমি শরাব পান করার কারণে বহুবার চাবুকের বাড়ি খেয়েছি অথচ ধৈর্য ধরেছি।"

(অর্থাৎ আমি অন্যায়ের কারণে শাস্তি পেয়েও ধৈর্য ধরেছি; সুতরাং ন্যায়ের কারণে আপনি শাস্তি পেলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবেন যেন- অনুবাদক।) আর এটিই সে দু'টি কথার প্রথমটি।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ -

"অতএব ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না, তারা যেন আপনাকে বিচলিত না করে।"

(৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-৬০)

"যদি তোমরা যন্ত্রণা ভোগ কর তবে তারাও তো তোমাদের মতো যন্ত্রণা ভোগ করে অথচ তারা যা আশা করতে পারে না তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা (পুরস্কার তথা জান্নাত) আশা করতে পার।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১০৪)

আর দ্বিতীয় বাণীটি হলো– যখন ইমাম আহমদ (র)-কে শিকল পরিয়ে জেলখানায় আনা হচ্ছিল তখন একজন বেদুঈন তাকে দেখে বলেছিল–

"হে আহমদ! ধৈর্য ধরুন কেননা, এ দুর্ঘটনায় যদি আপনার মৃত্যু হয় তবে এ ঘটনার কারণেই আপনি জান্নাতে যাবেন।"

"তাদেরকে তাদের প্রভু নিজের পক্ষ থেকে একটি করুণা, সন্তুষ্টি ও তাদের জন্য অনেক জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে (তাদের জন্য) রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ শান্তি।" (৯–সূরা আনফাল : আয়াত-২১)

২০৫. দুঃখ-কষ্টের কিছু উপকারিতা

কষ্টের কারণে মানুষ বিনীতভাবে তার প্রভুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। কেউ একবার বলেছিলেন, "আল্লাহ্ কতইনা পবিত্র! তিনি (বান্দাকে) কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে দোয়া করান।" বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাঁর কোনও বান্দাকে কোন এক বিষয়ে পরীক্ষা করে ফেরেশতাদেরকে বললেন, "তার কথা (দোয়া, প্রার্থনা, আবেদন) শুনার জন্য এ পরীক্ষা ছিল" অভাব-অনটন ও সংকটের কারণে মনে নম্রতা আসে (আর বিনয়-নম্রতাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। –অনুবাদক)

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ـ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ـ

"বরং মানুষ নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন করে, কেননা, সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখে বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।" (৯৬–সূরা আল আলাক্ব : আয়াত-৬-৭)

দুর্দশাগ্রস্ত লোকদেরকে মানুষেরা সান্ত্বনা দেয় এবং তার বা তাদের জন্য দোয়া করে। এভাবে সংকটের সময় মুমিনরা ভ্রাতৃত্ববোধে দুর্দশাগ্রস্ত লোকের পাশে এসে দাঁড়ায়। একটি মুসিবত বড় আরেকটি মুসিবত থেকে রক্ষা করে বিধায় মসিবতগ্রস্ত লোকের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অধিকন্তু (এ ছাড়া) বিপদাপদের

কারণে অনেক পাপ মোচন হয়। যখন আল্লাহর কোন বান্দা এ বিষয় (কথা)গুলো বুঝতে পারবে তখন সে কৃতজ্ঞ হবে।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"কেবলমাত্র ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় বেহিসাবে দেয়া হবে।" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-১০)

২০৬. বিদ্যা

ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, ইলমের (জ্ঞানের) একটি উপকারিতা এই যে, এটা মন থেকে কুমন্ত্রণাসমূহ দূর করে ও জ্ঞানীকে (আলেমকে) দুশ্চিন্তা ও সমস্যা থেকে মুক্ত করে। এটা বিশেষ করে তার জন্য সত্য যে জ্ঞানকে (ইলমকে) ভালোবাসে, যে নিয়মিত জ্ঞান চর্চা, পড়াশুনা ও গবেষণা করে এবং যে অর্জিত বিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে (আমল করে), তালেবে এলেম (বিদ্যা শিক্ষার্থী) এর উচিত মুখস্ত করা, পড়া, পুনরায় পড়া, (ভুলচুক) খোঁজ করা ও গবেষণা করার মাঝে তার সময়কে ভাগ করে দেয়া।

২০৭. সুখ স্বর্গীয়

(ধনী-দরিদ্রের সাথে সুখের কোন সম্পর্ক নেই)

শ্রমিকরা দিন এনে দিন খায় (উদ্দেশ্য-যে দিনকার আয় সে দিনই খেয়ে শেষ করে) এমনটা দেখা অসাধারণ কিছু নয় (এমনটা প্রায়ই দেখা যায়)। তবুও তাদের অনেকেই সুখী, শান্তিপূর্ণ এবং শক্তিশালী ও প্রশান্ত আত্মার অধিকারী। এর কারণ হলো–তারা এত ব্যস্ত যে তারা গতকাল বা আগামীকাল সম্বন্ধে ভাববার সময় পায় না। তাদের জীবন যাত্রার ধরন তাদেরকে শুধুমাত্র আজকের দিনের মূল্যায়নই শিক্ষা দেয় বা আজকের দিনটির গুরুত্বই বুঝতে দেয়, এ কারণেই তারা অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সুযোগ পায় না।

যারা অট্টালিকায় বাস করে তাদের সাথে এদের তুলনা করে দেখুন। কার্যহীনতা ও অবসর সময় তাদের সমস্যা ও জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা নিয়ে ভাবতে প্রচুর সময় যোগায়। এভাবে তাদের অনেককেই দিন-রাত দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা আক্রান্ত করে।

২০৮. মৃত্যুর পর স্মরণীয় হওয়া দ্বিতীয় জীবন-তুল্য

দ্বিতীয় জীবন পাওয়া এক মহাকল্যাণ। অনেকেই এ দ্বিতীয় জীবন সম্পদের বা পদমর্যাদার বিনিময়ে নয় বরং আমল দ্বারা ক্রয় করেছেন। নবী ইব্রাহীম (আ) তাঁর প্রভুর নিকট দোয়া করেছেন যে, তিনি যেন মানুষের নিকট স্মরণীয় হন এবং মানুষের দোয়া পান। উমর (রা) হারিম ইবনে সিনানের সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "জুহাইর তোমাদেরকে কি দিল আর তোমরা জুহাইরকে কি দিলে?" তারা উত্তর দিল, "সে আমাদের প্রশংসা করল আর আমরা তাকে সম্পদ দিলাম।" উমর (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, তোমরা তাকে যা দিয়েছ তা শেষ হয়ে গেছে আর সে তোমাদেরকে যা দিয়েছে তা (চিরস্থায়ী হয়ে গেল বা) থেকে গেল।

নিচের দোয়া বা প্রার্থনা করুন

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا .

ভাবার্থ : "হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন ভয় দান করুন, যা আমাদের মাঝে এবং আপনার অবাধ্যতার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং এমন আনুগত্য (করার তওফীক্ব) দান করুন, যার অসিলায় আপনি আমাদেরকে আপনার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং এমন এক্বীন (বিশ্বাস) দান করুন, যা দুনিয়ার বিপদাপদকে আমাদের নিকট তুচ্ছ করে দিবে এবং আপনি আমাদেরকে যত কাল জীবিত রাখবেন ততকাল আমাদেরকে

আমাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও শক্তিকে ভোগ করতে (তাওফীক) দিন এবং তাকে আমাদের উত্তরাধিকারী বানান এবং যারা আমাদের উপর জুলুম করেছে তাদের উপর আমাদের প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা করুন এবং যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের উপর (বিজয়ী হতে) আমাদেরকে সাহায্য করুন আর বিপদাপদ দ্বারা আমাদের দ্বীনের (ধর্মের) পরীক্ষা নিবেন না এবং দুনিয়াকে আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও আমাদের বিদ্যার দৌড় (চূড়ান্ত জ্ঞান) বানিয়ে দিবেন না এবং আমাদের পাপের কারণে আমাদের উপর এমন শাসক চাপিয়ে দিবেন না যে আমাদেরকে দয়া করবে না।"

২০৯. ন্যায়পরায়ণ প্রভু

আপনার প্রভু ন্যায়পরায়ণ এ বিষয়ে আপনার দৃঢ় নিশ্চয়তাবোধ থাকা উচিত। মহান আল্লাহ্ একজন মহিলাকে একটি কুকুরের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। আরেকজনকে একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন। প্রথম মহিলাটি বনী ইসরাঈলের একটি বেশ্যা ছিল। (তার জান্নাতে প্রবেশের) কারণ এই যে, সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। (এ কারণে) আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেন। তাঁর নেক আমলের প্রতি একনিষ্ঠতা ও তাঁর আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে এটা ছিল ন্যায়সঙ্গত পুরস্কার। দ্বিতীয় মহিলাটি একটি বিড়ালকে একটি ঘরে বন্দী করে রেখেছিল। সে এটাকে পানাহার করতে দিত না। সে এটাকে বন্দী করে মাঠে-ঘাটে পোকা-মাকড় খাওয়া থেকে বিরত রেখেছিল; তাই আল্লাহ্ তাঁকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

প্রথম মহিলার ঘটনাটি মনে শান্তি যোগায়। কেননা, এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ ছোট-খাট নেক আমলের বদলে বিশাল বিশাল পুরস্কার দেন।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

"অতএব, যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অনুপরিমাণ বদ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে।"

(৯৯–সূরা আয যিল্যাল : আয়াত-৭-৮)

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .

"নিশ্চয় নেক আমলসমূহ বদআমলসমূহকে দূর করে দেয়।"

(১১–সূরা হূদ : আয়াত-১১৪)

অতএব, দুঃখ পীড়িতদেরকে সাহায্য করুন, গরীবদেরকে দান করুন, অত্যাচারিতদেরকে সাহায্য করুন, রোগী দেখতে যান, মৃতের জানাযা পড়ুন, অন্ধকে পথ দেখান, দুর্দশাগ্রস্তদেরকে সান্ত্বনা দিন, পথভ্রষ্টদেরকে পথ-প্রদর্শন করুন এবং মেহমান ও প্রতিবেশী উভয়ের প্রতিই সদয় হোন। এসব কিছুই সদকাতুল্য। এগুলো এমন কাজ যেগুলো শুধুমাত্র আপনার সাহায্য গ্রহীতাকেই সাহায্য করে না, অধিকন্তু আপনাকেও স্বস্তি ও শান্তি দিয়ে সাহায্য করে।

২১০. নিজের ইতিহাস লিখুন

একদিন আমি মক্কার হারাম শরীফে বসা ছিলাম। দিনটি ছিল গুমোট। জোহরের ওয়াক্ত হয়ে আসছিল। এমন সময় আমি একজন বৃদ্ধ মানুষকে জমজমের পানি বিতরণ করতে দেখলাম। তিনি কয়েকটি পেয়ালা ভরে (বাইরে) নিয়ে মানুষদের দিতেন ও তারপর ফিরে এসে একই (ভাবে পেয়ালাগুলো ভরে মানুষের মাঝে পানি বিতরণের) কাজ করতেন। বেশ কিছু সময় যাবৎ তিনি এ কাজ করতে করতে ঘামে ভিজে গেলেন। এ বৃদ্ধ লোকটির বীরত্বব্যঞ্জক ধৈর্য দেখে এবং তাঁর সদয় কাজের প্রতি ভালোবাসা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। যত লোককে তাঁর সাধ্যে কুলিয়েছিল তিনি তত লোককেই একটি (মিষ্টি) হাসি ও এক পেয়ালা পানি দিয়েছিলেন। এতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যদি আল্লাহ কাউকে আমলে সালেহ করার তওফীক দেন, তবে সে তা হাসি মুখেই করে, যদিও তা কষ্টকর কাজ হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করার জন্য আবু বকর (রা) মদীনার রাস্তায় নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন।

মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য হাতেম তাই ক্ষুধা পেটে ঘুমাতেন। মুসলিমদেরকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য আবু উবাইদাহ্ (রা) রাত জেগে পাহারা

দিতেন। রাত্রে যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকত তখন তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য উমর (রা) রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতেন। মহা আকালের বছর জনগণকে খাওয়ানোর জন্য তিনি নিজে না খেয়ে থাকতেন। উহুদের যুদ্ধের সময় আবু তালহা (রা) নবী করীম ﷺ -কে তীর থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের দেহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ইবনে মোবারক (রহ) নিজে রোযা রেখে জনগণের মাঝে খাবার বিতরণ করতেন।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا .

"তারা তাঁর (আল্লাহর) ভালোবাসায় মিস্‌কীন ইয়াতীম ও বন্দীকে খানা খাওয়ায়।" (৭৬ –সূরা আদ দাহ্‌র বা ইন্‌সান : আয়াত-৮)

২১১. মনোযোগের সাথে আল্লাহর কালাম (বাণী) শুনুন

কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং তেলাওয়াত শুনুন। এতে সুখ-শান্তি ও প্রশান্তি পাবেন। নবী করীম ﷺ তাঁর কোন মহান সাহাবীর মুখে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে ভালোবাসতেন। কুরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট শুনার জন্য আপনি প্রতিদিন কয়েক মিনিট বরাদ্দ করতে পারেন। আপনি রাস্তা-ঘাটে, কর্মস্থলে বা অফিসে যে শব্দ শুনেন তা অবশ্যই আপনার বিরক্তি উৎপাদন করে, তাই আপনার প্রভুর কিতাব (পুস্তক) পাঠ করে নিজেকে শান্তি দেয়ার জন্য কিছু সময় বের করুন।

"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ! আল্লাহর জিকিরে অন্তর প্রশান্ত হয়।" (১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-২৮)

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে–

"নবী করীম ﷺ ইবনে মাসউদ (রা)-কে কুরআনের সূরা নিসা পড়তে আদেশ করলেন। তিনি পড়তে থাকলেন আর নবী করীম ﷺ-এর চোখের পানি (তাঁর) গাল বেয়ে পড়তে লাগল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে (এখন তুমি থামতে পার)।"

"(হে মুহাম্মদ ﷺ !) আপনি বলে দিন : 'যদি মানুষেরা ও জ্বীনেরা এই কুরআনের মতো কোন কিছু সৃষ্টি করার জন্য একত্রিত হয় তবুও তারা এর

মতো কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮৮)

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ .

"যদি আমি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি অবশ্যই পাহাড়কে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেতে দেখতে পেতে।" (৫৯–সূরা আল হাশর : আয়াত-২১)

দৈনন্দিন জীবনের কার্যতালিকা মাঝে মাঝে উদাসীন করে তোলে, তাতে খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কোন কিছুর প্রতি যত্ন নেয়া হয় না; এভাবে জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে যেতে হয়। কিন্তু যখন কেউ তার প্রভুর বাণীর দিকে ফিরে আসে তখন সে আরাম ও শান্তি বোধ করে।

এখানে এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, গান নয় বরং আল্লাহর কালামই শান্তি বয়ে আনে। গান হলো তুচ্ছ, বাজে ও নিষিদ্ধ বিকল্প (যা শান্তির আশায় আল্লাহর কালামের বদলে ব্যবহার করা হয়। যেমন খাবারের অভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া হয়-অনুবাদক।) আমাদের নিকট এর চেয়ে ভালো কিছু আছে যা নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ আগমন করেছেন।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .

"এ কুরআনের সামনে পিছনে কোন দিকেই বাতিল আসতে পারে না, এটা সকল প্রশংসার প্রাপক মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।"

(৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-৪২)

تَرٰى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ .

"তুমি তাদের চক্ষুসমূহকে অশ্রুতে ভেসে যেতে দেখবে। কেননা, তারা যে সত্য অনুধাবন করতে পেরেছে।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৮৩)

কেবলমাত্র বোকারাই গানে শান্তি পায়–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَالْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ .

"এবং মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে যে নাকি অজ্ঞতাবশতঃ (মানুষকে) আল্লাহর পথ হতে বিপথে চালিত করার জন্য বেহুদা কথা (যেমন– গান-বাজনা, গল্প-গুজব) ক্রয় করে।" (৩১–সূরা আস সাজদাহ : আয়াত-৬)

২১২. সবাইতো সুখী হতে চায়, কিন্তু,

যে পথে চললে সুখ পাওয়া যায় সে পথে কম লোকই চলে। সুখের পথ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় নিয়ে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে।

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের প্রধান বিষয় বানায় না, সে অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে।

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

"আমি অচিরেই তাদেরকে ক্রমে ক্রমে শাস্তি দিয়ে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলব যে তারা টেরও পাবে না।" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৮২)

২. সুখ লাভের আশায় মানুষেরা বিভিন্ন জটিল ও চাতুরীপূর্ণ পথ অনুসরণ করে। তারা খুব কমই জানে যে, ইসলাম ধর্মে তাদের জন্য একটি সহজতর পথ প্রস্তুত করাই আছে। সে পথ তাদের জন্য সর্বোত্তম ইহজীবন ও পরকাল বয়ে আনবে।

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَايُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا .

"কিন্তু তোমাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল যদি তারা তা (অনুসারে কাজ) করত তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য ভালো হতো এবং (চিত্তের) স্থিরতার জন্য তা দৃঢ়তর হতো।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৬)

৩. এ পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যারা মনে করে যে, তারা ভালো কাজ করছে। কিন্তু আসলে তারা ইহজীবনে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা সত্য ধর্মকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا .

"আর সত্য সত্যই এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই তোমার প্রভুর বাণী পূর্ণ হয়েছে।"

(৬–সূরা আল আন্'আম : আয়াত-১১৫)

২১৩. সুদিনে কৃতজ্ঞ থেকে দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত থাকুন

আরামে, শান্তিতে ও সুস্থ থাকাকালে প্রায়ই প্রার্থনা করুন। মুমিনের চরিত্র হলো যে, সে শোকরগুজার ও পাকা নিয়তকারী (কৃতজ্ঞ ও স্থির সঙ্কল্প)। সে ধনুক তীর থেকে নিক্ষেপ করার আগেই ওটাকে ধার দিয়ে নেয় এবং মুসিবতে পড়ার (দুর্দশাগ্রস্ত হবার) আগেই সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়। এ বিষয়ে মুমিনদের বিপরীত হলো ইতর কাফের ও অবিবেচক (বোকা) মুমিন।

"আর যখন মানুষকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করে তখন সে বিনীতভাবে বা একনিষ্ঠভাবে তার প্রভুকে ডাকে; অতঃপর যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তাকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন সে যে আগে তাঁর নিকট আবেদন করত সে কথা সে ভুলে যায় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়।"

(৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-৮)

অতএব, যদি আমরা সত্যিই নিরাপদ থাকতে চাই তবে আল্লাহর নিকট আবেদন (দোয়া) করায় এবং আল্লাহর প্রশংসায় আমাদেরকে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। স্বাচ্ছন্দ্যের বা সুখের সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হলো (ইমাম হালীমির মতে) : আল্লাহর প্রশংসা করা, তাঁর শোকরিয়া আদায় করা ও তাঁর অগণিত করুণাকে অনুধাবন করা এবং একই সময়ে হেদায়েত ও সাহায্য চাওয়া। আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাওয়াও জরুরি। আল্লাহর যে হক আপনার উপর আছে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তা আপনি কিছুতেই পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন না (এ কারণেই ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া জরুরি। –অনুবাদক)

নিরুদ্বিগ্ন ও নিরাপদ অবস্থায় যে ব্যক্তি সে অধিকার সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকে সে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত লোকদের দলে পড়ে–

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ـ

"আর যখন তারা নৌযানে চড়ে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে খাঁটি করে তাঁকে ডাকে, কিন্তু যখনই তিনি তাদেরকে স্থলভাগে উত্তীর্ণ করেন তখনই তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে।"

(২৯–সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬৫)

২১৪. জান্নাত ও জাহান্নাম

মিতারান্দের শাসনামলে এক ফরাসী মন্ত্রীর আত্মহত্যার খবর বিশ্বব্যাপী সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। আত্মহত্যার পিছনে যে কারণ ছিল তা এই যে, ফরাসী সংবাদপত্রগুলো তার নাম ও সুনামকে কলঙ্কিত করে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এক চরম যুদ্ধ চালিয়েছিল। কোন বিশ্বাস না পেয়ে বা কোন আশ্রয়স্থল না পেয়ে বা কোন সমর্থন না পেয়ে সে তার নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিল। নিজের ধ্বংসের মাঝে আশ্রয়গ্রহণকারী এ হতভাগা লোকটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত স্বর্গীয় সংক্ষিপ্তসার অনুসারে পথপ্রদর্শিত (হেদায়েতপ্রাপ্ত) হয়নি।

"এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে মনে কষ্ট নিবেন না।"

(১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-১২৭)

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلاَّ اَذًى ـ

"সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা কখনই তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً ـ

"আর তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরুন এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলুন।"

তার আত্মহত্যার কারণ এই ছিল যে, সে (সঠিক) পথ হারিয়ে ফেলেছিল ও সত্যের পথ থেকে বহুদূরে ছিল।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ ـ

"যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।"

অনেকে পরামর্শ দেন যে, নিপীড়িত ও দুর্ভাগাদের প্রাকৃতিক ভ্রমণে বের হওয়া, গান শোনা অথবা দাবা-পাশা খেলা উচিত।

কিন্তু ইসলামের অনুসারীগণ আরো কার্যকর ও আরোগ্যকর পন্থার দাবি করেন : তাহলো আযান ও জামায়াতের মাঝে আল্লাহ্‌কে স্মরণ (জিকির) করার জন্য, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য এবং তাঁর স্বর্গীয় বিধানে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য মসজিদে বসা। আর এর গুরুত্ব আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করার সমান।

২১৫. আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিই নি?

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ؕ ـ

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিইনি?"

(৯৪–সূরা আল ইনশিরাহ : আয়াত-১)

নবী করীম ﷺ-এর উপর এমন কিছু বাণী নাযিল হয়েছে যা চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাঁর মন শান্তিতে ছিল এবং তিনি ছিলেন সাহসী। রাসূল ﷺ ছিলেন আশাবাদী ও সহজভাবে তাঁর কাজকর্ম করে যেতেন। তিনি মানুষের মনের মানুষ ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যদিও তিনি (রাসূল ﷺ) জনগণের কাছের মানুষ ছিলেন, সদা হাসি মুখে থাকতেন তবুও সর্বদা তাঁর নিকট মর্যাদা ও সম্মানবোধ ছিল (অর্থাৎ তিনি সর্বদা মর্যাদা ও সম্মানজনকভাবে থাকতেন)। তাঁর চরিত্র ছিল পূর্ণ ও অনুপম।

তিনি অনেক কোমলতা দেখিয়ে শিশুদের সাথে খেলা করতেন এবং পরিদর্শককে প্রকাশ্যে স্বাগতম জানাতেন বা মেহমানকে খোলামনে অভ্যর্থনা করতেন। কেননা, তিনি আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ও দয়ায় সুখী ছিলেন। হতাশা ও ব্যর্থতা তাঁর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। বরং তিনি অনুকূল আশাবাদকে

সমর্থন দিতেন। জাঁক, বড়াই, কৃত্রিমতা, মুনাফেকি, অপচয় ও অসংযম তাঁর নিকট খুবই ঘৃণার বস্তু ছিল। উপরোক্ত সকল চরিত্রের পরম পরাকাষ্ঠা তিনি ছিলেন– একথা সহজেই বলা যায়। সত্যিকার অর্থেই রাসূল ﷺ মহান ছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সত্য বার্তাবাহক, সম্মানজনক মূলনীতির অধিকারী। একটা গোটা জাতির জন্য আদর্শ এবং শিক্ষক, পারিবারিক ও সামাজিক মানুষ এবং বহুগুণের অধিকারী। সংক্ষেপে, তিনি (রাসূল ﷺ) ছিলেন সকল কল্যাণের দিকে পরিচালিত ব্যক্তি।

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ـ

"তাদের উপর যে বোঝা ও শৃঙ্খল ছিল তিনি তাদের থেকে তা সরিয়ে দিবেন।" (৭–সূরা আল আরা'ফ : আয়ত-১৫৭)

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

"সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমতস্বরূপ।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-১০৭)

شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ

"সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর হুকুমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আলো বিচ্ছুরণকারী বাতিস্বরূপ।" (৩৩–সূরা আহযাব : আয়াত-৪৫ : ৪৬)

ইসলামও এর সহজ অনুস্মরণীয় বাণীর বিপরীত হলো খারিজীদের বাড়াবাড়ি, সুফীদের বোকামী ও বাড়াবাড়ি, কবিদের আবেগতাড়িত অদম্য ভালোবাসা এবং ইহজীবন-পূজারীদের অসার দম্ভ।

فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"অতপর, মুমিনরা যে সত্য বিষয়ে মতপার্থক্য করত আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় (বা অনুগ্রহে) তাদেরকে সে বিষয়ে সত্য পথ প্রদর্শন করলেন। আর যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।" (২–সূরা বাকারা : আয়াত-২৩১)

২১৬. ভালো জীবন

একজন পশ্চিমা চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন, "জেলখানায় থেকেও আকাশের পানে তাকানো ও গোলাপের গন্ধ শোঁকা আপনার পক্ষে খুবই সম্ভব। সমৃদ্ধি ও আরাম-আয়েশে ভরপুর প্রাসাদে থেকেও পরিবার ও সম্পদের বিষয়ে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট থাকাও চরমভাবে সম্ভব।

অতএব, সময় ও স্থানভেদে নয়, বরং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই সুখ নির্ধারিত। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল থাকে। এ বিষয়ে অন্তরের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ অন্তরের দিকেই তাকান (অর্থাৎ তিনি অন্তর দেখেন) ও (অন্তরেরই) পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেন। অন্তরে বিশ্বাস থাকলে দেহ-মনে সুখ-শান্তি বিরাজ করবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) একজন সম্মানিত আলেম ও মেধাবী হাদীস সংকলক ছিলেন। তিনি উৎপাদনশীল জীবন যাপন করতেন, তবুও ধনী ছিলেন না। তাঁর পোশাকে বিভিন্ন স্থানে তালি ছিল এবং যখন এটা নতুন করে ছিঁড়ত তখনই তিনি হাতে এটাকে সেলাই করে নিতেন। তিনি মাটির তৈরি তিন-ঘরবিশিষ্ট একটি বাড়িতে থাকতেন। তিনি প্রায়ই শুধুমাত্র এক টুকরো রুটি খেতে পেতেন (আরবী পুস্তকে আছে রুটির সাথে একটু তেলও খেতেন। –অনুবাদক)

তাঁর জীবনী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সতের বছর ধরে একই জুতা পরতেন আর তাতে ফাঁটল দেখা গেলে তিনি নিজ হাতে তাতে প্রায়ই তালি লাগিয়ে নিতেন বা তা সেলাই করে নিতেন। মাসে মাত্র একবার তাঁর পাতে গোস্ত আসত এবং অধিকাংশ দিনই তিনি রোযা রাখতেন। হাদীসের সন্ধানে তিনি বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন। তাঁকে এতসব কষ্ট পোহাতে হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তৃপ্ত, তুষ্ট, স্বচ্ছন্দ, সৌম্য, শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। তাঁর বীরত্বসূচক ধৈর্য, তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর পুরস্কার চাওয়া এবং আখেরাত ও জান্নাতের জন্য তাঁর চেষ্টার কারণেই এসব গুণ সৃষ্টি হয়েছিল।

পক্ষান্তরে তাঁর সময়ের শাসকগণ যেমন– আল-মামুন, আল ওয়াসিক, আল মু'তাসিম ও আল মুতাওয়াক্কিল এরা সবাই প্রাসাদে বাস করত। তারা

সোনা-রূপার ভাণ্ডারের মালিক ছিল; একটা গোটা সেনাবাহিনী তাদের অধীনে ছিল; তারা যা চাইত তা সবই পেত। তাদের সকল পার্থিব সম্পদ সত্ত্বেও তারা অশান্তিতে জীবন-যাপন করত। তারা তাদের জীবনকে উদ্বিগ্নতায় ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ তাদের জীবনে দুর্দশা বয়ে এনেছিল। ইতিহাসের বর্ণনায় আমরা এও পাই যে, তাদের অনেকেই মৃত্যুশয্যায় তাদের অসংযম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝতে পেরে পৃথিবীকে তিক্তভাবে (অশান্তির স্থান বলে) ঘোষণা দিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ হলেন আরেক উদাহরণ : তিনি এ পৃথিবীতে পরিবারহীন, গৃহহীন, সম্পদহীন ও পদমর্যাদাহীন জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর যা ছিল তা হলো কেন্দ্রিয় মসজিদ সংলগ্ন একটি কক্ষ, সারা দিন কাটানোর জন্য এক টুকরো রুটি ও দু'টি জামা, মাঝে মাঝে তিনি মসজিদে ঘুমাতেন। কিন্তু, যেমনটি তিনি নিজেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর অন্তরে তাঁর জান্নাত ছিল, তাঁর হত্যাদেশ ছিল তার জন্য শাহাদাত, কারাবন্দী ছিল শান্তিপূর্ণ নির্জন বাস এবং স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হওয়া ছিল পর্যটক হিসেবে বিদেশ ভ্রমণ। তাঁর অন্তরে কেবলমাত্র ঈমানের বৃক্ষের দৃঢ় শিকড় থাকার কারণেই তাঁর মাঝে এ ধরনের মানসিকতা জন্মাতে পেরেছিল। "এর তেল যেন আলো ছড়ায়, যদিও একে আগুন স্পর্শ করেনি। আলোর উপর আলো! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার নূরের (আলোর) দিকে পথ প্রদর্শন করেন।"

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ـ

"তিনি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন।" (৪৭–সূরা মুহাম্মদ :আয়াত-২)

"আর যারা সৎপথ (হেদায়াত) গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের সৎপথে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাক্বওয়া (খোদাভীতি) দান করেন।" (৪৭–সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৭)

"তুমি তাদের চেহারায় সুখের আভা দেখতে পাবে।"

(৮৩–সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন : আয়াত-২৪)

সাহাবী আবু যর গিফারী (রা) তাঁর সংযমী জীবনযাপন প্রণালীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি শহর ছেড়ে এক বিচ্ছিন্ন এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। (সেখানে) তাঁবু গাড়ার পর তাঁর অধিকাংশ দিন প্রধানত ইবাদত, কুরআন তেলাওয়াত ও গবেষণায় কেটেছে। অধিকাংশ দিন তিনি রোযা রাখতেন। তাঁর পার্থিব সম্পদ বলতে ছিল একটি তাঁবু, কিছু ভেড়া ও অন্যান্য কিছু তুচ্ছ জিনিসপত্র। একবার তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "দুনিয়া কোথায় (অর্থাৎ দুনিয়ার আসবাবপত্র যা অন্যান্য মানুষের আছে তা কোথায়)?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "এ পৃথিবীর যা কিছু আমার দরকার সব আমার ঘরে আছে এবং নবী করীম ﷺ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের সামনে (বিচারের দিনে) এক অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে এবং কেউ সে বাধা অতিক্রম করতে পারবে না, তবে শুধুমাত্র সে পারবে যার বোঝা হালকা।"

নিদারুণ দরিদ্র জীবনযাপন সত্ত্বেও (তিনি মনে করতেন যে) এ পৃথিবীর যা কিছু তার দরকার ছিল, তার সবকিছুই তার ছিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সম্বন্ধে তিনি মনে করতেন যে, এগুলো তাকে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে দিবে এবং শুধুমাত্র তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হবে।

২১৭. তাহলে সুখ কী?

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ .

"এ দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন বিদেশী অথবা পথিক।" (অর্থাৎ বিদেশীর মতো বা পথিকের মতো হাল্কা বোঝা নিয়ে জীবনযাপন কর।)

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের প্রাসাদে, হারুনুর রশীদের সেনাবাহিনীতে, ইবনে জাসসাসের অট্টালিকায়, কারূনের ধনভাণ্ডারে অথবা গোলাপের বাগানে সুখ নেই।

কল্যাণ ও সুখ নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের (রা) ভাগ্যে ছিল, যদিও তারা গরীব ছিলেন এবং কঠিন জীবনযাপন করতেন। ইমাম বুখারী (র)-এর

সুখ ছিল হাদীস সংগ্রহের মাঝে, হাসান বসরীর সুখ ছিল তার সত্যবাদিতার মাঝে, ইমাম শাফীঈ (র)-এর সুখ ছিল তার অনুসিদ্ধান্তের মাঝে, ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদের (র) সুখ ছিল তাদের অন্তদৃষ্টি ও আত্মকৃচ্ছ্রতার (আত্মসংযমের) মাঝে এবং ছাবিত আল-বান্নায়ির সুখ ছিল তাঁর ইবাদতে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لاَيُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلاَ نَصَبٌ وَّلاَ مَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَيَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلاَيَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً اِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ـ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"কেননা, আল্লাহর রাস্তায় তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা হয়, কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেককারী যে পদক্ষেপ তারা নেয় এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা তাদের জন্য আমলে সালেহ্ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমলে সালেহ্কারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১২০)

সুখতো আর টাকার চেক, কেনা গাড়ি বা পাম্প করে উঠানো তেল নয়। সুখ হলো সত্যের উপর থাকার ফলে উৎপন্ন শান্তি, সুখ হলো সুযুক্তিপূর্ণ বিচক্ষণ, নির্ভরযোগ্য ও উপকারী নিয়মনীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করার ফলে অর্জিত মনের শান্তি এবং সুখ হলো ভালো জীবনযাপন করার ফলে সৃষ্ট শান্তভাব।

আমরা ভাবতাম যে, যদি আমরা আরো বড় একটি বাড়ি কিনতাম। আরো জিনিস-পত্র থাকত, যদি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং জীবনকে সহজতর করে এমনসব মেশিন-পত্র কিনতাম, তবে আমরা সুখী ও আনন্দিত হতাম। কিন্তু পরে যখন দেখলাম এ জিনিসগুলোই আমাদের জীবনের দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও সমস্যার কারণ তখন আমরা এতে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ـ

"দুনিয়ার জীবনের যে জাঁকজমক ও সৌন্দর্য তাদের কিছু দলকে পরীক্ষা করার জন্য আমি ভোগ করতে দিয়েছি, আপনি কিছুতেই সেদিকে আপনার চোখদ্বয়কে প্রসারিত করবেন না।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১৩১)

হেদায়েতের বার্তাবাহক মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। আর্থিকভাবে তিনি ছিলেন দরিদ্য; মাঝে মাঝে ক্ষুধা মিটানোর জন্য একটি নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না। এসব সমস্যা, জটিলতা ও কষ্ট সত্ত্বেও রাসূল ﷺ এমন এক অনুপম পর্যায়ের কল্যাণ ও শান্তির জীবনযাপন করতেন, যার প্রসারতা ও বিস্তার মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ . اَلَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ

"আর আমি আপনার থেকে বোঝাকে (দুশ্চিন্তাকে) দূর করে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিল (অর্থাৎ যা আপনার জন্য খুব কষ্টকর ছিল।)"

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا .

"এবং আপনার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ খুবই মহান।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১১৩)

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .

"আল্লাহ্ ভালোই জানেন কাকে তাঁর রিসালাত দিবেন।"

(৬–সূরা আন'আম : আয়াত-১২৪)

একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

"উত্তম চরিত্রই পুণ্য আর তোমার বিবেক যে কাজে বাধা দেয় এবং মানুষ তা জানুক তা তুমি পছন্দ কর না তাই পাপ।"

পুণ্যকর্ম (আমলে সালেহ্) বিবেক ও আত্মা উভয়কেই শান্ত করে বা শান্তি দেয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْبِرُّ طُمَأْنِيْنَةٌ وَالْاِثْمُ رِيْبَةٌ -

"পুণ্যকর্ম হল মনের প্রশান্তি আর পাপ হলো মনের অনিশ্চয়তা (সন্দেহ)।"

পুণ্যকর্মকারী সর্বদা শান্তিতে থাকেন আর পাপী তার চারিদিকে কি হচ্ছে তা নিয়ে সর্বদা সতর্ক ও সন্দেহ প্রবণ।

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ -

"তারা মনে করে প্রতিটি চিৎকারই (শব্দই) তাদের বিরুদ্ধে (উচ্চারিত হচ্ছে)।"

(৬৩–সূরা মুনাফিকূন : আয়াত-৪)

অন্যায় অত্যাচার ও পাপকারী উদ্বিগ্নতা থেকে সন্দেহে এবং অবশেষে বুদ্ধি বৈকল্য (নামক) রোগে ভোগে। এক আরব কবি বলেন–

اِذَا سَاءَفِعْلُ الْمَرْءِ سَائَتْ ظُنُوْنُهٗ * وَصَدَّقَ مَايَعْتَادُهٗ مِنْ تَوَهُّمٍ -

"কেউ মন্দ কাজ করলে সে সন্দেহে ভোগে, আর তার মনে যে কল্পনা আসে সেটাকেই সে বিশ্বাস করে।"

যে সুখ তালাশ করে তার জন্য ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিহার করার মাঝেই স্পষ্ট সমাধান আছে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -

"যারা ঈমান আনে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলে না তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।"

(৬–সূরা আন'আম : আয়াত-৮২)

আত্মিকভাবে সুস্থ মুসলিম হওয়া রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার চেয়েও ভালো (ইংরেজি অনুবাদক এখানে নাম সংক্রান্ত ভুল করেছেন তাই আমি ভাবানুবাদ করলাম। কেননা, এখানে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, পার্থিব বিশাল সম্পদের মালিক হওয়ার চেয়ে মুসলিমের নিকট আত্মার শান্তি বেশি ভালো –অনুবাদক) কেননা, ধর্ম (দ্বীন

ইসলাম) আপনি বেহেশতের বাগানে বসতি গড়া পর্যন্ত আপনার সাথে থাকবে। ক্ষমতা ও পদমর্যাদা শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ -

"নিশ্চয় আমি পৃথিবী ও এর উপর যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আমার নিকটই সব কিছু ফিরিয়ে আনা হবে।" (১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত- ৪০)

২১৮. ভালো কথা তাঁর নিকটই উত্থিত হয়

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে এমন কিছু সুন্দর সুন্দর দোয়া (প্রার্থনা ও মুনাজাত) শিক্ষা দিয়েছেন, যা আকারে ছোট, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ সুদূর-প্রসারী।

আবু বকর (রা) তাঁকে একটি দোয়া শিখিয়ে দেয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট আবেদন করলেন এবং নবী করীম ﷺ বললেন- "বলুন,

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

"হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার প্রতি অনেক জুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না; সুতরাং আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং আপনি আমাকে দয়া দরুন; কেননা নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।""

নবী করীম ﷺ আব্বাস (রা)-কে বলেছেন-

اِسْأَلِ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ -

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও সুস্থতা প্রার্থনা করুন।"

রাসূল ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন– "বলুন,

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ .

"হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।""

রাসূল ﷺ উবাইদ ইবন্ হুছাইনকে (রা) বলেছেন– "বল,

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَقِنِىْ شَرَّنَفْسِىْ .

"হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথের দিকে চালিত করুন এবং আমাকে আমার নিজের (আত্মার) ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।""

তিনি ﷺ সাদ্দাদ ইবনে আউস (রা)-কে বলতে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَشُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ .

ভাবার্থ : "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট (দ্বীনি) কাজে একনিষ্ঠতা চাই। সঠিক পথে থাকার স্থির সংকল্প, দৃঢ়তা ও অটলতা চাই। আপনার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করার তওফীক ও আপনার ইবাদত উত্তমরূপে করার তাওফীক চাই। আপনার নিকট প্রশান্ত চিত্ত ও সত্য কথা বলার জিহ্বা চাই। আপনার অবগত সকল ভালো বিষয় আপনার নিকট চাই। আপনার জানা সকল মন্দ বিষয় হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনার জানা আমার সকল পাপ থেকে আপনার নিকট ক্ষমা চাই। কেননা, আপনি অবশ্যই সকল অজানা (গায়েবি) বিষয় অবগত আছেন।"

উপরোক্ত দোয়াতে যেসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারণার উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে তা হলো– পরকালের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা আল্লাহর নিকট

আমাদের চাওয়া উচিত। আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট আমাদের আকুল আবেদন করা উচিত এবং তাঁর ইবাদত ও তার শোকরিয়া আদায় করার জন্য তাঁর নিকট আমাদের তাওফীক চাওয়া উচিত। এসব ধারণার একটি সর্বসম্মত বা সাধারণ কারণ আছে। তা হলো– আল্লাহর নিকট যা আছে তা আমাদের চাওয়া উচিত আর এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত অর্থাৎ স্বভাবতই বিলীয়মান পার্থিব জিনিসপত্রের প্রতি আমাদের লোভ করা উচিত নয়।

২১৯. তোমার প্রতিপালকের গ্রেপ্তার এমনই

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ، اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

"যে সব শহরের অধিবাসীগণ জালিম আল্লাহ্ যখন সে সব শহরকে পাকড়াও করেন তখন তোমার প্রভুর পাকড়াও এমনই হয়।"

(১১–সূরা হূদ : আয়াত-১০২)

বিভিন্ন কারণে মানুষ হতাশ ও হতভাগা হতে পারে; নিম্নে তার কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো– অন্যের সাথে অন্যায় আচরণ করা, অন্যের অধিকারকে জবর দখল করা এবং মানব জাতির নরম প্রকৃতির লোকদেরকে আঘাত দেয়া। কোন একজন বিজ্ঞ লোক বললেন– "তোমরা (অত্যাচারের) বিরুদ্ধে আল্লাহ ছাড়া যার কোন সাহায্যকারী নেই তাঁকে ভয় কর।"

অত্যাচারীদের প্রচুর তীক্ষ্ণ উদাহরণ সম্বলিত ইতিহাস আমাদের নিকট আছে।

আমের ইবনে তোফায়েল নবী করীম ﷺ-কে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল তাই নবী করীম ﷺ তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। ফলে আমের গ্রন্থিস্ফীতি রোগে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এক ঘণ্টা পরে মারা যায়। আরবাদ ইবনে কায়সের একই রকম চক্রান্ত করার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। আর নবী করীম ﷺ তার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ বজ্রপাত ঘটিয়ে তাকে ও তার বাহন উটকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

হাজ্জাজ সায়ীদ ইবনে যুবাইরকে (রা)-কে হত্যা করার কিছু আগে সায়ীদ ইবনে যুবাইর প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে আর কারো (সাথে অত্যাচার করার) ক্ষমতা দিও না।"

হাজ্জাজের এক হাতে একটি ফোড়া হলো, পরে তা দ্রুত তার সারা গায়ে ছড়িয়ে গেল। তার এত ব্যথা হলো যে সে গরুর মতো (হাম্বা হাম্বা) ডাকতে লাগল। অবশেষে করুণা উদ্রেককর অবস্থায় মারা গেল।

আবু জা'ফর মনসুরের হুমকির কারণে সুফিয়ান সাওরী (রহ) কিছুকাল আত্ম গোপন করে ছিলেন। আবু জা'ফর মক্কায় কা'বার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় সুফিয়ান (রা) কাবার চত্বরে ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর নিকট মরিয়া হয়ে আকুল আবেদন করেছিলেন যাতে আল্লাহর ঘরে আল্লাহ আবু জা'ফরকে প্রবেশ করতে না দেন। মক্কার বহিঃসীমায় পৌঁছার আগেই আবু জা'ফর মারা যায়।

কাজী আহমদ ইবনে আবু দাউদ মু'তাযিলি ইমাম আহমদ (র)-কে কষ্ট দিচ্ছিল। ইমাম আহমদ (র) তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন, তাই আল্লাহ ইবনে আবু দাউদের অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত করে দিলেন। তাকে বলতে শুনা গেছে "আমার শরীরের এক (পক্ষাঘাতহীন) অর্ধাংশে যদি একটি মাছি উড়ে এসে বসে তবে আমার মনে হয় কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। আর বাকি (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) অর্ধাংশকে কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হলেও আমি কোন কিছু অনুভব করতে পারব না"

আলী ইবনে যায়্যাতও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-কে অত্যাচার করেছে। তাই ইমাম আহমদ (র) তাকেও বদদোয়া (অভিশাপ) দেন। কিছু সময় যেতে না যেতেই কেউ একজন তাকে চুলার আগুনে ফেলে ও মাথায় পেরেক ঠুকে অত্যাচার করে মারে।

হামজা বাসিয়ূনী বহু মুসলমানকে জামাল আব্দুন নাসিরের শাসনামলে জেলে রেখে অত্যাচার করে। সে টিটকারি দিয়ে বলত, "কোথায় তোমাদের খোদা? পেলে আমি (তাকেও) জেলখানায় ভরতাম! অত্যাচারীরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে বহু দূরে। একদা সে কায়রো থেকে আলেকজেন্দ্রিয়াতে যাওয়ার সময় একটি লৌহা (রড) বাহী ট্রাক তার টেক্সিটিকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। আর একটি রড তার মাথায় তালু দিয়ে ঢুকে তার নাড়িভুড়িতে ঢুকে যায়।

উদ্ধারকর্মীরা তাকে টুকরো টুকরো না করে তাকে তার টেক্সি থেকে বের করতে পারেনি (তাকে টুক্রো টুকরো করে টেক্সি থেকে বের করা হয়)।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ.

"সে ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে জমিনের বুকে অহংকার করত এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।"

(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৩৯)

"এবং তারা বলত, আমাদের থেকে কে বেশি শক্তিশালী আছে? তারা কি দেখেনি যে, তাদেরকে যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী?" (৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ্ : আয়াত-১৫)

জমিনে কুকর্ম ও অত্যাচার করার জন্য প্রসিদ্ধ আব্দুন নাসিরের সেনাপতি সালাহ্ নসরের ঘটনাও একই রকম। সে দশটি বেদনাদায়ক ও চিরস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হয়। সে বহু বৎসর দুর্দশায় বেঁচেছিল কিন্তু ডাক্তাররা তাকে আরোগ্য করতে পারেনি। অবশেষে সে যে সব নেতাদেরকে কাজে লাগাত তাদের জেলখানাতে বন্দী হয়েই সে অপমানিত হয়ে মারা যায়।

"যারা দেশে দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল। সেখানে তারা অনেক ফেতনা-ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা-গণ্ডগোল) করেছিল। অতএব, তোমার প্রভু তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন।" (৮৯–সূরা আল ফাজর : আয়াত-১১ : ১৩)

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ.

"নিশ্চয় আল্লাহ জালেমকে কিছু সময় দেন। অবশেষে যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তিনি তাকে পালাতে দেন না।"

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন–

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

"অত্যাচারিতের দোয়াকে ভয় কর। কেননা, এ দোয়ার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।"

২২০. মজলুমের দোয়া বা অত্যাচারিতের প্রার্থনা

ইব্রাহীম তামীমী একবার বলেছেন– “যখন কেউ আমার সাথে অন্যায় করে, তখন আমি কোন করুণাময় কাজের মাধ্যমে তার প্রতিদান দিই।”

খোরাসানের এক ধার্মিক লোকের কিছু টাকা চুরি হয়ে গেলে সে কাঁদতে লাগল। ফুযাইল তাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল, “কাঁদছেন কেন? সে উত্তর দিল, “আমার মনে পড়ছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাকে ও চোরকে একত্রিত করবেন এবং তার জন্য আমার মায়া হচ্ছে তাই আমি কাঁদছি।”

এক লোক ইসলামের প্রাথমিক যুগের এক আলেমের গীবত করে। বদলে আলেম লোকটি তাকে খেজুর উপহার দিলেন এবং (কারো প্রশ্নের উত্তরে) বললেন, “তাকে খেজুর উপহার দেয়ার কারণ হলো– সে আমার উপকার করেছে” (গীবত করার কারণে গীবতকারীকে কেয়ামতের দিন আলেম লোকটিকে কিছু সওয়াব দিতে হবে বা আলেম লোকটির কিছু পাপ গীবতকারীকে নিতে হবে। এভাবে গীবত করে গীবতকারী আলেম লোকটির উপকার করেছে)।

২২১. ভালো বন্ধু থাকার গুরুত্ব

মনযোগ দেয়ার মতো, আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগী করে নেয়ার মতো এবং ভালোবাসা বিনিময় করার মতো একজন সাহায্যকারী ও প্রিয় ভাই থাকা প্রত্যেক মুসলমানের প্রয়োজন।

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۙ هٰرُوْنَ اَخِي ۙ اَشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ ۙ
وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ۙ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۙ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۔

“এবং আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিয়োগ দিন। আমার ভাই হারুনকে (নিয়োগ দিন)। তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাকে আমার কাজে শরীক করুন যাতে আমি বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং বেশি করে আপনার জিকির করতে পারি।” (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-২৯-৩৪)

"তারা একে অপরের বন্ধু (রক্ষাকারী, সাহায্যকারী)" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৫১)

"যাঁরা আল্লাহর পথে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করেন, আল্লাহ তাঁদেরকে ভালোবাসেন।" (৬১–সূরা আস সাফ্ফ : আয়াত-৪)

"এবং তিনি তাদের অন্তরের মাঝে প্রীতি স্থাপন করেছেন।"

(৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৬৩)

"মুমিনরা তো শুধুমাত্র ভাই ভাই।" (৪৯–সূরা হুজুরাত : আয়াত-১০)

আমাদের আলোচ্য বিষয়টি এ পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে যথাযথ হয়েছে কেননা, একজন ভালো ও যোগ্য বন্ধু মনে আনন্দ বয়ে আনে।

أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَ لِيْ، اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ، يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلِّيْ.

নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন- "আমার মর্যাদার (ভালবাসার) কারণে যারা একে অপরকে ভালোবাসতো তারা কোথায়? আজকের দিন- যেদিন আমার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই- আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়ায় স্থান দিয়ে ছায়া দিব।"

২২২. ইসলামে নিরাপত্তা অবধারিত

"তাদেরই জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।"

(৬–সূরা আন'আম : আয়াত-৮২)

"যিনি তাদেরকে ক্ষুধার সময় খাবার খাইয়েছেন এবং তাদেরকে ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন।" (১০৬–সূরা কুরাইশ : আয়াত-৪)

"আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ পবিত্র আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠিত করিনি?" (২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৫৭)

"আর যে কেউ এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)

"অতএব, তাকে তার নিরাপদস্থানে বা তাকে তার নিরাপত্তায় পৌঁছিয়ে দাও।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৬)

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

مَنْ بَاتَ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهٖ مُعَافِيًا فِىْ بَدَنِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَزَافِيْرِهَا .

ভাবার্থ : "যে ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্তে সুস্থ শরীরে ও দিবসের খাবার নিয়ে (জোগাড় করে বা খেয়ে) রাত কাটাল (ঘুমাল) সে যেন গোটা দুনিয়ার মালিক হলো।"

আত্মার নিরাপত্তা হলো ঈমান ও সত্যকে নিশ্চিতভাবে জানা। ঘরের নিরাপত্তা হলো লজ্জা ও বিচ্যুতি হতে মুক্ত হওয়া এবং শান্তি ও স্বর্গীয় পথ নির্দেশে (এলাহী হেদায়েতে) ভরপুর হওয়া।

আমাদের জাতির নিরাপত্তা হলো ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও শরীয়তের বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ)। নিরাপত্তার শত্রু হলো ভয়।

"অতএব, সে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সেখানে থেকে পালিয়ে গেল।" (২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-২১)

"সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর।"

(৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৩)

উপরে যে সব ধরনের নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে ভীতদের জন্য বা কাফেরদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই। আল্লাহর কসম এ পার্থিব জীবন কতই না করুণা উদ্রেক কর। যদি আপনি আপনার জীবনের এক দিকে (বিষয়ে) সমৃদ্ধ হন তবে আপনি নিশ্চয় অপরদিকে (বিষয়ে) শোচনীয়। যদি একদিকে সম্পদ আসে তবে আরেক দিকে অসুখ আসে। যদি আপনার শরীর সুস্থ থাকে তবে অন্য কোন সমস্যা দেখা দিবে। আর যখন সব কিছু ভালোভাবে চলছে মনে হয় এবং আপনি চূড়ান্তভাবে স্থির বোধ করেন তখন তো আপনি শবাধারে রক্ষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

নজদের আল আ'শা নামক কবি নবী করীম ﷺ-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে ﷺ কবিতা আবৃতি করে শুনাতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে। আবু

সুফিয়ান (তিনি তখনও মুসলমান হননি) পথে কবির সাথে সাক্ষাত করে তাকে তার উদ্দেশ্য থেকে ফিরাতে ও তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ১০০ (একশত) উট উপহার দেয়ার প্রস্তাব করল। কবি উপহার গ্রহণ করল। যাত্রা ফিরানোর (ফিরে যাওয়ার) জন্য সে যখন নাকি একটি উটে চড়ে বসল, আর এমনিই সেটা ক্ষেপে গিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারল, এতে সে মাথা ভূমিতে রেখে পড়ে গেল এবং আঘাতের ফলে তার ঘাড় মট্‌কে গিয়ে সে মরে গেল। সে দ্বীন-দুনিয়া কোনটা অর্জন না করেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

২২৩. ক্ষণস্থায়ী মর্যাদা

সুখ যদি সত্যিকার হয় তবে এটা অবশ্যই (উপস্থিতির দিক থেকে) স্থায়ী এবং (আকারে) পূর্ণ। সদা বিরাজমান বলতে আমি বুঝাতে চাই যে, এটা কখনও দুশ্চিন্তা দ্বারা বিঘ্নিত করা উচিত নয়। আর এটা দুনিয়া আখেরাত উভয়ের জন্যই বিদ্যমান থাকা উচিত। যখন এটা সমস্যা ও দুশ্চিন্তা দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় বা কমে না যায় তখন এর পূর্ণতা বুঝা যায়।

ইরাকের এক সময়ের রাজা আন্‌'মান ইব্‌নুল মুন্‌জির এক সময় মদ্যপান করার জন্য একটি গাছের নিচে বসেছিল। তিনি আদী ইবনে যায়েদকে এসে তাকে উপদেশ দেয়ার জন্য ডাকলেন। আদী বলল, হে বাদশা! আপনি কি জানেন এ গাছ কী বলে? রাজা বলল, "না, এটা কী বলে?" আদী উত্তর দিলেন (এটা বলে)–

رُبَّ رَكْبٍ قَدْ أَنَاخُوا حَوْلَنَا * يَمْزُجُونَ الْخَمْرَ بِالْمَاءِ الزُّلَالْ .

ثُمَّ صَارُوْا لَعِبَ الدَّهْرِ بِهِمْ * وَكَذَاكَ الدَّهْرُ حَالاً بَعْدَ حَالْ .

ভাবার্থ : "আমার আশে পাশে কত লোকইনা আরাম তালাশ করল, বিশুদ্ধ পানির সাথে মদ মিশিয়ে পান করার জন্য।

অতএব তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে গেল যে, যুগ তাদের সাথে খেলা করতে লাগল (তারা কালের চক্রে পড়ল)। আর যুগ তো এমনই যে, এটা যে সদা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যায়।"

রাজার নিকট যে পরিণতির কথা বর্ণনা হয়েছিল তা শুনে সে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেল এবং সে মদপান ছেড়ে দিল ও মৃত্যু পর্যন্তত শোচনীয় অবস্থায় ছিল।

ইরানের শাহ্ যখন পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২৫০০ (দু'হাজার পাঁচশত) বছর উদ্‌যাপন করল, তখন সে তার রাজত্বের বাইরের অঞ্চলে তার ক্ষমতা বিস্তারের পরিকল্পনা করল। তখন অনতিবিলম্বেই সে ক্ষমতাচ্যুত হলো।

تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ.

"যাকে ইচ্ছা আপনি রাজ্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার থেকে রাজ্য কেড়ে নেন।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-২৬)

তার প্রাসাদ ও তার দুনিয়া থেকে তাকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং সে বহু দূর দেশে নির্বাসিত নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায়। কেউ তার জন্য চোখের পানি ফেলেনি।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ لا وَّزُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ لا وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ.

"কতইনা বাগ-বাগিচা, ঝর্নাধারা, সবুজ-শ্যামল ফসলের মাঠ, সুন্দর-সুন্দর স্থান (সুরম্য প্রাসাদসমূহ) ও ভোগ-বিলাস তারা ফেলে গেছে যেগুলোতে তারা আনন্দ-স্ফূর্তি করত।" (৪৪–সূরা আদ দোখান : আয়াত-২৫ : ২৭)

রুমানিয়ার প্রাক্তন রাজা চসেস্কুরও একই ঘটনা। সে বাইশ বছর শাসন করেছিল এবং তার সত্তর হাজার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিল। কিন্তু অবশেষে তার নিজের লোকেরাই তার প্রাসাদকে ঘিরে ফেলে। তারা তার দেহ থেকে একটি একটি করে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ.

"তখন আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য তার কোন দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করার মতো ছিল না।"

(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৮১)

এভাবে সে মারা গেল কিন্তু তার সাথে কোন পার্থিব সম্পদ নিতে পারল না এবং আখেরাতের সাফল্যের কোন আশাও তার থাকল না।

আরেকটি উদাহরণ হলো ফিলিপিনের প্রাক্তন নেতা মার্কস। সে জনগণের উপর দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে নিজের জন্য সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন করেছে। যখন তাকে তার দেশ, পরিবার ও ক্ষমতা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল, তখন আল্লাহ তাকে একই রকম দুঃখ-কষ্টে ভুগিয়ে ছিলেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় সে লজ্জাজনকভাবে মারা যায়; এমনকি তার নিজের লোকজনরাও তাকে ফিলিপিনে দাফন করতে দেয়নি।

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.

"তিনি কি তাদের চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দেননি?"

(১০৫–সূরা আল ফীল : আয়াত-২)

"সুতরাং আল্লাহ তাকে পাকড়াও করে তার শেষ কথার ও প্রথম কথার শাস্তি দিলেন।" (৭৯–সূরা আন নাযি'আত : আয়াত-২৫)

তার শেষ কথা ছিল–

"আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।" (৭৯–সূরা আন নাযি'আত : আয়াত-২৪)

তার প্রথম কথা ছিল : "হে নেতৃবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য আছে বলে আমার জানা নেই।" (২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৩৮)

অতএব, আমি তাদের প্রত্যেককেই তার পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম (শাস্তি দিয়েছিলাম)।" (২৯–সূরা আন আনকাবুত : আয়াত-৪০)

২২৪. পুণ্যকর্মই সুখী জীবনের মুকুট

সুখ-শান্তি অর্জন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যারা ধর্মীয় ও চমৎকার চমৎকার কাজে ব্যস্ত থাকে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন- أُحْرُصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ .

"যা তোমার উপকার করবে তা করার জন্য আকাঙ্ক্ষা (চেষ্টা) কর এবং (তা করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।"

একজন সাহাবী (রা) জান্নাতে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গী হওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট আবেদন করলে নবী করীম ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন-

أَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سِجْدَةً الاَّرَفَعَكَ بِهَا دَرَجَةً .

ভাবার্থ : বেশি বেশি সেজদা করে আমাকে তোমার সাহায্য করতে সাহায্য কর। কেননা, প্রতিটি সেজদার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি করে মর্তবা বৃদ্ধি করে দিবেন।

আরেকজন সাহাবী (রা) নবী করীম ﷺ-কে আবদার করলেন, তাকে এমন এক আমল শিখিয়ে দিতে যা ব্যাপক কল্যাণকর। নবী করীম ﷺ তাকে বললেন-

لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِاللّٰهِ .

ভাবার্থ : "আল্লাহর জিকিরে যেন তোমার জিহ্বা সদা তরতাজা থাকে।"

তৃতীয় এমন আরেকজন কল্যাণ তালাশীর জবাবে নবী করীম ﷺ বলেছেন-

لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا، وَلاَتَضْرِبَنَّ بِيَدِكَ أَحَدًا وَاِنْ أَحَدٌسَبَّكَ بِمَايَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ، وَلاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ اِنَاءِ الْمُسْتَسْقِى .

ভাবার্থ : "কাউকে গালি দিবে না, তোমার হাত দ্বারা কাউকে মারবে না (আঘাত করবে না) কেউ যদি তোমার কোন দোষ-ক্রটি জানার কারণে তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি তার কোন ক্রটি জানা থাকলেও তাকে গালি দিবে না এবং কোন নেক আমলকে তুচ্ছ মনে করবে না (তা করতে অবহেলা করবে না) যদিও তা তোমার বালতি থেকে তৃষ্ণার্তের পাত্রে পানি ঢালার কাজ হয়।"

وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ -

"এবং তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে তোমরা ত্বরায় ধাবিত হও।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৩)

"নিশ্চয় তারা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করত।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৯০)

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ -

"আর যারা (এ পৃথিবীতে নেক কাজে) অগ্রসর তারা (আখেরাতে জান্নাত প্রাপ্তিতে) অগ্রসর হবে।" (৫৬–সূরা আল ওয়াকেয়াহ : আয়াত-১০)

নেক আমল করার সময় (সুযোগ) হলে তা করতে (কখনও) দেরী করবে না।

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ -

"এবং সে বিষয়ে যেন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে।"

(৮৩–সূরা মুতাফ্ফিফীন : আয়াত-২৬)

উমর (রা) যখন গুপ্তঘাতকের হাতে ছুরির আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর রক্ত দরদর করে গড়িয়ে পড়ছিল, তখন তিনি একজন যুবককে তার লুঙ্গি মাটিতে হেঁচড়াতে দেখে বললেন, "হে ভাতিজা! তোমার কাপড় (লুঙ্গি) উপরে উঠাও। কেননা, এ কাজ অধিকতর দ্বীনি ও তোমার কাপড়ের জন্য অধিকতর পবিত্র কর।" মৃত্যু-যন্ত্রণাকালেও তিনি অন্যদেরকে নেক আমল করার দাওয়াত দিলেন।

"তোমাদের যে (নেক আমল করে) আগে বাড়তে চায় বা (বদ আমল বা পাপ করে) পিছনে পড়তে চায় তার জন্য।" (৭৪–সূরা আল মুদদাছ্ছির : আয়াত-৩৭)

বেশি বেশি ঘুমিয়ে, আরাম তালাশ করে বা আমলে সালেহ্ করতে অনিচ্ছুক হয়ে অবশ্যই সুখ পাওয়া যায় না।

"কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে অভিযোগ পাঠানো পছন্দ করলেন না, তাই তিনি তাদেরকে পিছনে বসিয়ে বিরত রাখলেন এবং তাদেরকে বলা হল, "পিছনে যে সব (মহিলা) মানুষেরা বসে থাকে তাদের সাথে বসে থাক।"

(৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৪৬)

অবহেলিত ও অলসদের যুক্তি হলো-

"এবং তারা বলল, "গরমে অভিযানে বের হয়ো না।" (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৮১)

"(তাদের মতো হয়ো না) যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যখন তারা পৃথিবীতে সফর করে বা যুদ্ধ করে, "যদি তারা আমাদের সাথে থাকত তবে তারা মরত না এবং নিহতও হতো না।" (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৬)

নেক আমলের সময় হলে আমাদের পিছনে বসে থাকা নিষেধ।

"তোমাদের কি হলো যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা মাটিতে নিতম্ব গেড়ে শক্ত করে বসে থাক?" (৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৩৮)

"নিশ্চয় তোমাদের মাঝে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি বা ঢিলেমি করবেই।" (৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৭২)

"কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে থাকল।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৭৬)

" আমি কি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না।"(৫-সূরা মায়িদা : আয়াত- ৩১)

"তা এ জন্য যে তারা দুনিয়ার জিন্দগীকে আখেরাতে ওপর প্রাধান্য দেয় বা অধিকতর ভালোবাসে।" (১৬-সূরা নাহল : আয়াত-১০৭)

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ.

"আর তোমরা পরস্পর তর্ক করবে না, করলে তোমরা মনোবল হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে।" (৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৪৬)

"আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়।"

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪২)

নবী করীম ﷺ বলেছেন – اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ .

হে আল্লাহ! আমি অলসতা থেকে আপনার নিকট পানাহ্ চাই।"

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِىَّ .

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের (কু) প্রবৃত্তিকে দমন করে এবং মৃত্যুর পরে যা ঘটবে তার জন্য আমল করে, আর অক্ষম, দুর্বল ও নির্বোধ ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে (যদিও সে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য কোন নেক আমল করে না) অথচ আল্লাহর ওপরও বৃথা (মিথ্যা) আশা রাখে।

২২৫. চিরস্থায়ী জীবন ও জান্নাত সেখানে, এখানে নয়

আপনি কি যুবক, স্বাস্থ্যবান, ধনী ও অমর থাকতে চান? আপনি যদি এগুলো চান তবে এগুলো আপনি এ পৃথিবীতে পাবেন না তবে যাই হোক, আপনি এগুলো পরকালে (আখেরাত) পেতে পারেন। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীর জন্য দুঃখ কষ্ট ও ক্ষণস্থায়িত্ব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এ দুনিয়াকে তুচ্ছ ও ধোঁকার উপকরণ বলেছেন।

বহুকাল পূর্বে একজন কবি ছিলেন। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময়েই চরম দরিদ্র জীবন যাপন করেছেন। তার যৌবনের সিংহভাগে, তিনি টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা পাননি। তিনি স্ত্রীও চেয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি সে চেষ্টাতেও ব্যর্থ হন। যখন তিনি বৃদ্ধ হলেন তার চুল পেকে (সাদা) হয়ে গেল ও তার হাড় দুর্বল (ভঙ্গুর) হয়ে গেল, তখন তিনি ধনী হলেন। বহু নারীরা তাকে তখন বিয়ে করতে চাইল (তার নিকট বিয়ে বসতে চাইল) এবং তিনি (তখন) আরামে জীবন যাপন করলেন। তার ঘটনার নির্মম পরিহাস হলো এ যে, যখন তিনি সব আরাম উপভোগ করতে সক্ষম ছিলেন তখন তিনি গরীব ছিলেন (তাই আরামের বস্তু জোগাড় করতে

পারেননি ও তা উপভোগ করতে পারেননি) আর যখন তিনি ধনী হলেন তখন তিনি (বার্ধক্যের কারণে) আর জীবনের আনন্দকে উপভোগ করতে পারলেন না। তিনি তার জীবনের শেষ দিকে কবিতার এ চরণগুলো রচনা করেন–

مَاكُنْتُ اَرْجُوْهُ اِذْ كُنْتُ ابْنَ عِشْرِيْنَا * مُلِّكْتُهُ بَعْدَمَا جَاوَزْتُ سَبْعِيْنَا .

تَطُوْفُ بِىْ مِنْ بَنَاتِ التُّرْكِ اَغْزِلَةٌ * مِثْلُ الظِّبَاءِ عَلٰى كُثْبَانٍ يَّبْرِيْنَا .

اَنِيْنُكَ طُوْلَ اللَّيْلِ يُسْهِرُنَا * فَمَا الَّذِىْ تَشْتَكِىْ قُلْتُ الثَّمَانِيْنَا .

১. "বিশ বছরকালে যা চেয়েছিলাম আশি বছরকালে তা পেলাম।

২. এখন আমার চারিধারে রেশমী শাড়ী ও দামী দামী অলংকার পরা তুর্কী নারীরা গান করে।

৩. তারা বলে 'আপনার গোঙানি আমাদেরকে সারা রাত জাগিয়ে রাখে। আপনার কী অসুবিধা? আমি বলি, "আশি বছর।"

"আমি তোমাদেরকে এতটা দীর্ঘ জীবন দেইনি। যাতে যে (ব্যক্তি) উপদেশ চায় সে (ব্যক্তি) যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? এবং তোমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-৩৭)

"আর তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে আমার নিকটে ফিরিয়ে আনা হবে না।"
(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৩৯)

"আর এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।"
(২৯–সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬৪)

اِنَّ مَثَلَ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمُسَافِرٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ ثُمَّ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا .

এ দুনিয়ায় উদাহরণ হলো সে মুসাফিরের মতো, যে নাকি গাছের ছায়ায় খানিক বিশ্রাম করতে বসে। পরে সেখান ছেড়ে চলে যায়।

২২৬. দুনিয়ার হাল-হাকিকত

যে যে পরিমাণ আল্লাহর জিকির করে ও তাঁর কিতাব কুরআন তিলাওয়াত করে সে সে পরিমাণ সুখী হবে। এ মূলনীতিকে ভেবে দেখার পরই কেউ এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

"যদি না (কুফুরিতে) মানুষদের একমত হওয়ার আশংকা থাকত তবে যারা পরম করুণাময়কে অস্বীকার করে তাদের ঘর-বাড়ির জন্য আমি রূপার ছাদ ও যার ওপরে চড়ে তারা ওপরে উঠে সেই সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম। এবং তাদের বাড়ি-ঘরের জন্য দরজা ও যাতে তারা হেলান দেয় সেই পালঙ্ক বানিয়ে দিতাম। এবং স্বর্ণ নির্মিত নানান সৌন্দর্যের উপকরণ ও অলংকারও বানিয়ে দিতাম। আর এসব কিছু তো দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী মাত্র। অথচ আপনার প্রভুর নিকট রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য আখেরাতের (অতি উত্তম) মহাপুরস্কার।" (৪৩–সূরা আয যুখরুফ : আয়াত-৩৩ : ৩৫)

এসব আয়াত পরিষ্কারভাবে পার্থিব পদমর্যাদার ও সামাজিক মানের ক্ষণস্থায়ী (এবং সে কারণেই তুচ্ছ) মূল্যের ঘোষণা দেয়।

যখন আমরা দেখি যে কাফেররা প্রায়ই সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে পক্ষান্তরে মুমিনরা প্রায়ই পার্থিব আমোদ-নিষিদ্ধ জীবন যাপন করে তখন আমাদের একথা বুঝা উচিত নয় যে, এ জীবনই সফলতার মাপকাঠি। পার্থিব আমোদ তো এমন লক্ষণ যা কেবলমাত্র এ পৃথিবীর তুচ্ছ মূল্যেরই ইঙ্গিত করে।

নবী করীম ﷺ-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী উত্‌বা ইবনে গাজওয়ান (রা) এক জুমুআর দিন খুতবা দানকালে নবী করীম ﷺ-এর সাথে অতীতের দিনগুলি কী অবস্থায় কেটেছে তার স্মৃতিচারণ করে জোরে জোরে (উচ্চস্বরে) বলছিলেন, তিনি বলছিলেন কিভাবে নবী করীম ﷺ-এর সাথে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেন, কিভাবে নবী করীম ﷺ-এর ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা খেয়েছেন। তবুও ঐ সাহাবী (রা) সে সব দিনকে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের দিন বলে ঘোষণা দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা দিলেন কিভাবে তিনি (রা) একটি অঞ্চলের শাসক হয়ে নবী করীম ﷺ-এর থেকে বিদায় নিলেন। এবং পার্থিব অবস্থার (মানের) উন্নতি সত্ত্বেও তিনি

(রা) আশ্চর্যবোধ করলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর জীবনের সত্যিকার গুণ কতটা নিচে এসে গেছে!

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) যখন কুফার গভর্নর ছিলেন তখন নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালে তিনি পাগলপারা হয়ে গেলেন। তিনিও নবী করীম ﷺ-এর জীবনকালে (তার সাথে খাদ্যের অভাবে) গাছের পাতা ও মৃত পশুর চামড়া খেয়েছেন, নবী করীম ﷺ-এর সাহচর্যে থাকাকালে তাঁর পুরাতন বাড়ির স্বাদ উপভোগ করার পর তিনি তাঁর নতুন জীবনের প্রাসাদকে সহ্য করতে পারলেন না।

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ -

"এবং নিশ্চয় আখেরাত তোমার জন্য দুনিয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ।"

(৯৩–সূরা আদ দোহা : আয়াত-৪)

অতএব, আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি গোপন রহস্য আছে।– আর তাহলো এ পৃথিবীর তুচ্ছতা জানা। "তারা কি মনে করে যে আমি যে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি বাড়াচ্ছি তাতে তাদের কল্যাণের ব্যাপারে ত্বরান্বিত করছি? তা নয়, বরং তারা তা বুঝে না।"

(২৩–সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-৫৫-৫৬)

উমর (রা) যখন নবী করীম ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি নবী করীম ﷺ পার্শ্ব দেশে খেজুরের চাটাইয়ের দাগ দেখতে পেলেন, যা চাটাইয়ে শোয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি ঘরের দৈন্যদশাও দেখলেন। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু দরদর করে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সকলের আদর্শ ও নেতা আল্লাহর রাসূল ﷺ এমন অবস্থায়!

"আর তারা বলে এ রাসূলের কী হলো যে সে আমাদের মতো বা মানুষের মত খায়-দায় ও বাজারে চলা-ফিরা করে।" (২৫–সূরা ফুরকান : আয়াত-৭)

উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো জানেন যে খসরু ও জার কিভাবে জীবন যাপন করে!

(আপনি তো সেভাবে জাঁকজমকভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। –অনুবাদক)

নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন:-

اَفِيْ شَكٍّ اَنْتَ يَابْنَ الْخَطَّابِ؟ اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ لَنَا الْاٰخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟

"হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহে ভুগছ? আমাদের জন্য আখেরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?"

এটা হলো ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যতা ও সুন্দর বন্টন। অতএব, তারা যদি ডলার, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, দালান-কোঠা ও গাড়ি-ঘোড়ায় সুখ খুঁজে পায় তবে পাক। আল্লাহর কসম নিশ্চয় তারা কখনও সেসব জিনিসের মাঝে তা খুঁজে পাবে না।

"যারা দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য চায় আমি সেখানে তাদেরকে তাদের পুণ্যকর্মফল দিই আর সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। তাদের জন্যই পরকালে (আখেরাতে) দোযখ ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং সেখানে (দুনিয়াতে) তারা যা করেছে তা আখেরাতে বৃথা যাবে ও তারা যা (দুনিয়াতে) করত তা আখেরাতে বাতিল হয়ে যাবে।"

(১১–সূরা হূদ : আয়াত-১৫-১৬)

২২৭. সুখের চাবিকাঠি

যদি আপনি মহান আল্লাহকে চিনেন এবং তাঁর ইবাদত করেন তবে আপনি মাটির তৈরি কুঁড়েঘরে থাকলেও সুখ ও শান্তি পেয়ে থাকবেন।

কিন্তু যদি আপনি সত্য পথ থেকে সরে পড়েন তবে আপনি বিশাল অট্টালিকায় বিলাসবহুল ও আরামের জীবন যাপন করলেও আপনার জীবন সত্যিই চরম দুর্দশাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকেন তবে আপনার নিকট সুখের চাবিকাঠি নেই।

"এবং আমি তাকে এমন এক ধন ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবিসমূহ একদল শক্তিশালী লোক (কষ্ট করে) বহন করত।"

(২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৬-৭)

২২৮. একটুখানি ভেবে দেখুন

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদেরকে (দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ক্ষতি থেকে) রক্ষা করেন।" (২২-সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-৩৮)

এ আয়াতে আল্লাহ্ আমাদেরকে জ্ঞান দান করে আলোকপাত করছেন, আমাদেরকে সতর্ক করছেন এবং আমাদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের ঈমান (বিশ্বাস) অনুপাতেই মন্দ বিষয় দূর করেন। কাফেরদের ক্ষতি, শয়তানের কুমন্ত্রণা তাদের নিজেদের পাপ ও অন্যদের ক্ষতি এসব কিছুকে আল্লাহ প্রকৃত মুমিনদের থেকে ফিরিয়ে রাখেন। যখন তাদের উপর বিপদ আসে, তখন এর বোঝা তাদের থেকে হাল্কা হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুমিনেরই এ ঐশী রক্ষণাবেক্ষণে (এলাহী হেফাজতে) অংশ আছে। তবুও প্রত্যেকের ঈমানের স্তর অনুপাতেই এটা বিভিন্ন রকম হয় : কেউবা কম পাবে, কেউবা বেশি।

ঈমানের একটি ফল এ যে এটা সংকটের সময় মুমিনকে সান্ত্বনা দেয়।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ـ

"আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে (রাখে) আল্লাহ্ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে দেবেন।" (৬৪-সূরা তাগাবুন : আয়াত-১১)

এ আয়াতে সেই সংকটাপন্ন মুমিনের কথা বুঝায়, যে জানে যে এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই লিখিত ছিল। সে সন্তুষ্ট এবং তার জন্য যা পূর্বেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে সে তার প্রতি তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করে। এভাবে সংকটের মারাত্মক আঘাত তার উপর প্রভাব ফেলবে না। কারণ সে জানে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং সে তার ধৈর্যের জন্য পুরস্কৃত হবে।

২২৯. তারা যেভাবে জীবন যাপন করতেন

আসুন পিছনে গিয়ে একটু দেখে নিই কীভাবে নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী জীবন যাপন করতেন। আলী ইবনে আবু তালেব (রা) যিনি নবী করীম ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন (তিনি) একদিন ভোরে তার স্ত্রীকে নিয়ে জেগে উঠলেন এবং খাবার তালাশ করলেন। কিন্তু তাদের নিম্নমানের ঘরে কোন কিছু পাওয়া গেল না। শীতকালের কোন এক কন্‌কনে ঠাণ্ডা দিনে এ ঘটনা ঘটেছিল। তাই আলী (রা) কিছু গরম কাপড় পরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি নগরীর চারিধারে (কাজ) তালাশ করলেন কিন্তু পেলেন না এবং অবশেষে তার এক ইহুদীর কথা মনে পড়ল, যার একটি বাগান ছিল।

আলী (রা) যখন বাগানে পৌঁছলেন তখন ইহুদী বলল, "হে আরবী লোক, এসে আমাকে খেজুর পেড়ে দাও, একটি বড় বালতি পুরিয়ে দিলে তোমাকে একটি খেজুর দিব।" তাই তিনি দীর্ঘ সময় যতক্ষণ না তার হাতে ও শরীরে ব্যথা হতে লাগল ততক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করলেন। তিনি যে সামান্য কয়টি খেজুর উপার্জন করেছিলেন তা নিয়ে তিনি নবী করীম ﷺ-কে সাথে করে খাওয়ার জন্য রাসূল ﷺ-এর নিকট চলে গেলেন। যে ক'টি বেঁচে গিয়েছিল তিনি ও ফাতেমা (রা) সে ক'টিকে বাকী দিনের জন্য রেখে দিলেন। এই ছিল তাদের জীবন। তবুও বস্তুবাদী মানসিকতা সম্পন্ন লোকের নিকট যা বিপরীত মনে হতে পারে তা হল– তাদের ঘর-বাড়ি আলোতে ও সুখে ভরা ছিল।

নবী করীম ﷺ-এর নিকট যে মহান মূলনীতি অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তাদের অন্তর ভরপুর ছিল। তাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক আলোতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করেছেন এবং একই সাথে তারা মিথ্যাকে চিনে তা বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা সত্যের পথে কাজ করেছেন এবং মিথ্যার পথ থেকে বহু দূরে সরে গেছেন। তারা বস্তুর যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন। হামানের মত লোকের সুখ কোথায়? সে তো এখনও অভিশপ্ত।

"(এটাতো) বৃষ্টির পরে উৎপন্ন ফসলের মত, যা কৃষককে মোহিত করে, পরে শুকিয়ে যায় তখন তুমি এটাকে হলুদ দেখতে পাও, তারপর তা খড়কুটো হয়ে যায়।" (৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২০)

সত্যিকার সুখ ছিল বিলাল (রা)-এর, আম্মার (রা)-এর ও সালমান (রা)-এর। বিলাল (রা) ছিলেন সত্যের আহ্বায়ক, সালমান (রা) ছিলেন সত্যবাদী ও আম্মার (রা) ছিলেন দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত।

২৩০. ধৈর্য নিয়ে জ্ঞানীদের বাণী

বলা হয় আনুশের ওয়ান বলেছেন: "এ দুনিয়াতে দুদর্শা দু ধরনের। প্রথম প্রকারের প্রতিকার আছে; দুশ্চিন্তা হলো এর ঔষুধ। আর দ্বিতীয় প্রকারের কোন প্রতিকার নেই; ধৈর্যই এর আরোগ্যকর চিকিৎসা।

বলা হয় যে, "যে ধৈর্য ধরে সে সফল হয়"।

বলা হয়েছে যে, "মৃত্যু তালাশ করে বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা, মৃত্যু তালাশ করার কারণে কত লোকই না বেঁচে আছে। আর বেঁচে থাকতে চাওয়ার কারণে কত লোকই না ধ্বংস হয়ে গেছে। অধিকাংশ সময়ই অনিশ্চিত পথে চলার পরই নিরাপত্তা আসে।"

আরবরা বলত, "নিশ্চয়ই মন্দ কাজেরও ভালো-মন্দ স্তর আছে," আবু উবাইদাহ একথার ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "আপনি যদি কোন সংকটে পড়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন যে আপনি এর চেয়ে আরো অনেক বেশি মন্দ বা খারাপ অবস্থার শিকার হতে পারতেন। আপনার যদি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তবে আপনি আরো ভালোভাবে সংকটের মোকাবিলা করতে পারবেন।"

যখন সকল আশা ভরসা শেষ হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় তখনই সংকট নিরসনের (সমস্যা সমাধানের) উপায় বেরিয়ে আসে (পাওয়া যায়)।

"আমি তাদের নিকট থেকেই তাদের উত্তম আমলগুলো কবুল (গ্রহণ) করি এবং তাদের মন্দ (বদ) আমলগুলোকে আমি উপেক্ষা করি; তারা জান্নাতবাসী হবে। এ সত্য অঙ্গীকারই তাদেরকে দেয়া হতো।"

(৪৬–সূরা আহ্‌কাফ : আয়াত-১৬)

(কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল না তাই) এমনকি রাসূল ﷺ ও হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে (তাদের জাতি কর্তৃক) অস্বীকার করা হলো এমন সময় তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো।"

(১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-১১০)

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

"নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (২-সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৩)

"কেবলমাত্র ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের পুরস্কার পূর্ণমাত্রায় (পুরাপুরি) বেহিসাবে দেয়া হবে।" (৩৯-সূরা যুমার : আয়াত-১০)

মাঝে মাঝে যখন সকল আশা ভরসা শেষ হয়ে যায় এবং সব কিছু অন্ধকার মনে হয়, তখন আল্লাহ্ সফলতা ও শান্তি এনে দেন। আল্লাহর নিকট আশা করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর ও বিশ্বাস করার জন্য এবং কখনও তাঁর সাহায্যের আশা ত্যাগ না করার জন্যই এমনটি হয় (আল্লাহ্ করেন)। বিপদগ্রস্ত অবস্থায়ও প্রত্যেকের এ কথা জেনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে, সে ছোট খাট বিপদাক্রান্ত হয়েছে এবং বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ইছহাক্ব (নামে এক আবেদ লোক) বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে বিপদগ্রস্ত করে পরে তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন, তখন সম্ভবত তিনি তাকে (সে বিপদ দ্বারা) পরীক্ষা করেন। এভাবে বিপদাপদ (ছদ্মবেশে) এক মহাকল্যাণ।"

বলা হয়েছে যে, যে কষ্ট সহ্য করে এবং ধৈর্যশীল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তাহলে সে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার কোন গোপন কল্যাণ হবে।

কোন কোন খ্রিস্টান বর্ণনা করেছে যে, তাদের কোন নবী বলেছেন,

"কষ্ট হলো আল্লাহ্ পক্ষ থেকে শিক্ষাদান আর শিক্ষাদান সব সময়ের জন্য নয়। অতএব, যখন কাউকে শিক্ষাদান করা হয় ও সে ধৈর্য ধরে তার জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে। এমন লোককে এমন মুকুট পরানো হবে যা হবে উত্তরণ ও বিজয়ের প্রতীক। এমন বিজয়, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর আনুগত্য করে।"

(আবেদ) ইছহাক্ব আরো বলেছেন- "যদি তুমি কোন সংকটের ধারালো থাবায় ধরা পড় তবে অভিযোগ করা থেকে সাবধান থেকো। কেননা নিরাপত্তার উপায় হলো কঠিন পথে চলা।"

২৩১. আশাপ্রদ মনোভাবের গুরুত্ব

একজন লেখক যথার্থই বলেছেন, "আশা মানুষকে নিশ্চয় ধৈর্য ধরতে সাহায্য করে এবং ধৈর্যের পথে পরিচালিত করে। আল্লাহর সম্বন্ধে সুধারণা থেকেই আশার সঞ্চার হয়। আল্লাহর নিকট আশা ব্যর্থতার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করে। কিন্তু কেন আমাদেরকে এতটা নিশ্চিত হতে হবে যে- আশা ব্যর্থতার সম্ভাবনাকে বাধা দেয়? আবার যদি মহামানবদের চরিত্র নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করতাম তবে আমরা দেখতাম যে- যারা সাহায্যের জন্য তাদের শরণাপন্ন হতে তাদের কথা খুব ভালো করে ভাবত, তারা তাদের বিশেষ যত্ন নিত। যারা তাদের অশুভ কামনা করত তারা তাদেরকে এড়িয়ে চলার প্রবণতাও দেখাত। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো- যারা সাহায্যের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করত তারা তাদেরকে আশাহত করত না। (সাহায্য প্রার্থীদেরকে তারা সাহায্য না দিয়ে ফিরিয়ে দিত না বরং তারা তাদেরকে সাহায্য করত। -অনুবাদক) (এই যদি মানুষের অবস্থা হয়) তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালুর অবস্থা কেমন, যার রাজ্য সামান্যতমও কমে না যখন কোন আশাবাদী প্রথমত তাঁর নিকট আশা করে আর তখন তিনি তাকে তার আশার চেয়েও বেশি দান দেবেন।"

একলোক জটিল-কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি (অবশেষে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার পর) আল্লাহর এক বান্দার প্রতি (তার নিজের প্রতি অর্থাৎ 'এক বান্দা' বর্ণনাকারী নিজেই) তাঁর (আল্লাহর) সর্বাপেক্ষা মর্মভেদী উদারতা, বদান্যতা ও পথ-নির্দেশ প্রদর্শনের বর্ণনা দেন। সাহায্যের জন্য তিনি যাদের কাছে গিয়েছিলেন তাদের সকলের নিকট তার সব আশা হারানোর পর তিনি ভাবতে বাধ্য হলেন যে, একটি দরজা খোলা আছে এবং একমাত্র মহান আল্লাহ্ ছাড়া তার অন্য কারো কাছে আশা করা উচিত নয়। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রথমত আল্লাহর নিকট আশা না করার কারণে তাকে সংশোধন করার জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য ও শান্তি আসল।

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে ছাড়া তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের মতই (আল্লাহর) বান্দা। অতএব, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তারা যাতে তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয় এজন্য তাদেরকে আহ্বান করে দেখ (তারা সাড়া দেয় কি-না) (যদি আহ্বান কর তবে দেখবে যে তারা সাড়া দিতে পারে না)।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৯৪)

২৩২. ধৈর্য নিয়ে কিছু কথা

বর্ণিত আছে যে, ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন : "ঈমান ও পরিতৃপ্তি থেকেই শান্তি ও সাহায্য আসে। সন্দেহ ও ক্রোধ থেকে দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও দুঃখ-কষ্ট আসে।"

তিনি আরো বলতেন–
"ধৈর্যশীল সর্বোত্তম লক্ষ্য অর্জন করে।"

আব্বান ইবনে তাগলাব বলেছেন–
"আমি এক মরুবাসী আরবকে বলতে শুনলাম যে সে বলছে, 'যখন কেউ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে তখন সর্বাপেক্ষা মহত্তম একটি গুণ প্রকাশিত হয়; তার ধৈর্য ও আশা তার উপর আশাপ্রদ (বঞ্চিত ও কাঙ্খিত) প্রভাবে ফেলে; এ যেন সে সদা নিজেকে সমস্যা থেকে রক্ষিত হতে দেখে; আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর সম্বন্ধে তার সুধারণার কারণে তার মানসিক অবস্থা এতটাই উচ্চমাত্রায় আশাপ্রদ (ও বাঞ্ছিত)।

যখন কারো এসব গুণ থাকে তখন আল্লাহ্ তার হাজত (প্রয়োজন) পূর্ণ করে দিবেন ও তার জীবন থেকে সংকট (দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটন ও সমস্যা) দূর করে দিবেন এ জন্য তাকে কখনও দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় না। তিনি নিরাপদ থাকবেন এবং তার ধর্ম ও সম্মানও নিরাপদ থাকবে।"

আল আসমায়ী বর্ণনা করেন যে, এক মরুবাসী আরব বলেছেন : "যখন আপনি নিজেকে ভালো অবস্থায় পান তখন আপনি ক্ষতির আশংকা করুন।

যখন আপনি মন্দ অবস্থায় থাকেন তখন ভালোর আশা করুন। যারা মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করেছে এমন অনেকেই বেঁচে গেছেন আর যারা বাঁচতে চেয়েছে এমন অনেকেই মরে গেছে। ভয়ঙ্কর পথে চলার পরই অধিকাংশ সময় নিরাপত্তা আসে।”

কোন একজন জ্ঞানী লোক বলতেন : “জ্ঞানী ব্যক্তি সংকটে পড়লে নিজেকে দু'ভাবে সান্ত্বনা দেন। প্রথমটি হলো– পরিতৃপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো- তার উপর যে মুসিবত এসেছে তা থেকে নিষ্কৃতির উপায়ের আশায় থাকা। মূর্খ লোক সংকটের সময় দুভাবে বিচলিত ও ভীত হয়। প্রথমটি হলো– যে সব লোকের কাছে সে সাহায্য চায় তাদের সংখ্যা। দ্বিতীয়টি হলো– তার উপর যে মুসিবত এসেছে তার চেয়ে আরো মন্দ অবস্থা সম্বন্ধে তার সদা ভয় ও আশংকা। ”

এবং আমি পূর্বে যেমনটি উল্লেখ করেছি, বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কঠিন সমস্যার মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দেন। এমন শিক্ষা যা অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুকে উন্মুক্ত করে। আল হাছান ইবনে সাহ্‌ল বিপদাপদকে ভুলো মন লোকদের জন্য জাগরণী আহ্বান, ধৈর্যশীল লোকদের জন্য পুরস্কার লাভের উপায় এবং প্রত্যেকের জন্য কল্যাণের স্মারক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং আল্লাহর বিধান সর্বদাই উত্তম, বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা তাদের বীরত্বের মাধ্যমে মৃত্যু তালাশ করছে মনে হয়– যারা স্মরণীয় জীবন তালাশ করেছে এবং যারা তাদের মতো নয় যাদের বর্ণনা নিচের আয়াতে দেয়া হয়েছে–

“যারা তাদের (নিহত) ভাইয়ের সম্বন্ধে বলল– {অথচ তারা (ঘরে) বসেছিল।} যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত {আমাদের (কথা) মতো ঘরে বসে থাকত} তবে তারা মরত না।” (মুহাম্মদ ﷺ) আপনি বলে দিন, “যদি তোমরা সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে তোমরা তোমাদের থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দাও।”” (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৮)

২৩৩. খানিক ভাবুন

اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ.

"তোমরা যদি কষ্ট ভোগ করতে থাক তবে তারাও তো তোমাদের মতো কষ্ট ভোগ করছে, অথচ তারা যা আশা করতে পারে না তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে তা (জান্নাত) আশা করতে পার।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৬৪)

ঈমানদারদের জান্নাত প্রাপ্তির কারণ এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সত্যিকারের ঈমানদার যখন দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন তাদের উচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য থাকে। সত্যিকার ঈমানদারের মাঝে যে সব গুণ পাওয়া যায় তা হলো ধৈর্য, অধ্যবসায়, অটলতা, সৌম্যতা এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের খাঁটি ইচ্ছা। মা'কাল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেন যে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

يَقُوْلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَاْ قَلْبَكَ غِنًى اَمْلَاْ يَدَيْكَ رِزْقًا يَابْنَ اٰدَمَ لَاتَبَاعَدْ مِنِّىْ فَاَمْلَاْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَّاَمْلَاْ يَدَيْكَ شُغْلًا.

ভাবার্থ : তোমাদের মোবারক, মহান প্রভু বলেন, "হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে সময় ব্যয় কর, তাহলে আমি তোমাদের অন্তরকে সম্পদে ভরে দিব ও তোমার হাতকে রিযিকে ভরে দিব। হে আদম সন্তান! আমার থেকে দূর হয়ো না, তাহলে আমি তোমার অন্তরকে অভাবে ভরে দিব ও তোমার হাতকে (সমস্যা দ্বারা) ব্যস্ততায় ভরে দিব।"

২৩৪. দরিদ্র হওয়াতে দুঃখ করবেন না; কারণ,

আলী (রা) বলেছেন, "মানুষ যে ভালো কাজ করে তা অনুপাতেই তার (প্রকৃত) মূল্য নির্ধারণ করা হয়।"

অতএব, এক জ্ঞানী, বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও আলেম ব্যক্তির মূল্য তার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়, তার জ্ঞান কি সীমিত না বিশাল এবং সে কী পরিমাণে তার জ্ঞানকে প্রসারিত করে তার ওপর ভিত্তি করে তার মূল্য নির্ধারিত হয়। অনুরূপভাবে কবির মূল্যায়ন হয় তার কবিতার মানের উপর এবং এ কারণে একথা প্রতিটি পেশার প্রতিটি লোকের জন্যই প্রযোজ্য। সে যে কাজ করে তার সৌন্দর্যের দ্বারাই জনগণের নিকট তার মূল্য নিরূপিত হয়। পেশা অনুসারে নয় বরং ধর্ম অনুসারে এবং সাধারণত জীবন অনুসারে প্রত্যেকেরই উচিত, ভালো কাজ করে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্তর বৃদ্ধি করে, তাদের মনকে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সভ্যভব্য করে এবং তাদের ব্যক্তিত্বের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উন্নত করে তাদের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা।

২৩৫. পড়া নিয়ে একটি কথা

পাঠ মনকে উন্মুক্ত করে, নৈতিক চরিত্র সংশোধন করতে পরিচালিত করে এবং চিন্তাশক্তিকে ধারালো (প্রখর) করে। পঠন নিঃসঙ্গ ব্যক্তির জন্য সান্ত্বনা, চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য উদ্দীপনাদায়ক এবং পর্যটকের জন্য বাতি।

অপঠন (না পড়া) ব্যক্তিকে তার কথা চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমিত করে দেয়। অধিকাংশ বইয়েরই কিছু না কিছু উপকারিতা আছে, তা জ্ঞানীদের প্রবাদ-প্রচলন, মজাদার গল্প, অদ্ভুত বা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অথবা নতুন জ্ঞান যাই হোক না কেন। এটাও বলা যেতে পারে যে পড়ার উপকারিতা গণনার অতীত। আর আমরা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় মুসিবত দুর্বল সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি থেকে পানাহ (মুক্তি বা আশ্রয়) চাই।

২৩৬. হতাশ হবেন না

(আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করুন)

এ পৃথিবীতে ও বিশ্বজগতে আল্লাহর যেসব নিদর্শনাবলি আছে আপনি যদি তা নিয়ে গবেষণা করেন, তবে আপনি এমন সব বিস্ময়কর জিনিস পাবেন যা আপনার দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা দূর করে দিবে; (কেননা) আত্মা আজব, বিস্ময়কর ও অদ্ভুত বিষয়ে আনন্দ পায়।

ইমাম বোখারী (রহ) ও ইমাম মুসলিম (রহ) যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন এবং (সে অভিযানে) তিনি আবু উবাইদাহ (রা)-কে আমাদের নেতা (হিসেবে নিয়োজিত করলেন বা) বানিয়ে দিলেন। কোরাইশদের একটি কাফেলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। তিনি যেহেতু আমাদের খাবারের জন্য অন্য কিছু পেলেন না, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সে যাত্রার জন্য মাত্র এক কৌটা খেজুর আমাদেরকে যোগাড় করে দিলেন। সুতরাং আমরা যেদিন বেরিয়ে পড়লাম সেদিন থেকে সামনের কিছু দিন পর্যন্ত আবু উবাইদাহ (রা) আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন একটি করে খেজুর দিতেন।"

হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) যাবের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তারা সে একটি করে খেজুর দিয়ে কী করত?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা শিশুদের মতো করে সে একটি খেজুর চুষে খেতাম। তারপর আমরা পানি পান করতাম। সারাদিনের মতো আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। (খেজুর শেষ হয়ে গেলে পরে) আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। তখন আমরা খাবারের তালাশে সমুদ্র তীরে হাঁটছিলাম এমন সময় একদিন আমরা এমন কিছু একটা দেখতে পেলাম যা দূর থেকে বিশাল বালুর পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিল।

যখন আমরা এটার কাছে গেলাম তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এটা তিমি নামক এক বিশাল সামুদ্রিক সৃষ্টি। আবু উবাইদাহ (রা) প্রথমে বললেন যে, এ প্রাণীটি বিনা জবাইতে মারা গেছে (তাই এটা খাওয়া হারাম)।

(কিন্তু) পরে তিনি বললেন, "না, (আমরা) আল্লাহর রাসূলের দূত। আমরা আল্লাহর পথে আছি এবং আমরা ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থায় আছি। অতএব তোমরা সবাই এটা খাও।"

আমরা তিনশতজন সবাই একমাস ধরে এটা খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে কীভাবে আমরা বর্শা নিয়ে এটার চক্ষু কোটরে ঢুকিয়ে দিতাম। চক্ষু কোটরের ভিতর থেকে আমরা ষাড়ের মতো বড় বড় চর্বির টুকরাসমূহ কেটে বের করে আনতাম। জন্তুটি এতই বিশাল ছিল যে, যখন আবু উবাইদাহ (রা) আমাদের তেরজনকে এটির চক্ষু কোটরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বললেন, তখন এ তেরজনের সবার জন্য এটার চোখের ভিতরে যথেষ্ট জায়গা হলো। তিনি এর খাঁচার একটি হাড় নিয়ে মাটিতে খাঁড়া করেছিলেন। তারপর তিনি সবচেয়ে উঁচু একটি উট নিয়ে তার ওপরে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা একজনকে চড়ালেন এবং তারা এ খাঁচার হাড়ের নিচ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারল।

অবশেষে যখন আমরা সে স্থান ত্যাগ করলাম তখন আমরা এর গোস্ত থেকে ফেরৎ যাত্রার জন্য খোরাক নিয়ে নিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছে নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে যা ঘটেছিল তা বললাম, তখন রাসূল ﷺ বললেন, "এ রিযিক আল্লাহ তোমাদের জন্য সাগর থেকে বের করে এনেছেন। আমাদেরকে খাওয়ানোর মতো এটার কোন গোস্ত কি তোমাদের কাছে আছে?" আমরা এর কিছুটা গোস্ত আল্লাহর রাসূলের নিকট পাঠিয়ে দিলাম আর তিনি এর থেকে কিছুটা খেলেন।"

"আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে এর আকৃতি দান করেছেন ও তারপর (একে) সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত- ৫০)

মাটিতে যখন বীজ বপন করা হয় তখন যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব সামান্য ভূমিকম্পন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত (বীজ থেকে) অংকুর উদ্গম হয় না। এ সামান্য ঝাঁকিকে রিক্টার স্কেল (ভূমিকম্প-মাপাক যন্ত্র) টের পায় বা নিরুপণ করতে পারে তখন বীজ ফেঁটে গিয়ে অংকুর উদ্গম হতে শুরু করে।

فَاِذَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡهَا الۡمَآءَ اهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَاَنۡۢبَتَتۡ مِنۡ كُلِّ زَوۡجٍۢ بَهِيۡجٍ -

"(অতঃপর যখন) আমি জমিনের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করি (তখন) তা আলোড়িত হয়, স্ফীত হয় ও সর্ব প্রকার চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ উপন্ন করে।"

(২২–সূরা হাজ্জ : আয়াত-৫)

رَبُّنَا الَّذِىۡۤ اَعۡطٰى كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -

"আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে এর আকৃতি দান করেছেন ও পরে (একে) সঠিক পথ–পদর্শন করেছেন।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত- ৫০)

বিশ্বতন্ত্র গবেষক ড. জগলূল আননাজ্জার তার একটি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, বহুযুগ আগে একটি ধূমকেতু আলোর গতিতে যাত্রা শুরু করেছে কিন্তু এখনও এটা পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারেনি।

"অতএব, আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করছি।"

(৫৬–সূরা আল ওয়াকেয়াহ : আয়াত-৭৫)

"আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে এর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর (প্রত্যেককেই) সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত- ৫০)

১৯৫৩ সালে 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলি (Recent Happenings), নামক পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিস্ময়কর ঘটনা হলো 'ওনা'র কাহিনী। বহু পুলিশের পাহারায় প্যারিসে প্রবেশকারী ওনা ছিল ৮০,০০০ (আশি হাজার) কিলোগ্রামেরও বেশি ওজনের এক মোটা সোটা নরওয়ের তিমি (মাছ)। এ অতিকায় দৈত্যটিকে বহন করতে আটটি ট্রাক্টর লাগে। সবকটি ট্রাক্টরকে একটি ট্রান্সপোর্ট ট্রেইলারের সাথে বাধা হয়েছিল।

তিমিটিকে এক মাসব্যাপী প্রদর্শনীতে রাখবার কথা ছিল এবং পরিদর্শকদেরকে এটার বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে আলোকিত পেটের ভিতর

প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে বলে কথা ছিল। (কিন্তু) ব্যবস্থাপকগণ ও পুলিশরা এটাকে প্রদর্শন করার স্থানের ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। কারণ, যে দালানে বা রাস্তায় এটাকে প্রদর্শন করা হবে তার জন্য এ জন্তুর আকার ও ওজন হুমকিস্বরূপ ছিল।

কচি বয়স {মাত্র আঠার (১৮) মাস} হওয়া সত্ত্বেও এটা বিশ মিটারের এক বিস্ময়কর দৈর্ঘ্যে পৌঁছে গিয়েছিল।

এটা গত বছর নরওয়ের পানির স্রোতে ধরা পড়েছিল এবং এটাকে পরিদর্শনের জন্য ট্রেনে করে এক শহর থেকে আরেক শহরে নেয়ার কথা ছিল। (কিন্তু) এটার আকার ও ওজনের সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে এটাকে ত্রিশ মিটার দৈর্ঘ্যের এক বিশেষ ট্রেইলারে করে পরিবহন করতে হয়েছিল।

"আমাদের প্রভু তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে এর আকার (গঠন ও অবয়ব) দান করেছেন তারপরে একে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৫০)

মা'মার ইবনে রশীদ আল বসরী থেকে আব্দুর রাজ্জাক আস্‌সানানী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "আমি ইয়েমেনে এত বড় আকারের আঙুরের থোকা দেখেছি, যা একটি গাধার পূর্ণ বোঝা ছিল।"

"আর সারি সারি গুচ্ছযুক্ত (থোকা ওয়ালা) লম্বা লম্বা খেজুর গাছ।"

(৫০–সূরা ক্বাফ : আয়াত-১০)

সকল প্রকার বৃক্ষ ও উদ্ভিদ একই প্রকার পানি দ্বারা পুষ্ট হয়।

"অথচ আমি ফল হিসেবে তাদের কতককে কতকগুলোর উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।" (১৩–সূরা রা'আদ : আয়াত-৪)

প্রতিটি উদ্ভিদই এর নিজস্ব বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা সমৃদ্ধ। কিছুকে শক্ত করে (মজবুতভাবে) সৃষ্টি করা হয়েছে; কিছুর গায়ে কাঁটা আছে, যা দিয়ে এরা নিজেদেরকে রক্ষা করে এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্য এমন কিছু আছে সেগুলো তিক্ত ও ঝাঁঝাল।

"আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি সবকিছুকে এর অবকাঠামো দান করে একে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।" (২০–সূরা তাহা : আয়াত-৫০)

নভোচারীরা বলেন যে, বেলুন যেভাবে প্রসারিত হয় এ মহাবিশ্ব সেভাবে অল্প অল্প করে প্রসারিত হচ্ছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.

"আমি ক্ষমতা দিয়ে আকাশকে বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমি (তা দিয়ে মহাশূন্যের প্রশস্ততাকে) প্রসারিত করি।" (৫১–সূরা যারিয়াত : আয়াত-৪৭)

অন্যরা বলেন যে, ভূমি যখন সংকুচিত হচ্ছে তখন সাগর-মহাসাগর প্রসারিত হচ্ছে।

"তবে কি তারা দেখে না যে, আমি অবশ্যই ভূমিকে এর চতুর্দিক থেকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে (সংকুচিত করে) দিচ্ছি?" (২১–সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৪৪)

১৯৮২ সালে "ফয়সাল ম্যাগাজিন" বাইশ কেজি ওজনের এক বাঁধা কপির কাহিনী বর্ণনা করেছিল যার ব্যাস ছিল ১ (এক) মিটার। একই খামারে তারা ২.৩ কেজি ওজনের একটি পিঁয়াজ পেয়েছিল যার ব্যাস ছিল ৩০ সেন্টিমিটার এবং ৬০ সেন্টিমিটার পরিধিবিশিষ্ট একটি টমেটোও পেয়েছিল।

এগুলোর ব্যতিক্রমধর্মী জিনিস যা মাত্র একজন মেক্সিকান কৃষকের খামারে পাওয়া গিয়েছিল।

"আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে এর গঠন দান করে পরে একে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৫০)

মাথায় আছে চার রকম তরল পদার্থ : (তা থেকে) মুখে আছে তৃপ্তিদায়ক স্বাদ, যা খাদ্য ও পানীয়ের সাথে মিশে, নাকে আছে আঠালো স্রাব যা ধূলা-বালিকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দেয়; চোখে আছে লোনা (স্বাদযুক্ত) (বা লবণাক্ত) পানি, যা শুষ্কতা প্রতিরোধ করে; এবং কানে আছে অম্লরস, যা প্রাণীকে পোকা-মাকড় থেকে এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

"এবং তোমাদের নিজেদের মাঝে (আমার নিদর্শনাবলি রয়েছে); তবে কি তোমরা তা দেখতে পাও না?" (৫১–সূরা আয যারিয়াত : আয়াত-২১)

"এবং যা তুমি জানতে না তিনি (আল্লাহ) তোমাকে তা শিখিয়েছেন।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১১৩)

"তিনি (আল্লাহ) মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

(৯৬–সূরা আল আলাক্ব : আয়াত-৫)

"এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃজঠর থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে তোমরা কোন কিছুই জানতে না। এবং তিনি তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও হৃদয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

(১৬–সূরা আন নাহ্‌ল : আয়াত-৭৮)

"আর আমি তাকে (যুদ্ধের) বর্মের ধাতব কোট নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৮০)

"বরং তারা তা অস্বীকার করে যার জ্ঞান তারা অর্জন করেনি এবং এখনও যার ব্যাখ্যা তাদের নিকট এসে পৌছেনি।" (১০–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩৯)

"এবং আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি, যা এর অনুরূপ নিদর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।" (৪৩–সূরা আয যুখ্‌রুফ : আয়াত-৪৮)

"আমাদের প্রভু তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে এর গঠন দান করে একে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৫০)

আত্মা এর প্রভুকে অমান্য না করলে এটা পরিত্যক্ত ও নিঃসঙ্গ বোধ করে না। হাসান বসরী (রা) বলেছেন, "হে আদম সন্তান! মূসা (আ) যখন তিনবার খিযির (আ)-এর (কাজের) বিরোধিতা করেছিল বা (তার কাজের বিরুদ্ধে) আপত্তি করেছিল তখন খিযির (আ) বলেছিলেন, "এখনই তোমার ও আমার মাঝে বিদায়ের সময়।" তাহলে আপনার অবস্থা কেমন হবে– যে নাকি একদিনে বহুবার আপনার প্রভুর নাফরমানী করেন? আপনি কি এতটা নিশ্চয়তা বোধ করেন যে, তিনি একথা বলবেন না যে, 'এটাই তোমার ও আমার মাঝে বিদায়ের কারণ (ঘটনা)।"

২৩৭. হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তা হতে এবং (অন্যান্য) প্রত্যেক দুঃখ কষ্ট হতে উদ্ধার করেন।"

(৬–সূরা আল আন্'আম : আয়াত-৬৪)

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ .

"আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?" (৩৯–সূরা আয যুমার : আয়াত-৩৬)

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলুন, 'কে তোমাদেরকে স্থলভাগ ও সাগরের অন্ধকার হতে উদ্ধার করেন?'" (৬–সূরা আল আন্'আম : আয়াত-৬৩)

"এবং দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে আমি ইচ্ছা করলাম।" (২৮–সূরা আল কাছাছ : আয়াত-৫)

মহান আল্লাহ আদম (আ) সম্বন্ধে বলেছেন : "অতঃপর তার প্রভু তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন (তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন বা তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন) এবং তাকে পথ-নির্দেশ দান করলেন।"

(২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২২)

وَنُوحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ .

এবং নবী নূহ (আ) সম্বন্ধে (আল্লাহ বলেছেন) : "আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে মহাসংকট বা ভীষণ দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৭৬)

এবং ইব্রাহীম নবী (আ) সম্বন্ধে (বলেছেন)–

"আমি (আল্লাহ) বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও!" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৬৯)

এবং ইয়াকুব নবী সম্বন্ধে : "হয়তোবা আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার নিকট এনে দিবেন।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৩)

এবং ইউসূফ নবী সম্বন্ধে : "তিনি (আল্লাহ্) অবশ্যই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কেননা তিনি আমাকে জেলখানা থেকে বের করে এনেছেন এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল (বা বেদুঈন জীবন) হতে নিয়ে এসেছেন।"

(১২–সূরা ইউসূফ : আয়াত-১০০)

এবং নবী দাউদ (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন : "অতএব আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল (জান্নাত)।" (৩৮–সূরা ছোয়াদ : আয়াত- ২৫)

এবং আইয়ুব নবী সম্বন্ধে : "আর তার যে কষ্ট ছিল আমি তা দূর করে দিলাম।" (২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৮৪)

এবং নবী ইউনুস (আ) সম্বন্ধে : "আর আমি তাকে দুশ্চিন্তা (দুঃখ-কষ্ট ও সংকট) হতে মুক্তি দিলাম।" (২১ –সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৮৮)

এবং মূসা (আ) সম্বন্ধে : "কিন্তু আমি তোমাকে মনোকষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৪০)

এবং নবী (মুহাম্মদ ﷺ) সম্বন্ধে (আল্লাহ্ বলেছেন) : "যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর (তাতে কিছু যায় আসে না) কারণ, আল্লাহ্ তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করেছেন।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪০)

"তিনি কি তোমাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দেননি? এবং তিনি কি তোমাকে পথসন্ধানী পেয়ে পথের সন্ধান দেননি? এবং তিনি কি তোমাকে দরিদ্র পেয়ে (আত্মতুষ্টি দিয়ে স্বনির্ভর করে) ধনী করেননি?"

(৯৩–সূরা আদ দোহা : আয়াত-৬-৮)

"সর্বক্ষণ তিনি (কাউকে সম্মানিত করা, কাউকে অপমান করা, কাউকে জীবন দান, কাউকে মৃত্যুদান ইত্যাদি) কাজে ব্যস্ত থাকেন।"

(৫৫–সূরা আর রহমান : আয়াত-২৯)

প্রায়ই (দেখা যায় যে) সংকট কেবলমাত্র মেঘ (অর্থাৎ মেঘের মতো) যা দ্রুত সরে যায়।

"আল্লাহ ছাড়া কেউ এটাকে মুক্ত করতে পারে না।"

(৫৩–সূরা আন নাজম : আয়াত-৫৮)।

২৩৮. দুঃখ করবেন না, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই– ইনশাল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াই যখন মক্কার আরিম কারাগারে বন্দী হলেন তখন কুছাযিরে বলেছিলেন–

وَمَا رَوْنَقُ الدُّنْيَا بِبَاقٍ لِّأَهْلِهَا * وَمَا شِدَّةُ الدُّنْيَا بِضَرْبَةِ لَازِمٍ .

لِهٰذَا وَهٰذَا مُدَّةٌ سَوْفَ تَنْقَضِى * وَيُصْبِحُ مَالَا قَيْتُهُ حِلْمَ حَالِمٍ.

ভাবার্থ : "সমৃদ্ধশালীদের জন্য দুনিয়ার জাঁকজমক স্থায়ী হবে না, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট মারাত্মক আঘাত নয়; এটার জন্য ও ওটার জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে যা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, আর আমি যে (তিক্ত বা মধুর) অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন হয়ে যাবে।"

"আর এদের পূর্বে কত জনপদইনা ধ্বংস করেছি! তুমি কি এদের কারো চিহ্ন অনুভব করতে পার বা এদের ফিস্‌ফিসানি শুনতে পাও?"

(১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৮)

একটি সহীহ হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : "(বিচারের দিন প্রত্যেককে তার) অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে; এমনকি শিং ছাড়া ভেড়াও শিংওয়ালার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।"

২৩৯. দুঃখ করে শত্রুদের আনন্দ দিবেন না

হতাশ ও দুঃখিত হয়ে আপনি আপনার প্রতিপক্ষকে আনন্দ দিবেন; এ কারণেই আমাদের ধর্ম শত্রুদের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার করার আদেশ দিয়েছে।

"এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৬০)

উহুদের যুদ্ধের দিন আবু দুজানাহ্ যখন মুসলমানদের সারির মাঝ দিয়ে (বীরের মতো) নেচে নেচে বা লাফিয়ে লাফিয়ে বা হেলে দুলে চলতে লাগল তখন নবী করীম ﷺ বললেন–

إِنَّهَا لَمَشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ إِلَّا فِىْ هٰذَا الْمَوْطِنِ .

"নিশ্চয় আল্লাহ এ ধরনের হাঁটাকে এমন অবস্থায় ছাড়া (অন্য সাধারণ সময়ের জন্য) পছন্দ করেন না।"

কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল, তখন নবী করীম ﷺ সাহাবীদের কাবার চারিধারে রমল করার (বীরের মতো হাঁটার) আদেশ দিলেন, যাতে মুশরিকরা মুসলমানদের শক্তি, সহ্য ও মনোবল দেখে ভড়কে যায়।

"সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।" (৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-৪)

(অর্থাৎ পারস্যের বিরুদ্ধে রোমানরা যেদিন বিজয়ী হবে সেদিন মুসলমানরা খুশি হবে।)

(কারণ, পারসিকরা একদিকে যেমন অগ্নিউপাসক ছিল, অন্যদিকে তেমনই মুসলিম হিতৈষী ছিল না বরং মুসলিম বিদ্বেষী ছিল। আর রোমানরা খ্রিস্টান ছিল (অগ্নি-উপাসক তথা মুশরিক ছিল না) এবং মুসলমানদের হিতৈষী ছিল। –অনুবাদক)

সত্যের শত্রুরা যখন দেখতে পায় যে, আমরা সুখী বা আনন্দিত আছি তখন তারা বেদনা বোধ করে।

قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ـ

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, "তোমাদের রাগে তোমরাই মর।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১৯)

"আপনার কোন কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫০)

"তারা তোমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি কামনা করে।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১৮)

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ لَاتُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلَاحَاسِدًا ـ

ভাবার্থ : "হে আল্লাহ্! আমার দুর্ভাগ্যে কোন শত্রুকে বা কোন হিংসুককে হাসার সুযোগ দেবেন না।"

একজন আরব দেশীয় কবি বলেছেন–

كُلُّ الْمَصَائِبِ قَدْ تَمُدُّ عَلَى الْفَتَى * وَتَهُوْنُ غَيْرَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ -

ভাবার্থ : "যুবক সব ধরনের বিপদাপদ সহ্য করতে পারে, তবে তার বিপদে শত্রুর আনন্দ সে সহ্য করতে পারে না।"

হিংসুক ও যারা অন্যের দুঃখে আনন্দ করে তাদের আনন্দকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আমাদের পূর্বসূরী মুসলমানরা সংকটের মুখে থাকতেন এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন।

"আল্লাহর পথে তাদের যে বিপদাপদ হয়েছিল, তাতে তারা মনোবল হারায়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৬)

২৪০. আশাবাদ বনাম সন্দেহবাদ

"এটা মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা আনন্দ করে। কিন্তু যাদের অন্তরে রোগ আছে এটা তাদের কলুষতার সাথে আরো কলুষতা যোগ করে এবং তারা কাফের অবস্থায় মারা যায়।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১২৪, ১২৫) (এখানে কলুষতা বলতে সন্দেহ, কুফরি ও মোনাফেকী বুঝায়।)

আগেকার ধার্মিক মুসলমানগণ কোন জটিল-কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলে আশাপ্রদ মনোভাব নিয়ে থাকতেন। এ হিসেবে আশাপ্রদ মনোভাব নিয়ে থাকতেন যে, তারা জানতেন যদিও তারা সংকটের মোকাবিলা করছেন তবুও তাদের কিছু সুবিধা পাওয়ার কথা, কিছু ক্ষতি দূর হওয়ার কথা এবং কালের আবর্তে (কালক্রমে) তাদের শান্তি, স্বস্তি ও আরামের সাক্ষাৎ পাওয়ার ছিল (এবং তা পেয়েছেনও বটে)।

"সম্ভবত তোমরা এমন জিনিস অপছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং সম্ভবত তোমরা এমন জিনিস পছন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।"
(২–সূরা বাকারা : আয়াত-২১৬)

আবু দারদা (রা) বলেছেন, "আমি এমন তিনটি জিনিসকে ভালোবাসি, যা মানুষেরা অপছন্দ করে; আমি দারিদ্র, অসুস্থতা ও মৃত্যুকে ভালোবাসি।

কেননা, দরিদ্রতা হলো বিনয় এর কারণ, অসুস্থতা হলো পাপের প্রায়শ্চিত্ত (গুনাহ্ মাফের কারণ) এবং মৃত্যুর ফলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে।"

কিছু কিছু আরব কবি দরিদ্রতাকে চরম ঘৃণা করত, যা নিম্নের কবিতার পংক্তি হতে বুঝা যায় যেখানে কবি দাবি করছেন যে এমনকি কুকুররাও দরিদ্রদেরকে ঘৃণা করে–

إِذَا رَأَتْ فَقِيْرًا مُعْدَمًا * هَرَّتْ عَلَيْهِ وَكَشَّرَتْ أَنْيَابَهَا .

ভাবার্থ : "এটা (কুকুর) কোনদিন কোন দরিদ্র ও নিঃস্ব লোককে দেখলে ভয়ানক গর্জন, ঘড়ঘড় ও ঘেউ ঘেউ করে এবং এটার শিকারী দাঁত বের করে মুখ ভেংচায়।"

নবী ইউসুফ (আ) জেলখানায় বন্দী হওয়া সম্বন্ধে বলেছিলেন : "হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যে দিকে ডাকে তার চেয়ে আমার নিকট জেলখানাই অধিক পছন্দনীয়।" (১২–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৩৩)

অনেক ধার্মিকেরাই মৃত্যুকে স্বাগতম জানিয়েছেন।

মুয়াজ (রা) বলেছেন : "মৃত্যুকে অভিনন্দন– এটা এমনই প্রিয় যেটা (বহু মানুষের) প্রয়োজনের সময় এসেছে। এবং যে ব্যক্তি তার জীবনের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় (তওবা করে) সে সফলকাম।"

যদিও অন্যরা মৃত্যু থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে এবং এর আগমনকে অভিশাপ ও গালি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদীরা জীবনের জন্য বা বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি লোভী। মহান আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে বলেছেন–

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ .

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, "যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

(৬২–সূরা আল জুমআ : আয়াত-৮)

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ধার্মিকদের (কাঙ্ক্ষিত) স্বপ্ন এবং আনন্দদায়ক আকাঙ্ক্ষা।

"কেউ কেউ তাদের ব্রতপূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছে)। আর কেউ কেউ শাহাদাতের অপেক্ষায় আছে।" (৩৩–সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-২৩)

পক্ষান্তরে, অন্যরা (অনেকেই) মৃত্যুকে অপছন্দ করেছে এবং মৃত্যু থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে। এক মরুবাসী আরব বলেছে–

"আল্লাহ্র কসম, আমি আমার বিছানায় থেকে মরতে অপছন্দ করি। অতএব কিভাবে আশা করা যেতে পারে যে, আগের কাতারে যেয়ে আমি মৃত্যুকে খুঁজে বের করতে পারি?"

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তোমাদের থেকে মৃত্যুকে হটিয়ে দাও।"(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৮)

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, "যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকতে তবুও যাদের জন্য মৃত্যুকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, তারা অবশ্যই (তাদের ঘর থেকে) বের হয়ে তাদের মৃত্যুস্থলে আসত (বা যেত)।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৪)

ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঘটনা একটাই (আর তা হলো) : কর্মীরাই (অবস্থার কাঙ্ক্ষিত) পরিবর্তন ঘটায়।

২৪১. হে আদম সন্তান, হতাশ হয়ো না

হে জীবনের প্রতি বিরাগ ব্যক্তি, যার দিন গুজরান কঠিন এবং যিনি জীবনের তিক্ত উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি স্মরণ করুন যে, কষ্টের পরেই আরাম আসে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং আপনি যদি খাঁটি ও একনিষ্ঠ হন তবে বিজয় নিকটে।

"(এটা) আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।" (৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-৬)

আপনার সংকট যাই হোক না কেন, তার প্রতিকার আছে এবং আপনার সমস্যা যাই হোক না কেন তার সমাধান আছে।

"সকল প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি আমাদের থেকে (সকল) দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-৩৪)

হে মানব জাতি! তোমাদের সন্দেহকে ঈমানের দ্বারা এবং তোমাদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনাকে হেদায়েতের দ্বারা আরোগ্য করার সময় এসে গেছে। সত্যিকার সূর্যোদয়ের উজ্জ্বলতা দেখার জন্য তোমাদের অন্ধকারাচ্ছাদন তোমাদেরকে অবশ্যই দূর করতে হবে। তোমাদেরকে অবশ্যই তুষ্টির মিষ্টতা দিয়ে দুঃখের তিক্ততাকে উচ্ছিন্ন করতে হবে।

হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা যে শুষ্ক মরু পাড়ি দিচ্ছ তা ছাড়িয়ে তোমরা সবুজ চারণ ভূমি ও উর্বর মাটি পাবে। সেখানে সব ধরনের ফল-ফলাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

হে মানুষ! যে নাকি বিনিদ্র রজনী যাপনের কারণে গভীর রাত পর্যন্ত চিৎকার করছ, (তাকে বলছি,) তুমি স্মরণ কর−

أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ

"প্রভাত কি নিকটে নয়?" (১১−সূরা হূদ : আয়াত-৮১)

হে যার মন দুঃখে-কষ্টে দিশেহারা! ধীরে ধীরে কাজে লেগে পড় (কিছুকালের জন্য ধৈর্য ধর) কেননা, অদৃশ্য দিগন্তে তোমার সমস্যার সমাধান ও উপায় আছে।

হে যার চোখ অশ্রুতে ভরা! তোমার আঁখিজল সংবরণ কর ও তোমার চক্ষু-পল্লবকে বিশ্রাম দাও অর্থাৎ ঘুমাও। বিশ্রাম কর ও জেনে রাখ যে তোমার সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ রক্ষা করেন ও সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর করুণা তোমাকে শান্তি বয়ে এনে দিবে। হে আল্লাহর বান্দা! মনে মনে শান্তিতে থাক। কেননা, স্বর্গীয় বিধান (তক্বদীর) লিখা হয়ে গেছে এবং সবকিছু সিদ্ধান্ত করা হয়ে গেছে। এবং জেনে রাখ যে তোমার পুরস্কার তাঁর নিকট নিশ্চিত আছে। যিনি তাকে হতাশ করেন না, যে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়।

শান্তিতে থাকুন। কারণ, অভাবের পর সম্পদ আসে, পিপাসার পর পানীয় আসে, বিচ্ছেদের পর আনন্দময় মিলন ঘটে এবং অনিদ্রার পর গভীর ঘুম আসে।

"তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পরে নতুন কিছু ঘটাবেন।"

(৬৫−সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-১)

ওহে, তোমরা যারা দেশে দেশে অত্যাচারিত আছ; ক্ষুধা, যাতনা, অসুস্থতা ও দারিদ্রতায় ভুগছ একথা জেনে আনন্দ কর যে, তোমরা শীঘ্রই খাদ্য পেয়ে পরিতৃপ্ত হবে এবং তোমরা সুখী হবে ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।

وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ - وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ -

"রাত্রি অবসানকালের শপথ এবং প্রভাত আলোকিত হওয়াকালীন সময়ের শপথ।" (৭৪–সূরা আল মুদদাছ্ছির : আয়াত-৩৩-৩৪)

প্রত্যেক মুসলমানকে তার প্রভুর সম্বন্ধে অবশ্যই সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং অবশ্যই তার দয়ার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, যে সত্তার এ ক্ষমতা আছে যে, তিনি কোন কিছুকে 'হও' বলেন তা অমনি হয়ে যায়। তিনি তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী বিশ্বাস স্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তিনি ছাড়া কেউ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ মন্দকে দূর করতে পারে না। কেননা প্রতিটি কাজের জ্ঞান তাঁর আছে এবং তিনি প্রতি মুহূর্তেই শান্তি বয়ে আনেন। তিনি রাতের পর প্রভাতকে আনয়ন করেন এবং শুষ্কতার পর বৃষ্টি আনেন। তিনি এজন্য দান করেন যেন তার শুকরিয়া আদায় করা হয়। (সব কিছু জানা সত্ত্বেও) কে ধৈর্যশীল তা তিনি (প্রমাণসহ) জানার জন্য পরীক্ষা করেন। অতএব, মুসলমানের সর্বাপেক্ষা লাভজনক কাজ হলো তার প্রভুর সাথে তাঁর সম্পর্ককে শক্তিশালী করা এবং তার নিকট আরো বেশি ঘনঘন প্রার্থনা করা।

وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ -

"এবং আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৩২)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً -

"তোমাদের প্রতিপালককে বিনীতভাবে ও গোপনে আহ্বান কর।"
(৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৫৫)

আলা ইবনে হাযরামি (রা) নবী করীম ﷺ-এর কিছু সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এক মরুভূমির মাঝে নিরুপায় ও অসহায় অবস্থায় পতিত হন। তাদের

পানির সরবরাহ ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং তারা মৃত্যুর সীমানায় পৌছে গিয়েছিলেন। আলী (রা) তার সর্বশ্রোতা ও তাঁর নিকট প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দানকারী প্রভুকে ডেকে বললেন, "হে সর্বোচ্চ সত্তা! হে সর্বাপেক্ষা মহান সত্তা! হে সবচেয়ে বিজ্ঞ সত্তা! এবং হে সর্বাপেক্ষা বদান্য সহনশীল সত্তা।" সে মুহূর্তেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তারা পান করলেন, অযু-গোসল করলেন ও তাদের পশুগুলোকে পান করালেন।

"এবং তারা হতাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার অনুগ্রহকে ছড়িয়ে দেন। আর তিনি হলেন অভিভাবক ও প্রশংসনীয়।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-২৮)

২৪২. একটু ভেবে দেখুন

আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে বুঝা, তাঁকে স্মরণ করা বা তাঁর জিকির করা, তাঁর নিকট শান্তি চাওয়া, পরিপূর্ণ ভালোবাসা, ভয়, আশা ও নির্ভরতার জন্য একমাত্র তাঁকেই নির্বাচন করা– যখন কারো মাঝে এসব গুণের একত্র সমাবেশ হয় তখন পৃথিবীতেই তার জন্য জান্নাত তৈরি হয়। যে আল্লাহকে ভালোবাসে এসব গুণ তাকে এমন শান্তি বয়ে এনে দেয় যার তুলনা এ পৃথিবীতে নেই।

আত্মা যদি তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকে এবং আল্লাহর সাথে যদি আত্মার শক্ত সম্পর্ক থাকে তবে আত্মা থেকে উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যাবে এবং এর বিপরীতে বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ যার আত্মার সম্পর্ক আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে, যে আল্লাহর জিকির ভুলে যায় বা যে আল্লাহকে স্মরণ করতে ভুলে যায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট নয়–তার চেয়ে বেশি আর কেউ দুঃখ-কষ্টে সংকীর্ণ নয়। যারা আমাদের পূর্বে (আগে) অতীত হয়ে গেছে (চলে গেছে) তাদের ঘটনাবলি নিয়ে গবেষণা করে আমরা এ বাস্তবতাকে (সত্য কথাকে) সত্যায়িত করতে পারি।

২৪৩. ছদ্মবেশে কল্যাণ

"এবং আমি অবশ্যই তোমাদের আশে পাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করেছিলাম।" (৪৬-সূরা আল আহ্কাফ : আয়াত-২৭)

বারমাক পরিবারের বেদনাদায়ক উদাহরণ রয়ে গেছে। এ পরিবার সমৃদ্ধ, আরামের ও অতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবন-যাপন করত। যাহোক, তাদের ধ্বংস তাদের পরবর্তী সকল আরবদের জন্য শিক্ষা ও উদাহরণ হিসেবে কাজ করেছে। তাদের সময়কার শাসক বাদশা হারুনুর রশীদ বারমাক পরিবার ও তাদের সম্পত্তির ওপর এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণের হুকুম জারি করেন। তাদের নিকটতম ব্যক্তির হাতে কোন এক সকাল বেলা তাদের উপর আল্লাহর বিধান জারি হয়ে গেল। তিনি তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিলেন, তাদের চাকর-বাকরদেরকে অধিকার (দখল) করে নিলেন এবং তাদের রক্তপাত ঘটালেন। তাদের প্রিয়জনরা ও সন্তানরা তাদের অপমানে কান্নাকাটি করল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই। যারা গল্পটি জানেন তাদের এ দুনিয়ার ক্ষমতার ও সম্পদের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত।

فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ.

"অতএব হে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"

(৫৯-সূরা আল হাশর : আয়াত-২)

তাদের অধঃপতনের মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বেও তারা রেশমী পোশাক পরে আত্মগর্বে গট্গট্ করে হাঁটছিল, আনন্দ ও আত্মপ্রসাদে পূর্ণ ছিল। সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছিল এবং জীবনের উত্থান-পতন সম্বন্ধে বেখবর ছিল।

"আর যারা নিজের প্রতি জুলুম করেছিল, তোমরা সে সব লোকের বাসভূমিতে বাস করতে এবং আমি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছিল। আর আমি তোমাদের জন্য বহু দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছি।" (১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪৫)

তাদের খেল-তামাশার জিন্দিগিতে তারা বড়াই করে চলেছিল। যাহোক, তাদের জন্য এটা দুঃখজনক যে তারা মরীচিকাকে পানি বলে ভুল করেছিল এবং চিরস্থায়ী জীবনের বদলে তারা ইহকালীন জীবনকে বরণ করেছিল। তারা ভুল ভেবেছিল যে, তাদের ওপর ন্যায়বিচার বর্তাবে না এবং অত্যাচারিতের পক্ষে প্রমাণ, ন্যায়বিচার ও প্রতিশোধের ব্যবস্থা করা হবে না।

وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ .

"আর তারা ভেবেছিল যে তাদেরকে আমার নিকটে ফিরিয়ে আনা হবে না।"
(২৮–সূরা আল কাসাস : আয়াত-৩৯)

সেদিন প্রাতে তো তারা আনন্দপূর্ণভাবেই জেগে উঠেছিল। কিন্তু রাত গড়াতে গড়াতে তারা তাদের কবরে চলে গিয়েছিল। এক রাগের মুহূর্তে ও খেয়ালের বশে বাদশা হারুনুর রশীদ তাদের ওপর তার ক্রোধের তরবারী উন্মুক্ত করেছিলেন এবং জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকিকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে তার মৃতদেহকে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার পিতা ইয়াহ্য়াকে ও ভাই ফযলকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন। তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাদের দুর্দশা নিয়ে অনেক আরব কবি শোকগাঁথা রচনা করেছে। একজন আরব কবি বলেছেন–

"আমি যখন জাফরের দেহে তরবারী বিদ্ধ দেখলাম, আর ইয়াহ্ইয়ার বন্দীর সংবাদ যখন একজন ঘোষককে বাদশার নিকট ঘোষণা করতে শুনলাম। তখন আমি এ দুনিয়ার জন্য বিলাপ করলাম ও সত্যসত্যই বিশ্বাস করলাম যে নিকট দিগন্তে এমন একটি দিন আছে যেদিন এ পৃথিবী থেকে একটি বালক বিদায় নিবে, এক রাজা আরেক রাজাকে ও এক দেশ আরেক দেশকে উচ্ছেদ করে মাত্র।

নাজ নেয়ামত ভোগের পরই দুঃখ-দুর্দশার ঘটনা ঘটে, একজন যদি সুউচ্চ রাজপ্রাসাদে বাস করে, তবে আরেকজন দুঃখ-দুর্দশার সর্বনিম্ন গভীরতম প্রদেশে ডুবে থাকে।"

কিন্তু এখন হারুনুর রশীদ কোথায় আর বারমাক পরিবারই বা কোথায়? কোথায় হত্যাকারী আর কোথায় বা নিহত ব্যক্তি?

নিজের প্রাসাদে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যিনি হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি কোথায়? আর যাকে শূলে চড়ানো হয়েছিল তিনিই বা কোথায়? অতীত ও অতীতের কর্মীরা উভয়ই অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ন্যায়বিচারক তাদের মাঝে এমন একদিন ন্যায়বিচার করবেন। যেদিন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, যে দিনটি এমন একদিন, যেদিন কোন অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার হবে না।

"ওটার জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে; আমার প্রভু ভুল করেন না এবং তিনি ভুলেও যান না।" (২০-সূরা ত্বাহা : আয়াত-৫২)

"সেদিন সকল মানুষ সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে (হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য) দাঁড়াবে।" (৮৩-সূরা আল মুতাফ্ফিফীন : আয়াত-৬)

"সেদিন তোমাদেরকে (বিচারের জন্য) হাজির করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না।" (৬৯-সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত-১৮)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে খালেদ বারমাকিকে এই মুসিবতের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কি এর কারণ জানেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "সম্ভবত আমরা কোন লোকের উপর অত্যাচার করেছিলাম এটা তার ফরিয়াদ যা রাতারাতি তাদের অজ্ঞাতসারেই (আসল জায়গায়) পৌছে গিয়েছিল।"

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুয়াবিয়াহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর জেলখানায় থেকে তার বন্দী হওয়া সম্বন্ধে বলেছেন :

"আমরা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, অথচ এখনও আমরা দুনিয়ার অধিবাসী।"

আমরা না মৃত, না জীবিত; কোন না কোন কারণে যদি কারারক্ষী ভিতরে আসে, আমরা বিস্মিত হয়ে বলি; এ লোক পৃথিবী থেকে এসেছে। কোন স্বপ্ন দেখলে আমরা অতি আনন্দিত হই কেননা, যখন আমরা জেগে উঠি তখন আমাদের অধিকাংশ আলাপই আমরা যে স্বপ্ন দেখেছি তা নিয়ে হয়।

তা যদি ভালো স্বপ্ন হয় তবে তা খুবই ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হয়। আর যদি তা দুঃস্বপ্ন হয় তবে তা অপেক্ষা না করে দ্রুত এসে পড়ে।"

শেষের দু'লাইনে অনেকটা নৈরাশ্য ও হতাশা আছে; এ সম্বন্ধে আমার জাহিরের কথা মনে পড়ে গেল।

"ডাক পিয়ন যখন আমাদের নিকট মন্দ ঘটনার সংবাদ নিয়ে আসে তখন সে সময় নষ্ট না করে দ্রুত এসে পড়ে। এভাবে ঘটনা মন্দ হলে একদিন এক

রাত্রি পরেই তা এসে পড়ে, আর ঘটনা ভালো হলে সময় নিয়ে এক সপ্তাহ পরে আসে।" সমৃদ্ধি ও অপচয়ের চূড়ান্ত সীমায় পৌছার পর আন্দালুসের সুলতান ইবনে আব্বাদ (বাদশা) সংকটের সম্মুখীন হলো। যখন চপলতা, বাদ্যযন্ত্র ও নর্তকী তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রবল আকার ধারণ করল তখন রোমকগণ তাকে আক্রমণ করে বসল আর তাই সে মরক্কোর সুলতান ইবনে তাশফীনের নিকট সাহায্য চাইল। ইবনে তাশফীন তার সেনাবাহিনী নিয়ে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইবনে আব্বাদকে বিজয় এনে দিল। কিন্তু ইবনে তাশফীন অবস্থাকে সিংহের মত শিকারী দৃষ্টিভঙ্গি মনোভাব নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল । এবং তার অন্যান্য মতলব ছিল।

মাত্র তিনদিন পরই ইবনে তাশফীন ও তার সেনাবাহিনী আন্দালুসের দুর্বল রাজ্যকে আক্রমণ করে বসল। ইবনে আব্বাদকে বন্দী করে তার সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করা হলো। তার প্রাসাদ ও বাগানকে ধ্বংস করে দিয়ে তাকে তার জন্মভূমি আগমাত প্রদেশে বন্দী হিসেবে চালান করা হলো।

"আর দিনসমূহ তো এমনই (ভালো বা মন্দ), এগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পালাক্রমে দিই।" (৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪০)

আন্দালুসের রাজত্ব ইবনে তাশফীনের হাতে এসে পড়ল। তিনি দাবি করলেন যে, (আন্দালুসের) নেতৃত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবেই তার। কারণ আন্দালুসের জনগণই প্রথমে তাকে মরক্কো থেকে তলব করে এনেছে।

দীর্ঘদিন পরে একদিন ইবনে আব্বাদের মেয়েরা তাকে জেলখানায় এসে দেখার সুযোগ পেল। তারা নগ্নপদে, ক্ষুধার্ত অবস্থায়, শীর্ণ দেহে ও অশ্রুসজল নয়নে (তাকে দেখতে) আসল। ইবনে আব্বাদ যখন তার মেয়েদের এ করুণ অবস্থা দেখল, তখন আর্তনাদ করে উঠল।

"আমার অতীত জীবনে আমি বিশেষ ঘনঘটা করে আমোদ করতাম, কিন্তু আগমাতে বন্দী অবস্থায় এ কী শোচনীয় ঘটনা!

তুমি তোমার মেয়েদেরকে শীর্ণ ও ক্ষুধার্ত দেখছ, তারা মানুষের সুতা কেঁটে দেয় আর তাদের কিছুই নেই। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুর্বল অবস্থায়, বিষণ্ন নয়নে ও ভগ্ন হৃদয়ে, নগ্নপায়ে কাদা মাড়িয়ে তোমাকে দেখতে এসেছে, যেন তারা কভু দামী সুগন্ধি ও গোলাপ মাড়ায়নি।"

"অতএব যখন আমার আদেশ এলো তখন আমি (সমকামপ্রবণ নগরীসমূহকে) উল্টিয়ে দিলাম।" (১১-সূরা হূদ : আয়াত-৮২)

"দুনিয়ার উদাহরণ তো এরূপ যেমন নাকি আকাশ থেকে আমি পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করি, তা দিয়ে ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গজায়, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু খায়। এমনকি যখন ভূমি সুশোভিত হয় ও নয়নাভিরাম হয় তখন এর মালিকেরা মনে করে যে, তারা এগুলোর উপর ক্ষমতাবান (বা এগুলো তাদের আয়ত্বাধীন), এমন সময় কোন এক রাতে বা দিনে আমার নির্দেশ এসে পড়ে তখন আমি সেগুলোকে নির্মূল করে দিই যেন ওগুলোর অস্তিত্ব গতকালও ছিল না। এভাবেই আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আমার নিদর্শনাবলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করি।" (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত-২৪)

২৪৪. অল্পে তুষ্টির ফল

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

(৫-সূরা মায়িদা : আয়াত-১১৯)

অল্পে তৃপ্তি বহু কল্যাণময় ফল বহন করে। যা তক্বদীরে আছে অন্য যে কোন জিনিসের তুলনায় তার প্রতি বেশি সন্তুষ্ট হয়ে ঈমান ও বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ স্তরে উড্ডীয়ন করা যায়।

কেউ হয়তো শুধুমাত্র ভালোটাই তাদের উপর বর্তাক (বা আপতিত) হোক এমনটাই আশা করতে পারে, শুধুমাত্র সুখকর জিনিসই তাদের জীবনে ঘটুক এমনটাই আশা করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর বান্দা এমনটা বুঝে না যে, বহু সত্যিকার ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো ধৈর্য, সম্পূর্ণ তাওয়াক্কুল, পরিতৃপ্তি, বিনয় ও আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ। যখন তারা অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতেন তখন তাদের এসব গুণ প্রকাশিত হতো। অতএব, তক্বদীরে সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কেবলমাত্র চাহিদানুযায়ী বা মনের মতো জিনিসের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকা; (বরং) সত্যিকার পরিতুষ্টির প্রকৃত মাপকাঠি তখনই নির্ণীত হয় যখন কেউ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করে। বান্দার এ অধিকার নেই যে, সে তক্বদীরের বিষয়াবলি নিয়ে মাতব্বরী

করবে; সে শুধুমাত্র খুশী বা বেজার হতে পারে এবং একথার কোন ব্যত্যয় (অন্যথা/ব্যতিক্রম) নেই যে, বেজার হয়ে সে পাপী হয়। এলাহী তক্বদীরের (স্বর্গীয় বিধানের) ব্যাপারে মানুষের পছন্দ করার বেশি কিছু নেই (বেশি কিছু নয় বরং কিছুই নেই–অনুবাদক)। তক্বদীরের পছন্দ ও সিদ্ধান্ত করার বিষয় একমাত্র আল্লাহর নিকট। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বোচ্চ।

২৪৫. আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া

আমাদের জানা উচিত যে, আমরা যদি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি, তবে তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। অতএব আপনি যদি অল্প পরিমাণ রিযিকে সন্তুষ্ট থাকেন তবে তিনিও আপনার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অবস্থা যাই-ই হোক না কেন (তার বাছ-বিচার না করে) আপনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি আপনার প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্ট একনিষ্ঠ বান্দাদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হন। অপরপক্ষে আছে মুনাফিকরা, আল্লাহ তাদের আমলকে প্রত্যাখ্যান করেন চাই তাদের আমল কম হোক বা বেশি হোক। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন, তারা তাতে অসন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টি চাইতে ঘৃণা বা অপছন্দ করে। এভাবে তাদের আমল বৃথা সম্পাদিত হয়।

২৪৬. অসন্তুষ্টদের জন্য রয়েছে গজব

নিজের অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এবং আল্লাহর সম্পর্কে অযৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা করে নিজের দুশ্চিন্তা ও দুঃখের দ্বার খোলা হয় মাত্র। অপর পক্ষে নিজের অবস্থার প্রতি এবং আল্লাহর বিধানের (তক্বদীর-এর) প্রতি সন্তুষ্টি এমনকি আখেরাতের আগে দুনিয়াতেই বেহেশতের দুয়ার খুলে দেয়। যা ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে তা নিয়ে প্রশ্ন ও অভিযোগ আত্মতৃপ্তি ও মনের শান্তি দেয় না। বরং আত্মসমর্পণ ও গ্রহণের (মেনে নেয়ার বা কবুল করে নেওয়ার) মাধ্যমেই আমরা সেসব শুভ পরিণতি ঘটাতে পারি। কারণ, যিনি সব কিছুর রিযিক দেন তিনি যা বিধান করেছেন তা নিয়ে কখনও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত নয়।

আমার এখনও প্রসিদ্ধ নাস্তিক দার্শনিক ইবনে রাওয়ান্দির কথা মনে পড়ে। সে এক সাধারণ মূর্খ লোককে দেখল যে, সে প্রাসাদসমূহে বাস করে ও খুব ধনী। ইবনে রাওয়ান্দি আকাশ পানে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "আমি হলাম আমার জাতির দার্শনিক, তবুও আমি দরিদ্র জীবন যাপন করি, অথচ এ মূর্খ সাধারণ লোকটি ধনী। এটা এলোমেলো ও অদ্ভুত বণ্টন।" আল্লাহ্ তারপর ইবনে রাওয়ান্দির দুঃখ-দুর্দশা, অপমান ও দারিদ্র বৃদ্ধি করে দিলেন। (আল্লাহর বিধানে তার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও নাক গলানের কারণেই আল্লাহ্ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে এমনটি করলেন। অনুবাদক)

"আর অবশ্যই আখেরাতের শাস্তি অধিকতর অপমানকর হবে অথচ তাদের কখনও কোনরূপ সাহায্য করা হবে না।"

(৪১–সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত-১৬)

২৪৭. অল্পে তুষ্ট হয়ে যে লাভ হয়

কঠিন সময়ে কেউ যদি নিজের অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে শান্ত ও সুস্থ থাকতে পারে, অধিকন্তু সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অঙ্গীকারের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস দেখাতে পারে। এ যেন তার আত্মা শব্দ করে বলে– "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এ ওয়াদাই দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন, আর এতে শুধু তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধি পায়।"

(৩৩–সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-২২)

অন্যদিকে, অসন্তুষ্ট চিত্ত, অসুস্থতা, সন্দেহ ও অস্থিরতাপূর্ণ এ ধরনের আত্মা বিদ্রোহী ও সমস্যাগ্রস্ত থাকে। এ আত্মাও যেন শব্দ করে বলে তবে এটা যা বলে তা খুবই ভিন্নরকম, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে প্রতারণা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গীকার দেননি।" (৩৩–সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-১২)

যাদের আত্মা এ ধরনের, তারা তাদের কাজকর্মে বিপরীতধর্মী। অন্যের নিকট যদি তাদের কোন অধিকার থাকে, তবে তারা সে অধিকার দাবি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যদি তাদেরকে তাদের অবশ্যই কর্তব্য কাজ করতে বলা হয় তবে

তারা তাচ্ছিল্য করে ফিরে যায়। তাদের যখন কোন কল্যাণ হয় তখন শান্ত ও পরিতৃপ্ত বোধ করে। কিন্তু যখন তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় তখন কত শীঘ্রই না মন্দের জন্য তাদের পরিবর্তন ঘটে! তারা শুধুমাত্র ইহকাল নয় পরকালও হারিয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

"এ হলো স্পষ্ট ক্ষতি।" (২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১১)

অতএব এগুলো হলো দু'টি বিপরীত অবস্থা যার ফলও স্বভাবত বিপরীত। তুষ্টি শান্তির পথে পরিচালিত করে, যা অবশেষে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। আল্লাহর বিধানের (তক্বদীরের) প্রতি অসন্তোষ দুশ্চিন্তার পথে পরিচালিত করে, যা অবশেষে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে (এ দুনিয়ায়) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করতে পারেন তা হলো তাকে সৌম্যতা দান করা আর সৌম্যতা (মনের শান্তভাব) অর্জন করার সর্বশ্রেষ্ঠ এক পন্থা হলো সর্বদা আল্লাহর প্রতি পরিতুষ্ট ও সন্তুষ্ট থাকা।

২৪৮. প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না

অল্পে তুষ্ট হয়ে তাদের মতো হওয়া থেকে বাঁচা যায় যারা বিধান ও শাসনের ব্যাপারে তাদের প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এ কথা বুঝতে হলে ইবলীসের ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। সে তার প্রভুর সাথে তর্ক করেছিল, কারণ সে তাঁর বিধান ও শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে, তারা এমনটা শুধু এ কারণেই করে যে তারা তার নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে তারা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়, তখন তারা তাঁর আদেশসমূহকে পরিত্যাগ করে, যা হারাম তা করে এবং অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর স্বর্গীয় বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে।

২৪৯. ন্যায্য বিধান

আল্লাহ্র বিধান তাঁর বান্দার উপর অবধারিত; এটা ঘটবেই এবং এটা ন্যায্য বিধান, যেমনটি (নিম্নোক্ত) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

مَـاضٍ فِـىَّ حُـكْـمُـكَ عَـدْلٌ فِـىَّ قَـضَـاؤُكَ ـ

ভাবার্থ : "আমার ব্যাপারে আপনার বিধান ঘটবেই এবং আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়সঙ্গত।"

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জুলুম করা নিজের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আসলে মানুষেরাই অন্যায়-অত্যাচার করে। উপরে উল্লেখিত হাদীসের অংশ, "এবং আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়সঙ্গত।" পাপের বিধান, পাপের কুফল ও পাপের শাস্তিও অন্তর্ভুক্ত করে। পাপ এবং পাপের শাস্তি সম্বন্ধে আল্লাহ্র বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ। তিনি তার কোন বান্দার জন্য পাপের বিধান এমন সব কারণে করেও থাকতে পারেন যা আমাদের বুঝের বাইরে। এমন কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে– যা শাখা বিস্তারে খুবই গভীর হওয়াতে একমাত্র তাঁরই জানা। আর এটাই মুসলমানদের বিশ্বাস।

২৫০. অসন্তোষে কোন লাভ নেই

কারো অবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ সাধারণত দু'কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। হয়ত যা চায় তা অর্জন করতে না পারার কারণে অথবা যা সে ঘৃণা বা অপছন্দ করে তা ঘটার কারণে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবুও কেউ যদি সত্যিসত্যিই মনে করে যে, যা তার ভাগ্যে জোটেনি তা কখনও তার জন্য ছিল না এবং যা তাকে আক্রান্ত করেছে তা সর্বদাই তার জন্য প্রাপ্য ছিল তবে তার হতাশ বোধ করার কোন কারণই নেই।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন–

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ فُرِغَ مِنَ الْقَضَاءِ وَانْتُهِيَ مِنَ الْقَدْرِ وَكُتِبَتِ الْمَقَادِيْرُ وَرُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ـ

ভাবার্থ : "(হে আবু হুরায়রা) তোমার যা ঘটবে সে সম্বন্ধে লিখিত কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। বিধান লেখা শেষ হয়ে গেছে, তক্বদীর লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে, সবকিছুর তক্বদীর বা পরিমাণ লেখা হয়ে গেছে, কলম উঠিয়ে (গুছিয়ে) রাখা হয়েছে এবং লিখিত পাতাসমূহ শুকিয়ে গেছে।"

২৫১. সন্তুষ্টিতেই নিরাপত্তা

সন্তুষ্টি আত্মাকে নিরাপত্তা দেয়। ফলে সন্তুষ্ট-চিত্ত বা আত্মা হয় সুস্থ, ধোঁকা, দুর্নীতি এবং হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত এবং সুস্থ আত্মাই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। যে আত্মা সন্দেহ, কুফুরি ও শয়তানের বিভিন্ন চাল থেকে মুক্ত সে আত্মাই সুস্থ আত্মা। এ ধরনের আত্মা আল্লাহকে কিভাবে খুশি করা যাবে একমাত্র সে বিষয়েই সংশ্লিষ্ট থাকে।

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ (এটি অবতীর্ণ করেছেন), অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক কথাবার্তার খেল-তামাশায় ছেড়ে দিন।"

(৬–সূরা আল আন্'আম : আয়াত-৯১)

তিক্ততা ও বিরক্তি সুস্থ আত্মার নিকট অপরিচিত আর সে কারণেই যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের প্রতি যত বেশি সন্তুষ্ট তার আত্মা তত বেশি সুস্থ হবে। শয়তানি, দুর্নীতি ও প্রতারণা অসন্তোষের সঙ্গী হয় অথচ সন্তোষের সঙ্গী হয় সুস্থ আত্মা, ধার্মিকতা এবং একনিষ্ঠতা। হিংসাও অসন্তোষের আরেকটি ফল।

আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এমন গুণ, যা বিশুদ্ধ ইসলামী তাওহীদের বাগানে একনিষ্ঠতার পানিতে পুষ্ট ভালো বৃক্ষের মতো। এর মূল হলো ঈমান ও এর শাখা প্রশাখা আমলে সালেহসমূহ। এটাও মিষ্ট ফলবাহী বৃক্ষ। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا .

ভাবার্থ : "ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তি গ্রহণ করল যে নাকি রব (প্রভু বা প্রতিপালক) হিসেবে আল্লাহর প্রতি, ধর্ম বা দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদের ﷺ প্রতি সন্তুষ্ট হলো।"

২৫২. অসন্তোষ সন্দেহের দ্বার

অসন্তুষ্টি আল্লাহর প্রতি, তাঁর তক্বদীর বা বিধানের প্রতি, তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রতি সন্দেহের দ্বার খুলে দেয়। অভিযোগকারী এসব সন্দেহ থেকে মুক্ত হয় এমনটি খুব কমই দেখা যায়। এসব সন্দেহ তার আত্মায় মিশে থাকে এবং তার অস্তিত্বে ছড়িয়ে আছে। সে (অসন্তুষ্ট ব্যক্তি) যদি সৎ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে নিজের বিষয়ে গভীর গবেষণা করে দেখত, তবে সে দেখতে পেত যে, তার ঈমান নড়বড়ে ও সন্দেহযুক্ত। সন্তুষ্টি ও ঈমান ভাইয়ের মতো, যা একে অপরের সাথে থাকে। পক্ষান্তরে, সন্দেহ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে একই রকম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আছে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَعْمَلَ بِالرِّضَامَعَ الْيَقِيْنِ فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاِنَّ فِى الصَّبْرِ عَلٰى مَاتَكْرَهُ النَّفْسُ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

ভাবার্থ : "যদি তুমি ঈমানের সাথে সন্তুষ্টি প্রদর্শন করতে পার তবে তা কর, আর যদি তা না পার তবে আত্মা যা অপছন্দ করে তাতে ধৈর্য ধরার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ আছে।"

অতএব যারা অসন্তুষ্ট তারা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধও বটে, যদিও তাদের ক্রোধ কথায় প্রকাশ পায় না। তাদের ভিতরে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন মিশে আছে, যেমন– এটা কেন ঘটল বা এটা কীভাবে হতে পারে?

২৫৩. সন্তুষ্টিই সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা

ঐশী বিধান সম্বন্ধে যে ব্যক্তি তাঁর অন্তরকে সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে, আল্লাহ তার অন্তরকে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও শান্তি দ্বারা ভরে দেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হবে তার অন্তর বিপরীত গুণাবলি দ্বারা পূর্ণ হবে এবং তার অন্তর এমন সব বিষয় নিয়ে পূর্বেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে যা সুস্থ ও সফলতাকে ধ্বংস করে দিবে।

অতএব সন্তুষ্টি অন্তরকে সকল প্রকার অনাবশ্যক আচরণ থেকে শূন্য করে দিয়ে একে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেয়। অসন্তুষ্টি অন্তর থেকে আল্লাহর সকল চিন্তা দূর করে দেয়। সুতরাং ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও অভিযোগকারী লোক– যে সর্বদা মনে করে যে, সে এক সমস্যা থেকে আরেক সমস্যায় পড়ছে তার প্রকৃত কোন জীবন নেই। সে মনে করে তার রিযিক কম, সে গরীব (দরিদ্র), তার সমস্যা নানাবিধ এবং সর্বোপরি সে মনে করে যে, সে আরো পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন মূলত সে সে বিষয়ে বা তা নিয়ে অসন্তুষ্ট। তাহলে এ ধরনের লোক কীভাবে স্বস্তি, শান্তি ও ভালো জীবন পেতে পারে?

"তা এজন্য যে, যা আল্লাহকে রাগান্বিত করত তারা তার অনুসরণ করেছিল এবং তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছিল। তাই তিনি (আল্লাহ) তাদের আমলসমূহকে বাতিল করে দিলেন।"

(৪৭–সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-২৮)

২৫৪. সন্তুষ্টির ফল কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া)

অল্পে তুষ্টি শুকরিয়া আদায়ের পথে পরিচালিত করে, শুকরিয়া হলো ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের। আসলে এটাই ঈমানের আসল রূপ। দ্বীনদারির (ধার্মিকতার) বিভিন্ন পর্যায়ের সর্বোচ্চ শিখা বা চূড়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর করুণা, শাসন, বিধান, তাঁর দান ও তাঁর ছিনিয়ে নেয়ার প্রতি সন্তুষ্ট নয় সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ (শুকরগুজার) নয়। প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ লোকেরাই সর্বাপেক্ষ ধন্য ও সমৃদ্ধ লোক।

২৫৫. অসন্তুষ্টির ফল অবিশ্বাস (কুফুরি)

বিরক্তি ও ক্ষুব্ধতার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। ফলত এটা কুফুরির (আল্লাহকে অবিশ্বাসের) পথে নিয়ে যায়। বান্দা যদি প্রভুর প্রতি সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে তবে স্বভাবতই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকল। অতএব, সে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু যদি সে সন্তুষ্টিহীন হয় তবে সে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কাফেরদের পথ অনুসরণ করে। ঈমানের মধ্যে মিথ্যা ও বিচ্যুতির অনুপ্রবেশ একমাত্র একারণেই ঘটেছে যে, আল্লাহ্‌র অনেক বান্দা নিজেরাই নিজের প্রভু হতে চেয়েছিল, এমনকি তাদের অনেকে নিজেদের চাহিদা ও ইচ্ছাকে তাদের (বানানো) প্রভু কর্তৃক লিখিয়ে নিতে বা অনুমোদন করিয়ে নিতেও উদ্যোগ নিয়েছিল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه ‐

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়ো না।"

(৪৯–সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১)

২৫৬. অসন্তুষ্টি শয়তানের ফাঁদ

শয়তান মানুষকে বশে আনতে অধিকাংশ সময়ই দু'টি ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়; (এক) অসন্তুষ্টি ও (দুই) ইচ্ছা। এ দু'টি ক্ষেত্রে শয়তান মানুষকে অত্যন্ত নাজুক পায়, বিশেষ করে অসন্তোষ যখন গভীর হয়। এক্ষেত্রে সে এমন কিছু বলে, করে ও ভাবে যা তাঁর প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে। স্পষ্টরূপে বর্ণিত এ কারণেই নবী করীম ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু সম্বন্ধে বলেছেন–

يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَتَدْمَعُ الْعَيْنُ وَلَانَقُوْلُ اِلَّامَا يُرْضِىْ رَبَّنَا ‐

ভাবার্থ : "মন বিষন্ন, চক্ষু হতে অশ্রু ঝড়ে তবুও আমরা আমাদের প্রভুকে যা সন্তুষ্ট করে, তা ছাড়া অন্য কিছু বলি না।"

একটি শিশুর মৃত্যু মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করতে পারে। সে অবস্থায় অধিকাংশ মানুষই অসন্তুষ্ট থাকে, যার কারণে তারা এমন কিছু বলতে বা করতে পারে যা তাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করতে পারে এ কারণেই এমন

অবস্থায় যা তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তা ছাড়া অন্য কিছু অবশ্যই না বলার জন্য নবী করীম ﷺ আমাদের অবগত করলেন।

যা ঘটেছে তা নিয়ে কেউ যদি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় আর তখন তার নখদর্পণে (মাথায় বা মনে) যদি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় রাখে তবে তার দুর্বিপাকের বোঝা যথার্থই হাল্কা হবে। তিনটি বিষয় হলো–

১. আল্লাহর প্রজ্ঞাকে বুঝা ও বিশ্বাস করা যে, যা তার বান্দাদের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী, তিনি তা সর্বোত্তমভাবে জানেন।

২. আল্লাহর যে বান্দা বিপদগ্রস্ত হয়ে ধৈর্য ধরে, তাকে আল্লাহ্ যে মহান পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন তা সম্বন্ধে সচেতন থাকা।

৩.বিধান দেয়ার ও বিচার করার অধিকার (একমাত্র) আল্লাহর– এ কথা বুঝা ও মেনে নেয়া।

"তারাই কি আপনার প্রভুর করুণাকে বণ্টন করে !"

(৪৩–সূরা আন নিসা : আয়াত-৩২)

২৫৭. অল্পে তুষ্টি নিয়ে আরেকটি কথা

পরিতুষ্ট মানুষের ইচ্ছা আল্লাহ তার বান্দা থেকে যা চান তার অনুগামীই হয়ে থাকে অর্থাৎ আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও যে বিষয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট (তাঁর পরিতুষ্ট বান্দা তাই ইচ্ছা করে)। এ কারণেই তুষ্টি ও নিজের ইচ্ছার অন্ধ অনুসরণ কখনও একই আত্মায় (একসাথে) অবস্থান করতে পারে না। আর যদি কারো মনে উভয়টার অংশই থাকে তবে তার মন উভয়টার মধ্যে যেটি শক্তিশালী সেটি দ্বারা পরাভূত (পরাজিত) হবে।

"আর হে আমার প্রভু! তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও, এজন্য আমি তাড়াতাড়ি তোমার নিকট এসে হাজির হয়েছি।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-৮৪)

নিম্নোক্ত হাদীসটি নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন–

تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِى الشِّدَّةِ ـ

ভাবার্থ : "সুসময়ে আল্লাহকে চিন তাহলে তিনি দুঃসময়ে তোমাকে চিনবেন।" "সুসময়ে আল্লাহকে চিন" অর্থ হল তাঁর প্রতি অনুগত থেকে,

তাঁর অনুগ্রহরাজির জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে এবং মসিবত আসার পূর্বেই একনিষ্ঠভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর নৈকট্য সন্ধান করা। "সুসময়ে" অর্থ হলো শান্তি, নিরাপত্তা, অনুগ্রহ ও সুস্বাস্থ্যের সময়। তোমার সংকট মোচন করে এবং তোমাকে প্রতিটি জটিল অবস্থা থেকে মুক্ত করে "তিনি তোমাকে দুঃসময়ে চিনবেন।"

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, বান্দার মনের মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে এমন এক বিশেষ সম্পর্ক থাকা উচিত, যে সম্পর্কের কারণে বান্দা তার মনিবের এতটাই নৈকট্য অনুভব করবে যে, তার আর কারো প্রয়োজন হবে না। এভাবে সে যখন একাকী থাকে তখন সে সঙ্গ পায় এবং সে তাঁকে স্মরণ করার ও তাঁর নিকট প্রার্থনা করার মজা পায়। আল্লাহর বান্দা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনবরত জটিলতা ও কঠিনতার সম্মুখীন হতে থাকবে। কিন্তু তার প্রভুর সাথে তার যদি বিশেষ সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ সে যদি তাঁর অনুগত বান্দা হয়, তবে জীবনের সকল সঙ্কটই তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

২৫৮. ভাইদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

"ক্ষমা কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মুর্খদেরকে উপেক্ষা কর। (অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিও না)" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৯৯)

আপনার ভাইয়ের দু'একটি ভুলের জন্য তাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়; বিশেষ করে, যদি তার বাদ বাকি চরিত্রাবলী প্রশংসনীয় হয়। যেহেতু আমরা জানি, আমাদের যে কোন লোকের পক্ষেই একেবারে নিখুঁত চরিত্রের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

আলকিন্দি বলেছেন–

"তুমি কিভাবে আশা কর যে তোমার বন্ধু এক বিশেষ চরিত্রের অধিকারী হোক যখন নাকি তোমার নিজের আত্মাই–যা নাকি তোমার সবচেয়ে নিকটতম সে-ই তোমার কথা সবর্দা মানে না। তাহলে অন্যের আত্মা তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করুক এ আশা করার কী অধিকার তোমার আছে?"

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا -

"তোমরা তো পূর্বে এমনই ছিলে, অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে করুণা করেছেন (তোমাদেরকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন)।

(৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-৯৪)

"অতএব নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না। তিনি জানেন কে তোমাদের মধ্যে অধিক মোত্তাকী।" (৫৩-সূরা আন নাজম : আয়াত-৩২)

এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট যে আপনি আপনার ভাইয়ের চরিত্রের প্রধান অংশের প্রতি সন্তুষ্ট।

আবু দারদা (র) বলেছেন-

مُعَاتَبَةُ الْاَخِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ.

"কোন দোষের কারণে তোমার ভাইকে একেবারে পরিত্যাগ করার চেয়ে তাকে বরং তিরস্কার করাই ভাল।"

কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন-

"আমরাই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নই, সুতরাং অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার আশা আমরা কিভাবে করতে পারি?"

একথাও বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তির কোন ভালো চরিত্র ও বিচক্ষণ বিচার আপনাকে প্রভাবিত করে তার ছোট খাটো এমন কোন কোন ভুলের জন্য তার থেকে দূরে থাকবেন না, যা নাকি গুণের মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত (তার এসব ছোট খাটো দোষ ছাড়া ও তার মহাসাগরের মতো বিশাল গুণ আছে। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করা বোকামী -অনুবাদক) আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এমন সংস্কৃতি, ভদ্র ও উন্নত একটি লোকও খুঁজে পাবেন না, যে নাকি সকল কলঙ্ক ও পাপ থেকে মুক্ত। নিজের আত্মা সম্বন্ধে ভেবে দেখুন যে, এটা কত বেশি ভুল করে ও বিচ্যুত হয়। এ ধরনের অন্তর্দর্শন (আত্মদর্শন) অন্যের প্রতি আপনার চাহিদাকে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ করবে এবং আপনাকে পাপীদের প্রতি সহনশীল করে তুলবে।"

একজন আরব কবি বলেছেন–

وَمَنْ ذَا الَّذِيْ تُرْضٰى سَجَايَاهُ كُلُّهَا

كَفَى الْمَرْءَ نُبْلًا اَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ .

ভাবার্থ : "এমন কে আছে যে, যার গোটা চরিত্র নিষ্কলুষ? যার দোষ গণনা করা যায় (যার দোষ হাতে গোনা গুটিকতক বা যার দোষ গুণের তুলনায় কম।) এটাই তার মহত্ত্বের জন্য যথেষ্ট। (অর্থাৎ গুণের তুলনায় দোষ কম হওয়াই (তার) মহত্ত্বের (পরিচয়ের) জন্য যথেষ্ট)।

বলা হয়েছে যে, ভাইয়ের প্রতি সন্দেহ যেন বহুদিনের বিশ্বস্ততাকে ধ্বংস না করে। জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ তার ছেলেকে বলেছেন, "বৎস! তোমার যে ভাই তোমার প্রতি তিনবার রাগ করেছে এবং প্রতিবারই সে তোমার সম্বন্ধে সত্য কথা বলেছে, তাকে তুমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর।"

হাসান ইবনে ওহাব বলেছেন : "পারস্পরিক ভালোবাসার অর্থ হলো ক্ষমা করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতাকে উপেক্ষা করা।"

"অতএব তুমি মহান ক্ষমার মাধ্যমে তাদের ভুল-ত্রুটিসমূহকে উপেক্ষা কর।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৮৫)

ইবনে রুমী বলেছেন–

هُمُ النَّاسُ وَالدُّنْيَا وَلَا بُدَّ مِنْ قَذًى * يُلِمُّ بِعَيْنٍ اَوْ يُكَدِّرُ مَشْرَبًا .

وَمِنْ قِلَّةِ الْاِنْصَافِ اِنَّكَ تَبْتَغِيْ * الْمُهَذَّبَ فِى الدُّنْيَا وَلَسْتَ الْمُهَذَّبَا .

ভাবার্থ : এ-ই হলো মানুষ ও দুনিয়া, ধুলি-ময়লা লোপ করা অসম্ভব। (ধুলি) চোখে যাতনা দেয় ও (ময়লা) পানিকে ময়লা করে।

দুনিয়াতে তুমি অবিবেচনার মাধ্যমে ভদ্র-সভ্য মানুষ তালাশ করছ অথচ তুমি নিজেই সংস্কৃত ও উন্নত নও।"

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَازَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا .

"তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনও (পাপ থেকে) পবিত্র হতে পারবে না।' (২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-২১)

একজন কবি বলেছেন-

تُرِيْدُ مُهَذَّبًا لَا عَيْبَ فِيْهِ * وَهَلْ عُوْدٌ يَفُوْحُ بِلَادُخَانٍ .

ভাবার্থ : তুমি নিষ্কলুষ এক সভ্য মানুষ খুঁজছ! কিন্তু মুসব্বর (ঘৃতকুমারী) কি ধুঁয়া ছাড়া সুগন্ধি ছড়ায়?"

"অতএব নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করো না, তিনি জানেন কে অধিক মুত্তাকী।" (৫৩-সূরা আন নাজম : আয়াত-৩২)

২৫৯. সুস্থতা ও অবসরের সুবিধা ভোগ করুন

আপনি অবশ্যই আপনার সুস্থতা ও অবসর সময় নষ্ট করবেন না। অতীব ভালো কাজের উপর নির্ভরতার ফলস্বরূপ আপনার প্রভুর আনুগত্যের কার্য সম্পাদনে অমনোযোগী হবেন না। কাজ করে ও প্রচেষ্টা চালিয়ে আপনার সুস্থতা ও অবসর সময়ের সুবিধা গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন যে, আপনি সর্বদা হারানো সময়কে পুষিয়ে নিতে পারবেন না এবং আপনি যে সময়কে অলসতায় নষ্ট করেছেন তার জন্য দু'দিন আগে বা পরে আপনি আফসোস (অনুতাপ) করবেন।

বাজরজামহার বলেছেন, "কাজ যদি কাউকে ক্লান্ত করে তবে কর্মহীনতা তাকে ধ্বংস করবে।"

একজন বিজ্ঞলোক বলেছেন, এমন কাজ করে আপনার দিন নষ্ট করবেন না, যা আপনার কোন উপকারে আসবে না এবং আপনার সম্পদকে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে অলস পড়ে থাকতে দিবেন না। কেননা, কারো জীবনে সময় এত অল্প যে, এটাকে অনুপকারী কোন কিছুর উপর নিক্ষেপ করা যায় না (অর্থাৎ এটাকে বাজে কাজে নষ্ট করা উচিত নয়। -অনুবাদক)

এবং কারো টাকা-পয়সার সরবরাহ এত কম নয় যে, এটাকে কোন কাজে বিনিয়োগ করা যায় না। অতএব, জ্ঞানী ব্যক্তি এতটাই বিচক্ষণ যে, সে তার

সময়কে বাজে কাজে নষ্ট করতে পারে না এবং তার টাকা-পয়সাকে এমন কাজে ব্যয় করতে পারে না, যা কোন লাভ বয়ে আনবে না।"

এর চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ঈসা (আ)-এর বাণী : "ধার্মিকতার প্রমাণ তিন কাজে– কথা, দর্শন ও নীরবতায়। যার কথা আল্লাহর স্মরণ ছাড়া অন্য বিষয়ে হয় তার কথা বাজে কথা। যে কোন কিছু শিক্ষা করার চেষ্টা ছাড়া দেখে (তাকায়) সে (তার আসল উদ্দেশ্য) ভুলে যায় এবং যার নীরবতা ধ্যান-গবেষণাহীন সে অসতর্ক ও অমনোযাগী।"

২৬০. বিশ্বাসীদের আল্লাহ্ রক্ষা করেন

প্রতিটিই মানুষেরই একজন প্রভুর প্রয়োজন– সে এটা স্বীকার করুক বা না-ই করুক। আর প্রভুর অবশ্যই সর্বশক্তিমত্তা, ক্ষমতা, ধনাঢ্যতা ও চিরঞ্জীবতা এ ধরনের কিছু গুণ থাকা উচিত। যার এসব গুণ ও অন্যান্য পরম ও নিখুঁত গুণ আছে তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্।

অতএব, একনিষ্ঠ সত্যান্বেষী ব্যক্তি আল্লাহ্ অভিমুখী হয় এবং তারপর আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শান্তি খুঁজে পায়। তিনি (আল্লাহ্) দুর্বল ও আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয়।

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চাচ্ছিলে, তাই তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন– সে কথা স্মরণ কর।"

(৮–সূরা আনফাল : আয়াত- ৯)

"তিনি সকলকে রক্ষা করেন, পক্ষান্তরে তাঁকে রক্ষা করতে হয় না। (আল্লাহ যদি কাউকে রক্ষা করেন তবে কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারে না বা কেউ-তার ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ্ যদি কাউকে শায়েস্তা করেন বা কারো ক্ষতি করেন তবে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।)

(২৩–সূরা মূ'মিনুল : আয়াত-৮৮)

"যখন তাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না। (৬–সূরা মায়িদা : আয়াত-৫১)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে, যদিও সে তাকে (আল্লাহকে) কিছু পরিমাণে ভালোবাসে তবুও সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির চেয়েও অনেক বেশি খারাপ যে নাকি বিষাক্ত খাবার খেতে মজা পায়।

"যদি এতদুভয়ে (আসমানে ও জমিনে) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকত তবে অবশ্যই এতদুভয় (আসমান ও জমিন) ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা তার সম্বন্ধে যে মিথ্যা বর্ণনা দেয়, আরশের অধিপতি আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।" (২১-সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-২২)

আমরা ক্ষণস্থায়ী, তিনি চিরস্থায়ী। আমরা দুর্বল তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা গরীব, তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী। এই কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের দ্বারাই দেখা যায় যে, আমাদের আল্লাহর প্রয়োজন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর প্রতিপালক ও প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে না, সে খুব সম্ভব আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ সে নানান ছবিকে, প্রেমের বস্তুসমূহকে বা নিজের আকাঙ্ক্ষাসমূহকে নিজের দেব-দেবী হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তখন সে মিথ্যা দেব-দেবীর গোলাম ও চাকর হয়ে যাবে।

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰهُ.

"তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিজের কামনা-বাসনাকে নিজের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে?" (২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৪৩)

"অথচ তারা তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবী গ্রহণ করেছে।"
(২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৩)

হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ؟ قَالَ أَعْبُدُ سَبْعَةً : سِتَّةٌ فِى الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِى السَّمَاءِ قَالَ : فَمَنْ لِرَغْبِكَ وَلِرَهْبِكَ قَالَ : اَلَّذِىْ فِى السَّمَاءِ قَالَ : فَاتْرُكِ الَّتِىْ فِى الْأَرْضِ وَاعْبُدِ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ .

নবী করীম ﷺ একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ক'জনের ইবাদত কর?" লোকটি উত্তর দিল, "আমি সাতজনের ইবাদত করি। ছয়জন জমিনে, একজন আসমানে।" নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের মধ্য থেকে কার কাছ থেকে তুমি কোন কিছু পাওয়ার আশা কর ও কাকে তুমি ভয়

কর?" সে উত্তর দিল, "আকাশে যিনি আছেন।" নবী করীম ﷺ বলেন, "তাহলে জমিনেরগুলোকে ত্যাগ করে আসমানে যিনি আছেন, তার ইবাদত কর।"

জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত না করে তাঁর ইবাদত করা বান্দার যে প্রয়োজন তা বায়ু গ্রহণের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জরুরি।

ব্যক্তির বাস্তবতা (অস্তিত্ব) তার হৃদয়ে ও অন্তরে থাকে। আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়া কারো হৃদয় সুস্থ নয়, আত্মাও সুস্থ নয়। একজন কবি বলেন–

وَمَنْ لِقَاءَ اللّٰهِ قَدْ أَحَبَّا * كَانَ لَهُ اللّٰهُ أَشَدَّ حُبَّا .

وَعَكْسُهُ الْكَارِهُ فَاللّٰهَ اسْأَلْ * رَحْمَتَهُ فَضْلاً وَلَا تَتَّكِلْ .

ভাবার্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, আল্লাহ্ তাকে অধিক ভালোবাসেন। আর যে আল্লাহ্কে ভালোবাসে না তার জন্য বিপরীত অবস্থা (অর্থাৎ, আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসেন না।) অতএব, বরকতের জন্য আল্লাহ্র নিকট রহমত চাও। কিন্তু বসে থেকো না (বরং আমলে সালেহ্ কর)।"

যদিও কেউ মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের মাঝে সন্তুষ্টি বা আনন্দ খুঁজে পায় তবে তা টিকবে না। কেননা যখন কেউ কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় তখন সে অন্যটা তালাশ করে। সে এ লোকের নিকট এক সময় কল্যাণ খুঁজে পাবে এবং অন্য সময় একই ব্যক্তির নিকট সে বিরক্তবোধ করবে। আসলে সে এমনকি তাকে ঘৃণাও করতে পারে, যে নাকি এক সময়ে তাকে চরম আনন্দ দিয়েছে। সবার জন্য, সর্বাবস্থায় ও সব সময়ে আল্লাহ্র প্রয়োজন।

একজন কবি বলেন–

عَسَاكَ تَرْضَى وَكُلُّ النَّاسِ غَاضِبَةٌ * إِذَا رَضِيْتَ فَهٰذَا مُنْتَهَى أَمَلِيْ

ভাবার্থ : "আমি চাই যে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। পক্ষান্তরে, সব মানুষ আমার প্রতি রাগান্বিত থাকুক (তাতে কিছু যায় আসে না)। আপনি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট, তখন এটাই আমার চরম ও পরম পাওয়া (আকাঙ্ক্ষা)।"

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

وَمَنْ اَرْضَى اللّٰهَ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ وَمَنْ اَسْخَطَ اللّٰهَ بِرِضَا النَّاسِ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ.

ভাবার্থ : "যে ব্যক্তি মানুষকে রাগান্বিত করে হলেও আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন, আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্কে রাগান্বিত করে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাগান্বিত হন এবং মানুষকেও তার উপর রাগান্বিত করে দেন।"

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

"আর এভাবে আমি তাদের কৃতকর্মের ফলে জালিমদের কতককে কতকের (জন্য) অভিভাবক বানিয়ে দিই।" (৬–সূরা আল আন'আম : আয়াত-১২৯)

২৬১. অন্বেষণকারীর পথের নিশানা

যদি কেউ জানতে চায় যে সে সফলতার দিকে উচ্চস্তরে উঠেছে কি-না তবে তার উন্নতি নির্ধারিত ও নিশ্চিত করতে তাকে সাহায্য করার জন্য কতিপয় নিশ্চিত চিহ্ন ও নির্দেশনা আছে।

১. যে যত বেশি জ্ঞানী সে তত বেশি বিনয়ী ও অন্যদের প্রতি তত বেশি দয়া পরবশ হয়। একটি দামী মুক্তার কথা ভাবুন : এটা যত বেশি ভারী ও দামী হয় তত বেশি গভীর মহাসাগরে এটা থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, জ্ঞান যদিও দানস্বরূপ তবুও আল্লাহ্ যাকে জ্ঞান দান করেছেন তাকে তিনি জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা করেন। যখন কেউ জ্ঞানকে দান স্বরূপ পেয়ে কৃতজ্ঞ থাকে তখন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ . وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ .

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"

(৫৮–সূরা আল মুজাদালা : আয়াত-১১)

২. যে যত বেশি আমলে সালেহ করে সে তত বেশি সতর্ক, ভীরু ও মোত্তাকী হয়। এ আশঙ্কায় যে সে ভুল থেকে (নিজেকে) নিরাপদ বা মুক্ত ভাবে না, যেমন নাকি কথার ভুল, অন্তরের পরিবর্তন (পাপ চিন্তা)। সে সর্বদা নিজেকে পাহারা দেয় ও সতর্ক থাকে। সে সতর্ক পাখির মতো : যখনই সে গাছের কোন ডালে বসে তখনই সে দক্ষ শিকারী ও তার গুলির ভয়ে এটাকে ছেড়ে আরেক ডালে উড়ে চলে যায়।

৩. যে যত বেশি বয়স্ক বা বৃদ্ধ হয় এ দুনিয়ার প্রতি তার তত কম লোভী হওয়া উচিত। কেননা সে নিশ্চয় বুঝতে পারছে যে, তার সময় শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

৪. যে যত বেশি সম্পদশালী হয়, তার অন্যের প্রতি তত বেশি বদান্য ও উদার হওয়া উচত। একজন ধনী মুসলিমের বুঝা উচিত যে, তার সম্পদ তাকে আমানতস্বরূপ দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে সে সম্পদের মাঝে পরীক্ষা করছেন এ মনোভাব পোষণ করা।

৫. সমাজে যার যত বেশি পদমর্যাদা হয়, জনগণের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করে তার তত বেশি তাদের নিকটবর্তী হওয়া উচিত।

কিন্তু অবনতির চিহ্নও আছে

১. যে যত বেশি জ্ঞানার্জন করে সে তত বেশি উদ্ধত হয়। এ ধরনের লোকের জ্ঞান কল্যাণকর নয়। তার হৃদয় শূন্য ও তার সঙ্গ দুর্বিসহ।

২. যে যত বেশি কাজের হয়, তত বেশি সে গর্বিত হয় এবং তত বেশি সে অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে। সে শুধুমাত্র নিজেকেই সন্দেহের কল্যাণ (ক্ষতি ও ধ্বংস- অনুবাদক) দান করে। এভাবে সে ভাবে যে, সেই শুধুমাত্র মুক্তি অর্জন করছে। আর অন্যেরা সবাই ধ্বংসে হতে বাধ্য।

৩. যে যত বেশি বয়স্ক হয় তত বেশি কৃপণতা ও অর্থ-লিপ্সা তার চরিত্রের অংশ হয়। সে সঞ্চয় করে কিন্তু সে কখনও বিলি করে না। দুর্যোগ-দুর্বিপাক ইত্যাদি তাকে অন্যদের প্রতি বদান্য হতে নাড়া দিতে ব্যর্থ হয়।

৪. সমাজে তার যত মর্যাদা হয়, তার ঔদ্ধত্যের মাত্রাও ততবেশি হয়।

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ صُوْرَةِ الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ بِاَقْدَامِهِمْ .

ভাবার্থ : "বিচার দিবসে অহংকারীদেরকে পিপঁড়ার আকারে জমায়েত করা হবে। মানুষেরা তাদেরকে পদদলিত করবে।"

উপরে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়েই আমি আল্লাহ্র এমন কিছু করুণার কথা উল্লেখ করেছি। যা দ্বারা আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, সে সব বান্দাদের কিছু বান্দা পরীক্ষায় পাস করবে অন্যরা হবে ব্যর্থ।

২৬২. সম্মানে ভূষিত হওয়াও পরীক্ষা

কেউ যদি ক্ষমতা, সম্মান, সামাজিক মান, পদমর্যাদা ও সম্পদ দ্বারা ভূষিত হয়, তবে তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে সে পরীক্ষিত হচ্ছে। সুলাইমান (আ) যখন রাণী বিলকিসের সিংহাসনকে তার সামনে হাজির দেখলেন তখন তিনি বলেন–

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ . لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ .

"এটাতো আমার প্রতিপালকের দয়ার বদৌলতে, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য– আমি কি কৃতজ্ঞ হই নাকি অকৃতজ্ঞ হই।"

(২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-৪০)

এরূপে আল্লাহ্ কাউকে কোন কল্যাণ দান করে দেখতে চান যে, কে এর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে এটাকে হেফাজত করে এবং সৎ উপায়ে এর সুবিধা ভোগ করে এটাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে এবং এও দেখতে চান যে, কে অকৃতজ্ঞ হয়ে করুণাকে অপচয় করে অথবা এমনকি প্রথমত যিনি তাকে এটা দান করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এটাকে ব্যবহার করে এটাকে (নেয়ামতকে) অস্বীকার করে।

অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, নেয়ামতরাশি হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ।

কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়েই কৃতজ্ঞদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়, পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞরাও চিহ্নিত হয়ে যায়। আর আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সুসময়ে এবং দুঃসময়েও পরীক্ষা করেন।

"আর মানুষতো এমন যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে সম্মানিত করে ও তাকে অনুগ্রহ দান করে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, "আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।"

কিন্তু যখন তিনি তার রিযিককে সংকুচিত করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, "আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন।" কখনও না....।" (৮৯–সূরা আল ফাজর : আয়াত-১৫-১৭)

২৬৩. চিরস্থায়ী ধন-ভাণ্ডার

মানুষ পরকালের জন্য যা সাথে করে নিয়ে যায় তাই প্রকৃত ধন-ভাণ্ডার। ইসলাম, ঈমান, আমলে সালেহ্, জিহাদ ও তওবা-এসব হলো এমন চিরস্থায়ী ধন-ভাণ্ডারের উদাহরণ বা উপমা।

"সালাতে তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহকে পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্র প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, (সমস্ত) কিতাবের প্রতি ও নবীদের প্রতি ঈমান আনলে এবং সম্পদের প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে, ইয়াতীমদেরকে, অভাবগ্রস্তদেরকে, পর্যটকদেরকে, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ-সম্পদ দান করলে এবং সালাত কায়েম করলে, যাকাত আদায় করলে, ওয়াদা দিয়ে তা পূর্ণ করলে এবং অর্থ সংকটের সময়ে, দুঃখ-কষ্টের সময়ে ও যুদ্ধের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করলে। (আর যারা এসব আমলে সালেহ্ করে) তারাই ন্যায়পরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।" (২–সূরা বাকারা : আয়াত-১৭৭)

২৬৪. দৃঢ় প্রত্যয় অলজ্ঘনীয় বাধাকেও অতিক্রম করতে পারে

যখন কারো মহান দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, তখন সে আল্লাহর ইচ্ছায় পুণ্যের সুমহান উচ্চতায় আরোহণ করতে পারে। একজন মুসলমানের একটি চরিত্র এও যে, তার কেবলমাত্র উচ্চ ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে তাই নয়, বরং তার দৃঢ় ইচ্ছাও থাকে কেননা, দৃঢ় প্রত্যয় হলো জ্বালানিস্বরূপ, যা তাকে উচ্চতর গুণাবলির দিকে চালিত করে।

আল্লাহর ইচ্ছায় স্থির সংকল্প বা দৃঢ় সংকল্প আপনাকে মহাকল্যাণ বয়ে এনে দিবে। লোকজন আপনাকে এমন দেখতে পাবে যে নাকি শিখছে, ভালো কাজ করছে, উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছে অথবা মূলত যে নাকি সাফল্য অর্জন করছে। যা হোক, দৃঢ় প্রত্যয়কে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলার ভুলে পতিত হবেন না। এ দুয়ের মাঝে আসমান জমিন ফারাক বিদ্যমান। যার স্থির সংকল্প আছে সে প্রতিটি হারানো সুযোগের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং সে জন্য সে তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অনবরত নিজেকে সম্মুখে চালিত করে। দৃঢ় সংকল্প বা পাকা নিয়ত ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও একনিষ্ঠদের চরিত্র। পক্ষান্তরে, ঔদ্ধত্য হলো অসুস্থতা যা অত্যাচারী ও হতভাগাদের মাঝে প্রাধান্য বিস্তার করে (যারা অত্যাচারী, ফলে পরকালে হতভাগা তাদের প্রধান চরিত্র হলো ঔদ্ধত্য। –অনুবাদক)

স্থির সংকল্প মানুষকে উর্ধ্ব দিকে বহন করে নিয়ে যায়। অথচ উদ্ধত্য মানুষকে অধঃপতিত করে তাকে অপযশ ও কলঙ্কের গভীরতম প্রদেশে টেনে নিয়ে যায়। হে জ্ঞানী জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা! তোমরা যে পথে আছ, তাতে দৃঢ় ও দৃঢ় সংকল্প থাকো এবং ভয়ে পশ্চাৎপদ (পিছপা) হয়ো না।

২৬৫. জ্ঞানার্জনের জন্য পঠন

জ্ঞানীদের বাণী পাঠ করা ও তা নিয়ে গবেষণা করা মনে আনন্দ বয়ে আনে। জ্ঞানীদের অগ্রণী হলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ। অন্যরা কোনভাবেই তার তুল্য হতে পারেন না। কেননা, তিনি অহীর মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত মো'জেজার মাধ্যমে নিশ্চিত এবং স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমাদের নিকট প্রেরিত।

২৬৬. আর আমি যখন অসুস্থ হই তিনিই আমাকে সুস্থ করেন

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ -

"এবং আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে সুস্থ করে তোলেন।" (২৬-সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-৮০)

এখানে বিভিন্ন বিষয়ে এমন কিছু উপদেশ উল্লেখ করা হলো, যেগুলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আমাদের নিকট এসেছে।

আবকারাত বলেছেন, "কঠোর পরিশ্রম করে, অলসতা পরিহার করে, মদ্যপান ত্যাগ করে এবং অতিরিক্ত বা বেশি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থেকে দীর্ঘকাল সুস্থ থাকুন।"

কোন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, "যে সুস্থতা কামনা করে তার উচিত যথাযথভাবে ও উত্তমরূপে আহার করা। তার পরিমিত পানি পান করা উচিত। দুপুরের আহারের পর সামান্য সময় শুয়ে বিশ্রাম করা ও রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ হাঁটা বিধেয়। পেট ভরে আহার করার ঠিক পরেই গোসল করা থেকে সাবধান থাকতে হবে।"

আল হারিছ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুস্থ থাকতে চায় তার উচিত দুপুরের খাবার ও রাতের খাবার আগেভাগে গ্রহণ করা (খাওয়া)।"

প্লেটো বলেছেন, "পাঁচটি জিনিস শরীরকে দুর্বল করে : এমনকি মাঝে মাঝে মারাত্মকও হয়ে যায়।

১. দরিদ্র হওয়া।
২. প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।
৩. টক পানীয় পান করা (অল্প পরিমাণ টক পানীয় অবশ্য শরীরের পক্ষে ভালো আর বেশি পরিমাণে টক পানীয় পান করা ক্ষতিকর। -অনুবাদক)
৪. উপদেশ প্রত্যাখ্যান করা এবং
৫. শুধুমাত্র মূর্খ থাকাই নয় বরং জ্ঞানীদেরকে উপহাস করা।"

চারটি জিনিস শরীরকে দুর্বল করে

১. অতিরিক্ত কথা বলা,
২. অতিরিক্ত ঘুমানো,

৩. অতিরিক্ত খাওয়া এবং

৪. অতিরিক্ত যৌন ক্রিয়া করা।

অতিরিক্ত কথা মস্তিষ্কের শক্তি ও তীক্ষ্মতাকে দুর্বল করে দেয় এবং মানুষকে দ্রুত বৃদ্ধ করে দেয়। অতিরিক্ত ঘুম অন্তরকে অন্ধ করে দেয় এবং মানুষকে অলস ও নির্মম করে দেয়। ঘন ঘন যৌন ক্রিয়া মানুষের শক্তি কমিয়ে ফেলে এবং শরীরের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

চারটি জিনিস শরীরকে ধ্বংস করে দেয়

১. উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা বা টেনশন,

২. দুঃখ,

৩. ক্ষুধা এবং

৪. অনিদ্রা বা নিদ্রাহীনতা।

চারটি জিনিস হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে

১. শ্যামলশোভা, শ্যামলিমা বা সবুজ গাছ-পালার দিকে তাকানো,

২. প্রবাহিত পানির দিকে তাকানো,

৩. প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং

৪. ফলন্ত গাছের ফলের দিকে তাকানো।

চারটি বিষয় বা কাজ চোখের দৃষ্টি শক্তিকে দুর্বল করে দেয়

১. খালি পায়ে হাঁটা।

২. খুব ভোরে ও ঘুমানোর আগে ভ্রুকুটি করে তাকানো,

৩. ঘন ঘন কাঁদা এবং

৪. ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত লেখা পাঠ করা।

চারটি জিনিস বা কাজ শরীরকে শক্তিশালী করে

১. কোমল পোশাক পরিধান করা,

২. পরিমিত তাপের পানিতে গোসল করা,

৩. মিষ্ট ও সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া (মিষ্ট খাবার এমনকি যে কোন ধরনের খাবারই অধিক পরিমাণে খাওয়া ক্ষতিকর। –অনুবাদক) এবং

৪. সুঘ্রাণ নেয়া।

চারটি জিনিস চেহারার হাসি খুশিভাব ও উজ্জ্বলতা হরণ করে

১. মিথ্যা কথা,

২. অহংকার করা

৩. মূর্খের মতো অতিরিক্ত অবান্তর প্রশ্ন করা এবং

৪. ঘন ঘন পাপ কাজ করা।

চারটি জিনিস চেহারায় উজ্জ্বলতা ও হাসি খুশিভাব এনে দেয়

১. আত্মসম্মান বোধ;

২. অঙ্গীকার পূরণ করা;

৩. উদারতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা; এবং

৪. ধার্মিকতা বা তাক্বওয়া।

চারটি কারণে অন্যেরা আপনাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করবে

১. মূর্খতা,

২. হিংসা,

৩. মিথ্যা কথা এবং

৪. অন্যের সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটালে।

চারটি কারণে আপনার নিকট অবাধে রিযিক আসবে

১. রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত পড়া,

২. গভীর রাতে তওবা করা,

৩. অভ্যাসগতভাবে দান করা এবং

৪. দিনের শুরুতে ও শেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর জিকির করা।

চারটি জিনিস আপনার নিকট রিযিক আসতে বাধা দেয়

১. সকালে ঘুমানো,

২. ঘন ঘন প্রার্থনা না করা,

৩. আলস্য ও

৪. আমানতের খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা।

চারটি জিনিস মানুষের মন ও বুঝ শক্তিকে দুর্বল করে দেয়

১. সর্বদা টক খাদ্য ও ফল খাওয়া (অল্প পরিমাণে নিয়মিত টক খাদ্য ও ফল উপকারী। –অনুবাদক)।

২. চিৎ হয়ে ঘুমানো

৩. দুশ্চিন্তা এবং

৪. উদ্বিগ্নতা বোধ (টেনশন ফিল) করা।

চারটি জিনিস মানুষের বুঝ শক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে

১. হাল্কা মন,

২. অতিরিক্ত পানাহার না করা,

৩. খাদ্যে মিষ্ট ও সমৃদ্ধ খাবার যোগকরা এবং

৪. অতিরিক্ত শারীরিক মেদ থেকে মুক্ত হওয়া।

২৬৭. সতর্কতা অবলম্বন করুন

মানুষের জীবনের প্রতিটি পরতে, পটে ও ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং প্রতিটি কাজের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে ভেবে দেখা উচিত কেননা, সতর্ক হলে ভবিষ্যতে আত্ম তিরস্কার করার কোন কারণ থাকবে না। যদি কারো প্রচেষ্টার ফলাফল শুভ হয় তবে অবশ্যই তার উচিত আল্লাহর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করা ও তাঁর প্রশংসা করা। আর যদি কারো প্রচেষ্টার ফলাফল ততটা ভালো না হয় তবে তার বলা উচিত, "আল্লাহ্ তাঁর বিধানকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তিনি যা চান, তা-ই করেন।"

২৬৮. কোন কিছু করার স্থির সিদ্ধান্ত নিন ও পরে তা করুন

এ পুস্তকে আমি কুরআনের যেসব আয়াত, নবী করীম ﷺ-এর হাদীস, কবিতার পঙক্তি, গল্প ও জ্ঞানীদের কথা, বাণী ও প্রবাদ-প্রবচন লিখেছি– এসব কিছুই আপনাকে এমন এক জীবন শুরু করতে আহ্বান করে, যা শুভ ও কল্যাণধন্য সমাপ্তির আশায় ভরা। যা হোক সত্যিকার স্থির সঙ্কল্প, দৃঢ় সঙ্কল্প এবং জিনিসকে দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও স্নায়বিকতা বা ভয়ভীতি থেকে মুক্ত করার একনিষ্ঠ ইচ্ছা ছাড়া আপনি এ পুস্তক থেকে উপকৃত হতে পারবেন না এবং আপনি একথা মনে রাখলে ভালো করবেন যে, আল্লাহ্ সেসব নবীদেরকে আলাদা মর্যাদা দান করেছেন যাদের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি ছিল।

"অতএব (মুহাম্মদ ﷺ) আপনি তেমনি ধৈর্য ধরুন যেমন নাকি দৃঢ়-সঙ্কল্প নবী-রাসূলগণ ধৈর্য ধরেছেন।" (৪৬–সূরা আল আহ্কাফ : আয়াত-৩৫)

আদম (আ) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

"কিন্তু সে ভুলে গেল এবং আমি তার কোন দৃঢ়-সঙ্কল্প পেলাম না।"

(১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-১১৫)

এবং তাঁর সন্তানদের ঘটনাও অনুরূপ। পিতার অনুকরণ করা অন্যায় নয়। কিন্তু একপক্ষে পাপ করে অপরপক্ষে তওবা না করে তাঁকে অনুকরণ করা কারো উচিত নয়। আর একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদেরকে সাহায্য করেন।

২৬৯. এ পার্থিব জীবন

মানুষের পরকালীন কল্যাণ নির্ভর করে কিভাবে সে এ জীবনে নিজের সাথে আচরণ করে তার উপর। এ জীবন ও পরবর্তী জীবনের মাঝে যে সম্পর্ক তা মনে রাখা প্রত্যেক মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, কেউ কেউ ভুলক্রমে ভেবে নিয়েছে যে, একমাত্র এ পৃথিবীই সব (পরকাল বলতে কিছু নেই)। তারা সম্পদ জমা করে এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের সময় অতিবাহিত করে। তারপর তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাদের বুকের ভিতর অপূর্ণ রাখে এবং তা ভুলে গিয়ে মারা যায়।

মাঝে মাঝে আমি এ পৃথিবীতে আমাদের দীর্ঘকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও এমন জীবনের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাতে বিস্ময়বোধ করি যে, জীবনে মানুষ যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا . وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ .

"কেউ জানে না সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে আর কেউ জানে না সে কোথায় মরবে।" (৩১-সূরা লোক্মান : আয়াত-৩৪)

নিজেকে এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুন

১. আপনি কি সত্যি সত্যিই মনে করেন যে, আপনার প্রভুর প্রতি অসন্তুষ্ট থেকে বা তার তক্বদীর বা বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট থেকে এবং আপনার রিযিক ও মেধা নিয়ে অসন্তুষ্ট থেকে আপনি শান্তি ও প্রশান্তি খুঁজে পাবেন?

২. আপনি কি আপনার প্রভুর কল্যাণ ও অনুগ্রহের জন্য যথাযথভাবে ধন্যবাদ দিয়েছেন, যাতে আপনি অন্যান্য অনুগ্রহ চাওয়ার যোগ্য হতে পারেন? যে ব্যক্তি অল্প কাজ পরিচালনা করতে অক্ষম, তার তো অধিক কাজ পরিচালনা করতে আরো বেশি অক্ষম হওয়ার কথা।

৩. আল্লাহ্ আমাদেরকে যে মেধা দান করেছেন তাকে যখন আমরা উন্নত ও সংস্কার করতে ব্যর্থ হই, তখন কেন আমরা তিনি যেটুকু মেধা দিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হই না? যদি সে মেধাকে কাজে লাগাতাম তবে আমরা অন্যদেরকে কিছু দিতে পারতাম এবং সমাজে অবদান রাখতে পারতাম।

কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি ও মেধা প্রায়ই আমাদের ভিতরে লুকায়িত থাকে। তবুও আমাদের অনেকের মাঝে মেধা মূল্যবান খনিজ পদার্থের মতো ভূ-গর্ভে লুকায়িত থাকে। এসব খনিজ পদার্থকে একমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিই খুঁড়ে বের করতে পারে এবং ধুয়ে-মুছে ও ঘষে-মেজে চক্চকে করে তুলতে পারে।

সুতরাং আমাদের কাজ হলো আমাদের মেধাকে খুঁড়ে তোলা ও তারপর একে উন্নত করা।

২৭০. ক্ষতি থেকে পলায়ন ক্ষণস্থায়ী সমাধান

আব্দুল গণি আল আযদির লিখিত 'আল্‌মুতাওয়ারূন' বা 'পলাতক' নামক পুস্তকখানি আমি পড়েছি। এটি একটি মজাদার পুস্তক। এতে তাদের কাহিনী বর্ণিত আছে যারা তৎকালীন নির্মম, উৎপীড়ক, সার্বভৌম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট বন্দী হয়ে আসার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

আবু উমর ইব্‌নুল উলা তাঁর কষ্টের কথা বলেছেন, "আমাকে যখন হাজ্জাজ হুমকি দিল তখন আমি ইয়েমেনে পালিয়ে গিয়ে সানআতে এক গৃহে ছিলাম। রাতে আমি ছাদে বসে থাকতাম আর দিনে ঘরে লুকিয়ে থাকতাম। এক রাতে ছাদে থাকাকালে তিনি এক লোককে আবৃত্তি করতে শুনলেন–

رُبَّمَا تَجْزَعُ النُّفُوسُ مِنَ الْأَمْرِ * لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ .

ভাবার্থ : "আত্মা হয়তো এমন বিষয়ের ভয়ে ভীত, গিরা খোলার মতো যার সমাধান রয়েছে।"

আবু উমর আরো বলেছেন, লোকটি যখন বলল, সমাধান' তখন আমি আশার আলোর বিচ্ছুরণ অনুভব করলাম ও নিজেকে সুখীবোধ করলাম। আর আমি শুনলাম যে আরেক লোক ঘোষণা দিচ্ছে, হাজ্জাজ মারা গেছে। এতে বাকি কথার ব্যাখ্যা হয়ে গেল।

আল্লাহর কসম, আমি জানি না যে, 'সমাধান' ও 'হাজ্জাজ মারা গেছে' এ দু'টি কথার কোনটি আমাকে আনন্দিত করেছে।

একমাত্র একটি সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা আছে আর তা অবশ্যম্ভাবী ও অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে। আর সে সিদ্ধান্তের ফয়সালা হল তাঁর সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা যাঁর হাতে আসমান-জমিনের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও শাসন।

"সর্বদা তিনি কাজে রত।" (৫৫–সূরা আর রহ্‌মান: আয়াত-২৯)

(অর্থাৎ, কাউকে সম্মান দান, কাউকে অসম্মানিত করা, কাউকে জন্মের মাধ্যমে জীবন দান, কাউকে মৃত্যু দান করা ইত্যাদি কাজে আল্লাহ সর্বদা ব্যস্ত থাকেন।)

হাসান বসরী (র)-কেও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ থেকে পালাতে হয়েছিল, হাজ্জাজের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে হাসান বসরী (র) সেজদা করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলেন।

"তাদের জন্য আসমান-জমিন কেউ কাঁদেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।" (৪৪-সূরা আদ দোখান : আয়াত-২৯)

ইব্রাহীম আন্‌নাখায়ীও আরেকজন যিনি হাজ্জাজের কারণে লুকিয়ে ছিলেন। হাজ্জাজের মৃত্যু সংবাদ যখন তার নিকট পৌছল তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলে বললেন-

طَفَحَ السُّرُوْرُ عَلَيَّ حَتَّى اِنَّنِيْ * مِنْ عِظَمِ مَّا قَدْ سَرَّنِيْ اَبْكَانِيْ .

ভাবার্থ : আনন্দ আমাকে এতটাই পরাভূত (আত্মহারা) করেছে যে, আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছি।"

"আর আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দিয়েছি। তোমরা ধৈর্য ধরবে কি? আর তোমার প্রতিপালক তো সর্বদ্রষ্টা।"

(২৫-সূরা আল ফুরকান : আয়াত-২০)

একবার হুম্মারাহ নামে এক লাল বর্ণের ঘুঘু জাতীয় কবুতর নবী করীম ﷺ-এর মাথার উপর দিয়ে পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। এটা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। নবী করীম ﷺ বললেন-

مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِاَفْرَاخِهَا؟ رُدُّوْا عَلَيْهَا اَفْرَاخَهَا .

"কে এটার ছানাকে ছিনিয়ে নিয়ে এটাকে কষ্ট দিচ্ছ? এটাকে এর ছানা ফিরিয়ে দাও।"

এ বিষয়ে মন্তব্য করে একজন বলেছেন-

جَاءَتْ اِلَيْكَ حَمَامَةٌ مُشْتَاقَةٌ * تَشْكُوْ اِلَيْكَ بِقَلْبِ صَبٍّ وَاجِفٍ .

مَنْ اَخْبَرَ الْوَرْقَاءَ اَنَّ مَكَانَكُمْ * حَرَمٌ وَاَنَّكَ مَلْجَأٌ لِّلْخَائِفِ .

ভাবার্থ : "এক কবুতর আশা করে আপনার নিকট এসে অস্থির প্রেমিকের আত্মা নিয়ে আপনার নিকট অভিযোগ করল। ঘুঘুকে কে জানাল যে, আপনি নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং ভীত-সন্ত্রস্তদের জন্য অভয় আশ্রয়স্থল!"

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) বলেছেন, "আল্লাহর কসম, আমি কিছুকাল সর্বদা হাজ্জাজ থেকে পালিয়ে বেড়াতাম। অবশেষে আমি লজ্জিতবোধ করলাম।" একথা বলার অল্পকাল পরেই তাঁকে হাজ্জাজের সামনে হাজির করা হলো। যখন তরবারি খাপমুক্ত করে তাঁর মাথার উপর তুলে ধরা হলো, তখন তিনি হাসলেন। হাজ্জাজ বলল, "আপনি কেন হাসছেন? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম, তখন আমার মনে একটি ধারণা হলো (বা চিন্তা ঢুকল) আর তাহলো, আল্লাহর প্রতি তোমার ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা এবং তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম।" ঐ পরিস্থিতিতে বিষয়াদিকে ঐ আলোকে দেখা অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা ও আল্লাহর অঙ্গীকারের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) ও নির্ভরতা প্রদর্শন করেছে।

২৭১. মনে রাখুন যে আপনি পরম করুণাময়ের সাথে লেনদেন করছেন

নিম্নোক্ত হাদীসটি আমি যখন পড়েছি তখন আমাকে এটা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এবং এটা যদি আপনার ওপরেও একই প্রভাব ফেলে তবে আমি এতে বিস্মিত হব না। ইমাম আহমদ (র), ইমাম আবু ইয়া'লা (র), ইমাম বাজ্জার (র), এবং ইমাম তবারানী (র) সকলেই নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

"একবৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপ করেছি। আমাকে কি মাফ করা হবে?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর

রাসূল?" লোকটি বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল" নবী করীম ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনার বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (আল্লাহ আকবর, আল্লাহু আকবার)" (একথা) বলতে বলতে লোকটি চলে গেল।"

এ হাদীস থেকে কিছু বিষয় বুঝা যায়। তার একটি হলো– আল্লাহর করুণার বিশালতা। আরেকটি হলো– ইসলাম গ্রহণ বা তওবা অতীতের পাপ মাফ করে দেয়। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে বা তওবা করলে আল্লাহ্ অতীত পাপকে ক্ষমা করে দেন।)

আরো একটি বিষয় হলো যে, যিনি সবকিছু জানেন তাঁর ক্ষমার তুলনায় পাহাড় পরিমাণ গুনাহ্ কিছুই নয়। অবশেষে আল্লাহর ব্যাপক উদারতার প্রতি এবং তাঁর সুদূর প্রসারী করুণার প্রতি আশান্বিত হওয়ার পাশাপাশি আপনার প্রতিপালকের সম্বন্ধে আপনার সুধারণা পোষণ করা আপনার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

২৭২. আশাবাদ

ইবনে আবি দুনইয়ার 'হুসনুয্যন্ন বিল্লাহ্ বা আল্লাহর প্রতি সুধারণা' নামক কিতাবে (পুস্তকে) কুরআন-হাদীস থেকে দেড়শতাধিক পাঠ সন্নিবেশিত আছে, যেগুলো ঈমানদারকে অনুরোধ করে আশাবাদী হতে, হতাশাকে ছুঁড়ে ফেলতে এবং কাজের মাধ্যমে কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার হলো– নেক আমলের কারণে কল্যাণ পাওয়া যাবে –এ অঙ্গীকার প্রদানকারী আয়াতের সংখ্যা সে সব আয়াতের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি, যেসব আয়াত পাপকাজ করার কারণে আসন্ন শাস্তির হুমকি দেয়। আর মহান আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য পরিমাণ (তকদীর বা বিধান) তৈরি করেছেন।

২৭৩. গোটা জীবনটাই পরিশ্রম

আপনার জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে দুঃখ করবেন না; কারণ, আপনি দুঃখ-কষ্ট এড়াতে পারবেন না।

জীবন সাধারণত কাজ ও দায়িত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে; জীবনের অর্থই হলো– কাজ ও দায়িত্ব। সুখ হলো একটি ব্যতিক্রম বা একটি ক্ষণস্থায়ী পর্ব, যা বিক্ষিপ্তভাবে আসে যায়। আপনি এ জীবনের আশা করেন, অথচ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটাকে স্থায়ী আবাস হওয়া পছন্দ করেন না।

এ পৃথিবী যদি পরীক্ষার স্থান না হতো তবে এটা রোগ-বালাই ও দুঃখ-কষ্ট মুক্ত হতো। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী রাসূলগণের জন্য এটা আরামদায়ক আবাস হতো। আদম (আ) এ পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার দিন পর্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার মোকাবেলা করেছেন। নূহ (আ)-এর স্বজাতিই তাকে উপহাস করেছে। নবী ইব্রাহীম (আ) আগুন দ্বারা ও নিজের পুত্রকে জবাই করার হুকুম (আদেশ) দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন। নবী ইয়াকুব (আ) তাঁর পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। নবী মুসা (আ) ফেরাউনের অত্যাচার সহ্য করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তার স্বজাতির অবাধ্যতাও সহ্য করেছিলেন। ঈসা (আ) দরিদ্র ছিলেন। নবী মুহাম্মদ ﷺ দারিদ্রতা ও তাঁর স্বজাতির ধৃষ্টতা সহ্য করেছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রিয় চাচা হামজা (রা)-এর (মৃত্যু-জনিত) বিয়োগ ব্যথা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

"দুনিয়া মুমিনের জেলখানা ও কাফেরের জান্নাত।"

আর আক্ষরিক অর্থেই ঈমানের কারণে মুত্তাকী, আলেম ও সিদ্দীকদের কারাবন্দী হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

২৭৪. একটু ভেবে দেখুন

যায়েদ ইবনে সাবিত (র) বর্ণনা করছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন–

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَاْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ اَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ.

ভাবার্থ : "দুনিয়া যার প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ তার কাজকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিবেন এবং তার চোখের সামনে দরিদ্রতাকে বড় করে ধরবেন আর তার তকদীরে যা আছে, তা ছাড়া দুনিয়া থেকে কোন কিছুই তার নিকট আসবে না (তকদীরের অতিরিক্ত কোন কিছুই সে পাবে না)। আর পরকাল যার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাঁর কাজকে সুসংহত করে দিবেন তাঁর অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করবেন এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে (বাধ্য হয়ে) তাঁর নিকট আসবে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন -

مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِىْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

ভাবার্থ : "যার আখেরাতের উদ্দেশ্যই একমাত্র উদ্দেশ্যে (হয়) আল্লাহ তাঁর দুনিয়ার উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট (হন) আর দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে যার উদ্দেশ্য (হয়) সে দুনিয়ার কোন্ উপত্যকায় ধ্বংস হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ কোন পরোয়া করেন না।"

২৭৫. মধ্যম পন্থা ধ্বংস থেকে রক্ষা করে

দু'টি বিষয় মানুষকে সুখী জীবন পরিচালনা করতে সাহায্য করে–

১. রাগে আত্মসংযম। ২. আশা পূরণে আত্মসংযম।

প্রত্যেককে তার আশা পূরণে আত্মসংযমী হতে হবে। অন্যথায় তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা এতটা বেড়ে যাবে যে, সে সর্বদা পরিতৃপ্ত হতে চাইবে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। রাগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। কেননা এটাও ধ্বংস করে দিতে পারে।

সকল কাজে যা প্রয়োজন তা হলো মধ্যম পন্থা। অতিরিক্ত শক্তি উগ্রতা, হিংস্রতা ও হত্যাকে সহজ করে তোলে। পক্ষান্তরে, যদি শক্তির ঘাটতি থাকে তবে কেউ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যখন কেউ শক্তিকে পরিমিতভাবে ব্যবহার করে তখন সে ধৈর্য, বীরত্ব ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি গুণাবলীকে যথাস্থানে ও যথাসময়ে প্রদর্শন করতে পারে। একই কথা আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্যও চলে। যদি অতিরিক্ত কামনা-বাসনা থাকে তবে শয়তানি ও লাম্পট্যতা প্রাধান্য পাবে। আর যদি খুব কম আশা-ভরসা থাকে তবে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়বে। যা হোক, আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি পরিমিত পরিমাণে থাকে তবে চারিত্রিক পবিত্রতা ও পরিতৃপ্তি উভয়ই অর্জন করা যাবে। হাদীস শরীফে আছে–

عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا

"তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী হেদায়েত অনুসরণ করতে হবে।"

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا .

"আর এরূপে আমি তোমাদেরকে ন্যায়পন্থী জাতি বানিয়েছি।"

(২–সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৩)

২৭৬. প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারাই মানুষকে গণ্য করা হয়

সফল হওয়ার অর্থ হলো আপনার এমন ভালো গুণাবলী থাকতে হবে, যা আপনার মন্দ গুণাবলীকে সংখ্যায় ছড়িয়ে যাবে ও সেগুলোকে ম্লান করে দিবে। আপনার জীবনে এ অবস্থা যখন বাস্তব রূপ নিবে তখন জনগণ আপনাকে গুণের মালা পরিয়ে দিবে এমনকি যে গুণ আপনার নেই তার জন্যও। জনগণ আপনার সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনাও গ্রহণ করবে না; যদিও আপনার সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে তা সত্যি। (ব্যাপারটি তেমনই যেমন নাকি) একটি পাহাড়ে একটি পাথর বাড়লে বা কমলে পাহাড়ের কিছুই কমে বা বাড়ে না।

যদিও আমি এখানে ওখানে মহান উদার ও বদান্য আরব কায়েসের এবং বিখ্যাত নেতা কুতাইবা ইব্‌নে মুসলিমের কিছু সমালোচনা পড়েছি তবুও আমি সেসব লোকের সেসব সমালোচনা ও নিন্দাকে পুস্তকাবলিতে ব্যাপক আকারে পাইনি এবং সেগুলো জগণের নিকট গৃহীতও হয়নি। এর কারণ এই যে, তাদের মন্দ গুণাবলী হারিয়ে গেছে এবং তা তাদের ভালো গুণাবলীর অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। অপরপক্ষে, হাজ্জাজ, আবু মুসলিম খোরাসানী ও উবাইদী সম্বন্ধেও আমি ভালো কিছু পড়েছি।

কিন্তু কেউ সে সব প্রশংসার কথা মনে করে না এবং কেউ বিশ্বাস করে না যে, এমন ধরনের লোকদের মাঝে কোন ভালো গুণ ছিল। এর কারণ হল তাদের বিপুল মন্দ কাজের মাঝে এসব ভালো গুণ হারিয়ে গেছে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে কতই না নিখুঁত ও ন্যায়পরায়ণ !

২৭৭. মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ

ভাবার্থ : "যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ সহজ ।"

তাহলে প্রতিভাকে কেন অবজ্ঞা করে ছুড়েঁ ফেলা হয়? সবচেয়ে শোচনীয় হতভাগা সে ব্যক্তি, যে নাকি (নিজের স্বরূপ বাদ দিয়ে) অন্য আরেকজন হতে চায় (হুবহু অন্যের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে)। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী সে ব্যক্তি যে নাকি নিজেকে নিয়ে গবেষণা করে এবং তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা পূর্ণ করে। যদি ড্রাইভার হওয়ার কথা থাকে তবে গাড়ি চালাবে। যদি কৃষক হওয়ার কথা থাকে তবে সে চাষাবাদ করবে। আরবী ব্যাকরণবিদ 'সীবাওয়ইহ' হাদীসশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু এ শাস্ত্র তার কছে কঠিন লাগল। তাই তিনি (আরবী) ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন এবং শুধুমাত্র দক্ষই হলেন না, অধিকন্তু, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ একজন (আরবী) ব্যাকরণবিদ হয়ে গেলেন।

একজন জ্ঞানী লোক বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করতে চেষ্টা করে যা তাকে মানায় না সে ঐ লোকের মতো যে-নাকি দামেস্কে খেজুর গাছ লাগায় অথবা তার মতো যে নাকি আরব উপদ্বীপে লেবুগাছ লাগায়।"

ভেবে দেখুন : হাস্‌সান বিন্ সাবিত (রা)-এর গলার আওয়াজ মুয়াজ্জিন হওয়ার উপযোগী ছিল না। কেননা তিনি বিলাল (রা) ছিলেন না এবং খালিদ বিন্ ওয়ালিদ (রা) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন করতেন না কারণ তিনি যায়িদ বিন্ সাবিত (রা) ছিলেন না। {যায়িদ বিন্ সাবিত (রা) ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সুবিজ্ঞ ছিলেন।} অতএব, বিষয়ের পরিকল্পনায় আপনার অবস্থান তালাশ করে তা নির্দিষ্ট করুন। (অর্থাৎ, আপনার জন্য উপযুক্ত কাজটি- আপনার জন্য বেছে নিন।

একজন আরব কবি বলেছেন–

وَلِلْمَعَارِكِ أَبْطَالٌ لَّهَا خُلِقُوْا * وَلِلدَّوَاوِيْنِ حُسَّابٌ وَكُتَّابٌ

ভাবার্থ : যুদ্ধের জন্য বীর (সৃষ্টি করা) আছে আর বইয়ের জন্য লেখক ও কবি (সৃষ্টি করা) আছে।" (ইংরেজি পুস্তক অনুসারে অনুবাদ করা হলো।)

২৭৮. শুধুমাত্র বুদ্ধিমান হওয়াই যথেষ্ট নয়– হেদায়াতও প্রয়োজন

খবর শোনাকালে আমি শুনতে পারলাম যে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী নাট্যকার নাজিব মাহমুজকে গোপনে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যখন সংবাদ শুনছিলাম তখন আমার চিন্তা-ভাবনা তার লিখিত যে সব পুস্তক আমি পড়েছিলাম সে দিকে মোড় নিল এবং আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম। এই স্পষ্ট চতুরতা সত্ত্বেও সে এই সত্য সম্বন্ধে কতই না মূর্খ যে- বাস্তবতা কল্পনার চেয়ে উৎকৃষ্ট। চিরস্থায়ী জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়ে উত্তম এবং ঐশী বিধান মানবরচিত বিধানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চতর (স্তরের)।

أَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَّبَعَ أَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ إِلَّآ أَنْ يُّهْدٰى .

"যিনি সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনি বেশি আনুগত্যের হক্বদার নাকি সে যাকে পথ প্রদর্শন করা না হলে সে পথ পায় না?" (১০-সূরা ইউনুস : আয়াত- ৩৫)

তার বিস্ময়কর দৃষ্টিগোচর করার, উপস্থাপন করার ও অনুপ্রেরণা দান করার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে তিনি তার কল্পনা থেকে তার নাটক লিখেছেন। যা হোক শেষ পর্যন্ত তিনি শুধুমাত্র গল্পই রচনা করেছেন–সত্যের মাঝে যার কোন ভিত্তি নেই।

তার জীবনী পড়ার পর আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে অনুধাবন করতে পেরে এটাকে আকঁড়িয়ে ধরেছি। (আর তা হলো) কেউ নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়ে অন্যকে সুখী করতে পারে না। আপনি যখন নিজেই দুঃখী ও শোচনীয় অবস্থায়, তখন আপনি অন্যকে সুখী করবেন এটাকে সঠিক মনে করা যেতে পারে না এবং কখনও স্বাভাবিক মনে করবেন না। কিছু কিছু লেখক প্রতিভাবান লোকদের প্রশংসা করেছেন এ কারণে নয় যে, তারা সুখ-শান্তিকে অনুধাবন করতে পেরেছেন, বরং এ কারণে যে, তারা অন্যের নিকট আলো নিয়ে আসার জন্য নিজেদের অন্তরে আলো জ্বলতে দিয়েছেন। যা হোক সত্যিকার প্রতিভাবান হলো সে ব্যক্তি, প্রথমে যার অন্তর আলোকিত হয় এবং পরে অন্যদেরকে পথ প্রদর্শন করে। সে সর্বপ্রথমে নিজের জন্য হেদায়েতের ও কল্যাণের একটি ভিত্তি তৈরি করবে এবং পরে অন্যদের জন্য।

আপনি নাজিব মাহফুজের লেখাসমূহে পরকাল ও অদৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা পাবেন না। যা আপনি পাবেন, যদিও তা কল্পনা, স্বপ্ন ও আবেগের

জগৎ তবুও তার রচনাবলি প্রলুব্ধকর ও মুগ্ধকর আর এ কারণে সেগুলো জনপ্রিয় ও সফল হয়েছিল। কিন্তু এ বিশাল রচনা সম্ভারে কোথায় কেউ উচ্চতর উদ্দেশ্য ও মহা সংবাদ খুঁজে পাবে? সত্য বলতে কি, তার বই-পুস্তকে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে- এমনটি আপনি পাবেন না।

كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا .

"আমি তোমার প্রভুর দান থেকে এদের ও ওদের প্রত্যেককে প্রদান করি। আর তোমার প্রভুর দান নিষিদ্ধ নয়।" (১৭-সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-২০)

আমি স্বীকার করি যে, নাজিব মাহফুজ যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন তা তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু মানুষ সব সময় যা বুঝতে চেয়েছে তা বুঝার জন্য এটা যথেষ্ট নয়। যা প্রয়োজন তা হলো আল্লাহ্ যা চান তা পূর্ণ করা।

"আল্লাহ্ চান তোমাদের নিকট (হালাল-হারামের বিধান) স্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে। তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি তোমাদেরকে প্রদর্শন করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ্ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান অথচ যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হয়ে যাও।"

(৪-সূরা নিসা : আয়াত-২৬-২৭)

আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে। তবে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে ধাবিত (অগ্রসর) হচ্ছে বলে অহীর মাধ্যমে যে ব্যক্তি সনাক্ত হয়েছে তার কথা ভিন্ন। ব্যাপারটা ওরকম হওয়াতেই আমি লোকদেরকে তাদের কথা ও কাজ দ্বারা বিচার-বিবেচনা করতে পারি।

"কিন্তু তুমি অবশ্যই তাদের কথার ঢংয়ে তাদেরকে চিনতে পারবে।"

(৪৭-সূরা মুহাম্মদ বা কেতাল : আয়াত-৩০)

বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখলে পশ্চাৎচিন্তা এই হয় যে, যখন কারো অন্তর থাকে বিপথগামী ও মিথ্যায় ভরপুর, তখন যদি সে রাজাও হয় তবে এতে তার কি লাভ হবে? মেধা ও সফলতা যদি কাউকে মুক্তির পথে পরিচালিত না করে তবে তারা কোন শুভ কাজের জন্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে।

২৭৯. অন্তরের সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি

সত্যিকার সুখী হতে হলে জীবনের সৌন্দর্য ও জাঁকজমককে উপভোগ করা উচিত। এই আমোদ-প্রমোদ কেবলমাত্র ইসলাম প্রদত্ত (ইসলামের) সীমানা দ্বারাই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর জান্নাত এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি নিজেই সুন্দর ও সুন্দরকে ভালবাসেন আর তাঁর নিদর্শনাবলি নিয়ে যাতে আমরা গবেষণা করি এজন্য তার চমৎকার সৃষ্টির মাঝে তাঁর (চমৎকার) নিদর্শনাবলি রয়েছে।

"পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছু তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (২-সূরা বাকারা : আয়াত-২৯)

সুঘ্রাণ, সুস্বাদু খাবার ও বিস্ময়কর বীথি-এসব কিছুই অন্তরে চপলতা, হাসি খুশিভাব ও সুখ বয়ে আনে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন-

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ اَلطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلَاةِ.

ভাবার্থ : "তোমাদের দুনিয়া থেকে আমার নিকট সুগন্ধি ও নারীদেরকে প্রিয় করে দেয়া হয়েছে আর সালাতের মাঝে আমার চোখের শান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।"

চরম ও কঠোর আত্ম-সংযম কারো কারো জীবনের চমৎকারিত্বকে মেঘাচ্ছন্ন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা কুমারের জীবন যাপন করে, তারা ইচ্ছা করেই চরম দরিদ্র জীবন-যাপন করে এবং তারা তাদেরকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاَفْطُرُ وَاَقُوْمُ وَاَفْتُرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَاٰكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ.

ভাবার্থ : "কিন্তু আমি কখনও রোযা রাখি আবার কখনও রোযা ভেঙে ফেলি, কখনও আমি রাত জেগে সালাত আদায় করি আবার কখনও বিশ্রাম করি,

আমি নারীদেরকে বিবাহ করি এবং গোস্তও খাই; অতএব, যে ব্যক্তি আমার রীতি নীতিকে অপছন্দ করবে (বা আমার তরীকা থেকে সরে যাবে) সে আমার দলভুক্ত নয়।"

কিছু কিছু সম্প্রদায়ের অনুসারীদেরকে এমন কিছু কাজ বশ করে রেখেছে যা দেখতে অদ্ভুত ও বিব্রতকর; কেউ কিছু নির্দিষ্ট খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকবে; অন্যেরা হাসি ছেড়ে দিয়েছে এবং অন্যান্য এমনও লোকজন রয়েছে, যারা নিজেদেরকে ঠাণ্ডা পানি পান করা থেকেও বিরত রেখেছে। যেন তারা বুঝে না যে এসব কাজ নিজেদেরকে অত্যাচার করার ও নিজের আত্মার উজ্জ্বলতাকে নিভিয়ে ফেলার শামিল।

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে এবং হালাল ও পবিত্র খাদ্যকে কে হারাম করেছে?" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৩২)

আল্লাহর রাসূল ﷺ মধু খেতেন অথচ তিনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কারণ আল্লাহ মধুকে খাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

"তাদের (মৌমাছিদের) পেট থেকে নানা রংয়ের (মধুর) পানীয় বের হয়, তাতে মানব জাতির জন্য আরোগ্য রয়েছে।" (১৬–সূরা আন নিসা :আয়াত-৬৯)

আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন কুমারীকেও বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি এমন নারীদেরকেও বিয়ে করেছিলেন, যারা হয়ত বিধবা নয়তো তালাকপ্রাপ্তা ছিল।

"অতএব তোমরা তোমাদের পছন্দসই নারীদের থেকে দুটি, তিনটি অথবা চারটি (করে) বিয়ে কর।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৩)

তিনি ধর্মীয় আনন্দের দিনসমূহে এবং অন্যান্য বিশেষ সময়েও উত্তম পোশাকাদি পরিধান করতেন।

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

"প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা তোমাদের সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করো।" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-৩১)

যে নবী করীম ﷺ-কে অনুসরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, যিনি সত্য ধর্মসহ প্রেরিত হয়েছেন, তিনি দেহ-মন উভয়েরই হক আদায় করেছেন।

২৮০. দুঃখ-কষ্টের পরেই আরাম-আয়েশ

দুঃখ-কষ্ট যতই কঠিন ও সুদূরপ্রসারী হোক না কেন তা কখনই চিরস্থায়ী হয় না, বরং কারো পরিস্থিতি যতই জটিল-কঠিন হয় ততই সে স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি ও আরাম-আয়েশের নিকটবর্তী হয়। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসে। প্রতিটি অন্ধকার রাত্রির শেষ কি আলোকিত সকাল নয়?

২৮১. আপনি হিংসার উর্ধ্বে

সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তিনি, যিনি পরকাল চান এবং আল্লাহ্ মানুষদেরকে যা দান করেছেন তার জন্য তিনি তাদেরকে হিংসা করেন না। তিনি হলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি উচ্চতর মূলনীতির বাণী বহন করেন এবং অন্যদেরকে এ বাণী জানাতে চান। তিনি যদি তাদের কোন উপকার করতে না পারেন তবে তিনি কমপক্ষে তাদের কোন ক্ষতি করেন না। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যাসাগর ও মুফাচ্ছিরে কুরআন ইবনে আব্বাস (রা)-এর কথা ধরুন। {এখানে বিদ্যাসাগর বলতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নয়-বরং ইবনে আব্বাস (রা)-কে বিদ্যাসাগর বলা হয়েছে-বঙ্গানুবাদক} তিনি তার উন্নত আচরণ এবং উদার- ও মহানুভব আত্মার মাধ্যমে শত্রু উমাইয়া গোত্র, মারওয়ান গোত্র ও তাদের সমর্থদেরকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে বেশি লোক তাঁর জ্ঞান ও বুঝ থেকে উপকৃত হতে পেরেছিল।

তিনি জনসমাবেশকে জ্ঞান ও আল্লাহ্র জিকির দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তিনি জঙ্গে জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধ ভুলে গিয়েছিলেন এবং সেসব যুদ্ধের আগে পরে যা ঘটেছিল তা তিনি পিছনে ফেলে রেখেছিলেন। গঠন করতে, একত্রিত করতে এবং বৈষম্যকে সংশোধন করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসত এবং তিনি উম্মতে মুহাম্মদী তথা মুস্লিম জাতির "বিখ্যাত পণ্ডিত" হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে, ইবনে যুবাইর (রা) মাহাত্ম্য, উদারতা ও একনিষ্ঠ ইবাদতের পরম পরাকাষ্ঠা ছিলেন। যা হোক, তিনি ব্যক্তিগত অধিকারকে ত্যাগ করার

চেয়ে বরং এর জন্য মোকাবেলা করাটাকে এতটাই পছন্দ করতেন যে, তিনি একাজে মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। ফলে অনেক মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল। তখন সর্বাপেক্ষা মন্দ ঘটনা ঘটে। কাবা ঘর যুদ্ধের স্থান হয়ে যায়; কারণ, তাঁর শত্রুরা তাঁকে কাবা চত্বরে পেয়ে যায় এবং অনেকেই নিহত হয়। অবশেষে তিনি নিজেই নিহত হন এবং পরে তাঁকে শূলে চড়ানো হয়।

"আর আল্লাহর আদেশ পূর্ণ হবেই।" (৩৩-সূরা আল আহ্যাব : আয়াত-৩৮)

আমি কারো অবজ্ঞা করতে বা কারো প্রশংসা করতে চাই না। আমি শুধুমাত্র নৈতিকতা ও শিক্ষা অন্বেষণ করার দৃষ্টিসহকারে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করছি মাত্র। কোমলতা, ত্যাগ স্বীকার ও ক্ষমা প্রদর্শন -এসব গুণ খুব কম মানুষের মাঝেই বিরাজমান। কারণ, এসব গুণ অর্জন করা ও এসব গুণকে নিজের চরিত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বড় বড় আশাকে ভুলে গিয়ে অবশ্যই নিজেকে দমন করতে হয় এমনকি নিজেকে অবশ্যই বশে আনতে হয়।

২৮২. একটু ভাবুন

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

تَعَرَّفْ إِلَى اللّٰهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ.

ভাবার্থ : "সুসময়ে আল্লাহকে চিনে রাখ, তাহলে দুঃসময়ে তিনি তোমাকে চিনবেন।"

কেউ যদি সুসময়ে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ মান্য করে তবে সে আল্লাহকে চিনল। অধিকন্তু তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাহলে আল্লাহ্ তাকে দুঃসময়ে চিনবেন -এ কথার অর্থ হলো, সুসময়ে আল্লাহর আনুগত্য করার কারণে আল্লাহ্ তাকে দুঃসময়ে সাহায্য করবেন। "তাঁকে চিন" এবং "তিনি তোমাকে চিনবেন" একথা দু'টি এমন এক বিশেষ জ্ঞানের কথা বলে, যা আল্লাহর ও তাঁর বিশ্বাসী (মুমিন) বান্দার মাঝে নৈকট্যের কথা এবং সে বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসার কথা বলে।

সত্যিকারভাবে ধৈর্য ধারণ করলে বিপদাপদ কল্যাণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটা সম্পূর্ণরূপে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনের ধরনের বিষয়। আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য পরীক্ষা করেন না বরং আমাদের ধৈর্য ও ঈমানের স্তরের মূল্য নির্ণয় করার জন্যই তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করেন। কারণ সুসময়ে যেমন আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) পাওয়ার অধিকার আছে দুঃসময়েও ঠিক তেমনিই তার দাসত্ব পাওয়ার অধিকার আছে। অধিকাংশ লোকই এমন যে, যখন তার সবকিছু ভালোভাবে ও তাদের মনমত চলতে থাকে, তখন তারা কর্তব্য পালনে বিশ্বস্ত ও আদেশ পালনে দায়িত্বশীল থাকে। একটি চূড়ান্ত ও জটিল বিষয় বুঝার আছে; আর তা এই যে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে আদেশ তা মান্য করার মাঝেই অধিকাংশ সময়ে প্রকৃত পরীক্ষা থাকে। আর এক্ষেত্রেই মানুষের ঈমানের কম-বেশি হয়। ঐ অবস্থায় কিভাবে তারা ইবাদত করে তার উপর আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা নির্ধারিত হবে।

২৮৩. জ্ঞানই শান্তির চাবিকাঠি

জ্ঞান ও সহজ প্রকৃতি হল দু'জন অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীর মত: যদি প্রথমটি (জ্ঞান) বর্তমান থাকে তবে দ্বিতীয়টিও (সহজ প্রকৃতিও)-এর সঙ্গী (জ্ঞানের সঙ্গী) হয় বলে মনে করা যায়। আপনি যদি ইসলামের মহান পণ্ডিতদের (আলেমদের) জীবনী নিয়ে গবেষণা করে দেখেন তবে আপনি দেখবেন যে, তারা সাধারণ জীবন-যাপন করতেন এবং তারা আচার-আচরণে, কায়-কারবারে ও লেন-দেনে সহজ ছিলেন, তারা জীবনের (আসল/প্রকৃত) উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং কোন্ বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্ বিষয় কম গুরুত্বপূর্ণ তারা তা জানতেন।

যাহোক, আপনি দেখতে পাবেন যে, জ্ঞান না থাকার কারণে কঠোর তপস্বীরাই সবচেয়ে বেশি গোঁয়ার। তারা নাযিলকৃত কিতাবাদিকে (অবতীর্ণ পুস্তকাবলীকে) ভুল বুঝেছে এবং তারা ধর্মীয় বিষয়াবলীতে অজ্ঞ। খারিজীদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হল জ্ঞান এবং বুঝের স্বল্পতা, তারা এ বিষয় বুঝতে পরিচালিত হয়নি যে, এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের দ্বীনে (ধর্মে) প্রধান এবং সেগুলো অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আর এ কারণেই তারা অপ্রধান বিষয়ে উৎকর্ষতা অর্জন করেছে, যখন নাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে– মূল বিষয়াদির কথা তো বাদই থাকল।

২৮৪. ভুল পদ্ধতি

আমি সম্প্রতি দু'টি বই পড়েছি। দুটিই সে সহজতা ও সরলতা হতে বঞ্চিত যা শরীয়ত আমাদের জন্য চায়।

প্রথমটি হলো ইমাম গাজালীর 'এহ্ইয়াউ উলূমুদ্দীন'। তিনি এতে এমন কিছু হাদীস জমায়েত করেছেন, যার অধিকাংশই দুর্বল। তিনি সেসব হাদীসের উপর ভিত্তি করে এমন কিছু নিয়ম-নীতি তৈরি করেছেন যেগুলোকে তিনি বান্দাকে তার প্রভুর নিকটতর করার শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেছেন। এ পুস্তককে 'বুখারী' ও 'মুসলিমে'র সাথে তুলনা করে আমি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। প্রথম পুস্তকে বাড়াবাড়ি, কঠোরতা ও কৃত্রিমতা আছে। পক্ষান্তরে বুখারী ও মুসলিমে সরলতা ও মধ্যমপন্থা আছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, বুখারী ও মুসলিম আমাদের জন্য শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য হাদীসই বর্ণনা করেন। এ সকল কিতাবের তুলনা করে আমি নিম্নোক্ত আয়াতের অধিকতর গভীর অর্থ পেয়েছি।

"(হে মুহাম্মদ ﷺ) আমি তোমাদের জন্য সহজ পথ ও আমলকে আরো সহজে করে দিব।" (৮৭-সূরা আল আ'লা : আয়াত-৮)

দ্বিতীয় বইটি হলো আবু তালিব মক্কীর 'কূতুল কূলুব'। এতে তিনি পাঠককে এ জীবন পরিত্যাগ করতে, কাজ ত্যাগ করতে, এমনকি হালাল আনন্দ থেকে বিরত থাকতে এবং কঠোর আত্ম-সংযম ও কৃচ্ছতা সাধন করার চেষ্টা করতে উৎসাহ দেন।

আবু হামীদ গাজ্জালী এবং আবু তালিব মক্কী দু'জন লেখকেরই ভালো উদ্দেশ্য ছিল। তবুও সমস্যা এ ছিল যে তাদের হাদীসের জ্ঞান অস্পষ্ট ও দুর্বল ছিল। এ কারণে তাদের চিন্তাধারায় ভুল চুপিসারে ঢুকে গেছে। তাদের ভুল থেকে আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, পথ প্রদর্শককে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। তার অবশ্যই এমন একটি নির্ভুল মানচিত্র থাকতে হবে, যা কারো গন্তব্যে পৌছার বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করে।

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ـ

"বরং তোমরা রাব্বানী (ইলাহের সাধক) হয়ে যাও; যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিচ্ছ এবং যেহেতু তোমরা (কিতাব) অধ্যয়ন করছ।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৭৯)

(রাব্বানী অর্থ হলো– ইলাহের সাধক বা রবের গুণে গুণান্বিত বা আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সে অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করে এবং অন্যকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেয়।)

২৮৫. সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল– পরিতুষ্টি, আশাবাদ ও উদার হৃদয়। তিনি সুসংবাদবাহী ছিলেন। তিনি মানুষকে কঠোর আত্মসংযম ও কঠোর তপশ্চর্যা করতে নিষেধ করতেন। কারণ; এগুলো মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হতাশা ও ব্যর্থতা রাসূল ﷺ-এর অভিধানে ছিল না। রাসূল ﷺ-এর মুখে সদা মুচকি হাসি ছিল এবং তাঁর অন্তর ছিল পরিতৃপ্ত। অধিকন্তু, রাসূল ﷺ-এর আদেশ মান্য করা সহজ ছিল। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কষ্ট লাঘব করা এবং মিথ্যার শিকলকে দূর করা, যা মানুষকে নত করে রাখে।

২৮৬. এক সময়ে একটি মাত্র পদক্ষেপ

জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে বক্তাকে অবশ্যই পর্যায়ক্রমিক, নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক বলতে বুঝায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রথমে আলোচনা করা উচিত। নবী করীম ﷺ যখন মুয়াজ (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠান তখন রাসূল ﷺ তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা দ্বারা এ কথার সত্যতার সমর্থন পাওয়া যায় (আর তা হলো)–

فَلْيَكُنْ اَوَّلُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

ভাবার্থ : "প্রথমে তাদেরকে তোমরা যে কাজের প্রতি আহ্বান করবে তাহলো এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।"

আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমরা অনেকেই বুঝি যে, আমাদের ক্রমশ: উন্নতি চাওয়া উচিত,। তবে কেন আমরা একসাথে সবকিছু মানুষের গলার ভিতর ঢুকিয়ে দেই!

"এবং কাফেররা বলল, "তবে কেন গোটা কুরআন একসাথে, একবারে তার উপর অবতীর্ণ হলো না? এর দ্বারা আপনার অন্তরকে আমি মজবুত করার জন্যই এরূপে (ধাপে ধাপে) আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং একে স্পষ্টরূপে, ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে আবৃত্তি করেছি ও আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৩২)

ইসলামের শিক্ষা অর্জনে মুসলমানদের শান্তি ও আরামবোধ করা উচিত, বিশেষ করে এ কারণে যে, ইসলাম মানুষকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করার জন্য এসেছে।

'তাকলীফ, কথার একটি গূঢ়ার্থ হলো, বোঝা চাপান, যা কুরআনে নেতিবাচক অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

"আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না।"

(২–সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৬)

সাহাবীগণ যখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট সাধারণ উপদেশ বা দিক-নির্দেশনা চাইতে আসতেন তখন তিনি তাদেরকে ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু সংক্ষিপ্ত কথায় উপদেশ দিতেন, যা সহজেই মনে থাকত। প্রশ্নকারীর অবস্থা বুঝার পর আল্লাহর নবী ﷺ সর্বদা বাস্তব ও সহজ উত্তর দিতেন।

যখন আমরা শ্রোতার নিকট আমাদের অধিকারে (আয়ত্বে) যত উপদেশ, শিক্ষা, আচার-আচরণ ও প্রজ্ঞা আছে তার সবটাই উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, তখন আমরা সাংঘাতিক ভুল করি।

"আর কুরআনকে আমি (আয়াতে আয়াতে) বিভক্ত করেছি যাতে তুমি একে মানুষের নিকট থেমে থেমে পাঠ করতে পার।"

(১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১০৬)

২৮৭. কম থাক বা বেশি থাক কৃতজ্ঞ হতে শিখুন

শীতল, বিশুদ্ধ পানির জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে অট্টালিকা ও জমকালো গাড়ির জন্যও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে না।

গরম রুটি (টাটকা খাবার) খেয়ে যে কৃতজ্ঞ হয় না সে হঠাৎ করে দামী খাবারে ধন্য হলেও কৃতজ্ঞ হবে না; কেননা, অকৃতজ্ঞ কম ও বেশিকে একই রকম দেখে। আমাদের পূর্বে বহু লোকই আল্লাহর সাথে বাধ্যবাধকতাপূর্ণ অঙ্গীকার করেছে যে, যদি আল্লাহ তাদেরকে নেয়ামত দান করেন, তবে এর বদলে তারা কৃতজ্ঞ হবে ও দান-খয়রাত করবে।

"আর তাদের (মধ্য থেকে) কেউ কেউ আল্লাহর সাথে এ অঙ্গীকার করেছিল যে, 'যদি তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে কিছু দান করেন তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই সদকা দিব ও অতি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।

যখন তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করলেন, তখন তারা সে বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরূপভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৭৫-৭৬)

প্রতিদিনই আমরা এ ধরনের লোক দেখি, যারা মানসিকভাবে দুঃখিত, অন্তঃসারশূন্য ও তাদের প্রভুর প্রতি ত্যাক্ত-বিরক্ত আর তা এ কারণে যে, তিনি তাদেরকে আরো বেশি দান করেননি।

তারা সুস্থ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের প্রতিদিনের পুষ্টিকর খাবার সত্ত্বেও তারা এ রকমটা ভাবে । তাদের যে সব মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস আছে তার সবটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তারা এসব জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞও নয় এবং তাদের যে অবসর সময় আছে তার জন্যও কৃতজ্ঞ নয়। যদি তাদেরকে প্রাসাদ বা অট্টালিকা দান করা হতো তাহলে কি ঘটনা ঘটত! আসলে তারা তাদের প্রভুর পথ থেকে এমনকি আরো বেশি বিচ্যুত হয়ে যেত এবং তারা আরো বেশি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করত।

যে খালি পায়ে হাঁটে সে বলে, "আমার প্রভুর প্রতি আমি তখন কৃতজ্ঞ হব, যখন তিনি আমাকে জুতা দিয়ে (দানে) ধন্য করবেন।" অথচ জুতাওয়ালা একটি দামী গাড়ি পাওয়া পর্যন্ত তার কৃতজ্ঞ হওয়াকে বিলম্বিত করে। আমরা কল্যাণকে নগদে গ্রহণ করি আর বাকিতে কৃতজ্ঞ হই। আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের আশা অশেষ। অথচ তাঁর আদেশ পালনে আমরা ধীর ও অলস।

২৮৮. তিনটি সাইন বোর্ড

এক জ্ঞানী ব্যক্তি তার অফিসে তিনটি সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে তা তিনি প্রতিদিন পড়তেন।

প্রথমটিতে লিখা ছিল, "আপনার আজকের দিন, আপনার আজকের দিন।" অর্থাৎ কাজ করে এবং প্রচেষ্টা করে আজকের সীমার মধ্যেই জীবন যাপন করুন (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পুস্তকের প্রথম দিকে আছে। –অনুবাদক)

দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল, "ভাবুন ও কৃতজ্ঞ হোন।" অর্থাৎ আপনার উপর আল্লাহ্র করুণার কথা ভাবুন ও পরে কৃতজ্ঞ হোন।

আর তৃতীয়টিতে লেখা ছিল "রাগান্বিত হবেন না।"

২৮৯. একটু ভেবে দেখুন

যখন আমরা দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও শাস্তির বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখা উচিত।

প্রথমটি হলো– যখন কেউ আর সংকট সহ্য করতে পারে না, তখন মানুষের নিকট তার কোন আশা থাকে না। ফলে, তার আত্মা একমাত্র আল্লাহ্র উপরেই নির্ভর করবে।

দ্বিতীয়টি হলো– সত্যিকার মুমিন লোক যখন বুঝতে পারে যে, শাস্তি ধীরে আসছে এবং যখন সে বুঝতে পারে যে, তার প্রার্থনার উত্তর দেয়া হচ্ছে না তখন সে শুধুমাত্র নিজেকেই দোষারোপ করবে। সে নিজেকে বলবে, "একমাত্র তোমার কারণেই আমি এ অবস্থায় আছি।" এ ধরনের আত্ম-তিরস্কার আল্লাহ্র নিকট বহু নেক আমল থেকেও বেশি প্রিয়। আল্লাহ্র কোন বান্দা যখন এ প্রক্রিয়ার অন্তর্দর্শন ও আত্ম-তিরস্কার করে তখন সে তার প্রভুর সামনে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে ভেঙ্গে গিয়ে নত হয়ে পড়ে, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে তার উপর যে মুসিবত এসেছে সে তার যোগ্য-একথা সে স্বীকার করে এবং এটাও স্বীকার করে যে, সে তার প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার যোগ্য নয়। এ অবস্থায়ই তার প্রার্থনার উত্তর দ্রুত আসে এবং তার ওপরের কালোমেঘ অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ) বলেছেন : "রাজা-বাদশারা যদি আমাদের জীবনের প্রকৃতি জানত, তবে তারা এর জন্য তরবারী দ্বারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করত।"

ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ) বলেছেন, "মাঝে মাঝে আমার আত্মা কয়েক ঘণ্টা ধরে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি বোধ করে। তখন আমি বলি, ঠিক এ মুহূর্তে আমি যে অবস্থায় আছি বেহেশতবাসীরা যদি এই অবস্থায় থেকে থাকে তবে তারা উত্তম জীবন যাপন করছে।"

২৯০. দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও ভয় থেকে মুক্ত হোন

"আল ফারাজু বা'দাশ্‌শিদ্দাহ (اَلْفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَّةِ) দুঃখ-কষ্টের পরে আরাম-আয়েশ" নামক পুস্তকের ত্রিশটিরও বেশি অধ্যায়ে আরাম-আয়েশ ও দুঃখ-কষ্ট নিয়ে লিখা। কিতাবটি এ বিষয়ের উপর জোর প্রদান করে যে, আমরা দুঃখ-কষ্ট দ্বারা যত বেশি আচ্ছন্ন হই, তত বেশি আরাম-আয়েশের নিকটবর্তী হই। এ কিতাবের দু'শতাধিক গল্প আছে, এ সবগুলোই এ বিষয়ে। সংকট যাই হোক না কেন, তা সুদিন আসার পূর্বের কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র।

আত্‌তানূখি বলেছেন–

"শান্ত থাক। কেননা তোমার পূর্বে অনেকেই এসেছিল, যারা এ পথ মাড়িয়েছে।"

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ .

'এবং আমি অতি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলাদির ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব।" (২–সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৫)

"এবং আমি সত্যিই তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-২৯)

এ পরীক্ষার যুগেও ঠিক সে তেমনই আমাদের আমৃত্যু পরীক্ষা চলতে থাকবে এবং সুসময়ে আমাদের যেমন আল্লাহর ইবাদত করার কথা, দুঃসময়েও ঠিক তেমনই আমাদের আল্লাহর ইবাদত করার কথা। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ দিন-রাত্রির পরিবর্তনের মতো আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে থাকেন। তবে কেন ক্রোধ, কেন অবাধ্যতা এবং কেন অভিযোগ?

"আর যদি আমি তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও তবে তাদের অল্প সংখ্যকই এ কাজ করত।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৬৬)

২৯১. দান কর্ম

আবু বকর (রা) সংক্ষিপ্তকারে অথচ ব্যাপক অর্থবোধকভাবে বলেন–

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِىْ مَصَارِعَ السُّوْءِ .

ভাবার্থ : "দান কর্ম মানুষকে জীবনের উত্থান-পতন থেকে রক্ষা করে।" এ কথা অহী ও সুস্থ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। (ইংরেজি পুস্তকে এভাবেই অনুবাদ করা হয়েছে- এর শাব্দিক অর্থ হবে নেক আমল– দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে-" –অনুবাদক)।

"যদি না ইউনুস (আ) আল্লাহর তসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে কিয়ামত (পুনরুত্থান) দিবস পর্যন্ত তিনি এর (মাছের) পেটে থাকত।"

(৩৭–সূরা আস সাফ্ফাত : আয়াত-১৪৩-১৪৪)

খাদিজা (রা) নবী করীম ﷺ-কে বলেছিলেন : "কখনও নয়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। কেননা, নিশ্চয় আপনি আত্মীয়দের নিকট ভালো বা আত্মীয়দের জন্য কল্যাণকর, আপনি অন্যদের বোঝা বহন করেন, আপনি অভাবীদের খাদ্য যোগান এবং যে সব লোকদের দুঃসময় চলছে আপনি তাদেরকে সাহায্য করেন।"

লক্ষ্য করুন যে, তিনি কতটাই বুঝেছিলেন যে, আমলে সালেহ অবশ্যই সুফল বয়ে আনে এবং মহান বা শুভ সূচনার বিজয়ী সমাপ্তি ঘটে।

সাবাবি (আরবী পুস্তকে আছে 'সাবী')-এর 'আলওয়ারাহ' ইব্নুল জাওযীর 'আল মুনতা'যিম' ও তানূখির 'আল ফারাজু বা'দাশ্ শিদ্দাহ' এসব ক'টি পুস্তকেই নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনুল ফুরাত নামে এক গভর্নর সর্বদা আবু জাফর ইবনে বিস্তামের ক্ষতি করতে চাইত। এ কারণে আবু জা'ফর অনেক কষ্ট ভোগ করেছে।

আবু জা'ফর যখন শিশু ছিলেন তখন তার বালিশের নিচে তার মা একটি রুটি রেখে দিত। পরদিন সকালে তার মা তার ছেলের পক্ষ থেকে এ রুটিকে একজন অভাবী লোককে দান করে দিত। পরবর্তী জীবনে আবু জা'ফর কোন না কোন কাজে ইব্নুল ফুরাতের নিকট গিয়েছিল। ইব্নুল ফুরাত তৎক্ষণাৎ বলল, তোমার ও তোমার মায়ের মাঝে রুটি নিয়ে কোন ব্যাপার আছে কি? সে উত্তর দিল, "না।"

ইব্নুল ফুরাত গোঁ ধরল, "আমার সাথে তোমাকে অবশ্যই সত্য কথা বলতে হবে।" আবু জা'ফর সম্ভবত কিছুটা বিব্রত হয়ে ঘটনাকে এমন ভঙ্গিমায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করল যাতে তার (মায়ের) প্রতি ও সাধারণভাবে নারী জাতির প্রতি মজা করা হলো। ইব্নুল ফুরাত বলল, "এমন (কৌতুকের) ঢংয়ে কথা বল না। কেননা, গতরাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমি একটি পরিকল্পনা করেছি, তা যদি সফল হতো তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে। আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখন আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন দু'হাতে একটি খাপমুক্ত তরবারী উঁচিয়ে তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে দৌড়ে গেলাম।

তোমার মা আমাকে আটকিয়ে দিল আর তার হাতে একটি রুটি ছিল, যা সে তোমাকে আমার কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করেছিল, ফলে তোমার নিকট পৌঁছতে পারিনি, আর এরপর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম।" তাদের মাঝে ধীরে ধীরে যে শত্রুতা গড়ে উঠেছিল তার জন্য আবু জা'ফর তাকে মৃদুভাবে তিরস্কার করল এবং এ ঘটনা তাদের মাঝে কলহ বিরতির পথ খুলে দিল। ইব্নুল ফুরাত আবু জা'ফরকে তার কাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য করলেন আর তারা অচিরেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল। এ ঘটনার পর ইব্নুল ফুরাতকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আল্লাহর কসম, এরপর তুমি আমার পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি দেখতে পাবে না।"

২৯২. বিনোদন ও বিশ্রাম

শরীয়তের দু'টি প্রধান ও প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য হলো শিথিলতা ও সরলতা। এ দুটি গুণ মুসলমানকে তাঁর ইবাদতে এবং কাজ-কর্মে-আচার-আচরণে সাহায্য করে।

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى -

"আর তিনিই (যাকে ইচ্ছা) হাসান আর (যাকে ইচ্ছা) কাদান।"

(৫৩-সূরা আন নাজম : আয়াত-৪৩)

আল্লাহর রাসূল ﷺ হাসা ও কৌতুক করা এই উভয় কাজই করতেন। কিন্তু সত্য ছাড়া অন্য কিছু (তথা মিথ্যা) বলতেন না। তিনি আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় কৃত্রিমতা ও কঠোরতা নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, কেউ যখন ধর্ম খুব বেশি কঠিন করে ধর্ম তখন তাকে অসহায় করে ফেলবে।

অন্য একটি হাদীসে আমাদেরকে অবগত করা হয়েছে যে, ধর্ম দৃঢ়। অতএব ধীরে ধীরে আমাদেরকে গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আমাদেরকে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনী শক্তির একটি স্তর আছে এবং যে ব্যক্তি অতি কঠোর সে অবশ্যই ও অবশেষে ভেঙ্গে পড়বে। সে মটকে যাবে (মট করে ভেঙ্গে যাবে) এ কারণে যে, সে শুধুমাত্র বর্তমান অবস্থাটা দেখে এবং সেসব অবস্থা সে দেখে না, যে অবস্থাতে সে ভবিষ্যতে থাকতে পারে। সে তার মনোভাবের দীর্ঘকালীন প্রভাব ও অতিরিক্ত কঠোরতার ফলে সৃষ্ট বিরক্তির কথা ভুলে যায়। অধিকতর জ্ঞানী তিনিই, যিনি সর্বদা অল্প পরিমাণ কাজ করে যান, পরিবেশ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন (তিনি কাজ বাদ দেন না)। হঠাৎ যদি তিনি কোন নির্দিষ্ট দিনে বেশি উৎসাহী হয়ে যান, তবে তিনি অতিরিক্ত কাজ করেন। কিন্তু যদি তিনি দুর্বল হয়ে যান তবে কমপক্ষে তিনি তার দৈনিক রুটিনের অংশ বিশেষ হলেও সম্পাদন করেন (তবুও একেবারে কাজ ছেড়ে দেন না)।

একজন সাহাবী (রা)-এর নিম্নোক্ত কথার সম্ভবত এটাই অর্থ–
"আত্মা এক সময়ে আগে বাড়ে, এক সময়ে পিছু হটে। যে সময় এটা আগে বাড়ে, তখন সুবিধা ভোগ কর আর যখন এটা পিছু হটে তখন এটাকে একা ছেড়ে দাও।"

আমি এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা ভালো নিয়্যতে অত্যধিক পরিমাণে নফল সালাত পড়েছে এবং তাদের ধর্ম-কর্মে চরম বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু যা হোক অবশেষে তারা তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বোধ করার পূর্বে যে (স্বাভাবিক) অবস্থায় ছিল তার চেয়েও অধিকতর দুর্বল অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। অনেকে যে বিষয়টি উপেক্ষা করে তা হলো ধর্ম মূলতঃ মানুষের নিকট সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনার জন্যই এসেছে।

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى .

"(হে মুহাম্মদ ﷺ) তোমার ওপর আমি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যাতে তুমি কষ্ট পাও।" (২০–সূরা ত্বাহা : আয়াত-২)

যারা নিজেদের উপর সাধ্যাতিত বোঝা চাপায়, আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন। নিজেদেরকে বাস্তব জগৎ থেকে সরিয়ে নেয়ার কারণে তারা তাদের পূর্বকৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গিয়ে শেষ হয়ে যায়।

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا .

"আর সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যবাদ, তারা একে আবিষ্কার করেছিল, আমি তাদের ওপর এ বিধান দেইনি। তবে তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা পালন করত। কিন্তু এটাকেও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।"
(৫৭–সূরা আল হাদীদ : আয়াত-২৭)

ইসলাম দেহ-মনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার কারণে, ইহ-পরকালের পাথেয় যোগান দেয়ার কারণে এবং সকলের নিকট স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত করার কারণে অন্যান্য ধর্ম থেকে ব্যতিক্রমধর্মী।

"সেটিই সঠিক ধর্ম।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৩৬)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন–

"একজন মরুবাসী আরব এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক সর্বাপেক্ষা উত্তম?' তিনি ﷺ উত্তর দিলেন–

مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ .

"যে মুমিন নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে সে-ই উত্তম। পরবর্তী স্তরের লোক হলো সে, যে তার প্রভুর ইবাদত করার জন্য কোন উপত্যকায় (বা গিরিপথে) থেকে একাকী বাস করে।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তিনি ﷺ বলেছেন–

يَتَّقِي اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

"সে ব্যক্তি (উত্তম), যে নাকি আল্লাহকে ভয় করে এবং তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য লোকদেরকে ছেড়ে চলে যায়।"

আবু সাঈদ (রা) নিম্নোক্ত হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন–

يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَّتْبَعُ بِهَا شُعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

ভাবার্থ ঃ "অচিরেই মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে ভেড়া-ছাগল-বকরী। তা নিয়ে সে পাহাড়ের পাদদেশে চারণভূমিতে ও বৃষ্টিবহুল স্থানে ঘুরে বেড়াবে। সে ফেতনা-ফাসাদের ভয়ে তার ধর্ম (রক্ষার্থে তা) নিয়ে পালিয়ে বেড়াবে।"

উমর (রা) বলেছেন– خُذُوْا حَظَّكُمْ مِّنَ الْعُزْلَةِ

ভাবার্থ : "নিঃসঙ্গ জীবনের যে অংশ তোমার ভাগে আছে তা গ্রহণ কর।"

যুনাইদ (রহ) কত সুন্দরই বলেছেন–

مُكَابَدَةُ الْعُزْلَةِ اَيْسَرُ مِنْ مُدَارَاةِ الْخُلْطَةِ.

ভাবার্থ : "মানুষের তোষামোদের চেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন ভোগ করা সহজ।"

খাত্তাবী বলেছেন–

"একাকী জীবন যাপনের অর্থ যদি গৌরব থেকে নিরাপদ থাকা হয় এবং সে সব মন্দ কাজ দূরে থাকা হয়, যার পরিবর্তন সাধন করা আপনার সাধ্যাতীত। তবে এটা খুব উপকারী কোন কিছু।"

হাকীম (র) তার 'মুছতাদরাক' কিতাবে আবু যর (রা) থেকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার সাথে শেষোক্ত খাত্তাবীর কথার অর্থের মিল আছে আর তাহলো–

اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ.

ভাবার্থ : "মন্দ সাথীর চেয়ে একাকিত্ব ভালো।" এ হাদীসের সনদ হাসান। খাত্তাবী (রহ) বুঝাতে চান যে, আমাদের ধর্মের তথা ইসলাম ধর্মে সন্ন্যাসবাদ ও সামাজিকতার বিধান নির্ভর করে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে– বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে মিলে থাকতে, জ্ঞানী লোকদের অনুসরণ করতে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সমাজের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে। যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম রক্ষায় এবং সম্পদ অর্জনে নিজেই যথেষ্ট, তার জন্য একাকিত্বই উত্তম। তবে প্রয়োজনের সময় ও ভালোকাজে অন্যদের সাথে মেশা দরকার। তা সত্ত্বেও তাকে জরুরি কাজগুলো অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে; যেমন– জামায়াতে সালাত আদায়, সালামের উত্তর প্রদান, রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযার সালাতে হাজির হওয়া ইত্যাদি। যা দরকার তা হলো অতিমাত্রায় সামাজিক না হওয়া।

কেননা, এমন অতি মাত্রায় সামাজিক হওয়ার ফলে সময় নষ্ট হবে এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহেলা করা হবে। দেহের জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, সমাজের অন্যদের সাথে মিলামিশা করা তেমন। উভয় ক্ষেত্রেই যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু গ্রহণ করা উচিত। এটাই দেহ-মনের জন্য পবিত্রতর আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন। কুশাইরী (রহ) 'একাকীত্ব' বিষয়ে তার গবেষণামূলক প্রবন্ধে বলেছেন, যে নিঃসঙ্গতা অন্বেষণ করে তার একথা মনে (ধারণা) করা উচিত যে, সে এ কাজ করছে তার ক্ষতি থেকে জনগণকে বাঁচানোর জন্য এবং এর বিপরীতটা নয় (অর্থাৎ, জনগণের ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয়)। এর কারণ এই যে, প্রথমজন নিজের সম্বন্ধে বিনয়ী মনোভাব পোষণ করে (জনগণকে নিজের চেয়ে ভাল মনে

করছে)– যা ধর্ম (দ্বীন) চায়। দ্বিতীয়জন অন্যদের উপর নিজের বড়ত্ব আরোপ করেছে (জনগণকে নিজের চেয়ে খারাপ মনে করেছে)– যা মুমিনের চরিত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে জনগণকে (মানুষকে) তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুটি বিপরীত (পরস্পর বিপরীতধর্মী) আর তৃতীয়টি সে দুটির মাঝামাঝি অবস্থানে আছে। প্রথমে শ্রেণীর লোকেরা নিজেদেরকে লোকজন থেকে এতটাই আলাদা করে রাখে যে, তারা জুমুয়ার সালাতে হাজির হয় না। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করে না এবং কল্যাণকর সমাবেশে যেমন ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেয় না।

ঐ শ্রেণীর লোকেরা স্পষ্টভাবে ভ্রান্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা এতটাই সামাজিক যে, তারা মন্দ সমাবেশে অংশগ্রহণ করে– যেখানে নাকি মিথ্যা গুজব ও সময়ের অপচয়ই বেশি। এরাও ভ্রমে পতিত। মধ্যমপন্থী (তৃতীয় শ্রেণীর) লোকেরা যে সব ইবাদত অবশ্যই জামায়াতে আদায় করতে হয় সেসব ইবাদতের ব্যাপারে অন্যদের সাথে একত্রিত হয়। ধর্ম প্রচারে, পুরস্কার অর্জনে এবং আরো বেশি ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়– আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে তারা অন্যদের সাথে অংশগ্রহণ করে। যে সব সমাবেশে শয়তানী, মিথ্যা ও অপচয় বেশি তারা সে সব সমাবেশকে এড়িয়ে চলে।

"এরূপে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।"
(২–সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৩)

২৯৩. একটু ভাবুন

উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে,

عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللّٰهُ بِهِ الْغَمَّ وَالْهَمَّ .

ভাবার্থ : "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত থাক; কেননা, তা জান্নাতের একটি দরজা, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা (টেনশন) দূর করে দিবেন।"

মানুষের উপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রভাব আমরা স্বীকার নাও করতে পারি; কিন্তু আমাদের বিবেক তা গ্রহণ করে। আত্মা যখন মন্দের সাথে লড়ে না, তখন এর ভয় ও উদ্বিগ্নতার মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু আত্মা যখন আল্লাহর পক্ষে জিহাদ করে, আল্লাহ্ তখন এর ভয় ও উদ্বিগ্নতাকে সুখ ও শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেন।

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে পারেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করতে পারেন। এবং মুমিনদের অন্তরের ক্রোধকে দূর করতে পারেন।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১৪-১৫)

অতএব, উদ্বিগ্নতা, দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার সাথে লড়াই করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি ঔষধ; আর সাহায্যের জন্য আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

২৯৪. বিশ্বজগৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন

সৃষ্টির মাঝে যে নিদর্শনাবলি আছে তা দেখুন ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন। নদী-নালা, গাছ–পালা, ফুল, পাহাড়, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ও রাত-দিন এ সব কিছুই আপনাকে সব কিছুর স্রষ্টার কথা মনে করিয়ে দিবে। এভাবে আপনার ধার্মিকতার (দ্বীনদারির) মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে।

فَاعْتَبِرُوْا يَاُولِى الْاَبْصَارِ.

"অতএব, হে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"

(৫৯–সূরা আল হাশর : আয়াত-২)

ইসলাম গ্রহণকারী এক দার্শনিক বলেছেন–

"সন্দেহ যখন আমাকে ঘিরে রেখেছিল তখন আমি সৃষ্টির পুস্তকে (অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে) তাকিয়ে দেখতাম, যার অক্ষরগুলো (নিদের্শনগুলো) আমাকে বিস্ময়কর ও পরম দক্ষতার কথা বলত। তখন আমার ঈমান শুধুমাত্র স্বাভাবিকই হতো না, অধিকন্তু তা বেড়েও যেত।"

২৯৫. গবেষণালব্ধ পরিকল্পনার অনুসরণ করুন

আল্লামা শাওক্বানী (রহ) বলেছেন– "কিছু সংখ্যক আলেম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, লেখা ছেড়ে দেয়া আমার কখনও উচিত হবে না, যদি সে লেখা প্রতিদিন দু'লাইনও হয়। আমি এ উপদেশ অনুসারে কাজ করেছি এবং এর ফলও ভোগ করেছি।"

আর নিম্নোক্ত হাদীসের এটাই অর্থ–

خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ .

ভাবার্থ : উত্তম আমল হলো তা যা আমলকারী নিয়মিত করে, যদিও তা অল্প।"

আর একথা বলা হয় যে, ফোঁটা ফোঁটা পানি (জমেই) মহাপ্লাবন ঘটায়।

আমরা সবকিছু একই সময়ে বা একসাথে করতে চাইলে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে। তখন ফল যা হবে তা হলো বিরক্তি, ক্লান্তি ও সর্বাপেক্ষা খারাপ যা ঘটবে তাহলো কর্মত্যাগ। আমরা যদি আমাদের কাজকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে এক সময়ে একটি মাত্র স্তরের কাজ করি বা একটি পদক্ষেপ নেই তবে আমরা অনেক বেশি অর্জন করতে পারব। সালাতের কথা ভেবে দেখুন। একদিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন সালাতের মধ্যবর্তী বিরতিসমূহের কারণে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি অন্যান্য কাজ করার সুযোগ পায় এবং এক সালাত থেকে অপর সালাতের মাঝে ঠিক ততটা পর্যাপ্ত সময় থাকে যতটুকু সময়ের মধ্যে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি উৎসাহভরে আবার আরেক সালাতের জন্য ফিরে আসতে পারে। সকল সালাত যদি একই সময়ে পড়া বাধ্যতামূলক হতো তাহলে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যেত।

একটি বিশেষ হাদীসের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ যাত্রাপথে তার ঘোড়াকে পূর্ণ বেগে দৌড়ানোর জন্য খোঁচা মারে সে শুধুমাত্র ঘোড়া হারাবে তা-ই নয়, অধিকন্তু সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না।

অনেক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে (আর তা হলো) : যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত কাজ করে সে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে যে নাকি এক সময়ে সব কাজ করে।

সালাত যে আমাদেরকে আমাদের সময়ের ব্যাপারে সুনিয়ন্ত্রিত করে এতে এমন এক শিক্ষা আছে যা আমি জ্ঞানী লোকদের থেকে শিখেছি আর এ শিক্ষা আমার জীবনে আমাকে অনেক লাভবান করেছে। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এ শিক্ষা অনুমান করা যায়।

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۔

"নিশ্চয় সালাত মুমিনের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা অত্যাবশ্যক।"
(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১০৩)

কোন লোক যদি তার পার্থিব ও ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে সালাতকে কেন্দ্র করে ভাগ করে নিত, তবে সে দেখতে পেত যে তার সময়ে বরকত হয়েছে এবং তার সময় উত্তমরূপে কাজে লেগেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন মুসলমান ছাত্র ফজরের সালাতের পরের সময়কে মুখস্ত করার জন্য, জোহরের সালাতের পরের সময়কে পড়ার জন্য বা পাঠ সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য, আসরের সালাতের পরের সময়কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য, মাগরিবের সালাতের পরের সময়কে মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও বিশ্রামের জন্য এবং এশার সলাতের পরের সময়কে সম-সাময়িক বিষয়ে অনেক কিছু পড়ার জন্য ও পরিবারের সদস্যদের সাথে বসার জন্য ভাগ করে নেয় তবে সে অনেক কিছু অর্জন করবে।

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড মনোনীত করবেন। তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তো মহাকল্যাণের অধিকারী।" (৮–সূরা আনফাল : আয়াত-২৯)

২৯৬. কাজকর্মে অগোছালো হবেন না

ঋণ, পার্থিব দায়িত্ব ও পাওনা পরিশোধ বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে তিনটি মূলনীতি আছে- যা আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে ও প্রয়োগ বা বাস্তবায়িত করতে হবে।

১. বিচক্ষণ লোক অন্যের উপর নির্ভর করবে না। প্রয়োজন মাফিক খরচ করে ও অপচয় না করে যে ব্যক্তি ব্যয় করবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাবে।

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ .

"নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৭)

"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।"

(২৫–সূরা আল নূর : আয়াত-৬৭)

২. হালাল উপায়ে আপনার রিযিক উপার্জনের চেষ্টা করুন। কেননা, আল্লাহ্ নিজে পবিত্র এবং পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল করেন না। হারাম উপায়ে অর্জিত রিযিকে আল্লাহ্ বরকত দেন না।

وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ .

"যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে।"

(৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-১০০)

৩. হালাল উপায়ে সম্পদ উপর্জিন করার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করে যান এবং অকর্মণ্য ও অলস হওয়া পরিহার করুন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আউফ (রা) যখন মদীনাতে হিজরত করেন, তখন তিনি তার সঙ্গে কিছুই নেননি। মদীনার আনসারদের একজন তাঁকে তাঁর সম্পদের অর্ধেক দেয়ার প্রস্তাব করলেন। কারণ নবী করীম ﷺ তাঁর মাঝে ও ইব্নে আউফ (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আউফ (রা) এই উদার উপহারকে নিতে নারাজ হলেন এবং শুধুমাত্র বল্লেন, "আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন।"

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"অতপর, যখন (জুমআর) সালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় ও আল্লাহর করুণা (রিযিক) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হও।"

(৬২–সূরা আল জুমআ : আয়াত-১০)

২৯৭. আপনার ঈমান ও চরিত্র অনুসারে আপনার মূল্য

তিনি ছিলেন দরিদ্র, মলিন ও দুর্বল। তিনি বহুতালি বিশিষ্ট ছেঁড়া পোশাক পরতেন। তিনি ছিলেন নগ্নপদ ও ক্ষুধার্ত। অজ্ঞাতকুল হওয়ার পাশাপাশি তাঁর না ছিল কোন সামাজিক মর্যাদা, না ছিল কোন সম্পদ আর না ছিল কোন পরিবার। আশ্রয় নেয়ার জন্য তাঁর কোন ছাদওয়ালা ঘর ছিল না, তিনি মসজিদে ঘুমাতেন ও সরকারী ঝর্ণার পানি পান করতেন। তাঁর বালিশ ছিল তাঁর নিজের হাত আর তাঁর মাদুর ছিল তাঁর দেহের নিচের অমসৃণ, কর্কশ ভূমি। কিন্তু তিনি সর্বদা তাঁর প্রভুকে স্মরণ করতেন ও সর্বদা আল্লাহর কিতাবের আয়াত তেলাওয়াত করতেন। তিনি সালাতের ও যুদ্ধের প্রথম কাতার থেকে অনুপস্থিত থাকতেন না।

একদিন তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। নবী করীম ﷺ তাকে দেখে তাঁর নাম ধরে ডেকে বললেন, "হে জুলাইবীব! তুমি কি বিয়ে করবে না?" তিনি (রা) নম্র ও ভদ্রভাবে উত্তর দিলেন, "কে আমাকে তাদের কন্যা দিবে?" তিনি (রা) আরো দুজনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন তারাও তাঁকে একই প্রশ্ন করলেন এবং তিনি (রা) সে প্রশ্নের একই উত্তর দিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি অমুক আনসারীর নিকট গিয়ে তাকে বল, আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং "আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।"

সে আনসারী ছিলেন মহান ও শ্রদ্ধেয় পরিবারের। জুলাইবীব (রা) যখন নবী করীম ﷺ-এর আদেশ পালন করলেন তখন আনসারী উত্তর দিলেন, "এবং

আল্লাহর রাসূলের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। হে জুলাইবীব! আমি কীভাবে তোমার নিকট আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারি, যখন নাকি তোমার কোন সম্পদও নেই এবং পদমর্যাদাও নেই?" তাঁর স্ত্রীও সংবাদটি শুনে বিস্ময়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "জুলাইবীব! যার কোন সম্পদও নেই, কোন সামাজিক মর্যাদাও নেই।"

কিন্তু তাদের ঈমানদার কন্যা জুলাইবীবের কথা শুনল, তার সম্বন্ধে কথা, যাতে আল্লাহর রাসূলের বাণী আছে। তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, "আপনারা কি আল্লাহর রাসূলের অনুরোধকে অগ্রাহ্য করছেন? আল্লাহর কসম, তা হবে না।" সাথে সাথে সে বরকতময় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তাদের বাসর রাতে রাস্তায় এক ঘোষক আসন্ন জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছিল। জুলাইবীব অবিলম্বে যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্য বের হয়ে গেলেন। নিজ হাতে সাতজন কাফেরকে হত্যা করে জুলাইবীব নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এবং যে আদর্শের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ শহীদদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, লোকজন রাসূল ﷺ-কে নিহতদের সম্বন্ধে জানাতে লাগলেন।

কিন্তু তারা জুলাইবীবকে তাঁর পরিচয়হীনতার কারণে ভুলে গেলেন। তা সত্ত্বেও নবীজীর কিন্তু তার কথা মনে পড়ে গেল এবং তিনি বললেন, "কিন্তু আমি জুলাইবীবকে হারিয়েছি।" তারপর রাসূল ﷺ জুলাইবীবের মৃতদেহ খুঁজে বের করলেন, যার মুখ ধূলিতে ঢেকে ছিল। রাসূল ﷺ তাঁর মুখ থেকে ধূলি ঝেড়ে ফেল্লেন এবং বললেন, "তুমি সাতজনকে হত্যা করে তুমি নিজেই নিহত হলে! তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি আমার, আমি তোমার; তুমি আমার, আমি তোমার!" আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে এই 'সম্মান-পদবী'ই অনেক বড় পুরস্কার।

আল্লাহর রাসূলের প্রতি ও যে আদর্শের জন্য তিনি (জুলাইবীব) নিহত হয়েছেন তার প্রতি ঈমান ও ভালোবাসার কারণেই জুলাইবীব (রা)-এর এতটা মূল্য হয়েছিল। তাঁর দীন-হীন অবস্থা এবং অজ্ঞাতকুল পরিচয় তাঁকে তাঁর মহা সম্মান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর অল্প সম্পদ নিয়ে তিনি শাহাদাত, সন্তুষ্টি এবং এ পৃথিবী ও পরকালের সুখ অর্জন করেছিলেন।

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যারা তাদের পিছনে রয়ে গেছে, এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। এ কারণে (আনন্দ প্রকাশ করে) যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭০)

অতএব, একথা মনে রাখুন যে, আপনার আদর্শ ও চরিত্রই আপনার মূল্য নির্ধারণ করে। মর্যাদার পথে ও উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের পথে দারিদ্র কখনও অনঢ় হয়ে দাঁড়ায়নি।

২৯৮. সাহাবীদের সৌভাগ্য

সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে ধন্য হয়েছেন; তার মধ্যে একটি হলো যে, ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের মর্যাদা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতটি–

১. আবু বকর (রা) সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে–

"আর শুদ্ধির জন্য তার সম্পদ দান করে।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১৭-১৮)

২. নিম্নোক্ত হাদীসে উমর (রা) সম্বন্ধে শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে–

رَاَيْتُ قَصْرًا اَبْيَضَ فِى الْجَنَّةِ قُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قِيْلَ لِىْ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ.

ভাবার্থ : "জান্নাতে আমি একটি সাদা প্রাসাদ দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম; এটি কার? আমাকে বলা হলো : এটি উমরের।"

৩. উস্মান (রা)-এর জন্য নবী করীম ﷺ দোয়া করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُثْمَانَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ.

ভাবার্থ : "হে আল্লাহ! আপনি উসমানের আগে-পিছের সব পাপ ক্ষমা করে দিন।"

৪. আলী (রা) সম্বন্ধে নবী করীম ﷺ নিম্নোক্ত কথা বলেছেন–

رَجُلٌ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ .

ভাবার্থ : "(আলী) এমন লোক যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।"

৫. সা'দ ইব্‌নে মুয়াজ সম্বন্ধে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اِهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ .

ভাবার্থ : "পরম করুণাময়ের আরশ তাঁর জন্য কেঁপে উঠেছে।"

৬. হানযালাহ্‌র (রা) ইনতেকালের পর তাঁর সম্বন্ধে রাসূল ﷺ বলেছেন–

غَسَّلَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمٰنِ.

ভাবার্থ : "পরম করুণাময়ের ফেরেশতারা তাকে গোসল দিয়েছে।"

২৯৯. কাফেরদের দুর্ভাগ্য

১. ফেরাউন সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন–

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا .

"সকাল–সন্ধ্যা তাদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়।'

(৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৪৬)

২. কারূন সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন–

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ .

"তাই আমি তাকে ও তার বাসগৃহকে মাটিতে প্রোথিত করে দিলাম।"

(২৮–সূরা আল কাসাস : আয়াত-৮১)

৩. ওয়ালীদ ইব্‌নে মুগীরাহ্ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন–

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا .

"আমি অচিরেই তাকে শাস্তির পাহাড়ে চড়াব।"

(৭৪–সূরা আল মুদ্দাছ্ছির : আয়াত-১৭)

'স' উদ' হলো জাহান্নামের আগুনের মাঝে এক ঢালু ও শাস্তিদায়ক পাহাড়।

৪. উমাইয়া ইবনে খালফ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দাকারীর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।"
(১০৪–সূরা আল হুমাযাহ : আয়াত-১)

৫. আবু লাহাব সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন–

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ

"আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।"
(১১১–সূরা আল লাহাব বা মাসাদ : আয়াত-১)

(আবু লাহাব ছিল নবী করীমর(ﷺ)-এর একজন চাচা)

৬. এবং আস ইবনে ওয়ালী সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন–

كَلاَّ ـ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ـ

"কখনও নয়! সে যা বলে তা আমি লিখে রাখব এবং (জাহান্নামে) আমি তার শাস্তিকে বাড়িয়ে দিব।" (১৯–সূরা মারইয়াম : আয়াত-৭৯)

৩০০. একটু খানি ভেবে দেখুন

পাপ ও আল্লাহ্র জিকির সম্বন্ধে গাফেল হওয়ার নিম্নবর্ণিত কুফলগুলো ভেবে দেখুন : একাকীত্ব, প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার, হৃদয়ের কঠোরতা, স্বাস্থ্য ও সম্পদে বরকতহীনতা, জ্ঞানার্জনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, অপমান, উদ্বিগ্নতা (টেনশন) এবং মন্দ সাথী যারা আত্মাকে কলূষিত করে তাদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া। উপরোল্লিখিত ফলাফলের পরে পাপ কাজ বাড়ে যেমন নাকি পানি দেয়া হলে গাছ বাড়ে।

তাহলে এগুলোই যদি পাপের ফল হয় তবে একমাত্র তওবার মধ্যেই ঔষুধ নিহিত আছে।

৩০১. নারী জাতির প্রতি কোমল থাকুন

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

"এবং তাদের সাথে তোমরা সৎভাবে বা সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন কর।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৯)

"এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পারিক ভালোবাসা ও করুণার সৃষ্টি করেছেন।" (৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-২১)

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন–

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ .

ভাবার্থ : "নারীদের হিতাকাঙ্ক্ষী হও, কেননা, তারা তোমাদের হাতে বন্দী।"

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ .

ভাবার্থ : " তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের জন্য ভালো আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।"

সুখী পরিবার প্রেম-ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি এবং মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে পূর্ণ থাকে।

"তবে কি সে উত্তম যে নাকি আল্লাহ্‌র ভয় ও সন্তুষ্টির উপর তাঁর দালানের ভিত্তি স্থাপন করে, নাকি সে উত্তম যে নাকি খাড়া উঁচু গিরিচূড়ার ধ্বসোন্মুখ কিনারায় তার দালানের ভিত্তি স্থাপন করে, ফলে তা তাকে নিয়ে জহান্নামের আগুনে ধ্বসে পড়ে? আর আল্লাহ্ জালিমদের হিদায়াত (সঠিক পথ প্রদর্শন) করেন না।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত–১০৯)

জালিম বলতে বুঝায় নিষ্ঠুর, হিংস্র, অহংকারী, মুশ্‌রিক (বহু ঈশ্বরবাদী বা অংশীবাদী) এবং অন্যায়কারী ও অত্যাচারী।

৩০২. প্রতিদিন ভোরে একবার হাসুন

সুন্দরভাবে বিছানা ছেড়ে উঠতে হলে ও সুন্দরভাবে দিনের শুরু করতে হলে স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে মুচকি হাসা এবং স্ত্রীরও অনুরূপ করা উচিত। এ হাসি হল সন্তুষ্টি ও আপস-মীমাংসার প্রাথমিক ঘোষণা।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

وَتَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ .

ভাবার্থ : "আর তোমার ভাইয়ের মুখের সামনে তোমার মুচকি হাসি সদকা স্বরূপ।"

আর আল্লাহ্‌র রাসূলের মুখে সদা হাসি ফুটে থাকত।

"তোমরা একে অপরকে সালাম দাও, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন এক অভিবাদন যা বরকতময় (মোবারক) ও পবিত্র।"

(২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-৬১)

"যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তম অভিবাদন কর অথবা এর অনুরূপ উত্তর দাও।" (৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৮৬)

আর ঘরে প্রবেশ করার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَا الْمَخْرَجِ بِاسْمِ اللّٰهِ

وَلَجْنَا وَبِاسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا .

ভাবার্থ : "হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার নিকট উত্তম প্রবেশ ও উত্তম প্রস্থান কামনা করি, আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র উপরই আমরা ভরসা করি।"

বন্ধু সুলভ ঢংয়ে কথা বলেও বাড়িতে সমঝোতার সৃষ্টি হয়।

"আমার বান্দাদেরকে যা সর্বোত্তম বা সবচেয়ে ভালো তা বলতে বল।"

(১৭–সূরা বনী ইস্‌রাইল : আয়াত-৫৩)

এমন যদি হতো যে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের দোষত্রুটি ভুলে গিয়ে একে অপরের গুণের কথাই মনে রাখত। স্বামী যদি স্ত্রীর দোষের কথা ভুলে গিয়ে (শুধুমাত্র) তার গুণের কথাই মনে রাখে তবে সে সুখ-শান্তি পাবে। একজন আরব কবি বলেছেন–

مَنْ ذَا الَّذِيْ مَا سَاءَ قَطْ * وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطْ ـ

ভাবার্থ : "এমন কে আছে যে কখনও ভুল করেনি? আর এমন কে-ই-বা আছে যে শুধুমাত্র কল্যাণেরই অধিকারী?"

"আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারত না। কিন্তু, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।"

(২৪–সূরা আল কাসাস : আয়াত-২১)

ছোট খাট ব্যাপারই অধিকাংশ পারিবারিক সমস্যার কারণ এবং আমি নিজেই এমন অনেক বিবাহ ভেঙ্গে যেতে দেখেছি যেগুলো আপোষ-মীমাংসার অসাধ্য বিবাদের কারণে ভেঙ্গে গেছে তা নয়, বরং ছোট-খাট গুরুত্বহীন কারণে তা ভেঙ্গে গেছে। এ ধরনের একটি পারিবারিক বিবাদ বেঁধেছিল ঘর পরিস্কার ছিল না বিধায়; আরেকটি বাধে সময়মতো খাবার রান্না হয়নি বিধায়, অন্য আরো একটা ঝগড়ার কারণ ছিল স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অত্যধিক সংখ্যায় মেহমান আসার কারণে স্ত্রীর আপত্তি।

এসব ও অন্যান্য সমস্যার একটি তালিকা পারিবারিক সম্পর্কচ্ছেদ– যা সন্তান-সন্ততিদেরকে মাতা-পিতাহীন করে– তার সমাপ্তি ঘটাতে পারে।

আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হলো বাস্তব জগতে বাস করা (বিশেষ করে দম্পতির ব্যাপারে) এবং কল্পরাজ্যের স্বপ্ন না দেখা এবং ঘরেই কল্পরাজ্যকে অনুভব করা। মানুষ হিসেবে আমরা রাগান্বিত, খিটখিটে দুর্বল হতে পারি এবং ভুল করতে পারি। অতএব আমরা যখন পারিবারিক কল্যাণ সম্বন্ধে কথা বলি বা পারিবারিক কল্যাণ চাই তখন আপেক্ষিক বা তুলনামূলক সুখের কথা

আমাদের মনে রাখা উচিত– পরিপূর্ণ সুখের কথা বা পরম সুখের কথা (মনে রাখা উচিত) নয়।

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের অমায়িক স্বভাব ও উত্তম সাহচর্যের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বলেছিলেন "সে চল্লিশ বছর আমার সঙ্গীনি ছিল, কিন্তু এ দীর্ঘ সময়েও তার সাথে আমার কখনও মনোমালিন্য হয়নি।"

স্ত্রী যখন রাগান্বিত হয় স্বামীকে তখন অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে এবং এর বিপরীত (স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীকে অবশ্যই চুপ থাকতে হবে), কমপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ রাগ না কমে ও ঝড় না থামে।

ইবনুল জাওবী তাঁর রচিত 'ছইদুল খাতির (صَيْدُ الْخَاطِر)' নামক কিতাবে বলেছেন। "আপনার সঙ্গী যখন আপনাকে অন্যায় কোন কিছু বলে তখন এটাকে খুব কঠিনভাবে আপনার গ্রহণ করা উচিত নয়। তার অবস্থা মাতাল লোকের মতো যে– কী বলছে সে বিষয়ে সে বেখবর। এর বদলে আপনি অল্প সময় ধৈর্য ধারণ করুন। আপনি যদি তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা–কাটা কাটি করেন তবে আপনি তো সেই সুস্থ ব্যক্তির মতো হলেন যে নাকি পাগলের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় অথবা সেই সচেতন লোকের মতো হলেন যে নাকি অচেতন লোকের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়। তার কাজের জন্য তার দিকে দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে তাকান।"

জেনে রাখুন যখনই সে তার অবস্থা থেকে জেগে উঠবে তখনই সে যা ঘটেছে তার জন্য অনুতপ্ত হবে এবং আপনার ধৈর্যের জন্য আপনার মূল্য বুঝতে পারবে। আপনাকে বিশেষ করে তখন ধৈর্য ধরতে হবে যখন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দম্পতির একজন বা মাতা-পিতার কেউ হন। তারা যতক্ষণ শান্ত না হন ততক্ষণ তাদেরকে তাদের যা মনে চায় তা বলতে দিন এবং তাদেরকে তাদের কথার জন্য দায়ী মনে করবেন না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সাথে রাগ করা হলে তার রাগ কমবে না। এমনকি তার মাতলামি অবস্থা চলে গেলেও না।

৩০৩. প্রতিশোধ গ্রহণের মোহ বিষ বিশেষ, যা রুগ্ন আত্মায় প্রবাহিত হয়

"ইতিহাসে যারা শূলে চড়েছেন (The Cruified Ones in History) "اَلْمَصْلُوْبُوْنَ فِى التَّارِيْخِ" নামক বইটি সে সব প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুদের গল্পে ভরা যারা তাদের শত্রুদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে। বইটি যখন কেউ পড়ে তখন বুঝতে পারে যে, শত্রুদেরকে হত্যা করাই প্রতিশোধ গ্রহণের তৃষ্ণা মিটাতে যথেষ্ট নয়। (সম্ভবত গ্রন্থকারও আমাদেরকে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন।) গ্রন্থকার যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ করেছেন তা হলো ক্রুশবিদ্ধ লোকের দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যাবার পর সে আর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না। অথচ প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু হত্যাকারী কখনও সুখ-শান্তি পাবে না, একারণে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বা তার সর্বসত্তাকে দখল করে ফেলেছে।

এ পুস্তকে আব্বাস গোত্রের কিছু নেতার জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। তারা উমাইয়া গোত্রের মধ্য থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পায়নি শুধুমাত্র এ কারণে যে, আব্বাস গোত্র ক্ষমতা দখলের পূর্বেই উমাইয়া গোত্রের প্রতিপক্ষরা মারা গিয়েছিল। (এতেও তাদের রাগ কমেনি) তখনও ক্রুদ্ধ এমন একজন তার শত্রুকে কবর থেকে তুলে চাবুক মেরে শুলে চড়িয়ে শেষে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতএব, একথা বুঝুন : প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু সর্বদাই তার প্রতিপক্ষ থেকে বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে; কারণ, সে শান্তি ও সৌমতা উভয়ই হারিয়েছে।

একজন আরবী কবি বলেন–

لَا يَبْلُغُ الْأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ * مَا يَبْلُغُ الْجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ

ভাবার্থ : "মূর্খ নিজে তার যতটা ক্ষতি করে– শত্রুরা তার ততটা ক্ষতি করতে পারে না।"

"আর যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন (তারা) বলে, 'আমরা ঈমানদার!' আর যখন একাকী থাকে বা নিভৃতে মিলিত হয় তখন তারা ক্রোধে আঙ্গুলের ডগা কামড়ান। আপনি বলুন, 'তোমাদের ক্রোধে তোমরাই মর।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১১৯)

৩০৪. ক্ষণিক ভাবুন

ঈমানদার যখন দুর্ভাগ্যপীড়িত হয় তখন কেবলমাত্র তওবার মাধ্যমেই সে সত্যি সত্যি সংকট থেকে মুক্তির পথ পেতে পারে। ঈমানদারের উচিত মসিবতের কারণ বাহিরে তালাশ না করে বরং নিজের ভিতরে সন্ধান করা এবং এটা মনে করা যে, সে-ই দোষী এবং তার উপর যে মসিবত এসেছে সে তার যোগ্য। যখন সে এ স্তরের সচেতনতায় পৌছবে একমাত্র তখনই সে সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলের প্রতিকার করতে পারবে এবং অতীতের ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করতে পারবে। আর যখন সে নিজের ভিতরের এসব বিষয়ে খেয়াল রাখবে তখন আল্লাহ্ তার বাইরের বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। এ কথা একেবারে সহজ মনে হতে পারে কিন্তু খুব কম লোকই বাস্তবে এর প্রয়োগ করে (খুব কম লোকই এ কথার উপর আমল করে)।

৩০৫. অন্যের ব্যক্তিত্বে নিজেকে বিলিয়ে দিবেন না

মানুষ তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে : ১. অনুকরণ, ২. নির্বাচন ও পছন্দ, ৩. আবিষ্কার ও সৃষ্টি করার গুণ (সৃজনশীলতা)। অন্যের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণের অনুকরণ করা হয় হয়তবা যে ব্যক্তিকে অনুকরণ করা হচ্ছে তার প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে অথবা তার সাথে চরম সম্পর্ক থাকার কারণে। যখন অন্যের অনুকরণ চর্চা চরম আকারে করা হয়, যখন অনুকরণকারী অন্যের গলার স্বরেরও নকল করে অথবা অন্যের শারীরিক ভঙ্গিরও (অঙ্গভঙ্গিরও) অনুকরণ করে তখন আসলে সে যা করছে তা হলো তার নিজের ব্যক্তিত্বকে কবর দিচ্ছে।

আজকালকার তরুণদের দিকে তাকান, হাস্যকর মনে হলেও দেখতে পাবেন যে, তারা নামকরা লোকদেরকে তাদের হাঁটা-চলা, কথা বলা ও নড়াচড়াতেও অনুকরণ করছে। তাদের মূর্তিদের অনুকরণ করার খাতিরে তাদের সকল স্বভাব বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হয়। যদি তারা মহান বৈশিষ্ট্য ও মহান ব্যক্তিত্বকে অনুকরণ করতে থাকত তবে আমি তাদেরকে তা করতে সুপারিশ করতাম

(তাদেরকে এ কাজ করার জন্য) প্রশংসা করতাম; কেননা, জ্ঞান অন্বেষণে, উদার ও মহৎ হতে বা সদাচরণ অর্জনকল্পে অন্যের অনুকরণ করা সত্যিই মহৎকাজ।

পূর্বে আমি যা বলেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছি (আর তা হলো) : আপনি এক অনন্য সত্তা এবং আল্লাহ্ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোন দু'জন লোককেও দেখতে হুবহু একই রকম করে সৃষ্টি করেননি।

"এবং তোমাদের ভাষায় ও রঙের বিভিন্নতা।" (৩০–সূরা আর রূম : আয়াত-১২)

তবে কেন আমরা অন্যান্য বিষয়ে, যেমন– বৈশিষ্ট ও মেধায় হুবহু একই রকম হতে চাই?

আপনার স্বরের সৌন্দর্য এর অনুপমতায় এবং আপনার চেহারার সৌন্দর্য আপনার জন্য এর নির্দিষ্ট হওয়ার মাঝেই।

"আর পাহাড়ের মাঝে রয়েছে নানা রঙের পথ (সেগুলো) সাদা, লাল ও মিশমিশে কালো।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-২৭)

৩০৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা

সাবিত ইবনে ক্বাইস (রা) একজন বাগ্মী বক্তা ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ও ইসলামের পক্ষে কথা বলতেন। যাহোক, তিনি (রা) খুত্বা ভাষণদানকালে প্রায়ই তার স্বর উচু করে ফেলতেন এবং মাঝে মাঝে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেই এ ঘটনা ঘটত।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজ উচ্চ করিও না এবং তোমরা পরস্পর যেভাবে কথাবার্তা বল সেভাবে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলো না, (এ কাজ করে) পাছে আবার তোমাদের আমল এমনভাবে বাতিল হয়ে যেতে পারে যে তোমরা তা টেরও পাবে না (এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখো)।" (৪৯–সূরা আল হুজরাত : আয়াত-২)

এ আয়াত যখন নাযিল হয় সাবিত (রা) ভাবলেন যে, (এ আয়াতে) তার কথা বলা হচ্ছে, তাই তিনি তাঁর ঘরে একাকী থেকে সর্বদা কান্নাকাটি করছিলেন। একটি মজলিসে আল্লাহর রাসূল ﷺ সাবিত (রা)-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলেন এবং তার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। সাহাবীরা নবী করীম ﷺ-কে যা ঘটেছে তা জানালেন এবং নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন "কখনো না বরং সে জান্নাতবাসী (হবে)।"

এভাবে সাবিত (রা)-এর ব্যাপারে কল্পিত সতর্কতা শুভ সংবাদে পরিণত হয়ে গেল।

আয়েশা (রা) একমাস দিনরাত কেঁদেছিলেন। কেননা, তাকে নিকৃষ্টকাজের অন্যায় অপবাদ (তোহমত) দেয়া হয়েছিল। অভিযোগের সাংঘাতিক প্রকৃতির কারণে জীর্ণ-শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন হঠাৎ করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য আসল এবং কুরআন তাঁকে নিরাপরাধ পূতপবিত্র বলে ঘোষণা করল।

"সতী-সাধ্বী সরলমতি যারা তাদের সতীত্বে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শের কল্পনাও করেনি এমন ঈমানদার নারীদের প্রতি যারা অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত।" (২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-২৩)

তাঁর মর্যাদা বাড়ানো হয়েছিল তাই তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন আর ঈমানদারগণও তাঁর সাথে আনন্দ বোধ করেছিল।

যখন তাবুকের যুদ্ধের ডাক পড়েছিল তখন তিনজন মুমিন লোক (যুদ্ধে না গিয়ে) পিছনে রয়ে গিয়েছিল। যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে আসন্ন শাস্তির হুঁশিয়ারী দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন।

এতে উপরোল্লিখিত তিনজন ঈমানদার ব্যক্তি যারপরণাই দুঃখী হলেন এবং খাঁটি তওবা করলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং অল্পকাল পরেই (কিন্তু অল্প সময় তাদের সীমাহীন মনে হয়েছিল) তাদের ক্ষমার সুসংবাদ নিয়ে আয়াত নাযিল হলো।

৩০৭. যে কাজ করতে আপনার আনন্দ লাগে সে কাজ চালিয়ে যান

আল্লামা ইমাম ইব্নে তাইমিয়াহ্ (র) বলেছেন–

"একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম আর চিকিৎসকগণ আমাকে বলল যে, পাঠ করা ও পাঠদান করা শুধুমাত্র আমার (অসুস্থ) অবস্থাকে আরো খারাপ করবে। আমি তাকে বললাম যে, আমি সে সব কাজ বাদ দিতে পারব না এবং যদি সম্ভব হয় তবে আমি তার নিজের জ্ঞানকেই আমাদের মাঝে বিচারক বানাতে চাইলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ব্যাপার কি এ নয় যে, মন যদি সুখ ও আনন্দবোধ করে তবে দেহ শক্তিশালী হয় ও রোগ দূর হয়ে যায়? চিকিৎসক হ্যাঁ বাচক উত্তর দিলেন। আমি তাকে বললাম, অতএব, আমার আত্মা জ্ঞান চর্চায় আনন্দ, আরাম ও শক্তি পায়। চিকিৎসক আত্মসমর্পণ করলেন এবং স্বীকার করলেন যে আমার অবস্থা তার চিকিৎসা শাস্ত্রের চৌহদ্দির বাইরে।"

لَاتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ . بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .

"এটাকে তোমাদের জন্য খারাপ বা ক্ষতিকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য উত্তম বা উপকারী। (২৪–সূরা আন নূর: আয়াত-১১)

৩০৮. ক্ষণকাল ভেবে দেখুন

যারকালির 'আ'লাম' (أَعْلَامٌ لِلزِّرْ كَلِي) নামক কিতাবে প্রাচ্যের ও প্রাতীচ্যের (পাশ্চাত্যের) রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, লিখক ও চিকিৎসকদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত যে কারণে তাদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে তা তাদের সবার মাঝেই সাধারণ (ব্যাপক) আর তা হলো তাদের প্রত্যেকেরই অন্যদের উপর গভীর প্রভাব ছিল। তাদের জীবনী পড়ার পর আমি আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও কর্মপদ্ধতি বুঝতে শুরু করলাম (আর তা হলো) : এ দুনিয়াতে কেউ কোন কিছু পেতে চেষ্টা করলে সে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিখ্যাত, জনপ্রিয়, ক্ষমতাশালী অথবা ধনী হওয়ার মাধ্যমে তার ন্যায্য অংশ বা অধিকার পায়। (এ দুনিয়াতে যে যা পাওয়ার বা হওয়ার চেষ্টা করে সে তা

পায় বা হয়। আর এ পাওয়া বা হওয়া তার চেষ্টার কারণে এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের কারণে তার ন্যায্য অধিকারও বটে। -অনুবাদক)

আর যে ব্যক্তি পরকালের জন্য চেষ্টা করে সে অন্যদের উপকার করার মাধ্যমে ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার মাধ্যমে দুনিয়াতে ও আখেরাতে উভয়স্থানেই ফল পাবে।

كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۔

"আমি এদেরকে এবং তাদেরকে প্রত্যেককেই তোমার প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করে থাকি। আর তোমার প্রভুর দান নিষিদ্ধ নয়।"

(১৭-সূরা বনী ইস্‌রাইল : আয়াত-২০)

আমি যারকালির পুস্তক পড়ার সময় লক্ষ্য করেছি যে, অমুসলিম ব্যক্তিত্বরা বিশেষ করে যারা শিল্পকলা নিয়ে চেষ্টা করেছে তারা নিজেদেরকে সুখ না দিয়ে বরং অন্যদেরকে সুখ দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ শোচনীয়ভাবে ব্যক্তিগত জীবন যাপন করেছে, অন্যরা সর্বদাই অতৃপ্ত ছিল, যখন নাকি কেউ কেউ এমনকি আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তেও গিয়েছিল। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম : নিজে শোচনীয় থেকে অন্যদেরকে আনন্দিত বা সন্তুষ্ট করে কি লাভ?

একজন কবি বলেন-

"তুমি অনেককে সুখ দিলে অথচ তুমি নিজে অসুখী,
তুমি মানুষদেরকে হাসালে অথচ তুমি নিজে কাঁদছ।"

আমি দেখতে পেলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কল্পে তাদের প্রত্যেককে যে যা প্রত্যাশা করেছিল তাই দিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল, কারণ, তারা তাই চেয়েছিল এবং এর জন্য চেষ্টাও করেছিল, অন্যরা বিখ্যাত হয়েছিল, কারণ এটাই ছিল তাদের উচ্চতর লক্ষ্য; অন্যরা তাদের অর্থপ্রীতি ও আরাম প্রীতির কারণে ধনী হয়েছিল। যা হোক, আল্লাহ্‌র এমন কিছু ধার্মিক বান্দাও ছিল যারা দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কার লাভ করেছিল : এরা এমন লোক যারা আল্লাহ্‌র করুণা ও সন্তুষ্টিই অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন।

আরব উপদ্বীপের একজন সাধারণ মেষপালকও (রাখাল) মনের দিক থেকে টলস্টয়ের চেয়েও সুখী। কেন? রাখাল সরল, অকৃত্রিম জীবন-যাপন করতেন, তিনি জানতেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তার গন্তব্য কোথায় বা তিনি কোথায় যাচ্ছেন। টলস্টয় কখনও তার আকাঙ্ক্ষা পুরাপুরি মিটাতে পারেনি এবং সে কোথায় যাচ্ছে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারাণা ছিল না।

মানুষের জানা সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষুধ মুসলমানদের আছে। আর তা হলো স্বর্গীয় বিধান তথা তাক্বদীরে বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে এ পুস্তকে আমি প্রায়ই আলোচনা করেছি আর তা করেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই। আমি জানি যে, আমি ও আমার মতো অনেকেরই অবস্থা যখন আমাদের পছন্দমত চলে তখন আমরা তাক্বদীর সম্বন্ধে ইসলামী আক্বীদায় বিশ্বাস করি; কিন্তু অবস্থা যখন আমাদের মনের চাহিদার বিপরীতে যায় তখন আমরা অভিযোগ করার প্রবণতা দেখাই। আর এ কারণেই আমাদের ঈমানের একটি শর্ত হলো–

أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرِّهِ .

ভাবার্থ : "তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা- তা মিষ্ট হোক বা তিক্ত হোক।"

৩০৯. হিদায়াত হলো ঈমানের স্বাভাবিক ফল

এখানে তাক্বদীর সম্পর্কিত কয়েকটি গল্প লেখা হলো।

বুডলী অনেক পুস্তক লিখেছেন। (কমপক্ষে ১৬টি হবে) তার মধ্যে আছে প্রেরিত পুরুষ (The Massenger)। ১৯১৮ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় যাযাবর রাখাল জাতীয় মরুবাসীদের মাঝে বসতি স্থাপন করেন। এসব মুসলমানগণ সালাত পড়তেন, রোযা রাখতেন ও আল্লাহ্‌র জিকির করতেন। তিনি (বুডলি) পরবর্তীতে তাদের সম্বন্ধে তার কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখেন। এভাবেই তিনি এক বিশেষ গল্প শুরু করেন–

"একদিন এক ভীষণ বালি ঝড় শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করল (অর্থাৎ তা ক্রমান্বয়ে ভীষণ থেকে ভীষণতর হতে লাগল)। প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ অনেক ধ্বংস সাধন করল। আমার মনে হয়েছিল যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমার নিকট

আশ্চর্য লাগে যে, তবুও (এত কষ্টকর অবস্থা সত্ত্বেও) আরবরা আদৌ কোন অভিযোগ করল না। তারা আত্মসমর্পণের সাথে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে বলল যে, এটা তাদের তাক্বদীরে লিখা ছিল। তখনই তারা শক্তিমত্তার সাথে তাদের দৈনন্দিন কাজে লেগে গেল। দলপতি বললেন, আমরা যদি মনে করি যে, আমাদের সব কিছু হারানোর কথা ছিল তবে আমরা খুব বেশি হারাইনি। বরং সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা (হাম্‌দ ও শুক্‌র) আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য : আমাদের এখনও চল্লিশ শতাংশ পশু সম্পদ আছে আর আমরা নতুনভাবে জীবন যাত্রা শুরু করতে পারি।"

আরেকটি ঘটনা

"আমরা যখন গাড়িতে করে মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলাম তখন আমাদের গাড়ির একটি চাকা ফেটে গেল। আরো ভীষণ বিপদের কথা হলো যে, ড্রাইভার অতিরিক্ত চাকা সাথে নিতে ভুলে গিয়েছিল। আমার রাগও হলো আবার দুশ্চিন্তাও হলো। আমি আমার আরব সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমরা কি করতে যাচ্ছি? (এখন আমরা কী করব? এখন আমাদের উপায় কি হবে?) তারা শান্তভাবে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে, রাগ করে কোন লাভ হবে না বরং অবস্থা আরো খারাপ হবে, আমরা তিনটি ভালো চাকা ও একটি ফাটা চাকার উপর ভর করে অত্যন্ত বিরক্তকর ধীরগতিতে অগ্রসর হতে লাগলাম।

ক্রমেই আমরা একেবারে থেমে গেলাম (আমাদের যাত্রা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল)। চাকার অবস্থা এর কারণ ছিল না, বরং আমাদের গাড়ির জ্বালানি (তেল)ও ফুরিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা যখন ঘটল এমনকি তখনও আমার সঙ্গীগণ শান্ত থাকলেন। অধিকন্তু তারা হাসি মুখে সুরের তালে তালে গান গাইতে গাইতে পদযাত্রা শুরু করলেন। এই আরব্য যাযাবর জাতীয় রাখালদের সাথে সাত ঘণ্টা সময় কাটানোর পর আমার পুরাপুরি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার সুবিস্তৃত মাতলামি, পাগলামি বা মানসিক রোগ ও হতাশা হলো ব্যস্ততম শহুরে জীবনের ফল।"

তিনি আরো বলেছেন–

"মরুভূমিতে বাসকরাকালীন আমি কখনও টেনশন অনুভব করিনি। আমার মনে হয়েছিল আমি যেন আল্লাহ্‌র জান্নাতে অবস্থান করছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছি। অনেক লোক আরবদের অদৃষ্টবাদী (তাক্বদীরে) বিশ্বাসকে অবজ্ঞাভরে উপহাস করে। কিন্তু কে জানে? হয়তোবা অবশেষে আরবদের নিকট সত্য আছে; কারণ, অতীত সম্বন্ধে আমার যেমনটি মনে পড়ে এতে আমার নিকট এটা স্পষ্ট যে, আমার জীবনটা কিছু বিক্ষিপ্ত সময় নিয়ে গঠিত যা (এমন) কতগুলো ঘটনা-দুর্ঘটনার ফল যা আমার পছন্দ ছাড়াই ঘটেছিল।

আরবরা এসব ঘটনাকে আল্লাহ্‌র তক্বদীর (পূর্বনির্ধারিত বিধান বা অদৃষ্ট বা ভাগ্যলিপি) বলে। সংক্ষেপে বলছি, আমি মরুভূমি ছেড়ে এসেছি সতেরো বছর হয়ে গেল, এখনও আমি আল্লাহ্‌র তক্বদীর সম্বন্ধে আরবদের উন্নততর মনোভাব সূচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়িয়ে ধরে আছি। যে ঘটনা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে সে সব ঘটনাকে আমি সৌম্যতা, শান্তভাব, স্থৈর্য বা আত্ম সংবরণের সাথে গ্রহণ করি। এই যে গুণ যা আমি আরবদের কাছ থেকে শিখেছি তা আমার স্নায়ুকে শান্ত করতে ও আমার টেনশনের মাত্রাকে কমাতে যা করেছে তা ঘুমের বড়ির হাজারো প্রেশক্রিপশন যা করতে পারে তার চেয়েও বেশি।"

বুড্‌লীর কথার উপর মন্তব্য করার জন্য আমি প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই যে, আরবদের বিশ্বাসের উৎস ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ ﷺ। তাঁর বাণীর মূলকথা ছিল মানুষদেরকে হতাশ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা– তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনা ও তাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া। রাসূল (সা) তাঁর বাণীতে শান্তি ও মুক্তির রহস্য ছিল : অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছু পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন একথা বুঝা। অপরপক্ষে, কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই কাজ (আমল) করতে হবে এবং তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিশ্বজগতে আপনার স্থান বা অবস্থান দেখানোর জন্য ইসলামের মহান বাণী এসেছে, যাতে করে আপনি এমন আদর্শ ব্যক্তি হতে পারেন যে নাকি মানব জীবনের রহস্য ও উদ্দেশ্য জানে।

৩১০. মধ্যমপন্থা

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا .

"এরূপে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি।'

(সূরা–২ বাকারা : আয়াত-১৪৩)

দু'টি চরম অবস্থার মাঝে সুখ পাওয়া যায় না: বাড়াবাড়ি ও অবহেলা। মধ্যমপন্থা হলো স্বর্গীয় (জান্নাতী) নির্দেশিত পথ যা আমাদের দুই চরম পন্থার স্পষ্ট মিথ্যা থেকে রক্ষা করে। আর তা হলো ইহুদীদের চরম বাড়াবাড়ি ও খ্রিস্টানদের চরম অবহেলা। ইহুদীদের জ্ঞান ছিল কিন্তু তারা আমল করত না : খ্রিস্টানরা আমল করত কিন্তু তারা তাদের নিকটে অবতীর্ণ স্বর্গীয় (জান্নাতী) কিতাবের জ্ঞানকে পরিত্যাগ করেছিল। জ্ঞান ও আমল উভয়টি নিয়েই ইসলাম এসেছে; এ ধর্ম দেহ-মন উভয়ের জন্যই যত্নবান; এ ধর্ম ওহী ও মন উভয়কেই অনুধাবন করেছে এবং প্রত্যেককেই তার ন্যায্য স্থান দিয়েছে।

আপনি ইবাদতের ব্যাপারে যখন মধ্যমপন্থী থাকেন তখন আপনি মধ্যম পথের অনুসরণ করছেন। এর অর্থ হলো আপনার এত বেশি নফল ইবাদত করা উচিত নয় যাতে আপনি আপনার শরীরের ক্ষতি করে ফেলেন ও শরীরকে দুর্বল করে ফেলেন এবং নফল ইবাদত একেবারে ছেড়ে দেয়াও আপনার উচিত নয়। ব্যয়ের ব্যাপারেও প্রচুর পরিমাণে আপনার সম্পদ ব্যয় করে অপচয়কারী হওয়া আপনার উচিত নয় এবং কৃপণ হওয়াও আপনার উচিত নয়। চরিত্রের মধ্যমপন্থা বলতে বুঝায় কঠোর ও অতিরিক্ত কোমল হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থা অবলম্বন করা, সর্বদা ভ্রুকুটি করা ও সর্বদা হাসার মাঝামাঝি অবস্থা অবলম্বন করা এবং নিঃসঙ্গ একাকীত্ব ও অতিরিক্ত সামাজিকতার মাঝামাঝি অবস্থায় অবলম্বন করা।

ইসলাম সকল ব্যাপারেই মধ্যম (পন্থী) ও ন্যায় সঙ্গর পদ্ধতির আঞ্জাম দেয়।

৩১১. চরমপন্থা পরিহার করা

মুতারিরফ ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেছেন– "সবচেয়ে খারাপ ভ্রমণ হল হাক্বহাক্বাহ্।" এমন ভ্রমণকে বলে যাতে ভ্রমণকারী বেগে ধাবিত হয় ফলে সে নিজে ও তার বাহন উভয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একখানি হাদীসে আছে, নবীজী ﷺ বলেছেন যে, সবচেয়ে খারাপ নেতা সে, যে নাকি তার অধীনস্তদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করে। মনে রাখুন যে, উদারতা হল অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি আর সাহস হল কাপুরুষতা ও বেপরোয়াভাবের মাঝামাঝি। মুচকি হাসি হলো ভ্রুকটি ও অট্টহাসির মাঝামাঝি। ধৈর্য হলো কঠোরতা ও খুঁতখুঁতে ভাবের মাঝামাঝি। অপচয় ও বাড়াবাড়ির একটি ঔষুধ আছে; তা হলো আবেগের একাংশ খুলে ফেলা। আর অবহেলার চিকিৎসা হলো দৃঢ় ইচ্ছার শক্তিশালী স্তরে উন্নীত করার মাধ্যমে কষাঘাত করে নিজেকে গঠন করা।

"আমাদেরকে সরল–সঠিক পথ প্রদর্শন করুন– তাদের পথ যাদের উপর আপনি করুণা করেছেন– যারা অভিশপ্তও নয় আর পথভ্রষ্টও নয়"

(১–সূরা ফাতিহা : আয়াত-৬-৭)

৩১২. ক্ষণকাল ভাবুন

ধৈর্য ধরার চেয়ে কঠিন কোন গুণ নেই– হোক তা প্রিয়জনের বিচ্ছেদের পর অথবা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার পর কাঙ্খিত ধৈর্য (তাতে কোন পার্থক্য নেই, উভয়টার ব্যাপারেই একই কথা প্রযোজ্য)। অপেক্ষার সময় যখন দীর্ঘায়িত হয় অথবা হতাশা যখন পেয়ে বসে তখন ধৈর্য ধরা সবচেয়ে কঠিন। এ সময় প্রস্তুতির প্রয়োজন, অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম প্রস্তুতির প্রয়োজন–

১. আপনি যে সংকট অতিক্রম করছেন মাঝে মাঝে তার মাত্রার দিকে তাকানো উচিত এবং বুঝা উচিত যে– অবস্থা আরো অবনতি হতে পারত।

২. এ দুনিয়াতে আপনার ভোগান্তির কারণে (আখেরাতে) আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ্র নিকট এ আশা করুন।

৩. আখেরাতের পুরস্কারের কথা মনে রাখুন।

৪. জেনে রাখুন যে, উদ্বিগ্ন হয়ে (টেনশন করে) ও অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই।

সংকটের সময় ধৈর্য ধরতে যা আপনাকে সাহায্য করবে এ তালিকার সাথে তা যোগ করে নিন।

৩১৩. ধার্মিক কারা?

সালাতের সময় হওয়ার আগেই মসজিদে হাজির হয়ে সালাতের আজানের জন্য অপেক্ষা করা, অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন রোষ না রাখা, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলানো, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকা

কুরআন-হাদীস পাঠ করা, অন্যান্য মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টে উদ্বেগ বোধ (টেনশন্ ফীল) করা অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং নিজের সম্পদ দান করা– এসব হলো ধার্মিক লোকদের গুণাবলি।

সম্পদ সম্বন্ধে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের খুব জোড়ালোভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। (আপনি যদি আল্লাহ্র পথে আপনার সম্পদকে বিজ্ঞতার সাথে ও উদারতার সাথে ব্যবহার না করেন তবে অবশ্যই) সমৃদ্ধির স্তর সন্ধান করা আপনার উচিত নয়, কেননা সমৃদ্ধি আপনাকে কুপথে চলতে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং দারিদ্র্যের স্তরও চাওয়া আপনার উচিত নয়, কেননা তা আপনাকে পরকালের কথা ভুলিয়ে দিতে পারে।

বহু ঈমানদারের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা হলো তাদের সকল কাজ হালালভাবে সম্পাদন করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা তার চেয়ে কমও নয় এবং তার চেয়ে বেশিও নয়। মৌলিক প্রয়োজন এক লোকের তুলনায় আরেকজনের কম-বেশি হতে পারে, তবে সাধারণত বাসগৃহ, যার কাছে শান্তি পাওয়া যায় এমন স্ত্রী, একটি উপযুক্ত গাড়ি যাতে চড়ে এদিক ওদিক চলাফিরা করা যায় এবং প্রয়োজনীয় রসদ ক্রয়ের মতো পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা হলো মৌলিক প্রয়োজন। {এটাতো বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরবদের কথা। কারণ, মূল আরবী গ্রন্থের গ্রন্থকার আরবদেশী। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিজস্ব একটি গাড়ি ও শহরে নিজস্ব একটি বাড়ির আশা অধিকাংশ লোকের জন্যই মানসিক যাতনার কারণ।– অনুবাদক।}

৩১৪. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু

রিয়াদ পৌরসভার একজন উচ্চ পর্যায়ের সদস্য আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, ১৩৭৬ হিজরীতে জুবাইল শহরের একদল জেলে সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং তিনদিন তিন রাত্র অতিবাহিত করার পরও তারা এমনকি একটি মাছও ধরার ব্যবস্থা করতে পারেনি। ইতোমধ্যে নিকটবর্তী আরেকদল জেলে অনেক মাছ ধরে ফেল্‌ল। তাদের ব্যর্থতা ও অন্যদলের সফলতার মাঝে শুধুমাত্র প্রভেদের কারণেই তারা বিস্মিত হল না, অধিকন্তু, তারা বিস্মিত হয়েছিল এ কারণেও যে, তারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছিল, পক্ষান্তরে, অন্যদল সালাত না পড়া সত্ত্বেও সফল হয়েছিল।

সালাত আদায়কারী দলের একজন বলল। "সুব্‌হানাল্লাহ্! (আল্লাহ্ কতই না পবিত্র!) আমরা প্রতি ওয়াক্তের সালাত পড়েছি অথচ আমরা কিছুই পাইনি, আর অন্য দলটি গত কয়েকদিনে আল্লাহ্‌কে এমনকি একটি সিজদাও করেনি অথচ চেয়ে দেখ ঐ যে তাদের কত কত মাছ।" তখন শয়তান তাদেরকে সালাত না পড়ার কুমন্ত্রণা দিল। পরের দিন তারা ফজরের সালাত পড়তে ঘুম থেকে উঠল না। তারা জোহরের ও আসরের সালাতও পড়ল না।

আসরের ওয়াক্ত হওয়ার পর তারা (মাছ ধরতে) সাগরে চলে গেল। এবার তারা একটি মাছ পেল। মাছটিকে কাটার তারা এর পেটে একটি মুক্তা পেল- একটি বহুমূল্যবান মুক্তা। তারা মুক্তাটি হাতে নিয়ে এর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌ল, "সুব্‌হানাল্লাহ্! (আল্লাহ্ কতই না পবিত্র!) আমরা যখন তাঁর আনুগত্য করেছি তখন আমরা কিছুই পাইনি, আর যখন আমরা তাঁকে অমান্য করলাম তখন আমরা এ জিনিস পেলাম! আমাদের সামনে এই যে রিযিক তা অবশ্যই সন্দেহজনক প্রকৃতির।" তারপর তিনি মুক্তাটিকে হাতে নিয়ে তা সাগরে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্ আমাদেরকে এর চেয়েও ভালো জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ্‌র কসম, আমি এটা নিব না ; কেননা, সালাত ছাড়ার পর আমরা এটা পেয়েছি। তোমরা আমার সাথে আস এবং চল, যে স্থানে আমরা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করেছি সেস্থান ছেড়ে আমরা চলে যাই।" তারা তিন মাইল দূরে গিয়ে রাতের জন্য তাবু খাটাল। তার কিছুক্ষণ পর তারা আবার মাছ

শিকারে গেল এবং তখন তারা একটি বেশ বড় আকারের মাছ পেল। যখন তারা এটিকে কাটল তখন এর পেটে সেই একই মূল্যবান মুক্তাটি পেল তখন তারা বলল– "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে উত্তম (পবিত্র) রিযিক দান করেছেন।" সালাত পড়ার পর, আল্লাহ্‌র জিকির করার পর এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাওয়ার পর তারা মাছটি ধরেছিল, তাই তারা এবার মাছটি রাখল।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আপনার লক্ষ্য করা উচিত; জিনিস একটিই ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌কে অমান্য করার সময় যখন তারা এটি পেল তখন এটি অপবিত্র ছিল।

"আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দান করেছেন যদি তারা তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলত, "আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, (আর) অচিরেই আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও (দান করবেন)। নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করি (যাতে তিনি আমাদেরকে ধনী করেন);" (তবে কতইনা ভালো হতো!)"

(৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৫৯)

নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র দয়া। অতএব যখন কেউ আল্লাহ্‌র জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে তখন আল্লাহ্‌ তাকে তার চেয়ে ভালো জিনিসের আঞ্জাম দেন।

এতে আলী (রা)-এর একটি গল্প আমার মনে পড়ে গেল। একদিন সকালে তিনি দু'রাকাত নফল সালাত পড়ার জন্য কুফার মসজিদে প্রবেশ করলেন। প্রবেশের পূর্বে তিনি একটি ছেলেকে দরজায় দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। তিনি ছেলেটিকে বললেন। এই যে ছেলে! শোন, আমি সালাত শেষ করা পর্যন্ত তুমি আমার খচ্চরটিকে ধরে রেখো।"

মস্‌জিদে প্রবেশের সময় আলী (রা) নিয়াত করেছিলেন যে, ছেলেটিকে তার কাজের বিনিময়ে এক দিরহাম দিবেন। ইতোমধ্যে ছেলেটি খচ্চরের লাগাম খুলে এটিকে (লাগামটিকে) বিক্রি করার জন্য বাজারের দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হলো। আলী (রা) যখন মস্‌জিদ থেকে বের হলেন তখন তিনি কোন ছেলেকে দেখতে পেলেন না এবং খচ্চরটিকে লাগামহীন দেখতে পেলেন।

তিনি একজন লোককে ছেলেটিকে ধরার দায়িত্ব দিলেন ও তাকে বাজারে যেতে আদেশ করলেন, যেহেতু ছেলেটি লাগামটিকে বিক্রি করার জন্য

বাজারে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। লোকটি দেখতে পেলেন যে, ছেলেটি এর (লাগামের) দর হাঁকছে আর তিনি ছেলেটির থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে এটিকে (লাগামটিকে) কিনে নিয়ে এলেন। তিনি আলী (রা)-এর নিকট ফিরে এসে যা ঘটেছে তা তাকে জানালেন। যা ঘটেছে তা শুনার পর আলী (রা) বললেন, সুব্হানাল্লাহ্! (আল্লাহ্ কতইনা পবিত্র!) আল্লাহ্র শপথ, আমি তাকে একটি হালাল দিরহাম দেয়ার নিয়ত করেছিলাম কিন্তু সে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে বরং হারামভাবে এক দিরহাম নিল।

"(হে মুহাম্মদ ﷺ !) আপনি যে কাজে বা যে অবস্থায়ই থাকেন না কেন আর সে বিষয়ে আপনি কুরআনের যে অংশই তেলাওয়াত করেন না কেন আর তোমরা যে আমলই (কাজ) কর না কেন যখন তোমরা তা কর বা তাতে প্রবৃত্ত হও তখন আমি তোমাদের সাক্ষী বা পরিদর্শক হয়ে থাকি। আর আসমানসমূহে ও জমিনে অনুপরিমাণ কোন কিছু, তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন কিছু এবং এর চেয়েও বৃহত্তর কোন কিছুই তোমার প্রভুর নিকট থেকে গোপন থাকে না।" (১০–সূরা ইউসুফ : আয়াত-৬১)

৩১৫. আল্লাহ্ মুত্তাকীকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যে সে কল্পনাও করতে পারবে না

"আর আল্লাহ্ মুত্তাক্বীকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যে সে তা কল্পনাও করতে পারবে না। (৬৫–সূরা আত তালাক্ব : আয়াত-৩)

তানুখী তার 'আলফারাজু বা'দাশশিদ্দাহ্' নামক পুস্তকে একটি গল্প বলেছেন। এক লোক চরম দরিদ্র অবস্থায় পড়ে। তার সামনে সচ্ছলতার সকল দ্বার শক্তভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একদিন তার অবস্থা এতই ভয়ানক হয়ে গিয়েছিল যে, তার ও তার পরিবারের খাওয়ার মতো কোন কিছু ঘরে ছিল না। পরে সে বলেছিল "প্রথম দিন আমরা ক্ষুধার্ত কাটালাম। দ্বিতীয় দিনও একইভাবে কাটল এবং সূর্য যখন ডুবুডুবু তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলল, বের হয়ে দেখ আমাদের খাওয়ার জন্য কোন কিছু পাও কি-না, কেননা, আমরা মরতে বসেছি প্রায়।

আমার এক আত্মীয়ার কথা আমার মনে পড়ল এবং তার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তার সাথে সাক্ষাৎকালে আমি আমাদের করুণ অবস্থার কথা জানালাম। সে বলল যে, একটি পচাঁ মাছ ছাড়া তাদের ঘরে আর কিছু নেই। তা সত্ত্বেও (এটা পঁচা হওয়া সত্ত্বেও) আমাদেরকে এটা দেয়ার জন্য আমি তাকে বললাম। যেহেতু আমরা না খেয়ে মরতে বসেছিলাম প্রায়। আমার সাথে করে আমি এটাকে বাড়িতে নিয়ে আসলাম এবং আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম কেননা এটাকে কাটার পর এটার পেটে আমি একটি মুক্তা পেলাম।

আমি এ মুক্তাটিকে কয়েক হাজার দীনারে বিক্রি করলাম এবং যা ঘটেছিল তা আমি আমার আত্মীয়কে জানালাম। সে বলল যে, সে এর অংশ নেবে কিন্তু পুরোটা নেবে না। এ ঘটনার পর আমার অবস্থা খুবই উন্নত হয়ে গেল এবং লভ্যাংশ দিয়ে আমি আমার ঘরকে সাজালাম। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আল্লাহ্‌র রহমত ছিল, অন্য কিছু নয়।"

আর তোমাদের নিকট যত নেয়ামত আছে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই।"

(১৬–সূরা আন নাহ্‌ল : আয়াত-৫৩)

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ.

" (তখনকার কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চাচ্ছিলে ফলে তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।"

(৮–সূরা আনফাল : আয়াত-৯)

'এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। " (৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-২৮)

এক ধার্মিক ইবাদত গুজার ব্যক্তি যখন তার পরিবারসহ মরুভূমিতে ছিলেন তখন যা ঘটেছিল তা তিনি আমার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

"আমরা মরুভূমিতে থাকাকালে আমাদের পানি ফুরিয়ে যায়। আমি পানির খোঁজে বের হয়ে পড়লাম ও দেখতে পেলাম যে, আমাদের নিকটবর্তী অতি ছোট নদীটিও শুকিয়ে গেছে। আমি চতুর্দিকে অনবরত পানি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু একফোঁটা পানিও আমি খুঁজে পেলাম না। এরপর অচিরেই

আমরা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লাম। আমার সন্তানেরা কোন কিছু পান করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে যিনি সাড়া দেন আমি আমার সে প্রভুকে স্মরণ করলাম। আমি উঠে দাড়ালাম ও বালু দিয়ে তায়াম্মুম করে কেবলামুখী হয়ে দু'রাকাত সালাত পড়লাম। তারপর আমি আমার হাত উঠিয়ে কান্না করলাম। যখন আমি আল্লাহ্র নিকট সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন করছিলাম তখন আমার চোখের পানি প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। এখন আমার মনে পড়ছে যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি বারবার আমার মনে পড়েছিল :

(তারা যাদেরকে শরীক করে সেসব দেবতারা ভালো?) না কি তিনি ভালো যিনি দুর্দশাগ্রস্তের ডাকে তখন সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে?

(২৭-সূরা আন নামল : আয়াত-৬২)

আর আল্লাহ্র কসম, যেই আমি আমার সালাতের স্থান থেকে উঠে দাড়ালাম অমনিই মরুভূমিতে ঠিক আমাদের স্থানেই এক খণ্ড মেঘ ধেয়ে আসল (অথচ সেখানে আকাশে কোন মেঘ ছিল না।) এটা ঠিক আমাদের উপরেই থামল এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হতে লাগল। আমাদের পাশের চক্রাকার ছোট নদীটি আবার ভরে গেল। আমরা পানি পানি করলাম, গোসল করলাম ও অযু করলাম। একটু পরেই আমি যে স্থানে বৃষ্টি হয়েছিল সে স্থান থেকে অন্যস্থানে গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে চতুস্পার্শ্বের এলাকা ছিল শুষ্ক উষর; আমরা যেখানে ছিলাম কেবলমাত্র সেখানেই বৃষ্টি হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ্ আমাদের জন্য মেঘ এনে দিয়েছিলেন, তাই আমি তাঁর প্রশংসা করলাম।"

"আর তারা নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং (তিনিই) তার করুণাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন, আর তিনি হলেন অভিভাবক ও প্রশংসার যোগ্য।' (৪২-সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত- ২৮)

অধ্যবসায়ের সাথে বা ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্র নিকট আমাদেরকে সাহায্য চাইতে হবে; কেননা, একমাত্র তিনিই তার বান্দাদের জন্য হেদায়াত ও

সাহায্যের আঞ্জাম দিতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁর একজন রাসূলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন–

وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ـ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ـ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ـ

"আর আমি তাঁর স্ত্রীকে সুস্থ করে দিলাম (যাতে সে সন্তান ধারণ করতে পারে)। নিশ্চয় তারা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আশা ও ভয়ের সাথে তারা আমাকে ডাকত এবং আমার জন্য তারা বিনীত থাকত।"

(২১–সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৯০)

৩১৬. ত্বরিত প্রতিদান

ইব্‌নে রজব হাম্বলী (রহ.) ও আরো অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, মক্কায় থাকাকালে এক আবেদের সকল সম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি চরম ক্ষুধার্ত হয়ে গেলেন ও খাদ্যের অভাবে মরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন মক্কার চত্বরে হেঁটে বেড়ানোর সময় তিনি একটি হার পেলেন। এটাকে তিনি তার আস্তিনের ভিতরে রেখে মস্‌জিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে একজন মানুষের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো যিনি ঘোষণা দিচ্ছিলেন যে তিনি একটি হার হারিয়েছেন। গরীব লোকটি পরে বলেছেন যে, আমি আমার নিকট এর বিবরণ দেয়ার জন্য তাকে বললাম।

আর তিনি এত নিখুঁতভাবে এর বিবরণ দিলেন যে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। আমি তার কাছ থেকে কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণ না করেই তাকে হারটি দিয়ে দিলাম। আমি বললাম : হে আল্লাহ্! আমি এটাকে তোমার কারণে দিয়ে দিয়েছি, অতএব, যা এর চেয়ে উত্তম তা দিয়ে আমাকে প্রতিদান দিন।" এরপর তিনি সাগরে গিয়ে ছোট একটি নৌকায় করে যাত্রা শুরু করলেন। অল্প সময় যেতে না যেতেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুসহ এক ঝড় এল আর (তার) নৌকাটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। নৌকাটি ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল আর লোকটি একটি কাঠের টুক্‌রো ধরে ঝুলে থাকতে বাধ্য হলেন।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু তাকে ডানে বামে নিয়ে গেল। অবশেষে তিনি ভাসতে ভাসতে একটি দ্বীপের তীরে গেলেন। সেখানে লোকজন ভরা একটি মস্জিদ পেলেন– লোকেরা সেখানে সালাত পড়ছিল, তাই তিনিও তাদের সাথে সালাতে যোগ দিলেন। তিনি অংশ বিশেষ লিখিত কিছু কাগজ পেলেন ও সেগুলো পড়তে শুরু করলেন। দ্বীপের লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কুরআন পড়ছেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তারা বলল, "আমাদের শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দিন।" তাই তিনি ওদেরকে শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন ও তাঁর কাজের জন্য তিনি একটি ভাতা (বেতন) গ্রহণ করলেন। একদিন তারা তাকে লিখতে দেখল ও জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাদের শিশুদেরকে লেখা শিখাবেন? আবারও তিনি "হ্যাঁ" বললেন ও একটি বেতনের বিনিময়ে ওদেরকে শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন।

কিছুদিন পর তারা তাকে বলল, "আমাদের নিকট একটি এতীম বালিকা আছে। তার পিতা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আপনি কি তাকে বিয়ে করবেন?" তিনি বিয়েতে রাজী হলেন। তিনি পরে বর্ণনা করেছেন, আমি তাকে বিয়ে করে যখন বাসর রাতে তার দিকে তাকালাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে, সে হুবহু একই হার পরে আছে। আমি তাকে বললাম আমাকে হারের গল্প বলতে। সে বলল যে, তার পিতা এটাকে মক্কায় হারিয়ে ফেলেছিল এবং একটি লোক এটাকে পেয়ে তার নিকট এটাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে বলল যে, তার পিতা সর্বদা সেজদার সময় তার মেয়ের জন্য দু'আ করত সে যেন ঐ লোকের মতো সৎ স্বামী পেয়ে ধন্য হয়। আমি তখন তাকে জানালাম যে আমিই সে লোক ছিলাম।"

তিনি আল্লাহ্র জন্য কোন কিছু ত্যাগ করেছেন, তাই আল্লাহ্ তাকে এমন জিনিস দিয়ে প্রতিদান দিলেন যা ছিল আরো ভালো।

إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

ভাবার্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম ও পবিত্র এবং তিনি উত্তম ও পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ (কবুল) করেন না।"

৩১৭. তুমি যখন সাহায্য চাও, তখন তুমি তা আল্লাহ্র নিকটেই চাও

আল্লাহ্র দয়া আমাদের অতি নিকটেই। তিনি সব কিছু শোনেন ও আমাদের প্রার্থনার জবাব দেন। আমরা ভুলে ভরা এবং তাই নাছোড় বান্দা হয়ে প্রার্থনা করা আমাদের খুবই প্রয়োজন। ক্লান্তি, বিরক্তি ও হতাশা যেন কখনই আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট আকুল আবেদন করা থেকে বিরত না রাখে। আর আমাদের কেউ যেন না বলে : "আমি প্রার্থনা করেছি তবুও আমার প্রার্থনার জবাব দেয়া হয়নি।" বরং আমাদের উচিত বিনয়ের সাথে জমিনে মাথা ঠেকানো ও আল্লাহ্র নিকট থেকে সাহায্য ভিক্ষা চাওয়া। এ কাজ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া। কিন্তু তিনি জবাব না দেয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অবশ্যই নাছোড় বান্দা হয়ে তার নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً.

"ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ও গোপনে তোমাদের প্রভুকে ডাক।"

(৭-সূরা আল আন্'আম : আয়াত-৫৫)

একজন লেখক নিম্নোক্ত এই গল্পটি বর্ণনা করেছেন-

"একজন মুসলমান শরণার্থী হিসেবে এক দেশে গেলেন এবং সেখানে তাঁর নাগরিকত্ব মঞ্জুরের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করলেন। তাঁর সামনে সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। অন্যদের নিকট নাছোড় বান্দা হয়ে কাকুতি করার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তার সকল যোগাযোগ ব্যর্থ হলো। একদিন এক ধার্মিক আলেমের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো এবং তিনি তাঁর নিকট তাঁর দুর্ভাগ্যপূর্ণ ও বিপজ্জনক অবস্থার একটি বর্ণনা দিলেন। আলেম লোকটি তাঁকে বললেন, তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর; কেননা তিনিই সব কিছু সহজ করে দেন। এ উপদেশের তাৎপর্য নিম্নোক্ত হাদীসে পাওয়া যায়-

اِذَا سَاَلْتَ فَاسْاَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ، لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ.

ভাবার্থ : "তুমি যখন সাহায্য চাও তখন তুমি আল্লাহ্‌র নিকটেই সাহায্য চাও। আর জেনে রাখ যে, গোটা জাতি যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য একত্রিত হয় তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না।"

শরণার্থী এরপর বর্ণনা করেছেন–

"আল্লাহ্‌র কসম, আমি মানুষের নিকট সাহায্যের জন্য অথবা মধ্যস্থতার জন্য যাওয়া বন্ধ করে দিলাম এবং তার বদলে আমি বরং আলেম আমাকে যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনকি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা শুরু করলাম। ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার ঠিক পূর্বে আমি আল্লাহ্‌কে ডাকতাম এবং তাঁর নিকট আকুল আবেদন করতাম। মাত্র কয়েকদিন পর, আমার পক্ষে ওকালতি (মধ্যস্থতা) করার জন্য কোন পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়াই আমি নাগরিকত্বের জন্য একটি দরখাস্ত জমা দিলাম। আরো কয়েকটি দিন গেল আর তখন আমাকে বিস্মিত করে হঠাৎ করে আমার নাগরিকত্বের জন্য আবেদনপত্র তোলার জন্য আমাকে ডাকা হলো। ওসব কাগজে সীল মারা ছিল– অনুমোদিত।"

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ -

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি খুবই মেহেরবান। (সূরা–৪২ আশ শূরা : আয়াত-১৯)

৩১৮. মূল্যবান মুহূর্ত

আত্ তানূখী বাগদাদের এক গভর্ণরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই গভর্ণর তার প্রদেশের এক বৃদ্ধা মহিলার সম্পদকে জবর দখল করে নিয়েছিল। সে বৃদ্ধা মহিলার সকল অধিকার হরণ করে নেয় ও তার সম্পদকে ক্ষমতাবলে বাজেয়াপ্ত করে দেয়। বৃদ্ধা তার নিকটে গেল, তার সামনে কান্না-কাটি করল ও তার অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। গভর্ণর যা করেছে তার জন্য সে না হলো অনুতপ্ত আর না হলো লজ্জিত। রাগান্বিত হয়ে বৃদ্ধা বলে ফেলল– "আমি তোমার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করব।" গভর্ণর উপহাসের হাসি হেসে বৃদ্ধাকে বলল, তাহলে তো রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আপনার প্রার্থনা করা উচিত।

তার ঔদ্ধত্যই তাকে বাধ্য করেছিল বৃদ্ধাকে একথা বলতে। বৃদ্ধা চলে গেল এবং গভর্ণরের বিদ্রূপাত্মক উপদেশ অনুসারেই বৃদ্ধা অবিচলিতভাবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রার্থনা করতে থাকেন। মাত্র কয়েকদিন যেতে না যেতেই গভর্ণরকে অফিস থেকে প্রচণ্ডভাবে অপসারণ করা হলো। তার অত্যাচারের ফলস্বরূপ তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তাকে প্রকাশ্যে (জনগণের সামনে) চাবকানো হল। চাবকানোর পর, বৃদ্ধা তার পাশ দিয়ে গেল ও তাকে বলল, তুমি খুব ভালো কাজ করেছ! তুমি আমাকে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রার্থনা করতে বলেছ আর (তদনুপাতে) আমি সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ফলাফল পেয়েছি।"

রাতের শেষ তৃতীয়াংশ আমাদের জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়। কেন? এ সময় মহান আল্লাহ্ বলেন–

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَلَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيْبَهُ .

ভাবার্থ : "কোন প্রার্থী আছে কি যাকে আমি দান করব? কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করব? কোন আহ্বানকারী আছে কি যার ডাকে আমি সাড়া দিব?"

শিশুকাল থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমি কিছু ঘটনা মনে করতে পারি যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে।

প্রায় দশ বছর আগে, আমি বিমানে চড়ে আবহা থেকে রিয়াদ যাচ্ছিলাম। বিমান উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই ঘোষণা দেয়া হলো যে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিমান আবহাতে ফিরে যাচ্ছে। অতপর তারা সমস্যা সমাধান করেছে বলে দাবি করল এবং আমরা দ্বিতীয়বারের মতো আকাশে উড়লাম। রিয়াদে রানওয়ের নিকটবর্তী হওয়ার সময় অবতরণের চাকাগুলো খুলছিল না। আমরা পুরো একঘণ্টা রিয়াদ শহর প্রদক্ষিণ করলাম। পাইলট বিমান অবতরণ করার জন্য দশবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারই ল্যান্ডিং গিয়ার কাজ করল না। আমরা যখন আকাশে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে ছিলাম তখন বিমানের বহু লোক আতংকগ্রস্ত হয়ে গেল এবং প্রচুর পরিমাণে

চোখের পানি ঝরতে লাগল। সেই মুহূর্তে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে, জীবন কত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদের আত্মা পরকালমুখী হয়ে গিয়েছিল। আমরা বারবার বলতে লাগলাম।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

ভাবার্থ : "একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য আর তিনি সকল বিষয়ের উপরই ক্ষমতাশীল।"

এক বৃদ্ধ লোক দাড়িয়ে লোকজনকে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করার জন্য, তাঁর নিকট প্রার্থনা করার জন্য, ক্ষমা চাওয়ার জন্য এবং অনুতপ্ত হওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

আর আল্লাহ মানুষ সম্বন্ধে বলেছেন–
"আর যখন তারা জাহাজে (নৌযানে) চড়ে তখন তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে খাঁটি করে তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকে (তাঁর নিকট আকুল আবেদন করে)।" (সূরা–২৯ আল আনকাবূত : আয়াত-৬৫)

আমরা (একমাত্র) তাঁর নিকটেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম যিনি বিপদগ্রস্তদের ডাকে সাড়া দেন। এগার বারের চেষ্টার সময় আমরা নিরাপদে অবতরণ করলাম। আর যখন আমরা অবতরণ করলাম তখন আমরা যেন কবর থেকে ফিরে আসছিলাম।

চোখের পানি শুকিয়ে গেল, মুখে হাসি ফুটল আর আমাদের মনের শান্তি ফিরে এল। আল্লাহ্ কতইনা করুনাময় ও দয়ালু!

একজন আরবী কবি বলেছেন।

كَمْ نَطْلُبُ اللّٰهَ فِيْ ضُرٍّ يَّحِلُّ بِنَا * فَاِنْ تَوَلَّتْ بَلَايَانَا نَسِيْنَاهٗ

نَدْعُوْهُ فِي الْبَحْرِ اَنْ يُّنْجِيَ سَفِيْنَتَنَا * فَاِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الشَّاطِئْ عَصَيْنَاهٗ

وَنَرْكَبُ الْجَوَّ فِيْ اَمْنٍ وَفِيْ دَعَةٍ * وَمَا سَقَطْنَا لِاَنَّ الْحَافِظَ اَللّٰهٗ-

ভাবার্থ

১. "কতবারইনা যখন আমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছি তখন আমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়েছি! কিন্তু যখন আমাদের বিপদ কেটে গেছে তখন আমরা তাকে ভুলে গেছি !

২. সাগরে থাকাকালে আমাদের জাহাজকে রক্ষা করার জন্য আমরা তাকে ডেকেছি ! কিন্তু যখন আমরা নিরাপদে তীরে ভিড়েছি তখন আমরা তাঁর অবাধ্যতা করেছি !

৩. আর আমরা (বিমানে করে) নিরাপদে ও শান্তিতে আকাশে উড়ি; অথচ আমরা পড়ে যাই না ; কেননা, (আমাদের) রক্ষক হলেন আল্লাহ্।"

৩১৯. ইলাহী তাক্বদীর বা স্বর্গীয় পূর্বনির্ধারিত বিধান

সিরিয়া থেকে প্রকাশিত 'আলক্বাসীম' নামক পত্রিকায় এক যুবক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। যুবকটি বিদেশ ভ্রমণের জন্য ফ্লাইটে একটি সিট বুকিং করেছিল। সে তার মাকে ফ্লাইটের সময়ের কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছিল বিমান ছেড়ে যাওয়ার কিছু আগে তাকে জাগিয়ে দিতে। সে ঘুমিয়ে পড়ার পর তার মা রেডিওতে সংবাদ শুনল যে, আবহাওয়ার অবস্থা খুব খারাপ ও প্রচণ্ডভাবে ঝঞ্ঝা বায়ু বইছে। তার একমাত্র সন্তানের জন্য তার মায়া হলো তাই সে তাকে জাগাল না এ আশায় যে, যাতে সে ফ্লাইট মিস করে (ফ্লাইট ধরতে না পারে)। যখন সে নিশ্চিত হলো যে বিমান ছেড়ে গেছে তখন সে তার ছেলেকে জাগাতে গেল। ছেলের ঘরে ঢুকে মা ছেলেকে বিছানায় মৃত শায়িত পেল। (ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!)

৩২০. মৃত্যু

শাইখ আলী আত্-তান্তাবী বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক সিরিয়াতে ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন যাত্রীকে পার করে দেয়ার জন্য ট্রাকে তুলে নিলেন। যাত্রীটি পিছনে বসলেন যেখানে না ছিল কোন ছাদ আর না ছিল কোন ঢাকনা। সেখানে মৃতকে বহনের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি খাঁটিয়া ছিল। তখন বৃষ্টি হতে শুরু করল আর লোকটি লক্ষ্য করে দেখল যে খাটিয়াটি বেশ বড়সর তাই সে এটার ভিতরে আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আরেকটি যাত্রীও ট্রাকের পিছনের খোলা যায়গায় উঠল। তখনও বৃষ্টি চলছিল। তাই সেও খাঁটিয়ার ভিতরে বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

দ্বিতীয় যাত্রীটি ভেবেছিল সে ট্রাকে একাই (সুতরাং এ কাজ করতে কেউ তাকে দেখবে না)। কিন্তু, বৃষ্টি কমেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রথম ব্যক্তিটি কোন রূপ সর্তকসংকেত ছাড়াই (দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিস্মিত করে দিয়ে) খাঁটিয়া থেকে তার একটি হাত বের করল। এটা দেখে দ্বিতীয় যাত্রী একথা ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল যে, মৃত ব্যক্তিটি জীবিত হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে চরম আতংকে লোকটি হোঁচট খেয়ে ট্রাক থেকে পিছন দিকে রাস্তায় পড়ে গেল। এবং তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। সে সাথে সাথে মারা গেল। এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সেভাবেই ঘটল যেভাবে আল্লাহ্ এ লোকটির জন্য লিখে রেখেছিলেন।

একজন কবি বলেন–

كُلُّ شَيْئٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرْ * وَالْمَنَايَا عِبَرٌ اَىُّ عِبَرْ .

ভাবার্থ : "তাক্বদীরের ফয়সালা অনুসারেই সব কিছু ঘটে, আর অন্যদের মৃত্যুর মাঝে রয়েছে শিক্ষা।" (ইংরেজি পুস্তক অনুসারে অনুবাদ করা হলো।)

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মৃত্যু আমাদের মাথার উপরে (চিলের মতো) ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনে-রাতে যে কোন সময় মৃত্যু আসতে পারে। আলী (রা) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মৃত্যুর বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন–

إِنَّ الْآخِرَةَ قَدِارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدِارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً، فَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَّلَاحِسَابٌ، وَّغَدًا حِسَابٌ وَّلَاعَمَلٌ.

ভাবার্থ : "আখেরাত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আর দুনিয়া আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তাই আখেরাতমুখী হও এবং দুনিয়ামুখী হয়ো না। কেননা, দুনিয়া আমলের জায়গা, হিসাব বা বিচারের জায়গা নয়, আর আখেরাত হিসাব বা বিচারের জায়গা, আমলের জায়গা নয়।"

এ বাণী থেকে বুঝতে পারি যে, আমাদেরকে উন্নত করা, নতুনভাবে তওবা করা এবং পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে আমরা লেন-দেন করছি একথা বুঝা কতটা বাধ্যতামূলক।

মৃত্যু আসার পূর্বে না কারো অনুমতি চায় আর এটা যে পথে আসে (অর্থাৎ আসছে) এ বিষয়ে কাউকে না কোন সতর্ক সংকেত দেয়।

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ـ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ـ

"কেউ জানেনা যে, সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে আর কেউ জানেনা যে, সে কোন ভূমিতে মরবে।" (৩১–সূরা লোক্‌মান : আয়াত-৩৪)

لَكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّاتَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ـ

"তোমাদের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত দিনের সাক্ষাৎকার– যেটাকে তোমরা না পারবে এক মুহূর্ত বিলম্বিত করতে আর না পারবে এক মুহূর্তে ত্বরান্বিত করতে।" (৩৪–সূরা আস সাবা : আয়াত-৩০)

আত্‌তান্‌তাবী আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা সমভাবেই মৃত্যুর অপ্রত্যাশিততাকে ব্যাখ্যা করে। একটি যাত্রীভরা বাস চলতে ছিল; এমন

সময় ড্রাইভার হঠাৎ করে ব্রেক করল। কী সমস্যা হয়েছিল যাত্রীরা তাকে তা জিজ্ঞেস করল। সে উত্তর দিল, "এই যে বৃদ্ধ লোকটি বাসে উঠার জন্য হাত নাড়াচ্ছেন তার জন্য আমি বাস থামাচ্ছি। তারা সবাই বিস্মিত হয়ে বলল্ "আমরা তো কাউকে দেখছি না। সে বলল, ঐ যে ওখানে তার দিকে তাকান।" আবারও তারা বলেন যে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, "এখন দেখুন, সে বাসে উঠার জন্য আসছে।" তখন তো অবস্থা বিস্ময়তাকেও ছাড়িয়ে গেছে, আর তারা বিস্ময়ে চিৎকার করে বলল, "আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কাউকে দেখছি না।" তারপর, এক মুহূর্তের মধ্যেই, ড্রাইভার তার আসনে মারা গেল। এভাবে মৃত্যু তার নিকট সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত আকারে আসল।

"যখন তাদের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে তখন তারা না পারবে এটাকে এক মূহূর্ত পিছাতে আর না পারবে এক মুহূর্ত আগাতে।"

(৭-সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩৪)

বিপদের সম্মুখীন হলে মানুষ ভীরু হয়ে যায়; যখন মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন তার হার্টবিট বেড়ে যায় বা বুকধড়ফড় করতে থাকে এবং তখন কোনরূপ পূর্ব-সতর্কসংকেত ছাড়াই এক নিরাপদ মুহূর্তে সে মারা যায়।

"তারাই ঘরে বসে ছিল, অথচ (পরে) তাদের মৃত ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল–

"যদি তারা আমাদের কথা শুনতো তবে তারা মারা যেত না।"

(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আপনি বলুন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তোমরা তোমাদের নিজেদের থেকে মৃত্যুকে হাটিয়ে দাও।""

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৮)

অদ্ভুত বিষয় হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের কথা ভাবি না বা এ জীবনের ক্ষনস্থায়ী প্রকৃতির কথা ভাবি না।

৩২১. আল্লাহ্ একাই সর্বশক্তিমান

এটা খুব ছোটখাট ঘটনা যে, মানুষ মাঝে মাঝে জীবনের বাস্তবতা বুঝতে পারে। ১৪১৩ হিজরীতে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রিয়াদ সফর করেছিলাম। রিয়াদে আমার আগমনের দিন তাকে দিনের শেষ নাগাদ কাজ করতে হয়েছিল, তাই আমি সরাসরি আমার (আবাসিক) হোটেলে চলে গেলাম। কুলি আমাকে হোটেল কর্মচারীদের কাজকর্মের স্থান থেকে অনেক দূরে পঞ্চম তলার একটি কক্ষে নিয়ে গেল। ঘরে প্রবেশ করার পর বিছানার উপরে আমার ব্রিফকেস্ রেখে অজু করতে গোসল খানায় গেলাম।

দরজা বন্ধ করে গোসল সারার পর বের হওয়ার জন্য দরজার কাছে গেলাম। বিরক্ত হয়ে গেলাম, (কেননা,) দরজা আটকে থাকল, যতই চেষ্টা করলাম কিছুতেই কিছু হলো না– আমি দরজা খুলতে পারলাম না। শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি এই সংকীর্ণ স্থানে আটকা পড়ে গেছি, যেখানে নেই কোন জানালা, নেই কোন টেলিফোন আর সবচেয়ে খারাপ যা হলো, নিকটে এমন কেউ ছিল না যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারতাম।

আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করলাম এবং সাহায্যের জন্য তার নিকট আকুল আবেদন করলাম। আমি সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে বিশ মিনিটে দাঁড়িয়ে রইলাম, (যদিও বিশ মিনিট) তবুও এটা আমার নিকট তিন দিন মনে হয়েছিল, সে বিশ মিনিটে আমি ঘেমে গিয়েছিলাম, আমার হার্টবিট তখন বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছিল আর আমার শরীর কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। আমার ভীষণ আতংকের প্রধান কারণ এই ছিল যে, কোনরূপ সতর্কসংকেত ছাড়াই এ ঘটনা হঠাৎ করে ঘটেছিল এবং এও (একটি কারণ ছিল) যে, আমি এমন এক অদ্ভুত স্থানে ছিলাম যেখানে সাহায্যের জন্য কারো সাথে যোগাযোগের কোন উপায় ছিল না।

আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, সেখানে আমি এক জীবনকাল কাটালাম, এরপর আমি শারীরিক শক্তি খাটিয়ে দরজাটিকে জোর করে খোলার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার দুর্বল অস্থি চর্মসার শরীর দিয়ে দরজাটিকে ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করে দিলাম। আমি অনবরত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দুর্বল হয়ে পড়লাম ও বিশ্রাম করার প্রয়োজন বোধ করলাম।

যখনই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম তখনই আমি বিশ্রাম নিয়ে– এভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। অবশেষে দরজা খুলে গেল এবং আমি এমন ধরনের অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম যা কিনা সে লোকের থাকতে পারে যে

নাকি তার কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করলাম। আমি স্মরণ করলাম যে, মানবজাতি কতইনা দুর্বল আর এক মুহূর্ত অতিক্রম করার সময় আমরা কতইনা অসহায় হয়ে যেতে পারি। তখন আমি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ও আমাদের পরকালকে ভুলে যাওয়ার কথা মনে করলাম।

"আর তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।" (২-সূরা বাকারা : আয়াত-২৮১)

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ـ

"তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা মজবুত ও সুউচ্চ দুর্গে থাকনা কেন।" (৪-সূরা নিসা : আয়াত-৭৮)

মৃত্যু এমনভাবে আসে যা আমরা প্রত্যাশা করি না। আমি এমন কিছু লোকের কথা পড়েছি ও শুনেছি যারা মৃত্যুকে চেয়েছিল, কিন্তু, অবশেষে তারা দীর্ঘ জীবন পেয়েছিল। পক্ষান্তরে এমন অন্যান্যরা আছে যারা নিরাপত্তা চেয়েছিল, কিন্তু তারা যে স্থানকে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ করেছিল ঠিক সে স্থানেই মারা গিয়ে তারা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেউ একজন রোগের জন্য চিকিৎসার সন্ধান করে আর এভাবে (চিকিৎসার মাধ্যমে) সে তার মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করে। অপর পক্ষে আরেকজন উদারভাবে জীবন যাপন করে ও নিরাপদ থাকে। মহান আল্লাহ্ কতইনা নিখুঁত ও পবিত্র! তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর এলাহী প্রজ্ঞা অনুসারে সবকিছুর পরিকল্পনা করেছেন।

৩২২. অপ্রত্যাশিত সাহায্য

ইদানীং আমি একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর গল্প পড়েছি। সে তার বাড়িতে কয়েক বছর শয্যাশায়ী হয়েছিল এবং অবশেষে তিক্ততা ও ব্যর্থতার অনুভূতী তাকে পেয়ে বসল। চিকিৎসকরা তার কোন উপকার করতে পারল না। একদিন সে যখন বাড়িতে একাকী ছিল তখন ঘরের ছাদ থেকে একটি বিছা নেমে এল। যদিও সে এটাকে আসতে দেখেছিল কিন্তু সে নড়াচড়া করতে অক্ষম ছিল। বিছাটি তার মাথার উপর নেমে তাকে বারবার দংশন করল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীরে খিঁচুনী হতে লাগল।

সে বিস্মিত হয়ে গেল যে ধীরে ধীরে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গে অনুভূতি ফিরে এল আর কিছুক্ষণ পর সে নিজেকে ঘরের ভিতরে এদিক-ওদিক হাঁটতে দেখতে পেল। এরপর সে দরজা খুলে তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট গেল। তারা যখন তাকে তাদের সামনে দাঁড়ানো দেখল তখন তারা তাদের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলনা (যে তারা একি অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছে!)। কেবলমাত্র তারা চূড়ান্তভাবে শান্ত হওয়ার পরই সে তাদেরকে যা ঘটেছিল তা বুঝাতে সক্ষম হলেন।

এ ঘটনা আমি একজন চিকিৎসকের নিকট উল্লেখ করলাম আর তিনি এর সংঘটনকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করলেন (আর যে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকই তা করবেন– তা তিনি যে কোন বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির হোন না কেন– অনুবাদক)। তিনি আমাকে বললেন যে, কিছু বিষাক্ত সিরাম আছে, যখন এ গুলোর বিষাক্ততা রাসায়নিকভাবে কমানো হয় তখন এগুলো চিকিৎসক কর্তৃক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

প্রিয় পাঠক! আমি একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে এ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা আছে এবং আপনাদের উপকারার্থে আমি আপনাদেরকেও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে চাই। হোমিওপ্যাথির মূল কথা হলো– "সদৃশ সদৃশকে ধ্বংস করে।" সাধারণের মাঝে একথা এভাবে প্রচলিত আছে– "সমানে সমান নাশ বা বিষে বিষ নষ্ট।" আর এ কথার ব্যাখ্যা হিসেবে উপরোক্ত ঘটনাটি মন্দ নয়। কোন কারণে শরীরের ভিতরে সৃষ্ট বিষ থেকে বা বহিরাগত বিষের কারণে (অন্যান্য কারণও আছে) পক্ষাঘাত রোগ হতে পারে। আর পূর্বোক্ত ঘটনায় দেখা গেল যে বহিরাগত (বিছার) বিষের প্রভাবে পক্ষাঘাত ভালো হয়ে গেল।

হোমিও চিকিৎসার কলা-কৌশল না জেনেই আপনারা যেন আবার পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে (বিষাক্ত) বিছার দংশন না খাওয়ান– এজন্য প্রিয় পাঠকবর্গকে অনুরোধ করা যাচ্ছে; কেননা চিকিৎসার কলা-কৌশল ভালোভাবে না জেনে, না বুঝে প্রয়োগ করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। –অনুবাদক

আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি যার চিকিৎসাও দেননি (অর্থাৎ আল্লাহ্ যে রোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সে রোগের চিকিৎসাও সৃষ্টি করেছেন)।

ফর্মা–৩৪, লা-তাহযান

৩২৩. আউলিয়াদের জন্য কারামত আছে

দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন ধার্মিক মুসলমান (صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ) সিলাহ্ ইব্‌নে আশ্‌ইয়াম আল্লাহ্‌র পথে সফর করছিলেন। যখন রাত হলো তখন তিনি পার্শ্ববর্তী এক জংগলে আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জংগলে ঢুকে অযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোনরূপ হুঁশিয়ারী সংকেত (অর্থাৎ তর্জন-গর্জন ও হুংকার) ছাড়াই একটি সিংহ তার দিকে ধেঁয়ে আসছিল, সিংহটা যখন বিপজ্জনকভাবে তার নিকটে আসল। সিলাহ্ তখন অনবরত সালাত পড়তেই ছিলেন।

সিংহটা সিলাহ্‌র চারিদিকে ঘুরতে ছিল তবুও তিনি তার সালাত ভাঙ্গেন নি, বরং অধ্যবসায়ের সাথে আল্লাহ্‌র নিকট আকুল আবেদন করতে ছিলেন। তিনি সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সালাত শেষ করে সিংহকে বললেন, "আমাকে হত্যা করার জন্য যদি তোমাকে আদেশ দেয়া থাকে তবে তুমি তা কর নচেৎ (আর যদি তোমাকে তা করার আদেশ করা হয়ে না থাকে তবে) আমাকে একাকী ছেড়ে দাও, যাতে নাকি আমি আমার প্রভুর সাথে একান্তভাবে কথা বলতে পারি।" এ কথা বলার পর সিলাহ্‌কে একাকী রেখে সিংহটি শান্তভাবে প্রস্থান করল।

"আল বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়াহ্ নামক কিতাবে আল্লামা ইব্‌নে কাছীর এ ঘটনার মতোই একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনাহ্ (রা) সঙ্গী সাথীসহ সাগর তীর দিয়ে ভ্রমণ করতে ছিলেন। যখন তারা স্থলভাগের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন একটি সিংহ ভয়ংকরভাবে তাদের দিকে এগিয়ে আসল। সাফীনাহ্ (রা) বললেন, "হে সিংহ! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর একজন সাহাবী ও তাঁর ﷺ-এর সেবক। আর এরা আমার সঙ্গী-সাথী; অতএব, আমাদের বিরুদ্ধে তোমার কিছুই করার নেই।" সিংহ তাদের নিকট থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এমন অনেক ঘটনাই সত্য এবং নির্ভরযোগ্য উৎসের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এসব ঘটনা থেকে এটা অনুভব করুন যে, আমাদের প্রভু হলেন পরম দয়ালু ও পরম বিজ্ঞ এবং বিশ্ব জগতে যা কিছু ঘটছে সে সব বিষয়ে তিনি অবগত আছেন।

مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَخَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ ـ

"তিন জনের গোপন পরামর্শে তিনি (আল্লাহ্) চতুর্থজন হিসেবে এবং পাঁচ জনের (গোপন পরামর্শে তিনি) ষষ্ঠজন হিসেবে থাকেন।"

(৫৮–সূরা মুজাদালা আয়াত-৭)

{আল্লাহ্ সাত আসমানের উপরে তাঁর আরশে (সিংহাসনে) থেকেই তিনি তাঁর (কুদরতী) জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সাথে থাকেন– তারা যেই হোক না কেন।}

৩২৪. কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট

ইমাম বুখারী (র) সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের এক লোক আরেকজনের কাছ থেকে এক হাজার দিনার ঋণ চাইল। দ্বিতীয় জন বলল, "(এ চুক্তির জন্য) তোমার কি কোন সাক্ষী আছে?" প্রথম জন বলল, "আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোন সাক্ষী নেই।"

দ্বিতীয় জন তখন জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোন জামিনদার আছে কি?" প্রথম জন তখন বলল, "আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোন জামিনদার নেই।" দ্বিতীয় জন তখন বলল, "কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই চিরকাল যথেষ্ট।" তারপর সে তাকে এক হাজার দিনার ঋণ দিল। ঋণ পরিশোধের সময় সম্বন্ধে তাদের মাঝে এক চুক্তি হওয়ার পর তারা চলে গেল। এ চুক্তির সময় তারা দু'জন নদীর দু'পারে বাস করত। চুক্তির সময় যখন ঘনিয়ে এল তখন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ওপারে যাওয়ার জন্য নদীর ধারে গেল নৌকা খুঁজতে।

কোন নৌকা না পেয়ে সে হতাশ হয়ে গেল। সে রাত হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল কিন্তু তাকে নদীর ওপারে পার করে দেয়ার মতো কাউকে সে পেল না। তখন সে বলল, "হে আল্লাহ্! সে আমার নিকট সাক্ষী চেয়েছিল, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়া কাউকে খুঁজে পাইনি; সে আমার নিকট জামিন চেয়েছিল, কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়া কাউকে খুঁজে পাইনি। হে আল্লাহ্! এ চিঠিখানিকে তার নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন।"

তখন সে এক টুকুরো কাঠ নিয়ে, এটাকে খালি করে চিঠির সাথে এক হাজার দিনার এর ভিতরে ভরে দিল। তারপর সে কাঠের টুকরাটিকে নদীতে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্র হুকুমে এটা সঠিক পথে ভেসে গেল। ঋণদাতাও কথা রাখার জন্য নদীর তীরে (সময়মত) গিয়েছিল। সেও তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল, যখন সে দেখল যে ঋণ গ্রহীতা আসল না, তখন সে মনে মনে বলল, "আমার পরিবারের জন্য কমপক্ষে কিছু জ্বালানি কাঠই বা আমি নেই না কেন?" সে কাঠের টুক্‌রাটির কাছে গিয়ে তা সে বাড়িতে নিয়ে গেল। এটাকে ফাঁকা দেখে সে এটাকে ভেঙ্গে ফেলল এবং চিঠির সাথে টাকাটা পেল।

"ঈমানদারদের উচিত আল্লাহ্র উপরেই তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করা।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১২২)

عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

"যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ্র উপরই ভরসা রাখ।"

(৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-২৩)

এসব ঘটনা এখানে আমি এজন্য উল্লেখ করছি যাতে আল্লাহ্র অঙ্গীকারের প্রতি আপনার বিশ্বাস আরো বাড়ে এবং যাতে আপনি নিরালায় তাঁর নিকট প্রার্থনা ও আকুল আবেদন করেন। সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় আল্লাহ্ (নিম্নোক্ত আয়াতে) আপনাকে নিম্নোক্ত আদেশ করেছেন–

"আমার নিকট আবেদন কর, আমি তোমার আবেদনে সাড়া দিব।"

(৪০–সূরা আল মু'মিন : আয়াত-৬০)

"(হে মুহাম্মদ ﷺ!) আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন (আপনি তাদেরকে বলে দিন যে)– আমি (আমার কুদরতী জ্ঞানের দ্বারা তাদের) নিকটেই, আমি প্রার্থীর প্রার্থনায় তখন সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।" (২–সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৬)

হাজ্জাজ হাসান বসরীর ক্ষতি করার জন্য তাকে ধরে আনার আদেশ দিল। হাসান বসরী (র) যখন হাজ্জাজের নিকট যাচ্ছিল তখন আল্লাহ্র রক্ষা ও

দয়ার কথা তাঁর মনে ছিল। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে হাসান বসরী (রহ) আল্লাহ্‌র পবিত্র নামসমূহের গুণাবলির ওসীলায় তাঁর নিকট প্রার্থনা করা শুরু করলেন, আল্লাহ্ হাজ্জাজের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে (হাজ্জাজের অন্তরকে) পরিবর্তন করে দিলেন। হাসান বসরী (রহ) যখন হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন এটা দেখে যে, হাজ্জাজ তাঁকে বন্ধুসুলভভাবে স্বাগতম জানাল। সাক্ষাৎকালে হাজ্জাজ ছিল নম্র-ভদ্র, বিনয়ী, কোমল ও হাসান বসরী (রহ)-এর আজ্ঞাবহ।

"এমন কোন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাস্‌বীহ্ বুঝতে পার না। নিশ্চয় তিনি চির ধৈর্যশীল, পরম ক্ষমাশীল।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৪)

কুরআন ও হাদীস দ্বারা একথা প্রামাণিত যে, সুলাইমান (আ) পশু-পাখির ভাষা জানতেন। একদিন তিনি লোকজনসহ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে বের হলেন এবং মসজিদে যাওয়ার পথে তিনি একটি পিঁপড়াকে দু'পা উঠিয়ে রাখতে দেখলেন, এটা আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিল, সুলাইমান (আ) বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা ফিরে যাও, কেননা অন্যের প্রার্থনাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"

পিঁপড়ার দোয়ার কারণে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। সুলাইমান (আ) পিপঁড়ার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। একবার যখন তিনি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন তখন একটি পিঁপড়া অন্যাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল।

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَّاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لاَيَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۔ وَهُمْ لاَيَشْعُرُوْنَ ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا ۔

"একটি পিঁপড়া বলল, 'হে পিঁপড়া সকল! তোমরা তোমাদের বাসগৃহে প্রবেশ কর, যাতে সুলাইমান (আ) ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদদলিত করতে না পারে।' তাই সুলাইমান (আ) পিঁপড়ার কথায় আনন্দিত হয়ে মৃদু হাসলেন।" (সূরা–২৭ আন নামল : আয়াত-১৮-১৯)

জীব-জন্তুর কারণে প্রায়ই আল্লাহ্‌র দয়া আসে। আবু ইয়া'লা একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

لَوْلاَ شُيُوخٌ رُكَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَمَنَعْتُ عَنْكُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ .

ভাবার্থ : "জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, দুধের শিশু, ঘাসের মাঠে বিচরণশীল জন্তু না থাকলে আমি তোমাদের উপর আকাশের বৃষ্টির ফোঁটা পড়া বন্ধ করে দিতাম।"

৩২৫. বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করে

পাখির জগতের মধ্যে থেকে এক বিখ্যাত হুদ্‌হুদ পাখি এর প্রভুকে চিনত। আল্লাহ্ সুলাইমান (আ) সম্বন্ধে বলেন : "তিনি পাখিদেরকে পরিদর্শন করে বললেন, "কি ব্যাপার! আমি হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি না যে? না কি সে অনুপস্থিত? অবশ্যই অবশ্যই আমি তাকে ভীষণ শাস্তি দিব অথবা অতি অবশ্যই আমি ওকে জবাই করে দিব যদি না সে আমার নিকট তার অনুপস্থিতির স্পষ্ট যুক্তি পেশ করতে পারে।" কিন্তু ওটা দীর্ঘক্ষণ সেখানে থাকল না এবং আসার পর বলল, 'আমি এমন জিনিসের জ্ঞান অর্জন করেছি যা আপনি জানেন না এবং আমি সাবা থেকে সত্য সংবাদ নিয়ে আপনার নিকট এসেছি।

আমি এমন এক মহিলাকে দেখতে পেলাম যিনি তাদেরকে শাসন করছেন এবং তাকে সম্ভাব্য সবকিছু দেয়া হয়েছে আর তার আছে এক বিশাল সিংহাসন। আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করতে দেখলাম। কারণ, শয়তান তাদের নিকট তাদের আমলসমূহকে সুশোভিত করে দিয়েছে, এভাবে সে (শয়তান) তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে, তাই তারা সঠিক পথ পাচ্ছে না।

অর্থাৎ তারা সে আল্লাহ্‌কে সিজদা করছে না যিনি {এ অংশের আরেকটি জোরালো অর্থ হলো শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এজন্য যে যাতে তারা সে আল্লাহ্‌কে সিজদা না করে যিনি} আসমানসমূহ ও

জমীনে যা কিছু লুকায়িত আছে তা বের করেন এবং যা তোমরা গোপন রাখ আর যা তোমরা প্রকাশ কর তিনি তা জানেন। আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।" সুলাইমান (আ) বলল, "আমি শীঘ্রই দেখব যে তুমি কি সত্য বলেছ নাকি তুমি মিথ্যাবাদী, আমার এই চিঠি নিয়ে গিয়ে তাদের নিকট (নিক্ষেপ করে) দাও, তারপর সরে গিয়ে (দূর থেকে গোপনে) লক্ষ্য কর তারা কী প্রতিক্রিয়া করে।" (২৭–সূরা নামল : আয়াত-২০-২৮)

হুদ্হুদ্ (আদেশ অনুযায়ী) চলে গেল আর পরবর্তীতে সাবার রাণী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই ছিল যে, হুদ্হুদ্ তার প্রভুকে চিনত। কিছু আলেম বলেছেন যে, "আজব ব্যাপার! ফেরাউনের চেয়েও হুদ্হুদ্ বেশি বুদ্ধিমান ছিল, অবস্থা যখন ভালো ছিল ফেরাউন তখন কুফুরী করেছিল; এ কারণেই শেষ মুহূর্তের ঈমান তাকে সাহায্য করেনি। পক্ষান্তরে সুসময়ে হুদ্হুদ্ এর প্রভুর প্রতি ঈমান রেখেছিল আর সে ঈমান তাকে তখন উপকার করেছিল যখন ব্যাপারটি জটিল ও কঠিন হয়ে গিয়েছিল।"

হুদ্হুদ্ বলেছিল–

(শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল এই আশংকায় যে,) তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর। (২৭–সূরা আন নামল : আয়াত-২৫)

ফেরাউন বলেছিল : "আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ আছে বলে আমার জানা নেই।" (২৮–সূরা আল কাসাস : আয়াত-৩৮)

যে নাকি হুদ্হুদের চেয়েও কম বুদ্ধিমান এবং একটি পিঁপড়ার চেয়েও কম বুদ্ধি রাখে সে সত্যিই হতভাগা।

"তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বুঝে না, তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে শোনে না।" (৭–সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৭৯)

মৌমাছির জগত তো বিস্ময়ে ভরা। এতে আল্লাহ্র যত্নের কথা আমাদের মনে পড়ে। ছোট মৌমাছিটি নিজের বাসা ছেড়ে আহার সন্ধানের উদ্দশ্যে বের হয়ে পড়ে। এটা ভালো, বিশুদ্ধ ও পবিত্র ফুলের উপর বসে মধু চুষে বের

করে। এরপর এটা এমন এক তরল পদার্থ নিয়ে ফিরে আসে যা মানুষের জন্য ঔষুধের যোগান দেয়। আর এটা সর্বদাই নিজের বাসায় ফিরে আসে, কখনও পথ হারায় না।

"আর তোমার প্রভু মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিতে বলেছেন যে, 'পাহাড়ে, গাছে আর মানুষেরা যে ঘর বানায় তাতে বাসা বানাও। তারপর সব ধরনের ফল-ফসলের ফুল থেকে মধু খাও, অতপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।' ওদের পেট থেকে নানা রংয়ের (মধুর) পানিয় বের হয় যাতে রয়েছে মানুষের জন্য শিফা বা রোগমুক্তি। নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।" (১৬–সূরা আন নাহল : আয়াত-৬৮-৬৯)

আপনি যখন এসব ঘটনা পড়েন তখন আপনার বুঝা উচিত যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গোপন যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ আছে এবং আপনার সকল প্রয়োজনের জন্য একমাত্র তাঁর নিকটেই আপনার আবেদন ও প্রার্থনা করা উচিত। আপনার বুঝা উচিত যে, এ বিশ্ব জগতের অন্য সবাই দুর্বল ও অসহায়, তাদেরও দরকার আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁর নিকট রিযিক চাওয়া, স্বাস্থ্য চাওয়া এবং সুখ চাওয়া, কেননা, তিনিই সবকিছুর মালিক।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ـ

"হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট মুখাপেক্ষী (অভাবী), কিন্তু আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী (সর্বপ্রকার অভাব ও প্রয়োজন থেকে মুক্ত), প্রশংসনীয়।" (৩৫–সূরা ফাতির : আয়াত-১৫)

আল্লাহর প্রতি আপনার অবশ্যই অটল ঈমান (বিশ্বাস) থাকতে হবে এবং আপনার জানা উচিত যে, আপনার সকল আবেদন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর অভিমুখী হতে হবে– দুর্বল অসহায় মানুষের অভিমুখী নয়। তখন আপনি সত্যি সত্যিই আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহরাজিকে অনুধাবন করতে পারবেন তখন আপনি চিরঞ্জীবের নিকট ক্ষণস্থায়ী জীবের প্রয়োজন, সর্বাপেক্ষা ধনীর নিকট গরীবের নির্ভরতার এবং সর্বশক্তিমানের নিকট দুর্বলের প্রার্থীত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করতে পারবেন। সত্যিকার ক্ষমতা, সম্পদ এবং চিরস্থায়িত্ব একমাত্র আল্লাহরই।

আপনি যদি এসব কিছু বোঝেন তবে অবশ্যই আপনাকে আপনার জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। আপনি যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চান তবে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি আপনি তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করেন তবে তিনি আপনাকে দিবেন। আপনি তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করেন তবে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন (অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন) তবে তিনি আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি বৃদ্ধি করে দিবেন।

৩২৬. আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

ভাবার্থ : "প্রভু হিসেবে আল্লাহর প্রতি, ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি আমি সন্তুষ্ট।"

এ কথার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখার পাশাপাশি আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তাক্বদীরে বিশ্বাসের ব্যাপারে যখন আপনার পছন্দ-অপছন্দ থাকে তখন আপনার বিশ্বাস (ঈমান) সঠিক নয়।

তাক্বদীরে বাছ-বিচার থাকার অর্থ হলো শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছার সাথে মানানসই তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকা এবং একই সময়ে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে তাক্বদীর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ও এর প্রতি রোষ (রাগ) পোষণ করা।

কিছু কিছু লোক তাদের প্রভুর প্রতি তখন খুশি হতো যখন নাকি সবকিছু সহজ থাকত কিন্তু যখন সবকিছু কঠিন হতো তখন তারা তাঁর তাক্বদীরে রুষ্ট থাকত।

এদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন—

"যদি তার কোন কল্যাণ হয় তবে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু যদি তার কোন বিপদ হয় তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় তথা ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় কাফের হয়ে যায়)। সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই হারায়।" (২২–সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১১)

কিছু কিছু মরুবাসী আরব প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করত এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে (অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা) তারা যখন স্বচ্ছলতা ও উপকার পেত তখন তারা বলত, "এটা উত্তম ধর্ম।" তখন তারা হুকুম মানত ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করত।

কিন্তু যখন তারা বিপরীত অবস্থা অবলোকন করত, উদাহরণস্বরূপ- খরা ও দারিদ্র, তখন তারা হতাশায় তাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিত। এভাবে যে ব্যক্তি ইসলাম চর্চা করে সে সর্বদাই তার ইচ্ছা পূরণার্থে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তিই আশা করে।

আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং ইসলামের পতাকা বহন করার জন্য তাকে মনোনীত করা হয়েছে, কিন্তু সে এ সম্মানে সন্তুষ্ট নয়, সে চিরস্থায়ী শাস্তির যোগ্য।

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) দিয়েছিলাম, কিন্তু সে সেগুলোকে থেকে দূরে সরে যায় (ওগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে), তাই শয়তান তার পিছু নেয়, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।" (৭-সূরা আল আ'রাফ : আয়াত-১৭৫)

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা যে জীবন বিধান অনুসরণ করেছেন সে উচ্চতর জীবন বিধান অনুসারে যারা জীবন যাপন করতে চান তারাই অল্পে তুষ্টির পথ অনুসরণ করেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ গনীমতের মাল বণ্টন করলেন। বিভিন্ন গোত্রপতি ও বিলম্বে বা দেরীতে ইসলাম গ্রহণকারী আরবদেরকে তিনি গনীমতের মাল বণ্টন করে দিলেন। তিনি আনসারদের তুষ্টি ও ঈমানের প্রতি আশ্বস্ত হয়ে তাদেরকে গনীমতের মাল দিলেন না। সম্ভবত তাদের কেউ কেউ এ বণ্টন থেকে তাদের বাদ পড়ার কারণ পুরাপুরি বুঝতে পারেনি, তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে বাদ দেয়ার কারণ তাদের নিকট ব্যাখ্যা করার জন্য তাদেরকে একত্রে জমায়েত করলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা জানালেন এবং এও জানালেন যে, ইসলামের নিকটবর্তী করার জন্যই শুধুমাত্র তিনি অন্যদেরকে (গনীমতের সব মাল) দিয়েছেন, তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণেই একাজ করা হয়েছে, তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল। তিনি আনসারদেরকে বললেন :

"যখন নাকি লোকেরা উট ও ভেড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে যাচ্ছ এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও! আনসারগণ আমার অন্তর্বাসের (গেঞ্জি ইত্যাদির) মতো আর অন্যরা আমার বহির্বাসের (কোর্তা ইত্যাদির) মতো (অর্থাৎ মর্যাদাসম্পন্ন)।

আল্লাহ্ যেন আনসারদেরকে, আনসারদের সন্তানদেরকে এবং আনসারদের বংশধরদেরকে করুণা করেন। সব মানুষ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আনসারগণ অন্য উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে ভ্রমণ করবে আর আমিও আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলব।"

তখন তারা সন্তুষ্ট হলো, তাদের উপর আনন্দ ও প্রশান্তি নেমে আসল। অধিকন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তারা এমনকি গোটা দুনিয়ার বিনিময়েও এ সন্তুষ্টিকে বিক্রি (বিলীন) করে দিবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির পুরস্কারের সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

এক মরুবাসী আরব আল্লাহর রাসূলের উপস্থিতিতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাকে কিছু টাকা-পয়সা দিলেন। আরব্য লোকটি তখন বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আনুগত্য করার বায়াত (অঙ্গীকার) আমি এর জন্য করিনি।" নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কেন তুমি আমাকে অনুসরণ করার বাইয়াত করেছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আপনার বাইয়াত এজন্য করেছি যাতে একটি তীর (তার গলা দেখিয়ে বলল) আমার এখান দিয়ে ঢুকে (এবার তার ঘাড়ের পিছন দিক দেখিয়ে বলল) এখান দিয়ে বের হয়ে যায়।" আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "তুমি যদি আল্লাহর নিকট সৎ থাক তবে আল্লাহ্ ও (তাঁর অঙ্গীকারের ব্যাপারে) তোমার সাথে সৎ থাকবেন।" লোকটি একটি যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং একটি তীর তাকে ঠিক সেভাবেই আঘাত করেছিল যেভাবে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।"

আরেকবার আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছু সম্পদ বিতরণ করেছিলেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বল ছিল রাসূল ﷺ তাদেরকে দিলেন; কিন্তু, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যাদের তরবারি রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, দ্বীন রক্ষার্থে যারা তাদের দেহ ও সম্পদ ব্যবহার করেছিলেন রাসূল ﷺ তাদেরকে দিলেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন–

"আল্লাহ যাদের অন্তরে লোভ ও উদ্বিগ্নতা দিয়েছেন আমি তাদেরকে দেই আর অন্যান্যদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান ও কল্যাণ দেয়ার কারণেই আমি তাদেরকে দিই না। তাদের একজন হলেন আমর ইবনে তাগলাব।"

আমর (রা) বললেন, "এ সব (আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর) এমন কথা- যেগুলোর বিনিময়ে আমি গোটা দুনিয়াটাকেও কিনব না।" এ হলো পরম সন্তুষ্টি ও মহান আল্লাহর নিকট যা আছে তার চরম অন্বেষণ। তাদের কারো নিকটে গোটা দুনিয়ার মূল্যও আল্লাহর রাসূলের হাসির সমান ছিল না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অঙ্গীকার ছিল : আল্লাহর পুরস্কার, তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। রাসূল ﷺ তাদেরকে অট্টালিকা, পদমর্যাদা ও জমিজমার অঙ্গীকার দেননি। রাসূল ﷺ তাদেরকে বলতেন, "যে ব্যক্তি অমুক অমুক কাজ করবে তার পুরস্কার হবে জান্নাত।" আর রাসূল ﷺ অন্য কাউকে বলতেন, "যে ব্যক্তি অমুক অমুক কাজ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।" পার্থিব তুচ্ছ মুদ্রা দ্বারা সাহাবীদের বিশাল ত্যাগ ও প্রচেষ্টার প্রতিদান দিতে পারা যায় না। পরকালে তাদেরকে ন্যায্য প্রতিদান দিতে পারা যাবে।

ইমাম তিরমিযী (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা) মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর অনুমতি নিতে গেলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ يَا أُخَيَّ অর্থাৎ, "হে আমার ভাই। তোমার প্রার্থনায় আমাদেরকে ভুলে যেও না।"

এ অনুরোধের বক্তা বা কথক ছিলেন হেদায়েতের বার্তাবাহক, যিনি নিষ্পাপ ছিলেন এবং যিনি ইচ্ছানুসারে কথা বলতেন না বরং অহী অনুসারে কথা বলতেন। উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর অমূল্য ও হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত বাণী সম্বন্ধে বলেছেন, "গোটা দুনিয়ার বিনিময়েও আমি একথাগুলো বিক্রি করব না।"

কল্পনা করুন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনাকে বলেছেন, "হে আমার ভাই! তোমার দোয়ায় আমাদেরকে ভুলনা যেন।" তখন আপনার কেমন লাগবে?

আল্লাহর নিকট নবী করীম ﷺ-এর সন্তুষ্টির ও আনন্দের মাত্রার স্তর বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। রাসূল ﷺ স্বচ্ছলতার সময় ও দারিদ্রতার সময়, সুস্থতার সময় ও অসুস্থতার সময় এবং সুখে ও দুঃখে বা দুঃসময়ে ও সুসময়ে তার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

রাসূল ﷺ এতীম হওয়ার তিক্ততা ও দুঃখ ভোগ করেছেন। তার জীবনে মাঝে মাঝে তিনি খাওয়ার জন্য একটি নিম্নমানের খেজুরও সংগ্রহ করতে পারতেন না। ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ করতে রাসূল ﷺ পেটে পাথর বাঁধতেন। এক ইহুদীর কাছে থেকে গম ঋণ করার জন্য তাঁকে তার নিকট তাঁর বর্মকে বন্ধক (জামানত) হিসেবে রাখতে হয়েছিল। তাঁর বিছানা ছিল খড়কুটার যাতে তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ বসে যেত ও ব্যথা করত। মাঝে মাঝে খাবার যোগাড় করতে তিনটি গোটা দিন (বা পুরা তিন দিন) কেটে গেছে। এতসব দুঃখ-কষ্ট ও সংকট সত্ত্বেও রাসূল ﷺ সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

"তিনি কতইনা মহান যিনি ইচ্ছা করলেই তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিতে পারেন এর চেয়ে উত্তম জান্নাত (উদ্যান) সমূহ যাদের নিম্ন (পাদ) দেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে নদী-নালা, আরো তিনি (ইচ্ছা করলেই) তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিতে পারেন অট্টালিকাসমূহ।" (২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-১০)

তাঁর দ্বীন প্রচার অভিযানের প্রাথমিক বছরগুলোতে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সময়েও রাসূল ﷺ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। গোটা দুনিয়া তাদের জনসংখ্যা নিয়ে, তাদের সম্পদ নিয়ে ও তাদের ক্ষমতা নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় তাঁর চাচা আবু তালিব ও তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা) উভয়েই ইন্তেকাল করেছেন। কুরাইশরা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে সব রকমের শাস্তি দিয়েছিল। মিথ্যুক, জাদুকর, গণক, পাগল ও কবি হওয়ার অভিযোগ দিয়ে তাঁর জাতি তাঁকে অপবাদ দিয়েছিল।

তাঁর জন্মভূমি মক্কা– যেখানে তিনি শিশু হিসেবে (শিশুকালে) খেলা-ধুলা করেছেন ও বড় হয়েছেন সেখান থেকে তাঁকে যেদিন তাড়িয়ে দেয়া হয়? সেদিনও রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। মক্কার দিকে ফিরে তাঁর নয়নযুগল আঁখিজলে টসটসে হয়ে গিয়েছিল আর তিনি ﷺ বলেছিলেন–

اِنَّكِ اَحَبُّ بِلَادِ اللّٰهِ اِلَيَّ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ.

"আল্লাহ্‌র জমিনের মধ্যে তুমিই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তোমার অধিবাসীরা যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে তাড়িয়ে না দিত তবে আমি (তোমাকে) ছেড়ে যেতাম না।"

যখন রাসূল ﷺ তাঁর মহান বাণী পৌঁছানোর জন্য তায়েফে গমন করলেন আর তাঁকে স্বাগতম জানানোর পরিবর্তে বরং তাকে পাথর নিক্ষেপ করে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। ফলে তাঁর পা দিয়ে রক্ত ঝরেছিল তখনও রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, তাঁর এক চাচা নিহত হয়েছিলেন, তাঁর বহু সাহাবীদেরকে জবাই করা হয়েছিল তবুও রাসূল ﷺ যুদ্ধের পরক্ষণেই বলেছিলেন–

صُفُّوْا وَرَائِيْ لِأُثْنِيَ عَلَى رَبِّيْ

"তোমরা আমার পিছনে কাতার বেঁধে দাড়াও, যাতে আমি আমার প্রভুর প্রশংসা করতে পারি।"

সংক্ষেপে, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি তাঁর প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন– যার পুরস্কার নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى .

"আর নিশ্চয় শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে (এমন জিনিস) দান করবেন যার ফলে আপনি সন্তুষ্ট (আনন্দিত) হয়ে যাবেন।" (৯৩–সূরা আদ দোহা আয়াত-৫)

৩২৭. নাখলাহ্ উপত্যকা থেকে গায়েবী আওয়াজ

নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর পরিবারের, সন্তান-সন্ততির ও জন্মভূমির স্থান মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। রাসূল ﷺ তায়েফে আশ্রয় চেয়েছিলেন– সেখানে তাঁর সাথে অবজ্ঞার সাথে আচরণ করা হয়েছিল; বড়রা তাকে গালি-গালাজ করেছিল আর ছোটরা তাকে ভেঙচি কেটেছিল ও তাঁকে পাথর মেরেছিল, দুঃখের অশ্রু দরদর করে তাঁর গাল বেয়ে পড়েছিল ও তাঁর পা দিয়ে রক্ত ঝরেছিল। কোথায় তাঁর ফিরার জায়গা ছিল? কোথায় তাঁর আশ্রয় নেয়ার স্থান ছিল? একমাত্র যার নিকট কেউ আশ্রয় চাইতে পারে তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। মুহাম্মদ ﷺ কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন, তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রশংসা করলেন এবং তাঁর দুঃখ-কষ্টের সময় তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকট

আকুল আবেদন করলেন। তায়েফে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁর প্রভুর নিকট তাঁর নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি পড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْ اِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ
عَلَى النَّاسِ، اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَرَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ
وَاَنْتَ رَبِّىْ، اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ؟ اِلٰى قَرِيْبٍ يَّتَجَهَّمُنِىْ ؟ اَوْ اِلٰى
عَدُوٍّ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ؟ اِنْ لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِىْ،
غَيْرَ اَنَّ عَافِيَتَكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ، اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ
اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ
يَّنْزِلَ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَحِلَّ بِىْ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى
تَرْضٰى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ .

ভাবার্থ : "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আমার দুর্বলতা, আমার কৌশলের অভাব ও মানুষের নিকট আমার অবমাননার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় এবং দুর্বল, নিপীড়িত, অসহায়, নিঃস্ব ও দরিদ্রদের প্রভু; আর আপনি আমারও প্রতিপালক। কার নিকট আপনি আমাকে সোপর্দ করছেন? এমন আত্মীয়ের নিকটে কি আমাকে সোপর্দ করছেন যে আমাকে ভ্রুকুটি করে? অথবা কোন শত্রুকে আমার ব্যাপারে কর্তৃত্ব দিচ্ছেন? আমার উপর যদি আপনার কোন রাগ না থাকে তবে আমি এতে (মানুষের মন্দ আচরণে) কিছু মনে করি না; তা ছাড়া আপনার নিরাপত্তা ও ক্ষমা আমার জন্য সহজতর ও প্রশস্ত। আমার উপর আপনার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকে আমি আপনার সত্ত্বার সে নূরের ওসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার কারণে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলো বিকশিত হয়েছে আর দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপার (বিধান) ঠিক (নির্ধারিত) হয়ে গেছে। আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার সন্তুষ্টি চাইব বা আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব। আর আপনার সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে বাঁচার ও নেক আমল করার) কারো কোন সাধ্য নেই।" (জামে' ছগীর, হাদীস নং-১৪৮৩)

৩২৮. প্রথম মুসলিম জাতি

"আল্লাহ্ অবশ্যই মুসলামনদের উপর তখন সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট আনুগত্যের অঙ্গীকার করছিল। (এ বাইয়াতের) ফলে তাদের অন্তরে যা ছিল তা আল্লাহ্ (প্রমাণসহ) জেনে নিলেন। তাই তিনি তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।" (৪৮—সূরা আল ফাত্হ : আয়াত-১৮)

এ আয়াত মুমিনদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের কথা বুঝায়।

সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে জিনিস আপনাকে অর্জন করতে হবে তাহলো আপনার প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্ট হওয়া। প্রথম মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে তিনি (আল্লাহ্) তাদের প্রতি ক্ষমার কথা উল্লেখ করেন–

"যাতে আল্লাহ্ তোমার আগে-পিছের সব পাপ ক্ষমা করে দেন।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-২)

"আল্লাহ্ অবশ্যই নবী করীম ﷺ-কে, মুহাজিরদেরকে এবং আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-১১৭)

মক্কা থেকে হিজরত করে যেসব মুসলমান মদীনায় মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলেন তাদেরকে মুহাজির আর মদীনার যে সব মুসলমান মুহাজিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।

"আল্লাহ্ আপনাকে (হে মুহাম্মদ ﷺ!) ক্ষমা করুন। আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৩)

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা গাছের নিচে তাদের জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। কেন? তাদের শাহাদাতের মাধ্যমেই দ্বীন বেড়ে উঠেছিল ও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহান আল্লাহ্ জানতেন যে, তাদের অন্তরে উচ্চস্তরের ঈমান ছিল। তারা প্রচেষ্টা করেছেন, না খেয়ে থেকেছেন এবং অত্যাচারিত হয়েছেন কিন্তু তারা যা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তা হলো আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাজি-খুশি হয়েছেন কি-না। তারা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাদের সম্পদ ত্যাগ করে ও তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মরু ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে ভিন

দেশে পারি জমিয়েছিলেন, কিন্তু তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট হওয়াকে পাইতে চেয়েছিলেন বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। ইসলামের এসব রক্ষকদের পুরস্কার কি উট, ছাগল বা টাকা-পয়সা ছিল? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অন্তরকে শান্তি করার ক্ষমতা এসব জিনিসের ছিল? কখনও নয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাঁর ক্ষমা ও তাঁর চিরকালীন পুরস্কারই তাদের অন্তরকে শান্ত করেছিল।

"আর তারা যে ধৈর্য ধরেছিলেন এজন্য তাদের পুরস্কার হবে জান্নাত ও রেশমী পোশাক। সেখানে তারা সুউচ্চ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে; তথায় তারা সূর্যের অতি উষ্ণতা ও (চন্দ্রের) অতিশয় শীতলতা দেখবে না (যেহেতু জান্নাতে চন্দ্র-সূর্য থাকবে না)। (সেখানে বৃক্ষের) ছায়া তাদের নিকটেই থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে (তাদের) আয়ত্বাধীন করা হবে। আর তাদেরকে (পানিয়) পরিবেশন করা হবে রূপার পানপাত্রে এবং ঝকঝকে কাঁচের পেয়ালায় করে। রূপার মতো ঝকঝকে কাঁচের পাত্রগুলোকে তারা (পরিবেশন কারীরা) যথাযথভাবে (পানিয় দ্বারা) পরিপূর্ণ করবে।"

(৭৬-সূরা দাহর বা ইনসান : আয়াত-১২-১৬)

৩২৯. ধ্বংস হওয়ার পরেও সন্তুষ্টি

বনী আব্‌স গোত্রের একলোক তার হারিয়ে যাওয়া কতগুলো উটের সন্ধানে তার শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তিন দিন সে তার বাড়ি থেকে দূরে ছিলেন। তিনি একজন ধনীলোক ছিলেন; আল্লাহ্ তাকে (উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি) বহু সম্পদ ও একটি বড় পরিবার (বহু সন্তান-সন্তুতি) দান করে ধন্য করেছিলেন।

তার সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি এক বিশাল ভু-সম্পত্তির উপর থাকত। তাকে ও তার পরিবারকে শান্তি ও সমৃদ্ধি ঘিরে রেখেছিল- কখনও তাদের কোন বিপর্যয় ঘটেনি।

তাদের পিতার অনুপস্থিতির সময়ে এক রাতে গোটা পরিবারটাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। (তখন) আল্লাহ্ তাদের উপর প্রবল স্রোতপূর্ণ বন্যা পাঠিয়ে দিলেন যার সাথে এমনভাবে পাথর আসছিল যেমন নাকি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুর সাথে বালি উড়ে আসার আশা করা যায়। (তার) বাড়িটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে

গেল এবং অনুপস্থিত পিতার গোটা পরিবার ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। আবহাওয়া শান্ত হওয়ার পর না থাকল পরিবারের কোন চিহ্ন, আর না থাকল সম্পদের কোন চিহ্ন। যেন তারা কখনও ছিল না পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল। তিন দিন পরে সে তার বাড়িতে ফিরে এসে দেখতে পেল ফাঁকা ও শূন্য একটি ভূমি যাতে জীবনের কোন চিহ্নও দেখা গেল না। সে যে মানসিক আঘাত পেয়েছিল তাতে সে যে সবকিছু হারিয়েছিল তা সত্যবলে বিশ্বাস করতে কিছু সময় লেগেছিল।

তারপর আরো খারাপ ব্যাপার হলো যে, তার একটি উট পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। সে এটাকে লেজে ধরে রাখতে চেষ্টা করল, কিন্তু এটা এর পিছনের পা দিয়ে তার দু'চোখে লাথি মেরে তাকে অন্ধ বানিয়ে দিল। মরুভূমিতে একাকী লোকটি তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কারো উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে সে একজন মরুবাসী আরবকে তার ডাকে সাড়া দিতে শুনল, মরুবাসী আরব তাকে দামেস্কের খলিফা ওয়ালীদ ইব্‌নে আব্দুল মালেকের নিকট নিয়ে গেল। লোকটি তার ঘটনা বলল, আর খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "(এখন) আপনি কেমন আছেন?" লোকটি দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন, "আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট আছি।"

এই যে মুসলিম– যার অন্তরে সত্যিকার তাওহীদ (ইসলামী একত্ববাদ) বহন করেছিল– তিনি এই যে 'শক্তিশালী কথাগুলো" বললেন– তা তাঁর পরবর্তী জাতির জন্য শিক্ষা ও নৈতিক উপদেশ হয়ে গেল। কী ছিল এই নৈতিক শিক্ষা? (তা ছিল) সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

যে লোক আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত নয় সে যদি চায় তবে সে অন্য পথ খোঁজার চেষ্টা করুক–

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ـ

"যে কেউ মনে করে, আল্লাহ্ তাকে কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু প্রসারিত করুক; পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক। অতপর সে দেখুক যে তার কৌশল তার ক্রোধ দূর করে কি-না।
(২২-সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-১৫)

৩৩০. সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী হোন

"তাহলে তুমি যখন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিবে তখন তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর করিও।" (৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে।"
(৩-সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

যখন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন আমাদের অনেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে ও এর ফলে প্রায়ই মাথা ব্যাথা হয়। যখন পছন্দের বিষয় আসে বা পছন্দের ব্যাপার ঘটে তখন মুসলমানের উচিত অন্যদের (মুসলিমদের) সাথে পরামর্শ করা এবং এস্তেখারার সালাত পড়া (সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এ সালাতের বিধান দেয়া হয়েছে)। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বা কোন দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেয়ার মতো ব্যাপার নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে দেখা আপনার উচিত; কিন্তু, যদি নিশ্চিত হন যে এ পথ অপরটির চেয়ে ভালো তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই আপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তখন পরামর্শ ও পরিকল্পনার সময় শেষ এবং কাজের সময় শুরু।

আল্লাহর রাসূল ﷺ উহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। তাঁরা রাসূল ﷺ-কে যুদ্ধে বের হওয়ার পরামর্শ দিলেন আর তাই রাসূল ﷺ তাঁর বর্ম পরিধান করলেন ও তাঁর তরবারি (হাতে) নিলেন। যখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা সম্ভবত আপনাকে বের হওয়ার জন্য জোর করলাম।" তখন তিনি উত্তর দিলেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزَعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ .

"কোন নবীর শোভা পায় না যে সে যুদ্ধের জন্য বর্ম পরিধান করে এবং আল্লাহ্ তাঁর মাঝে ও তাঁর শত্রুর মাঝে কোন ফয়সালা করার আগেই সে তা খুলে ফেলে।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার বের হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর জন্য বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন ছিল না, বরং দৃঢ়প্রত্যয় বা দৃঢ় ইচ্ছা, কাজ, নেতৃত্ব ও বীরত্বের প্রয়োজন ছিল।

অনুরূপভাবে বদরের যুদ্ধের আগেও আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

"আর কাজের বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।"

(৩–সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৫৯)

"আর তাদের কাজ হলো তাদের মাঝে পারস্পরিক পরামর্শ করা (অর্থাৎ তারা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কাজ (নির্ধারণ) করে।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩৮)

তারা তাদের মতামত জানালেন, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং তারা তখন যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন।

সর্বদা দ্বিধাদ্বন্দ্ব করা চরিত্রের দোষ বিশেষ এবং প্রায়ই (একাজ) মানুষকে ব্যর্থতার পথে নিয়ে যায়। আমি এমন কিছু লোকের কথা জানি যারা বছরকে বছর সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করছে। অথচ সে সব কাজ নিয়মিত ও সহজ হওয়া উচিত ছিল। তারা নিজেরাই ব্যর্থতা ও হতাশাকে তাদের জীবনে প্রবেশ করার জন্য নিমন্ত্রণ (আমন্ত্রণ দাওয়াত) করেছে।

আপনার পরিকল্পনা ও ধারণার বাস্তবতার বিষয়ে আপনার গবেষণা করা উচিত। বিষয়াদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে দেখার জন্য নিজেকে সময় দিন, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের নিকট পরামর্শ চান এবং একাধিক পছন্দের মাঝে সর্বোত্তম বিষয়ের দিকে আপনাকে পথ-প্রদর্শন করার জন্য আপনার প্রভুর নিকট আপনি প্রার্থনা করুন। কিন্তু অবশেষে কাজের পদক্ষেপ নিন এবং সিদ্ধান্ত করতে বিলম্ব করবেন না।

আল্লাহর রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করার পর অনেক আরব গোত্র যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করল। আবু বকর (রা) এ অবস্থায় কী করা যায় সে বিষয়ে

জনগণের সাথে পরামর্শ করলেন। উমর (রা) সহ লোকজন তাকে এসব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা না করার পরামর্শ দিলেন। বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও আবু বকর (রা) সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে।

আবু বকর (রা) স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি একটুও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেননি। তিনি বলেছিলেন : "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি সালাত ও যাকাতের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের কাছে তারা যে লাগাম (বা পশুর গলার রশি) দিত তাও যদি তারা দিতে অস্বীকার করে তবে এর জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।" উমর (রা) বললেন, "তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ্ আবু বকর (রা)-এর অন্তরকে (জিহাদ করার জন্য) খুলে দিয়েছেন বা প্রশস্ত করে দিয়েছেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি সঠিক ছিলেন।

বিভিন্ন মতামতের মূল্য নির্ধারণ করার পর আবু বকর (রা) সেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা মুরতাদদের (স্বধর্মত্যাগীদের) সাথে জিহাদ করে বিজয়ী হলেন।

মুনাফিকদের একটা চরিত্র হলো যা করা যেত তাকে সীমাহীন প্রশ্ন করে নস্যাৎ করা এবং যা আরো বিশেষভাবে বিবেচিত (বিলম্বিত) হওয়ার কথা তা (তাড়াতাড়ি করার জন্য) অনুরোধ করে তা নস্যাৎ করা।

"যদি তারা তোমাদের সাথে (জিহাদে) বের হতো তবে তারা শুধুমাত্র তোমাদের (মাঝে) বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি করত এবং ফিতনা করার জন্য তোমাদের মাঝে তারা অবশ্যই ছুটাছুটি করত।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৭)

"তারাই তাদের মৃত ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, "যদি তারা আমাদের কথা শুনত তবে তারা নিহত হতো না।" অথচ তারা ঘরে বসেছিল। (হে মুহাম্মদ !) আপনি বলে দিন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তোমরা তোমাদের নিজেদের থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে রাখ।""

(৩–সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৬৮)

তাদের প্রিয় শব্দ হলো 'যদি', 'হায়!' এবং 'সম্ভবত'। তারা নড়বড়ে ভিত্তির উপর সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে।

"তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে না ওদের দিকে।"

(৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-১৪৩)

মাঝে মাঝে তারা আমাদের সাথে আর মাঝে মাঝে তারা ওদের সাথে। সংকটের সময় তারা বলে–

"যদি আমরা জানতাম যে, যুদ্ধ হবে তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম।" (৩–সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৬৭)

তারা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে। সুসময়ে তারা উপস্থিত, কিন্তু যদি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েই যায় তবে তারা হয়ত লুকিয়ে থাকে নয়তো পালায়। তাদের কেউ বলে–

"আমাকে (যুদ্ধ থেকে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে মুসিবতে ফেলবেন না।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৯)

কর্তব্য থেকে পালানোর জন্য তারা আহযাবের যুদ্ধের আগে বলেছিল : "(শত্রুদের নিকট) আমাদের ঘর-বাড়ি সত্যিই উন্মুক্ত (অরক্ষিত) পড়ে আছে। অথচ সেগুলো খোলা (অরক্ষিত) ছিল না।"

(৩৩–সূরা আহযাব : আয়াত- ১৩)

৩৩১. মুমিন ব্যক্তি দৃঢ় ও স্থির সংকল্প

"মুমিন তো শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) রাখে অতঃপর সন্দেহ করে না।"

(৪৯–সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১৫)

অন্যদের সম্পর্কে (অর্থাৎ মুনাফিকদের সম্বন্ধে) বলা হয়েছে :

"অতএব তারা তাদের সন্দেহে দোদুল্যমান।" (৯–সূরা তাওবা : আয়াত-৪৫)

একলোক চার বছর যাবৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে, সে তার অসভ্য ও ঝগড়াটে স্ত্রীকে তালাক দিবে কি না, অবশেষে সে উপদেশ চাওয়ার জন্য একজন জ্ঞানী লোকের নিকট গেল। জ্ঞানী লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল যে, কতদিন যাবৎ সে তাকে (ঐ মহিলাকে) বিয়ে করেছে, আর লোকটি উত্তর দিল– "চার বছর।" জ্ঞানী লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল, "এখন পর্যন্ত চার বছর যাবৎ তুমি বিষপান করে আসছ!"

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্বোক্ত গল্পের সদৃশ অবস্থাতেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কখন পর্যন্ত? (উত্তর) যে অবস্থায় আমরা বলি, 'যথেষ্ট হয়েছে' (সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হয়)। একজন সচেতন মানুষের ভালো ধারণা আছে যে, এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা ভালো না মন্দ, এবং তখন সে পদক্ষেপ নেয়।

সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানুষকে বিভিন্ন অবস্থায় আক্রমণ করে। কিন্তু বিশেষ করে নিম্নোক্ত চার অবস্থায়–

১. গুরুত্বপূর্ণ পড়াশুনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে; যে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে দুর্বল কোন বিভাগে (তাকে) ভর্তি হতে হবে সে বিষয়ে সে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কেউ কেউ রেজিস্ট্রেশনের সময় পার হয়ে যাবার পরও সিদ্ধান্তহীন থাকে। আবার কেউ কেউ কোন বিভাগে দু' এক বছর পড়ার পর অন্য বিভাগে বদলী (ট্রান্সফার) হয়ে যায়; (যেমন) প্রথমে তারা ইসলামিক স্টাডিজের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তারপর অর্থনীতির দিকে, তার পর চিকিৎসা বিদ্যার দিকে।

   এ ঢংয়ে ধীরে ধীরে তারা তাদের জীবনকে শেষ করে দেয়।

   একই ব্যক্তি যদি অন্যান্য জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করত এবং আল্লাহর নিকট সঠিক পথ প্রার্থনা করত তবে সে তার সময়কে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে পারত।

২. যথাযথ কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। কিছু লোক তাদের ধাতের সাথে সর্বাপেক্ষা মানানসই (তাদের মেজাজের সাথে সবচেয়ে বেশি খাপ খায় এমন) কাজকে নির্ধারণ করতে পারে না। তারা এ কাজ ছেড়ে সে কাজ ধরে, সর্বদা আগের কাজের প্রতি অতৃপ্ত থাকে। অবশেষে তারা ব্যবসাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ধরনের অস্থির সংকল্প প্রায়ই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায়।

   এমন লোকদেরকে আমি বলি, "আপনি যে কাজ করছেন এতে যদি আপনি স্বস্তির সাথে টাকা রোজগার করতে থাকেন তবে আপনার উচিত এ কাজে লেগে থাকা।"

৩. বিয়ের ব্যাপারে : তাদের সঙ্গী নির্বাচন করা কঠিন দেখে অনেক লোকই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। এ ব্যাপারে কেউ সহজেই অন্যদের মতামতে

প্রভাবিত হতে পারে, মাঝে মাঝে পিতা হয়ত কোন মেয়েকে (ছেলের) বিয়ের যোগ্য মনে করেন অথচ মাতা আপত্তি তোলেন। (স্ত্রী নির্বাচনের দৃশ্য সীমাহীন।)

বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে আমার উপদেশ হলো– যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি মেয়ের ধর্ম, রূপ ও চরিত্র সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত। কেননা, বিয়ের ব্যাপারে (কথা বলার অর্থ হলো) আমরা একটি মহিলার জীবনের ব্যাপারে কথা বলছি– এমন কোন তুচ্ছ বিষয়ের কথা বলছি না যাকে বিরক্ত হলেই ছুঁড়ে ফেলা যায়।

৪. দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও স্থির সংকল্পের অভাব সাধারণত সেসব লোকের মাঝে দেখা দেয় যারা তালাকের কথা চিন্তা-ভাবনা করছে।

স্বামী হয়ত একদিন সিদ্ধান্ত নিল যে, বিচ্ছেদই ভালো, আরেক দিন সিদ্ধান্ত নেয় সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে জীবনে যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তা স্ত্রীর সংকল্পের মাধ্যমে সারাতে হবে।

জীবন সংক্ষিপ্ত, তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সুখী করার জন্য আমাদের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করা উচিত। (আমাদের নিজেদের জীবনকে সুখী করার জন্য এবং আমাদের প্রতিবেশীদের জীবনকেও সুখী করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।)

৩৩২. চটকদার কথার খেসারত

আল্লাহ্র হুকুম মানার ক্ষেত্রে আমরা কতটা কর্তব্যপরায়ণ, অতপর তাঁর বান্দাদের সাথে আমরা কীভাবে আচরণ করি তার উপর নির্ভর করে আমাদের সফলতা। শ্রোতামণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা সহজেই বাক্য রচনা করতে পারি এবং আমাদের কথাকে অলংকারে ভূষিত করতে পারি; কিন্তু, কঠিন বিষয় হলো আমাদের কথা অনুযায়ী নেক আমল করা ও মহান চরিত্র গঠন করা।

"তোমরা কি মানুষকে নেক আমল করার আদেশ দিচ্ছ অথচ নিজেদের কথা ভুলে আছ? অথচ তোমরা কিতাব (তাওরাত) তিলাওয়াত করছ! তবে কি তোমরা বুঝ না?" (২–সূরা আল বাকারা : আয়াত-৪৪)

যে ব্যক্তি নিজে সৎকাজ না করে অন্যদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অন্যদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করে বা মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে অথচ সে নিজে মন্দ কাজ করে, তার জন্য সাংঘাতিক শাস্তি রয়েছে। যেসব দোযখবাসীরা তাকে দুনিয়াতে চিনতো তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে– কেন তাকে এত বেদনাদায়কভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে (নিজেই) উত্তর দিবে, "আমি নিজে নেক আমল না করে তোমাদেরকে তা করতে আদেশ করেছিলাম এবং তোমাদেরকে মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম অথচ আমি নিজেই তা করেছিলাম।"

একজন আরব কবি (সম্ভত মুয়াজ রাযি) বলেছেন–

أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ * هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيْمُ.

"হে অন্যের শিক্ষক! তুমি যদি প্রথমে তোমার নিজের জন্য শিক্ষা অন্বেষণ করতে (তবে কতই না ভালো হতো)!

(এ কথা বলার পর) বিখ্যাত বক্তা মুয়াজ (রাযি) একটু থেমে নিজে কাঁদলেন ও অন্যাদেরকে কাঁদালেন এবং তারপর বললেন–

وَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَى * طَبِيْبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ عَلِيْلُ

ভাবার্থ : "কতইনা অধার্মিক লোক মানুষকে মুত্তাকী (ধার্মিক, আল্লাহভীরু) হওয়ার আদেশ করে! এ যেন সেই চিকৎসকের মতো যে মানুষের চিকিৎসা করে অথচ সে নিজেই রোগী!"

আমাদের পূর্বসূরী কিছু ধার্মিক লোক যখন মানুষকে দান-সদকা করার পরামর্শ দেয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তারা নিজেরা প্রথমে দান করতেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তখন লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের আহ্বানে সাড়া দিত। ইসলামে প্রাথমিক যুগের একজন বক্তা সম্বন্ধে আমি পড়েছি যে, তিনি অন্যদেরকে তাদের দাস-দাসী মুক্ত করে দেয়ার জন্য বুঝিয়ে রাজি করতে চাইতেন। কিছুকাল তিনি টাকা জমা করেন এবং যথেষ্ট টাকা জমা করার পর তিনি একজন দাস কিনে সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় অন্যদেরকে একাজ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। ফলে বহু দাস-দাসী মুক্ত হয়ে গেল।

৩৩৩. পরম সুখ-শান্তি জান্নাতেই

"আমি অবশ্যই মানুষ সৃষ্টি করেছি কষ্টে থাকার জন্য (তারা যাতে কষ্ট সহ্য করে পরিশ্রম ও নেক আমল করে)।" (৯০-সূরা আল বালাদ : আয়াত-৪)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কখন বিশ্রাম পাওয়া যাবে?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি যখন জান্নাতে পা রাখবে তখন তুমি বিশ্রাম পাবে।"

জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত স্থায়ী প্রকৃতির কোন বিশ্রামও নেই, কোন শান্তিও (স্বস্তিও) নেই। এ জীবন সমস্যা, ফেতনা-ফাসাদ, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তায় ভরা।

আমার এক নাইজেরিয়ার সহকর্মী (সহপাঠি) আমাকে বলেছেন যে, সে যখন শিশু ছিল তখন তার মা তাকে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সালাত পড়ার জন্য জাগিয়ে দিত। তখন সে বলত, "মা, আমি আরেকটু বিশ্রাম করতে চাই।" তার মা তখন বলত, "শুধুমাত্র তোমার আরামের খাতিরেই আমি তোমাকে জাগাচ্ছি, বাবা, তুমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তুমি পরম শান্তি পাবে।"

মাসরূক নামে ইসলামের প্রাথমিক জাতির একজন আলেম সেজদায় গিয়ে এত সময় থাকতেন যে তার ঘুম এসে পড়ত। একবার এমন ঘটনার সময় তার এক সঙ্গী তাকে বললেন, "খানিক বিশ্রাম করুন।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি তো বিশ্রামই খুঁজছি।"

বাধ্যতামূলক (ফরজ, ওয়াজিব) সালাত বাদ দিয়ে যারা এ দুনিয়ায় শান্তি তালাশ করে তারা শুধুমাত্র ত্বরিত শান্তির ব্যবস্থা করছে। অবিশ্বাসী (কাফের) এখানে (এ দুনিয়াতে) তার পূর্ণ শান্তি চায়, একারণেই সে বলে−

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য দিয়ে দিন।" (৩৮-সূরা ছোয়াদ : আয়াত-১৬)

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ ক্বিত্তানা (قِطَّنَا) অর্থ হলো আমাদের ভালো-মন্দ কাজের নথিপত্র অর্থাৎ আমাদেরকে বিচার দিবসের আগেই আমাদের

ভালো-মন্দ কাজের নথিপত্র দিয়ে দিন যাতে আমরা তা দেখতে পারি। কোন কোন আলেম কিত্তানার ব্যাখ্যা করেছেন, "আমাদের ভালো অংশ এবং আমাদের রিযিকের অংশ বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।"

"নিশ্চয় এরা (এই কাফেররা) এ দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসে এবং তাদের পিছনে রেখে দেয় এক গুরুভার দিনকে।" (৭৬–সূরা দাহ্‌র বা ইনসান : আয়াত-২৭)

তারা আগামীকাল বা ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। আর এ কারণেই তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই হারায়। এ জীবন সদা পরিবর্তনশীল তরল পদার্থের মতো (আসলে দ্রুত বিলীয়মান তরল পদার্থের মতো); এ জীবন একদিন শান্তির ও বড়লোকির (ধনাঢ্যতার) আরেক দিন কষ্টের ও অভাবের (দরিদ্রতার)। এটাই এ দুনিয়ার সার কথা।

ثُمَّ رُدُّوٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ ـ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ـ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ـ

"অতঃপর তাদেরকে তাদের সত্যিকার প্রভুর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে। জেনে রাখ! বিচার করার অধিকার তারই। আর তিনি সর্বাপেক্ষা ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।" (৬–সূরা আল আন্‌'আম : আয়াত-৬২)

৩৩৪. বিনয় ও নম্রতা লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে

আগের অধ্যায়সমূহে আমি বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখানে আমি কিছু উদাহরণ পেশ করার মাধ্যমে একই বিষয়কে কিছুটা বাড়াচ্ছি।

মনে করুন, উভয় পাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা অতি সংকীর্ণ এক রাস্তা দিয়ে আপনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। অত্যন্ত যত্ন, শান্তভাব ও সতর্কতা ছাড়া সেখান দিয়ে গাড়ি পার হয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। যাহোক যদি কোন ড্রাইভার এ রাস্তা দিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে যেতে চায় তবে সে অনবরত একবার ডান পাশের দেয়ালে আরেকবার বাম পাশের দেয়ালে ধাক্কা খাবে। অবশেষে তার গাড়িকে ভেঙ্গে ফেলবে। সতর্কতার সাথে গাড়ি চালানো এবং খুব জোরে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো এই উভয় ক্ষেত্রেই রাস্তা একটিই এবং গাড়িও একটিই, কিন্তু গাড়ি চালানোর পদ্ধতি ভিন্ন।

আমরা যে ছোট চারাকে যত্ন করি এটাকে বিভিন্নভাবে পানি দেয়া যায়। আপনি যদি এটার উপর আস্তে আস্তে পানি ঢালেন তবে এটা পানি শোষণ করে নিবে এবং পুষ্টি পাবে। কিন্তু আপনি যদি জগের পানি একবারেই ঢেলে দেন তাহলে আপনি এটাকে সমূলে উঠিয়ে ফেলবেন। ব্যবহৃত পানির পরিমাণ একই কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। কেউ একজন ধীরস্থিরতার সাথে তার পোশাকাদি নাড়াচাড়া করে, সেগুলোকে পরিধান করে ও খোলে, সে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে যে, তার পোশাকাদি দীর্ঘদিন টিকবে। যে লোক বিপরীতভাবে (অর্থাৎ বেপরোয়াভাবে) তার পোশাকাদিকে ব্যবহার করে সে সর্বদাই (তার পোশাকাদি) ছিঁড়া ফাটার অভিযোগ করে (অর্থাৎ তার পোশাক ঘনঘন ছিঁড়ে ফেটে যায়)। আমাদের প্রয়োজন আমাদের জীবনে ও আমাদের নিজেদের সাথে বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, ধীরস্থিরতা ও শান্তভাব প্রতিষ্ঠা করা।

وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

অর্থাৎ "তোমার উপর তোমার আত্মার অবশ্যই অধিকার আছে।"

(অর্থাৎ অভদ্র, উত্তেজিত, অস্থির ও ব্যস্ত হয়ে নিজের আত্মাকে কষ্ট দেয়া যাবে না বরং ভদ্রতা, শান্তভাব, সৌম্যতা, স্থিরতা, বিনয়, নম্রতা ও ধীর-স্থিরতার সাথে কাজ-কারবার ও আচার আচরণ করে নিজের আত্মাকে শান্তি দিতে হবে। –অনুবাদক)

আপনাদের ভাইদের সাথে এবং স্ত্রীগণের সাথেও (এক কথায় সকলের সাথেই –অনুবাদক) ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে আচরণ করতে হবে।

তুর্কীরা বিভিন্ন নদীর উপর দিয়ে অনেক কাঠের পুল (সেতু) নির্মাণ করেছিল। এগুলোর উভয় পাশে তারা (ফলকে) খোদাই করে লিখে রাখত "ধীরে চলুন।" যে ব্যক্তি ধীরে ধীরে পুল বা সেতু পার হয় সে ঐ ব্যক্তির মতো পড়ে যায় না যে নাকি দ্রুতবেগে পার হয়।

কিছু কিছু ফুলবাগানের প্রবেশ পথে (গেইটে) লিখা থাকে "শান্ত থাকুন (বা ধীরে চলুন)।" যে ব্যক্তি বাগানের ভিতর দিয়ে বেপরোয়াভাবে দৌড়ায় সে অনেক ফুল দেখতে পারবে না– শুধুমাত্র এ-ই নয়, বরং সে ফুলের ব্যাপক ধ্বংস সাধন করবে।

প্রবাদ আছে যে, "চড়ুই পাখি মৌমাছির মতো উদার ও অমায়িক নয়।"
হাদীস নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَلْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَةِ، تَأْكُلُ طَيِّبًا وَّتَضَعُ طَيِّبًا، وَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى عُوْدٍ لَمْ تَكْسِرْهُ .

"মুমিন ব্যক্তি মৌমাছির মতো, যা পবিত্র তা সে খায়। সে পবিত্র জিনিস উৎপন্ন করে এবং যে ছোট্ট ডালখানিতে সে বসে ওটাকে সে নষ্ট করে না।"

ফুলের উপর বসে যখন মৌমাছি মধু খায় ফুল তখন মৌমাছির উপস্থিতি টের পায় না। এভাবে শান্তভাবের মাধ্যমে সে তার লক্ষ্য অর্জন করে। পক্ষান্তরে, চড়ুই পাখি যখন কোন কিছুর উপর বসে তখন এটা (কিচির-মিচির ও লাফালাফি করে) মানুষের নিকট এর উপস্থিতির ঘোষণা দেয়।

আমাদের একজন ধর্মিক পূর্বসূরী বলেছেন–
"ধর্মসম্বন্ধে কারো জ্ঞান উপলব্ধির প্রমাণ হলো– যদি সে বিনয়ের সাথে প্রবেশ করে, বিনয়ের সাথে বাহির হয়। বিনয়ের সাথে পোশাক পরিধান করে ও জুতা খোলে এবং বাহনে চড়ে।"

আপনি যখন ব্যস্ত ও বেখাপ্পা হবেন তখন সাধারণত আপনি ক্ষতিই করবেন; কেননা, ধীরস্থিরতা ও অমায়িকতার মাঝেই কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ الرِّفْقُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

ভাবার্থ : "যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুতে বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, ধীরতা, উদারতা, অমায়িকাতা ও ভদ্রতা থাকে ততক্ষণ সেটা সুন্দর আর যখন ওসবগুণ তা থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন তা দোষী।"

যার বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, কোমলতা, উদারতা ইত্যাদি গুণ আছে তার প্রতি মানুষের অন্তর আকৃষ্ট থাকে।

"কেননা, আপনি আল্লাহর রহমতে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করেছিলেন, আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়ত।" (৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৯)

৩৩৫. দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ নেই

নিম্নোক্ত গল্পটির বিষয়বস্তু বা লক্ষ্য হলো একথা বুঝানো যে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়; বরং তার পরিবর্তে সামান্যতম অনুশোচনা ছাড়াই আল্লাহর বিধানের (তাক্বদীরের) কাছে নিজের ইচ্ছাকে সঁপে দেয়া উচিত।

আমি যখন স্কুলে বা মাদ্রাসায় ছিলাম তখন সহপাঠীদের মাঝে প্রথম (ফার্স্ট) হওয়ার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে পড়া-শুনা করতাম।

আমি আমার পরীক্ষার কাগজ জমা দেয়ার পর দুশ্চিন্তা, ভয় ও উদ্বিগ্নতায় থাকতাম। আমি বাড়ি গিয়ে বই থেকে উত্তরগুলো যাচাই করে নিজেকে (ফার্স্ট সেকেণ্ড ইত্যাদি) একটা মান দিতাম; আর বরাবর এমনটাই করতাম। অতীতের বিষয়ে বলছি, এখন এটা স্পষ্ট যে, আমার স্নায়ুবিকতা বা দুশ্চিন্তা আমার গ্রেড (মান) শতকরা একভাগও বাড়ায়নি।

৩৩৬. জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস থাকার মাঝেই মনের শান্তি

রিয়াদ শহরে পড়া-শুনা করার জন্য আমি তরুণ বয়সেই আমার পরিবার ছেড়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার কোন এক চাচার সাথে অত্যন্ত কঠোর পরিবেশে ছিলাম।

প্রতিদিন সকালে মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য আমাকে ত্রিশ মিনিট হাঁটতে হতো এবং বাসায় ফিরে আসার জন্য দুপুরে প্রখর তাপে তিরিশ মিনিট হাঁটতে হতো। সকালের নাস্তা, দুপুরে খাবার এবং রাতের খাবার তৈরিতে আমি অংশ গ্রহণ করতাম। আমার কাজ ছিল ক্লীনার দিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করা, রান্না ঘর পরিষ্কার করা এবং ঘর-দোর সাজানো। তা ছাড়া আমি পড়াশুনার ব্যাপারে কঠিন পরিশ্রম করতাম এবং মাদ্রাসার ক্রিয়া-কলাপে অংশগ্রহণ করার জন্যও সময় দিতাম। আমি সব সময়ই ভাল মান (গ্রেড) অর্জন করতাম যা আমাকে আরো কঠিন পরিশ্রম করতে তাড়া করত।

আমার একটাই মাত্র জামা ছিল যেটাকে সবসময় আমার নিজ হাতে পরিষ্কার করে ইস্তিরি করতে হতো। আমি বাসায়, মাদ্রাসায় এবং বিশেষ অনুষ্ঠানেও

এই একই জামা পরিধান করতাম। কেননা, মামুলি প্রয়োজনাদির জন্যেই যেমন খাবার টাকা, ভাড়ার টাকার জন্যই আমার অধিকাংশ টাকা (যে সামান্য টাকা আমি বৃত্তি হিসেবে পেতাম) তা শেষ হয়ে যেত (তাই আমি ঘন ঘন নতুন পোশাক বানাতে বা কিনতে পারতাম না)। আমরা সব সময় একই অবস্থায় ছিলাম, অতএব আমরা আদৌ কখনো মাংস খেয়েছি কিনা তা ছিল বিরল এবং আমরা আদৌ কখনো ফল খেয়েছি কিনা তা ছিল (এমন কি) আরো বেশি বিরল।

আমরা সবাই পড়াশুনার ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করতাম। কেননা মাসে মাত্র একবারই আমি বিশ্রাম করার সুযোগ পেতাম বা একটু মজা করতে বের হওয়ার সুযোগ পেতাম। আমাদের ধর্মীয় ও আরবী ভাষাতত্ত্ব গবেষণার মতো কঠিন বিষয়ের সাথে বীজগণিত, পাটীগণিত, ইংলিশ ও পদার্থ বিদ্যাসহ প্রায় সতেরোটি বিষয় আমরা মাদ্রসায় পড়াশুনা করতাম। আমি মাঝে মাঝে মাদ্রাসা থেকে আরবী কবিতার বই ধার করতাম এবং একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা পাঠে আচ্ছন্ন বা মগ্ন হয়ে থাকতাম।

এখন যখন আমার অতীতের সেসব দিনের কথা মনে পড়ে তখন আমার মনে পড়ে যায় যে, আমার সে সব কষ্ট সত্ত্বেও আমি সুখী ছিলাম এবং প্রতিরাতে শান্তিপূর্ণ ও শান্ত মনে ঘুমাতাম। পরবর্তীতে আমি আল্লাহর রহমতে একটি সুন্দর বাড়ি কিনলাম, আমি ভালো ভালো খেতাম, বিভিন্ন রকমের পোশাক পরতাম এবং সাধারণভাবে জীবন এক সমৃদ্ধ অবস্থার দিকে মোড় নিল।

কিন্তু, এসব সত্ত্বেও আমি সেরূপ শান্তি অনুভব করিনি যেমনটি আমি তখন অনুভব করতাম। বর্তমানে জটিল জীবনের সাথে জটিল সমস্যা যুক্ত রয়েছে। সুতরাং একথা মনে করবেন না যে অল্প সম্পদ থাকাই আপনার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ, কেননা, একথা সত্য নয়। যেসব লোকের শুধুমাত্র জীবনের মামুলি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে তাদের অধিকাংশেরই অধিকাংশ ধনীদের তুলনায় অধিকতর সুস্থ বিবেক ও অধিকতর শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব আছে।

৩৩৭. সর্বাপেক্ষা খারাপ ঘটনার দৃশ্য অবলোকনের জন্য প্রস্তুত থাকুন

আলিয়া মাদরাসায় (উচ্চতর বিদ্যালয়ে) আমি টপ গ্রেডস (উচ্চতর মানসমূহ) পাওয়ার জন্য অত্যধিক প্রতিযোগী হয়ে গেলাম, একটি বিশেষ সাময়িক পরীক্ষায় আমি এতটা পরিশ্রম করেছিলাম যে, আমি ক্লাশে সেকেণ্ড (দ্বিতীয়) হওয়ার নিচে অন্য কোন কিছু হওয়ার আশা করিনি। কিন্তু তা ঘটেছিল বলে আপনি মনে করেন? আমি ইংরেজিতে ফেল করেছিলাম– যেটাকে আমি ভয় করতাম। আমি এর কারণ একেবারেই বুঝতে পারলাম না।

আমার মাথার উপর হতাশার কালো মেঘ জমে গেল আর এরপর কয়েক রাত আমার ঘুমাতে কষ্ট হলো। আমার কয়েকজন সহপাঠী আমার ব্যর্থতায় খুশিও হলো বটে। যা ঘটেছিল তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। পরবর্তী কয়েক দিনের মত আমি বিষণ্ন ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। একজন শিক্ষক আমার অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন এবং আমাকে উৎসাহিত করার জন্য ও আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনের এ সময়ের কথা যখনই আমার মনে পড়ে তখনই একথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে, কত গুরুতরভাবে এ ঘটনা আমাকে আক্রান্ত করেছিল। যে হতাশায় আমি ভুগছিলাম তা আমাকে একটুও সাহায্য করেনি এবং তা আমার সেই 'ফেল' কে 'পাশ' বানিয়ে দিতে পারেনি।

আমি আপনাকে যা বলতে চাই তা হলো : ব্যর্থতার কারণে যদি আপনি হতাশ ও ভগ্ন হৃদয় হয়ে যান তবে এ কথা মনে করবেন না যে, হঠাৎ করে আপনি সফলতা অর্জন করতে পারবেন। এমনটা কখনও ঘটবে না। আপনার উপর এ ধরনের ব্যর্থতার একমাত্র প্রভাব হলো যে, এটা আপনাকে আরো বেশি ব্যর্থ করে দিবে।

আমি যখন মাস্টার্স কোর্সের থিসিস পুরো করলাম তখন 'A' গ্রেড পাওয়ার আশা করছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার সম্পাদনা 'A' গ্রেড পাওয়ার যোগ্য; কিন্তু, অবশেষে আমি শুধুমাত্র 'B' গ্রেড পেয়েছিলাম। এ ঘটনা যখন ঘটল তখন আমি বাড়াবাড়ি করলাম এবং আমার গ্রেড নিয়ে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

আমার এক বুদ্ধিমান বন্ধু আমাকে বললেন, ‘ধর, কোন কারণবশত তুমি তোমার মাস্টার ডিগ্রি কখনও শেষ করতে পারলে না। তখন তুমি কী করবে? তাছাড়া, তুমি যদি মাস্টার ডিগ্রিই সমাপ্ত কর তবে 'A' অথবা 'B' গ্রেডে সত্যিকার তেমন কি-ই-বা পার্থক্য আছে?” সে যা বলেছিল তা ছিল জাজ্বল্যমান সত্য আর এতে আমার বোধোদয় হয়েছিল। এখন আমি বুঝি যে, এরূপ অবস্থার মোকাবেলার উত্তম পন্থা হলো– সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা খারাপ ফলাফলের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা।

এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করলাম। যখন আমার ডক্টর কোর্সের থিসিস জমা দেয়ার সময় হলো তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগ থিসিস জমা দেয়ার তারিখকে অনেক পিছিয়ে দিল। আমার থিসিস ইতোমধ্যে উত্তমরূপে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু আমি সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম তাই তাদের বিলম্ব আমার উপর বড় ধরনের কোন প্রভাব ফেলেনি।

যে ব্যক্তি তার ব্যবসায় দেউলিয়া হয়ে যাবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত আছে সে ব্যক্তি আংশিক লোকসানের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

৩৩৮. আপনি যদি সুস্থ থাকেন এবং আপনার যথেষ্ট খাবার থাকে তবে আপনি ভালোই আছেন

১৪০০ হিজরীতে ইয়েমেনের সীমান্তের নিকটে ইসলাম প্রচারের জন্য আমি একটি প্রচারাভিযানে যোগ দিলাম। আমার একজন অধ্যাপকের সাথে আবহাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা যে তাবুতে ছিলাম তা সাময়িকভাবে ছেড়ে বের হয়ে পড়লাম। ফিরার পথে আমি মানসিকভাবে বিচলিত ছিলাম, কারণ, তিনি তাঁর গাড়িকে অতি দ্রুত গতিতে চালাচ্ছিলেন। গতি কমানোর জন্য আমি তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম, কিন্তু মনে হলো এটা যেন তাঁকে আরো দ্রুত গতিতে চালাতে তাড়না দিল। সে রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল, তবুও তিনি অনবরত বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পানিতে ভরে যাচ্ছিল এমন এক উপত্যকায় এসে আমরা পৌছলাম।

প্রথমে পানি আমাদের গাড়ির চাকার কিছুটা উপরে পৌছল। যখন আমরা উপত্যকার মাঝামাঝি পৌছলাম তখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল, কেননা আমাদের গাড়ির ভিতরে প্রবাহিত হয়ে পানি প্রবেশ করতে লাগল। আমরা গাড়ি ছেড়ে অতি কষ্টে উপত্যকার কিনারে যেতে পারলাম। আমরা সেখানে সারারাত খাদ্য-পানীয় এবং সবচেয়ে বড় কথা কম্বল ছাড়া (কেননা আমরা

ভিজে গিয়ে শীতে কাঁপছিলাম, তাই কম্বলের দরকার ছিল) আটকা পড়ে ছিলাম। তবুও আমরা সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিলাম। কেননা, বন্যা যখন আমাদেরকে পরাভূত করে ফেলেছিল তখন আমরা মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম আর তাই শুধুমাত্র জীবিত থাকার কারণেই আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম।

খুব সকালে এক লোক এসে আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল। এ ঘটনার দ্বারা আমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত এক গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। একটি ক্ষেপণাস্ত্র একটি আমেরিকান জাহাজকে আঘাত হানল তাই এটি ডুবে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন তের দিন শুধুমাত্র রুটি ও পানি খেয়ে অসহায় অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তিনি তার এই অভিজ্ঞতা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা গ্রহণ করেছি তা হলো যদি কোন লোক সুস্থ থাকে এবং তার খাদ্য ও পানীয় থাকে তবে গোটা দুনিয়াটাই তার।"

সুস্থ শরীর, মনের শান্তি, খাদ্য ও পানীয় এবং পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া দুনিয়াটা আর কি-ই-বা? আমরা কেন হিসেব করে দেখিনা যে, আমাদের কি আছে আর কী নেই? আমি মনে করি যে, (হিসেব করলে) আমরা দেখতে পাব যে, জীবনের শান্তিদায়ক জিনিসের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি জিনিস আমাদের আছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই এমন ব্যতীক্রমধর্মী লোকের ঘটনাও আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সেসব শান্তির জন্য কাদি যা না থাকার কারণ হলো আমাদের না হাসা (গোমড়ামুখী হয়ে থাকা) এবং আমাদের যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ না হওয়া (অকৃতজ্ঞ হওয়া)। (অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অশান্তির মূল কারণ হলো আমাদের অকৃতজ্ঞতা ও আমাদের বেজারভাব, অর্থাৎ আমাদের এ অশান্তি প্রকৃত অশান্তি নয়, কৃত্রিম; যার কারণ হলো অকৃতজ্ঞতা ও গোমড়ামুখী হয়ে থাকা- অনুবাদক।) যখন আমরা বিপদগ্রস্ত থাকি তখন আমরা দুঃখিত থাকি আর যখন সব কিছু ভালো থাকে তখন আমরা অকৃতজ্ঞ থাকি।

৩৩৯. শত্রুতার আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলুন

আমার জীবন ভর আমি দেখেছি যে, যখনই আমি আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্যের বিরোধিতা করেছি তখনই এর প্রধান ফল হয়েছে ক্ষতি ও অনুশোচনা। প্রথমে আমি মনে করতাম যে, যখন কেউ আমার সমালোচনা করল তখন আমার উচিত সব কিছু ঠিক ঠাক করা; হোক সে

সমালোচনা মৌখিক বা লিখিত। যাহোক, অবশেষে আমি দেখতে পেলাম যে, বিপরীতটাই সত্য। নিজেকে বাঁচাতে যাওয়ার ফলে আরো শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার সমালোচক ও আমার মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার পরিবর্তে তিনি বরং আমাকে আরো বেশি দোষী করার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে আমি এই কামনা করতাম যে, আমি যদি প্রথমে কখনও তার বিরোধিতা না করতাম (তবে কতইনা ভালো হতো)! ক্ষমা করা, সহ্য করা, ধৈর্য দেখানো এবং তার মানহানিকর মন্তব্যকে অগ্রাহ্য করাই ভালো হতো। সর্বোপরি কুরআন আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয় ।

"ক্ষমা প্রদর্শন করো, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের (ভুলত্রুটি) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (৭–সূরা আন'আম : আয়াত-১৯৯)

(মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ হলো তাদের ভুল-ত্রুটিকে উপক্ষো করা, ওসবের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা এবং এসবের জন্য তাদেরকে শাস্তি না দেয়া।)

"তারা যেন (ওদেরকে) ক্ষমা করে এবং (ওদের ভুল-ত্রুটিকে) উপেক্ষা করে।" (২৪–সূরা আন নূর : আয়াত-২২)

"তারাই (মুত্তাকী) যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।"

(৩–সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

"আর যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।"

(৪২–সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩৭)

"মূর্খরা যখন তাদেরকে মন্দ ভাষায় ডাকে বা মন্দ ভাষায় তাদের সাথে কথা বলে তখন তারা তাদের সাথে শান্তিদায়কভাবে (তথা বিনয়-নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে) কথা বলে বা তাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।"

(২৫–সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৬৩)

"উত্তম জিনিসের মাধ্যমে মন্দকে দূর কর; তখন দেখবে যে, তোমার মাঝে ও তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে তার মাঝে অর্থাৎ তোমার মাঝে ও তোমার শত্রুর মাঝে এমন মধুর সম্পর্ক হয়ে যাবে যে, যেন সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু।" (৪১ –সূরা হা-মীম-আস সাজদাহ : আয়াত-৩৪)

(অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ দিয়েছেন রাগের সময়ে ধৈর্য ধরতে এবং তাদের সাথে যারা খারাপ আচরণ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে।)

তাই, যদি আপনি কারো কাছ থেকে বিদ্বেষমূলক কথা শুনেন তবে প্রত্যুত্তর করবেন না; যদি জবাব দেন তবে এক কথায় বিপরীতে দশ কথা শুনতে হবে।

৩৪০. অন্যের প্রচেষ্টাকে খর্ব করবেন না

জীবন আমাকে এমন কিছু অভ্যেস করার শিক্ষা দিয়েছে যা আমাকে কখনও ব্যর্থ করেনি (আর তা হলো) : অন্যদের সম্বন্ধে আমার অনুমোদন সংযতভাবে প্রকাশ করা। সব ধরনের লোকের উপরই এই পদ্ধতির ইতিবাচক প্রভাব আছে। কোমল, নরম ও ভদ্র কথা মানুষের অন্তরে বিস্ময়কর ক্রিয়া করে। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনে উদার ও সদয় হতে আমাদের ধর্ম (দ্বীন) আমাদেরকে শিক্ষা দেয়।

"আল্লাহর রহমতে আপনি কোমল ছিলেন বিধায় (তারা বিপদের সময় আপনার পাশে ছিল)। আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে তারা অবশ্যই আপনার চারপাশ থেকে সরে পড়ত।"

(৩-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৯)

"Haw to Win Friends বা বন্ধুদের মন জয় করার পদ্ধতি" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, জনগণকে আপনার নিকট আকর্ষণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ (বা উপায়) হলো তাদের ব্যাপারে অবাধে ও অধিক পরিমাণে প্রশংসা করা। (এ ব্যাপারে) আমি একমত হলাম না; (কেননা) সংযম বা মধ্যমপন্থা এবং ন্যায় বিচার প্রয়োজন।

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ـ

"আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের জন্য অবশ্যই মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

(৬৫-সূরা আত তালাক্ব ৩)

তাই কারো উচিত নয় কৃত্রিমভাবে অন্যদের তোষামোদ করা এবং তাদের ব্যাপারে শুষ্ক থাকা (অর্থাৎ একেবারেই তাদের প্রশংসা না করা) ও তাদের থেকে দূরে থাকা (অর্থাৎ তাদের সাথে মধুর সম্পর্ক না রাখা)।

অবশ্যই গর্বিত ও উন্নাসিক মনোভাবের মাধ্যমে আমরা মানুষকে অবজ্ঞা করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতাম; কিন্তু ফলে আমরাই আমাদের বন্ধুদেরকে হারাতাম– তারা আমাদেরকে হারাত না। আপনি যদি বন্ধুসুলভ না হন তবে লোকেরা শীঘ্রই বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিবে।

"আর যে সব মুমিন আপনাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি আপনি আপনার দয়ার হাতকে বাড়িয়ে দিন (অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় হোন)।"

(২৬-সূরা আশ শোয়ারা : আয়াত-২১৫)

অন্যদের শ্রদ্ধা অর্জন করাও আপনাকে সুখ বয়ে এনে দিতে অবদান রাখে; মুসলমানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী এবং তারা একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

"এবং মানুষের সাথে ভালো কথা বল।" (২–সূরা বাকারা : আয়াত-৮৩)

যারা অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর, অন্যদেরকে প্রভাবিত করার গুণসম্পন্ন এবং অন্যদের ভক্তি আকর্ষণ ও উৎসাহ সঞ্চার করার গুণ আছে এমন লোকদের দ্বারাই জীবনে আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছি। মনে হয় যেন তারা তাদের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে অন্যদেরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। তাদের মুখে অন্যদের জন্যে সদা হাসি ফুটে থাকে, তারা সত্য কথা বলে এবং তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত।

আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর লোকদের মাঝে সমর্থন অর্জন করা আমাদের সকলের সাধ্যের মধ্যে। এই সমর্থন ধন-সম্পদের মাধ্যমে ক্রয় করা যায় না, বরং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা, অন্যদের নিকট কল্যাণ বিস্তারের জন্য ভালোবাসা এবং নিজেকে ছোট মনে করার মাধ্যমেই এটা অর্জন করা যায়।

এসব এবং অন্যান্য উত্তম গুণাবলি অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, কেননা, এগুলো অর্জন করতে হলে উপরের দিকে উঠতে হয়। যে ব্যক্তি মন্দ চরিত্র অর্জন করতে চায় সে সহজেই তা অর্জন করতে পারে, কারণ, মন্দ চরিত্র অর্জনের জন্য শুধুমাত্র নিচের দিকে নামার প্রয়োজন হয়।

একজন আরবী কবি বলেছেন–
"মন্দ চরিত্রের অধিকারী শীঘ্রই এমন হয়ে যায় যে, সে তার শয়তানী আর অনুভব করতে পারে না, যেমন নাকি মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত কোন ব্যাথা সৃষ্টি করতে পারে না।"

যে ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তায় বিভোর মনে মনে নিজেকে তার হীন ও বিষণ্ন ভাবার কথা। কিছু লোক আছে যারা যতটা ভাবা উচিত নয় নিজেদেরকে ততটা বড় ভাবে বা নিজেদেরকে যতটা (বড় ভাবা) উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি বড় মনে করে। এ ধরনের কিছু লোকের কথা মনে পড়ে, এরা এমন লোক যারা সমাজে কিছু অবদান রাখার চেষ্টা করেছিল পরে তারা ভাবতে শুরু করল যে, তাদের কাজ তাদের জীবনের মহৎ কীর্তির পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ছিল।

আমি একটি ছাত্রের কথা জানি, যে নাকি তরুণ মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে ছোট ছোট কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছিল।

আমি তাকে উৎসাহিত করতে চাইলাম, তাই তার প্রচেষ্টার জন্য আমি তার প্রশংসা করলাম। তখন সে তার পুস্তিকাগুলো সম্বন্ধে, সেগুলো কত ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে এবং সেগুলো কত বেশি প্রশংসা কুড়িয়েছে সে সম্বন্ধে সীমাহীনভাবে কথা বলতে শুরু করল। নিজের সম্বন্ধে এ লোকের ধারণা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম, কিন্তু তার নিকট থেকে আমি এটাও জানলাম যে, মানুষ অবজ্ঞা ও হেয়প্রতিপন্ন হতে কতটা ঘৃণা করে।

আরেকবার আমি এক ছাত্রের বক্তৃতার টেপ রেকর্ড শুনলাম। ইসলামের জ্ঞান অন্বেষণে তার প্রচেষ্টাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে তাকে উৎসাহিত করার জন্য আমি তাকে আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ করলাম। আমি যখন টেপ রেকর্ডের কথা উল্লেখ করলাম তখন সে আরো সুযোগ পেয়ে গেল, সমগ্র মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার মাধ্যমে সে তার বক্তৃতা শুরু করল। এরপর সে অনবরত ব্যাখ্যা করতে লাগল কীভাবে সে বিষয়টির উপর গবেষণা করেছে। তাকে আহ্বান করার আগে আমি কখনও তাকে এতটা স্বার্থপর ভাবতে পারিনি। তার সাথে কথা বলে আমি এটাও বুঝতে পেরেছি যে, নিজের যোগ্যতার চেয়ে নিজেকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করা মানুষের স্বভাব।
অতএব, অন্যকে অবজ্ঞা করা থেকে সতর্ক থাকুন।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ .

"কোন পুরুষ (জাতি) যেন অন্য কোন পুরুষকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা না করে এবং কোন স্ত্রী (জাতি)ও যেন অন্য কোন স্ত্রীকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে। কেননা, এমনও হতে পারে যে, যাদেরকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা হয় তারা যারা ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে তাদের চেয়েও ভালো।" (৪৯-সূরা আল হুজুরাত : আয়াত-১১)
যদি আপনি মানুষের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি মনোযোগ দেন তবে তারা আপনাকে ভালোবাসবে।
"যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না।" (৬-সূরা আল আন'আম : আয়াত-৫২)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِيِّ ـ

"যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাদের সাথে আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন।" (১৮–সূরা আল কাহাফ : আয়াত–২৮)

(অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ﷺ !) আপনার যে সব সাহাবীগণ সালাতে ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাঁর প্রশংসা করে আপনি ধৈর্য সহকারে তাদের সাথে থাকুন।)

"তিনি ভ্রুকুটি করলেন ও উপেক্ষা করলেন, কারণ, তার নিকট একজন অন্ধ লোক এসেছিল। আপনি কীভাবে জানবেন সে হয়তো (পাপ হতে) পবিত্র হতো।" (৮০–সূরা আল আবাসা : আয়াত-১-৩)

[নবী করীম ﷺ কোন এক লোকের নিকট ইসলাম প্রচার করছিলেন তখন উম্মে মাকতুম নামে একজন অন্ধ লোক {পরে তিনি ঈমান এনে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী (রা) হয়েছিলেন} নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসেছিল আর তখন নবী করীম ﷺ তার প্রতি মনোযোগ দেননি। এ কারণে এ আয়াত ক'য়টি নাযিল করা হয়।]

আমার আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ার বছরগুলোতে আমি শুধুমাত্র কবিতা পড়াশুনাই করতাম না অধিকন্তু কবিতা রচনাও করতাম। একবার অন্য মাদ্রাসার ছাত্ররা আমাদেরকে দেখতে আসল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাকে আমার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হলো– (আর এটা বলা হলো) আমার দাবি করার মতো কোন দক্ষতার কারণে নয় বরং এ কারণে যে, আমাদের মাদ্রাসায় একমাত্র আমারই কবিতার প্রতি ঝোঁক ছিল।

আমি আমার স্বরচিত কিছু কবিতা উচ্চস্বরে আবৃত্তি করলাম আর সাহিত্যের শিক্ষক আমার ধরন ও শব্দের ব্যবহার উভয়েরই প্রশংসা করলেন আর আমি তাকে (আমার সত্যি সত্যি প্রশংসা করেছেন বলে) আসলেই বিশ্বাস করলাম। আমি মনে করেছিলাম যে, আমি প্রতিভামণ্ডিত কোন কিছু লিখেছি; কিন্তু, আমি যখন বয়স্ক হওয়ার পর সেগুলোর দিকে চোখ বুলালাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, সেগুলো সত্যি সত্যি কতইনা ছাত্রসূলভ (কাঁচা হাতের) ছিল।

অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে আমরা একমাত্র যা অর্জন করি তা হলো একজন অতিরিক্ত শত্রু। তাই, অন্যের চেষ্টা অনুধাবন করতে মধ্যমপন্থী হোন এবং তাদের গুণের কারণে তাদের প্রশংসা করুন।

৩৪১. অন্যদের থেকে আপনি যেরূপ আচরণ কামনা করেন অন্যদের সাথে আপনি সেরূপ আচরণই করুন

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন যে, যে লোক অন্যের দোষ খুঁজে বের করে সে মাছির মতো– যা নাকি পঁচা-দুর্গন্ধ জিনিসের উপর বসে। কিছু লোক 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা আক্রান্ত। যখনই আপনি তাদের নিকট কারো কথা বলবেন তখন তারা "তার মধ্যে কিছু ভালো গুণ আছে, কিন্তু ...." এ বাক্যের সাথে তার সম্বন্ধে কিছু বলবে। এই 'কিন্তু' এরপর যা বলবে তা সর্বদাই সমালোচনা, দোষারোপ ও তিরস্কার।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

"সামনে ও পিছনে নিন্দাকারী প্রত্যেক লোকের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, ধ্বংস ও জাহান্নামের শাস্তি।" (১০৪–সূরা আল হুমাযাহ : আয়াত-১)

"সে তো গীবতকারী ও ঘুরে ঘুরে চোগলখোরী করে।"

(৬৮–সূরা আল কালাম : আয়াত-১১)

"তোমাদের একে যেন অপরের গীবত না করে।"

(৪৯–সূরা আল হুজরাত : আয়াত-১২)

অন্যের প্রতি আমরা যতটা মধ্যমপন্থী হবো আমাদের প্রতি তাদের ভক্তি ততো বেশি হবে, বিপরীতটাও সত্য (অর্থাৎ অন্যের প্রতি আমরা যত অন্যায় করব অন্যেরা আমাদেরকে তত অভক্তি করবে)। কোন বুদ্ধিমান লোক একথা ভাবতে পারে না যে, সে মানুষকে খর্ব করে, হেয় করে বা অবজ্ঞা করে তাদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করতে পারবে।

"মুতাফ্‌ফিফ্‌দের জন্য ধ্বংস, দুর্ভোগ ও জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।"

(৮৩–সূরা মুতাফ্‌ফিফীন : আয়াত-১)

(মুতাফ্‌ফিফ হলো সে, যে নাকি পরিমাপে কম দেয়, ওজনে কম দেয় তথা অন্যের অধিকার খর্ব করে।)

৩৪২. শিষ্টাচারী, মার্জিত, ভদ্র ও সৌজন্যশীল হোন

আপনার বন্ধুদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করুন এবং তারা যে নাম সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাদেরকে সে নামে ডাকুন; তারা যে নাম অপছন্দ করে তাদেরকে সে নাম ধরে ডাকবেন না। অন্যেরা যদি আপনাকে মন্দ নামে ডাকত তবে আপনি কি তা পছন্দ করতেন?

আপনার স্ত্রীর সাথে মার্জিত আচরণ করুন। স্ত্রীলেকের পক্ষে কতইনা এমন দুভার্গ্যজনক ঘটনা ঘটে যে, সে সারাদিন রান্না-বান্না, ঝাঁড়া-পোছা আর ধোয়া-মোছা করার পর তার স্বামী ঘরে ফিরে এসে তার স্ত্রীর কোন কাজকর্ম চোখে দেখতে পায় না! স্বামী যদি স্ত্রীকে এমন কোন কথা বলত যাতে স্ত্রী তার কাজকে অপর্যাপ্ত ও অবজ্ঞাত ভাবত, তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে স্বামীর এই বিরাগ।

সুতরাং, অন্যদের প্রতি মনোযোগী হোন এবং তারা যে ভালোকাজ করে তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিন। আপনার স্ত্রী যদি আপনার নিকট সুন্দর দেখানোর জন্য সাজগোছ করতে সময় নেয় তবে তার রূপের প্রশংসা করুন এবং আপনার প্রতি তার দৈনন্দিন ভক্তির জন্য তাকে ধন্যবাদ দিন।

৩৪৩. কৃত্রিমতা পরিহার করুন

একবার আমি আবু রীশাহ'র একটি কবিতা পড়লাম আর সাথে সাথে তার কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। আমি কবিতাটি মুখস্থ করলাম এবং আবুরীশাহ'র ঢং নিয়ে গবেষণা করলাম। এর অল্প কিছু দিন পরেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবৃত্তি আনুষ্ঠানে আমাকে কবিতা উপস্থাপন করতে হয়েছিল।

তখন আমি আবু রীশার'র স্টাইলকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করলাম- কিন্তু একমাত্র সমস্যা ছিল যে, আমি আবু রীশাহ নই। একারণেই যেসব কথা বেরিয়ে এলো তা ছিল অসংলগ্ন এবং ব্যাপক অর্থে কবিতা ছিল বাসি, নীরস ও স্বাদহীন।

সেদিনের পর থেকে আমি অন্য লোকের স্টাইলকে অনুকরণ করা বন্ধ করে দিলাম। আমি যা ভাবতাম সে অনুসারেই আমি লিখতে শুরু করলাম আর এভাবেই আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার কাব্যে আমার ব্যক্তিত্বকে সঞ্চারিত করতে পারলাম। একবার আমি জেদ্দাতে এক ইমামের পিছনে সালাত পড়লাম। তিনিও অনুরূপভাবে এক বিখ্যাত আবৃত্তি কারকের অনুকরণ করতে চেষ্টা করছিলেন, তবুও তিনি কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করার ধারে কাছেও ছিলেন না।

তার কণ্ঠস্বর বিখ্যাত আবৃত্তিকারের কণ্ঠস্বরের চেয়ে খুবই ভিন্ন রকমের ছিল এবং তার অনুকরণের চেষ্টাকে দৃষ্টিকটুভাবে বা নিলর্জ্জভাবে কৃত্রিম মনে হয়েছিল। তার চেষ্টাকে সহ্য করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না; কারণ, বরাবরই আমি অনুভব করছিলাম যে, সাদৃশ্যে পৌছার জন্য সে কত কঠোর প্রচেষ্টা করছিল {অর্থাৎ সেই বিখ্যাত আবৃত্তিকারের মত (সদৃশ) করে আবৃত্তি করার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল তা আমি বুঝতে পারছিলাম এবং আমার কাছে তা হাস্যকর ও বিরক্তিকর লাগছিল।} আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক লোককে বিশেষ গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য ও মেধা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি বিধান ও স্পষ্ট (বা সরল) পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।" (৫–সূরা মায়িদা : আয়াত-৪৮).

আপনি যদি কোন কিছুতে চমৎকার হতে চান তবে এমন এক পদ্ধতির অনুসরণ করুন যা আপনার প্রকৃতি ও ক্ষমতা (বা দক্ষতা) উভয়ের সাথে খাপ খায়।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ .

"(হে মুহাম্মাদ ﷺ !) আপনি বলে দিন, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে।" (১৭–সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮৪)

৩৪৪. আপনি যদি সত্যিই কোন কিছু করতে না পারেন তবে তা করা বাদ দিন

আবহা সিটিতে আমি জুমুআর খুতবা দিতাম। আমার অধিকাংশ খুতবাই ছিল নবী করীম ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আর এটা কিছুটা আমার বৈশিষ্ট্যও হয়ে গিয়েছিল এবং এ কাজে আমি স্বস্তি (বা আরাম) বোধ করতাম।

ক্রমবর্ধমান সীমাহীন যৌতুক প্রবণতা সম্বন্ধে খুতবা দেয়ার জন্য একজন আমাকে অনুরোধ জানালেন। এই অনুরোধ অনুসারে কাজ করতে আমার মন টানছিল না। কারণ, নবী করীম ﷺ-এর জীবনী সম্বন্ধে কথা বলতে আমি বেশি আরাম (বা স্বস্তি) বোধ করতাম। তবুও অনুরোধকৃত বিষয়ের উপর আমি উপস্থিত বক্তৃতা দিলাম। আমি কুরআনের আয়াত ও নবী করীম ﷺ-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিলাম। আমি এলোমেলোভাবে, জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে বিষয়টি পূর্ণ করছিলাম; আর যখন আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন আমার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। আমার খুতবা শেষ হওয়ার পর

আমার মনে হয়েছিল যে, বিষয়টি সম্বন্ধে কথা বলে আমি এক যেনতেন কাজ করলাম এবং সেকারণেই আমি যে বিষয়ে চমৎকারিত্ব অর্জন করেছি সে বিষয়েই লেগে থাকার দৃঢ় সংকল্প করলাম।

"আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত যে ক্ষেত্রে সে দক্ষ সে ক্ষেত্রে কাজ করা। নবী করীম ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يُتْقِنَهُ .

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিখুঁতভাবে কোন কাজ করে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।" (জামে' ছগীর, হাদীস নং-১৮৬১, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৯১২৮)

৩৪৫. জীবনে বিশৃঙ্খল হবেন না

একদিন আমি কুরআনের বারোটি তফসীর গ্রন্থ জমা করলাম। আর তা ছিল : ১. তাবারী, ২. ইবনে কাছীর, ৩. বাগাবী, ৪. যামাখশারী, ৫. কুরতুবী, ৬. আযযিলাল, ৭. আশ্ শিনক্বীতি, ৮. আররাযী, ৯. ফতহুল ক্বাদীর, ১০. তফসীরে খাযেন, ১১. আবু মাসউদ ও ১২. কাসেমী। (এ তালিকার মধ্যে কিছু আছে লেখকের নামে আর কিছু আছে প্রকৃত কিতাবের নামে।)

আমি প্রতিদিন কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা (তফসীর) এসব গ্রন্থ (কিতাব) থেকে পড়তে ইচ্ছা করেছিলাম। আমি প্রতিদিনকার আয়াতটি প্রথম কিতাব, দ্বিতীয় কিতাব এভাবে সব ক'টি কিতাব থেকে পড়ার পরিকল্পনা করলাম। এভাবে আমি কিছুকাল চেষ্টা করলাম, কিন্তু শীঘ্রই আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করলাম। একথা সত্য যে আমি উদ্যমী ছিলাম; কিন্তু, পরিকল্পনা করতে এবং পড়াশুনার সঠিক পদ্ধতি বাছাই করতে আমি খুব বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছিলাম।

ইসলামি বিজ্ঞানের ছাত্রদেরকে আমি এই উপদেশ দেই যে, অনেক কিতাব দিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করবেন না। উত্তমপন্থা হলো আপনি যা পড়েন, তাকে সতর্কতার সাথে বিন্যাস ও বাছাই করা। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল তা মিলবিশিষ্ট হতে হবে, যদিও আপনি কেবলমাত্র সামান্য কিছু করেন। নবী করীম ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় কাজ তা ছিল যা নিয়মিত চর্চা বা আমল করা হতো। যদিও সে কাজ ছোট কিছু ছিল।

৩৪৬. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ.

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।"

(১০২-সূরা আত তাকাছুর : আয়াত-১)

একবার মোটা অংকের টাকা পাওয়ার পর, যতদূর সম্ভব সব কিতাবের এক কপি করে ক্রয় করার আশায় বইয়ের দোকানে (লাইব্রেরিতে) ছুটলাম, মুহূর্তের উদ্দীপনা আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল। বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই দিয়ে আমি আমার ঘরের দেয়ালের তাকগুলো ভরে ফেললাম। ইসলামী আইনশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণজ্ঞান বিষয়ক বই-পুস্তক ছিল। আমি পড়া শুরু করতে চাইলাম, কিন্তু, আমি বুঝতে পারলাম না যে, কোথা থেকে শুরু করব। আমি দেখলাম যে, একই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে চায়। কিছু পুস্তক পেলাম যেগুলোর গুরুত্ব কম।

কতিপয় বিখ্যাত আলেমের সাথে আমি পরামর্শ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কীভাবে আমার পড়াশুনা করা উচিত। তারা আমাকে এমন পথ বাতলিয়ে দিলেন যা সফল প্রমাণিত হয়েছিল। তারা আমাকে পরামর্শ দিলেন যাতে আমি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রধান প্রধান রেফারেন্স কিতাবগুলোই গভীরভাবে অধ্যায়ন করি। তারা বললেন, অন্যান্য কিতাবগুলোকে আলাদাভাবে রেখে দিতে। তবে যখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য অনেক কিতাবের দরকার হয় তখন সেগুলো পড়তে হবে। এর ফলাফল দেখে আমি ভারি খুশি হয়ে গেলাম। আমি তাদের সরল অথচ যুক্তিযুক্ত উপদেশ অনুসরণ করতে অধিকতর গোছালো ও স্বস্তি অনুভব করলাম।

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে,এমনকি তোমরা (এ অবস্থায়) কবর পরিদর্শন করছ।"

(১০২-সূরা আত তাকাছুর : আয়াত-১-২)

(অর্থাৎ তোমরা আমৃত্যু বা মরণ পর্যন্ত পার্থিব সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছ ও পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে আছ বা পরকালকে ভুলে আছ।)

কিছু ছাত্র আছে যারা বিরল পাণ্ডুলিপির জন্য ভীষণ খোঁজা-খুঁজি করে, তারা সর্বদাই বিরল পুস্তকাদি সংগ্রহ করে, তবুও আপনি তাদের অধিকাংশকেই দেখতে পাবেন যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বইসমূহও তারা পুরাপুরিভাবে পড়েনি। আমি এক লোককে চিনি যিনি মুক্বাতিল ইবনে সুলাইমানের তফসীর সংগ্রহ করতে পারেননি বিধায় অসন্তুষ্ট, অথচ তিনি ইবনে কাছীরের তফসীর পুরাপুরি পড়েননি।

“আর তাদের মাঝে (ইহুদীদের মাঝে) এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে কিতাব সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু মিথ্যা আশা করে ও ধারণা করে।” (২-সূরা বাকারা : আয়াত-৭৮)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন প্রথমে বিবেচনা করা উচিত তখন কখনও ছোটখাট বিষয়ের পিছনে লাগবেন না। যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য জানে না তাকে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সফর করতে হবে-যা কোথাও শেষ হবে না।

৩৪৭. সমাপনী অধ্যায়

আসুন, আমরা সবাই সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক- আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করি। আসুন, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত না করে আমরা তাঁর সামনে (সালাতে) দাঁড়াই। আসুন, আমরা তাঁর নিকট অতিশয় আকুলভাবে প্রার্থনা করি এবং উত্তরের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করি। কেননা, সত্যিই তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আরোগ্য করেন। তিনি স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। তিনি একাই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَمِنْهُ عَبْدُكَ نَبِيُّكَ ـ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন!" (২–সূরা বাকারা : আয়াত-২০১)

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া আখেরাতে সর্বদা সুস্থতা ও কল্যাণ দান করুন।" (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৪৯৫৭)

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সেই সর্বোত্তম জিনিস প্রার্থনা করি যা আপনার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ কামনা করেছেন। আর আমরা আপনার নিকট সেই মন্দ জিনিস থেকে আশ্রয় চাই যার থেকে আপনার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ আশ্রয় বা পানাহ চেয়েছেন। (বুলুগুল মারাম : হাদীস নং-১৬০৯)

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পানাহ চাই; আমরা আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে মুক্তি চাই; আমরা আপনার নিকট কৃপণতা ও কাপুরুষতা বা ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই আর আমরা আপনার নিকট ঋণের বোঝা ও মানুষের কর্তৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (জামে' ছগীর, হাদীস নং ১৫৫৩)

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ بِفَضْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

মহান আল্লাহর রহমতে সুসমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান – মো: রফিকুল ইসলাম	
৪.	শব্দে শব্দে আল কুরআনের অভিধান	২৫০
৫.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৬.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৮.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৪০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	
১০.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাসি-কান্না ও যিকির –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১১.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১২.	সহীহ মুকসূদুল মুকমিনীন	৪০০
১৩.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন	৪০০
১৪.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৫.	রাসূল ﷺ এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৬.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৭.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৮.	রাসূল ﷺ এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৯.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় – আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২২.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৩.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৪.	রাসূল ﷺ -এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৫.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
২৯.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩০.	দোয়া কবুলের পূর্বশত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩১.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩২.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন – ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৩.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৪.	ফাজায়েলে আমল	
৩৫.	কবিরা গুনাহ্	২১০
৩৬.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০
৩৭.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা	৯০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০	২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার- আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০	২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০	২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২৩.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৭.	ইসলাম এবং সেকিউলারিজম	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রেম	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩৩.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৭.	ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩৪.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
			৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০
			৩৬.	....	

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০	৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০	৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০	৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০			

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে ......

ক. রাসূল ﷺ-এর অজিফা, খ. আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন), গ. Golden use Foul Word, ঘ. আপনার শিশুকে লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঙ. আসুন কুরআনের সাথে কথা বলি, চ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায়, ছ. শব্দে শব্দে হিসনুল মু'মিনীন, জ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমগ্র।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace.rafiq56@yahoo.com